চার ইমাম

[ইসলামী ফিকহের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাসসহ
ফিকহের চার ইমামের প্রামাণ্য জীবনকথা]

মূল
মাওলানা কাজী আতহার মুবারকপুরী

অনুবাদ
খন্দকার মনসুর আহমদ
মাওলানা মুহাম্মদুল্লাহ
আবদুস সাত্তার আইনী
মাওলানা সফিউল্লাহ

সম্পাদনা
মাওলানা খন্দকার মনসুর আহমদ

পরিবেশনায়
মাকতাবাতুত তাকওয়া
১১/১ ইসলামী টাওয়ার,
বাংলা বাজার, ঢাকা।

www.maktabatulabrar.com

চার ইমাম
মাওলানা কাজী আতহার মুবারকপুরী

প্রকাশকাল :
রমযান, ১৪৩৫ হিজরী
জুলাই, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

প্রকাশনায় :
সত্যালোক প্রকাশনী
উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
০১৯১২৪৪৬৩২২

পরিবেশনায় :
মাকতাবাতুত তাকওয়া
১১/১ ইসলামী টাওয়ার,
বাংলা বাজার, ঢাকা।
ফোন : ০১৯৬২৪১৫০৭০

হাদিয়া : দুইশত ষাট টাকা মাত্র

সম্পাদকের কথা

অনুবাদ প্রসঙ্গে

বেশ কিছুকাল পূর্বে দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে প্রকাশিত উপমহাদেশের বরেণ্য ইসলামী ঐতিহাসিক মাওলানা কাজী আতহার মুবারকপুরী রহ. রচিত 'আয়িম্মায়ে আরবা'আ' গ্রন্থটি আমার নজর কাড়ে। গ্রন্থটি হাতে নিয়ে তাতে উঁচুমানের প্রমাণ্য গ্রন্থাদির হাওয়ালা দেখেই অনুধাবন করতে পারি গ্রন্থটি অসাধারণ। চার ইমামের জীবনী বিষয়ে এতটা নির্ভরযোগ্য ও সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ এক কথায় দুর্লভ। গ্রন্থটি বাংলাভাষায় অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলো। কিছুদিন পর মহান আল্লাহর ওপর নির্ভর করে আমি এর অনুবাদ শুরু করি। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর নানা ব্যস্ততার কারণে অনুবাদের কাজ থেমে যায়। কিন্তু উপকারী এ গ্রন্থটি থেকে পাঠকসম্প্রদায়ের উপকৃত হওয়া বিলম্বিত হয়ে যাচ্ছে ভেবে কয়েকজন তরুণ আলিম অনুবাদকের সহায়তা নেয়ার কথা ভাবলাম। পরে তিনজন তরুণ আলিমকে এ বিষয়ে আমন্ত্রণ জানালে তাঁরা বেশ উৎসাহের সঙ্গেই আমার আমন্ত্রণে সাড়া দেন এবং অনুবাদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁদের নাম ইনারপত্রে সংযুক্ত রয়েছে। যথেষ্ট শ্রম ব্যয় করে এই তিন মেধাবী তরুণ আলিম নিজ নিজ অংশের অনুবাদ সম্পন্ন করেন। অনুবাদের কপি জমা দেওয়ার পর আমি তা নিরীক্ষণ করি এবং প্রয়োজনীয় সম্পাদনা ও দিকনির্দেশনা দিয়ে তাদের কাছে ফেরত দিই। তারা সংশোধিত অনুবাদের নতুন কপি তৈরি করে আমার কাছে পুনরায় জমা দেন। এভাবে মহান আল্লাহর অনুগ্রহে এই মূল্যবান গ্রন্থের বাংলা অনুবাদের কাজ সম্পন্ন হয়।

গ্রন্থটির দুটি অংশ আমি অনুবাদ করি। একটি হচ্ছে গ্রন্থের শুরু থেকে ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর জীবনীর 'জীবিকা নির্বাহের উপায়' পর্যন্ত। অপর অংশটি হচ্ছে ইমাম শাফিঈ রহ.-এর জীবনী। ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর জীবনীর অবশিষ্ট অংশ অনুবাদ করেন মাওলানা মুহাম্মদুল্লাহ। ইমাম মালিক রহ.-এর জীবনী অনুবাদ করেন মাওলানা আবদুস সাত্তার আইনী। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ.-এর জীবনী অনুবাদ করেন

www.maktabatulabrar.com

মাওলানা সফিউল্লাহ। মহান আল্লাহর কাছে অনুবাদকমণ্ডলীর জাযায়ে খায়ের কামনা করি।

গ্রন্থটি নির্ভুল ও সর্বাঙ্গীন সুন্দর করতে আমরা আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। তবুও ভুল-বিচ্যুতি থাকতেই পারে। বিদগ্ধ পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো ভুল ধরা পড়লে আমাদেরকে অবহিত করার অনুরোধ থাকলো।

মহান আল্লাহ মূল লেখক ও অনুবাদকমণ্ডলীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের মেহনত কবুল করুন। এবং বইটির মাধ্যমে পাঠকদেরকে যথাযথভাবে উপকৃত হওয়ার তওফিক দিন। আমীন।

খন্দকার মনসুর আহমদ
রমযান- ১৪৩৫ হিজরী
জুন-২০১৪ ঈসায়ী

পুনশ্চ :

বানান প্রসঙ্গে

আমরা এ গ্রন্থে বাংলা শব্দের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব আধুনিক বানানরীতি অনুসরণের চেষ্টা করেছি। আর আরবী শব্দের ক্ষেত্রে আধুনিক বানানরীতির বদলে শব্দের মূলরূপ রক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছি। সেকারণে 'ইয়া'যুক্ত আরবী শব্দগুলোকে মূল বানানে প্রধানত দীর্ঘ ই-কার [ী] দিয়ে লেখা হয়েছে, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ যেমনটি করে থাকে। অবশ্য দীর্ঘ ই-কারযুক্ত শব্দের পরে 'গণ' ব্যবহৃত হলে দীর্ঘ ই-কার টি হ্রস্ব ই-কার [ি] হয়ে যাওয়ার যে নিয়ম রয়েছে, তা মানার চেষ্টা করা হয়েছে। সে হিসেবে যেসব ক্ষেত্রে সাহাবী শব্দটির পরে 'গণ' যুক্ত হয়েছে সেসব ক্ষেত্রে এ শব্দটি হ্রস্ব ই-কার দিয়ে 'সাহাবিগণ' লেখা হয়েছে। অনুরূপ অন্যান্য শব্দের ক্ষেত্রেও একই পরিবর্তন হয়েছে। বিষয়টি লক্ষ রাখার জন্য পাঠকের প্রতি অনুরোধ রইলো।

'রহ.' প্রসঙ্গে

বক্তব্যের সাবলীলতা রক্ষার্থে মূল গ্রন্থেই অনেক ক্ষেত্রে আমাদের মহান পূর্বসূরিদের নামের সাথে 'রহ.' উল্লিখিত হয় নি। অনুবাদের সাবলীলতা রক্ষার্থে আমরাও সেসব ক্ষেত্রে সাধারণত 'রহ.' লিখি নি।

সূচিপত্র

সম্পাদকের কথা–অনুবাদ প্রসঙ্গে ৩
আল্লামা রিয়াসত আলী বিজনুরী দা. বা.-এর প্রসঙ্গ কথা ১২
মূল গ্রন্থকারের ভূমিকা ১৫
ফিকাহ শাস্ত্রের সংকলন ও বিকাশ ১৭
ফকীহ সাহাবায়ে কেরাম ১৭
তাবিঈ ও তাবে' তাবিঈদের ফকীহ শ্রেণী ১৯
মদীনা মুনাওওয়ারায় ১৯
মক্কা মুকাররমায় ২০
বসরায় ২১
কুফায় ২২
সিরিয়ায় ২৫
মিশরে ২৬
অন্যান্য স্থানে ২৬
'আসহাবুল হাদীস' এবং 'আসহাবুল ফিকহ' ২৬
ফিকহের সংকলন ২৭
ফিকহের চার গবেষণা-বলয় ২৯
হানাফী মাযহাব ৩২
মালিকী মাযহাব ৩৩
শাফিঈ মাযহাক ৩৫
হাম্বলী মাযহাব ৩৬
ফিতনার দ্বার রুদ্ধকরণ ৩৭
বর্তমান কালে চার মাযহাবের অনুসারী ৩৯
ইমাম আযম আবু হানীফা রহ. ৪১
বনু তাইমিল্লাহ বিন সা'লাবা গোত্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও চুক্তি ৪১
ঘর ও দোকান ৪৩
জন্ম ও শৈশব ৪৪

www.maktabatulabrar.com

হজের মৌসুমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হারেছ ইবনে
জায রা.-এর যিয়ারত এবং তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা ৪৪
অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের সাক্ষাৎ লাভ
এবং তাদের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা ৪৭
যৌবনে যিনদিক-নাস্তিক ও বাতিল ফেরকাসমূহের মোকাবিলা ৪৯
মনোবিপ্লব ৫০
ইমাম হাম্মাদ বিন আবি সুলাইমানের পাঠদানের মজলিসে ৫০
ইমাম শা'বী রহ.-এর সাথে মুলাকাত, তাঁর রত্ন-চেনা ও পথনির্দেশনা ৫২
ইমাম আবু হানীফা রহ. ও ইলমে হাদীস ৫৩
হাদীসের কয়েকজন শাইখ ৫৯
হাদীস কম বর্ণনার কারণ ৬০
ইমাম আবু হানীফা রহ. এবং ইলমে ফিকাহ ও ফতোয়া ৬২
ইমাম আবু হানীফার ফিকহী মূলনীতি ৬৪
ইমাম আবু হানীফার ফিকহের ব্যাপারে ইমামগণের অভিমত ৬৮
ইমাম আবু জাফর সাদিক ও ইমাম আবু হানীফা ৭০
পাঠদানের আসর ৭১
জ্ঞানীগুণীদের সম্মিলন ৭২
বিশিষ্ট ছাত্রবৃন্দ ৭৩
শিষ্যদেরকে সাহায্যদান ৭৫
শিষ্যদের হিম্মত বৃদ্ধিকরণ ৭৬
আরও কয়েকজন উল্লেখযোগ্য শিষ্যের নাম ৭৭
জীবিকা নির্বাহের উপায় ৭৯
রেশমি কাপড় তৈরির কারখানা ৭৯
রেশমি কাপড়ের দোকান ৮০
ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সততা ও স্বচ্ছতা ৮২
ইবাদত ও রিয়াযত (আধ্যাত্ম সাধনা) ৮৪
মায়ের খেদমত ৮৬
ব্যক্তিগত জীবন ও স্বভাব- চরিত্র ৮৮
ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন
এবং তার প্রতি হিংসার বহিঃপ্রকাশ ৯১

জ্ঞান- বুদ্ধি, দূরদর্শিতা ও বোধ শক্তি ৯৪
কয়েকটি দৃষ্টান্ত ৯৫
ইমাম আবু হানীফার রচনাবলী এবং তার গ্রহণযোগ্যতা ও উপকারিতা . ৯৮
চালচলন, কথাবার্তা, পোশাক-পরিচ্ছদ ও দৈহিক আকৃতি ১০৪
জেলখানায় শাহাদাত বরণ ১০৫
সন্তানাদি ও নাতিপুতি ১০৮
ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর কতিপয় প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী ১০৮
ইমাম মালিক বিন আনাস আসবাহী রহ. ১১১
নাম ও বংশ পরিচয়..১১১
বনী তাইমের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তা.......................................১১১
বাসস্থান ১১২
জন্ম ও শৈশব..১১৩
হাদীস অন্বেষণের আগে কাপড়ের ব্যবসা......................................১১৪
শৈশবে জ্ঞানার্জনের প্রতি আগ্রহ এবং রাবীয়া যায়ী'র দরসে অংশগ্রহণ ১১৫
ইবনে উমর রা.-এর আযাদকৃত গোলাম নাফি' এবং
আবদুর রহমান বিন হরমুযের শিষ্যত্ব গ্রহণ...................................১১৫
সাফওয়ান বিন সুলাইমের শিষ্যত্ব গ্রহণ ১১৭
ইবনে শিহাব যুহরীর পাঠদানের মজলিসে ১১৮
দীন ও ইলমের কেন্দ্র হচ্ছে মদীনা মুনাওওয়ারা ১২০
ইলম অর্জনের যুগে বৈষয়িক সঙ্কট..১২১
কতিপয় শায়খ ও উস্তাদ...১২২
দরস ও ফতোয়ার মসনদ ১২৪
ইমাম মালিক রহ.-এর দরসদানের পদ্ধতি.....................................১২৬
পাঠদানের মজলিসে খলীফার পুত্র ১২৭
তাঁর পাঠদানের মজলিসে একজন আলিম...................................... ১২৮
একজন স্পেনীয় তালেবুল ইলম ১৩০
শিষ্য ও সঙ্গী...১৩১
ফিকাহ ও ফতোয়া ১৩২

ফতোয়া প্রদানে চূড়ান্ত সতর্কতা..১৩৪
পূর্বসূরিদের অনুসরণ এবং বিদআতকে ঘৃণা.......................................১৩৬
দুনিয়াবিমুখতা, তাকওয়া ও ইবাদত..১৩৮
চারিত্রিক গুণাবলি ১৪০
সৎসাহস ও সত্য উচ্চারণ ১৪৩
হাদীস ও ফিকহের ইমামবৃন্দ ও সমকালীন
আলিমগণের দৃষ্টিতে ইমাম মালিক ১৪৫
আনন্দময় স্বভাব ও অন্তরের সজীবতা ১৪৭
কয়েকজন সমকালীন আলিমের ব্যাপারে বক্তব্য ১৫০
প্রজ্ঞাপূর্ণ উক্তি ১৫৩
ইমাম মালিকের হুলিয়া ও পোশাক ১৫৫
রচিত গ্রন্থ...১৫৫
মুআত্তা ইমাম মালিক...১৫৬
ইন্তেকাল..১৫৭
সন্তানাদি..১৫৮
ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস শাফিঈ রহ. ১৫৯
নাম ও বংশ পরিচয় ১৫৯
জন্ম ও শৈশব ১৬০
শিক্ষার সূচনা ১৬০
ইমাম মালিকের দরসে ১৬২
ইয়ামানে সফর ও সরকারি পদ লাভ ১৬৪
বাগদাদে ইমাম শাফিঈ'র কাছ থেকে ইমাম আহমদ বিন হাম্বলসহ
অন্যান্য আলিমগণের উপকার লাভ...১৬৮
ইমাম শাফিঈ'র কয়েকজন বিখ্যাত...১৬৯
মুকরী ইসমাঈল ইবনে কুস্তুনতীন মক্কী রহ. ১৭১
উস্তাদ মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে শাফি' মক্কী রহ. ১৭১
মুসলিম ইবনে খালেদ ইবনে জিনজী ফকীহ মক্কী..............................১৭১
ইবরাহীম ইবনে আবু ইয়াহিয়া আছলামী মাদানী রহ.........................১৭২

www.maktabatulabrar.com

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা মক্কী রহ. ১৭৩
ইমাম মালিক ইবনে আনাস রহ. ১৭৩
মুহাম্মদ ইবনে হাসান শাইবানী রহ. ১৭৩
ইসমাঈল ইবনে উলাইয়্যাহ বিসরী বাগদাদী রহ. ১৭৪
তারুণ্যই সকল বিষয়ে যোগ্যতা প্রমাণের সময় ১৭৪
মিশরে সফর এবং ইবনে আবদুল হাকামের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক ১৭৫
ফিকহী বিষয়ে ইমাম শাফিঈ'র পুরাতন ও নতুন
অভিমতসমূহের বর্ণনাকারিগণ ১৭৭
ইমাম শাফিঈ রহ.-এর ফিকহী মাসলাক ১৭৮
দরস-তাদরীসের মজলিস ১৮০
বাগদাদের চার শিষ্য ১৮২
হাসান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে যা'ফরানী বাগদাদী রহ. ১৮৪
ইমাম আহমদ বিন হাম্বল শাইবানী বাগদাদী রহ. ১৮৪
আবু সওর ইবরাহীম ইবনে খালেদ বাগদাদী রহ. ১৮৪
হুসাইন ইবনে আলী কারাবিছি বাগদাদী রহ. ১৮৫
মিশরের ছয় শিষ্য ১৮৫
ইসমাঈল ইবনে ইয়াহিয়া মুযানী মিসরী রহ. ১৮৫
রবী' ইবনে সুলাইমান জীযী মিসরী ১৮৬
রবী' ইবনে সুলাইমান মুরাদী মিসরী রহ. ১৮৬
হারমালা ইবনে ইয়াহিয়া মিসরী রহ. ১৮৭
ইউনুস ইবনে আবদুল আ'লা মিসরী রহ. ১৮৭
ইউসুফ ইবনে ইয়াহিয়া বুয়াইতী রহ. ১৮৮
অন্যান্য ছাত্র ও শিষ্যবৃন্দ ১৮৮
মেধা, বোধ ও দূরদর্শিতা ১৮৯
অমুখাপেক্ষিতা ও দানশীলতা ১৯০
সচ্চরিত্র ও লৌকিকতামুক্ত আচরণ ১৯২
ইবাদত, আধ্যাত্ম সাধনা, দুনিয়াবিমুখতা ও তাকওয়া ১৯৩
হযরত আলীর ভালোবাসা এবং শিয়া হওয়ার অপবাদ ১৯৪

www.maktabatulabrar.com

দীনের ইমামবৃন্দ ও সমসাময়িকদের অভিমত ১৯৬
দৈহিক আকার আকৃতি ১৯৮
প্রজ্ঞাবান ও সাহিত্যিকসুলভ উক্তিসমূহ ১৯৯
রচনাবলি ২০১
ইন্তেকাল ২০২
সন্তান-সন্ততি ২০৩
ইমাম আহমদ বিন হাম্বল শায়বানী বাগাদাদী রহ. ২০৫
নাম ও বংশ পরিচয় ২০৫
জন্ম ও শৈশব ২০৬
মকতবের শিক্ষা ও আত্মিক পবিত্রতা ২০৭
হাদীস শিক্ষার জন্য বিদেশ ভ্রমণ ২০৯
ইলম অন্বেষণের পথে বিপদাপদ ও দুঃখ-দারিদ্র্য ২১২
দোয়াত কলমসহ কবরের পথে ২১৪
হাদীস অনুযায়ী আমলের চর্চা ২১৫
উস্তাদবৃন্দের দৃষ্টিতে আহমদ বিন হাম্বল রহ. ২১৫
উস্তাদবৃন্দ ২১৬
ইমাম শাফিঈ'র বিশেষ শিষ্যত্ব গ্রহণ ২১৮
উস্তাদ ও বড়দের সম্মান প্রদান ২১৯
হাদীস বর্ণনা ও ফতোয়া প্রদান ২২০
উস্তাদদের জীবদ্দশায় তাঁর বর্ণিত হাদীস বর্ণনা থেকে বিরত
থাকার প্রতি গুরুত্বারোপ ২২১
যৌবনকালেই নির্ভরযোগ্যতা ও খ্যাতি ২২২
দরসের মজলিসে ২২৩
দরসী মজলিসে ছাত্রসংখ্যা ২২৪
ছাত্রদের সম্মান ও সুবিধার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি ২২৪
ছাত্রদের সঙ্গে হাস্যরস ২২৫
শান-শওকত ও ভাবগাম্ভীর্য ২২৬
ব্যক্তিগত চিন্তা ও মতামত লিখতে নিষেধাজ্ঞা ২২৭

স্মৃতি থেকে বর্ণনার পরিবর্তে কিতাব থেকে বর্ণনা ২২৮
ছাত্রবৃন্দ.. ২৩০
সিন্ধুর এক উস্তাদ ও দুই ছাত্র.. ২৩২
ইবনে উলাইয়্যাহ বাগদাদী... ২৩২
হুবাইশ বিন সিন্ধী বাগদাদী... ২৩৩
আবু বকর সিন্ধী খাওয়াতেমী বাগদাদী.. ২৩৪
শিক্ষকমণ্ডলী ও সমকালীন উলামাদের দৃষ্টিতে ইমাম আহমদ রহ. ২৩৬
ফিকাহ ও ফতোয়ার ক্ষেত্রে তাঁর নীতিমালা................................. ২৪০
ফতোয়া ও মাসায়িল সংকলন ২৪২
ত্যাগ, তাকওয়া ও অমুখাপেক্ষিতা.. ২৪৩
আয়ের উৎস ২৪৪
হাদিয়া-তোহফার ব্যাপারে সতর্কতা.. ২৪৪
বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি.. ২৪৬
পানাহার ও পোশাক পরিচ্ছদ.. ২৪৭
ইবাদত ও সাধনা ২৪৯
হজ ও জিয়ারত ২৫০
খলকে কুরআনের ফিতনা এবং আহমদ বিন হাম্বল রহ. এর ভূমিকা .. ২৫০
'খলকে কুরআন' ফিতনার প্রেক্ষাপট..২৫১
ক্ষত-বিক্ষত বন্দি আহমদ বিন হাম্বল.. ২৫২
আহমদ বিন হাম্বল রহ. এর পক্ষ থেকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা........ ২৫৬
বিশৃঙ্খলার পরিসমাপ্তি ২৫৭
বিশিষ্টজনদের স্বীকৃতি ২৫৮
ইন্তেকাল ২৫৯
সন্তান সন্তুতি ২৬০
গ্রন্থসমূহ..২৬১
কতিপয় প্রজ্ঞাপূর্ণ উক্তি ২৬৩
মুসাদ্দাদ বিন মুসারহাদ বসরির নামে ইমাম আহমদ রহ.-এর চিঠি.... ২৬৫

www.maktabatulabrar.com

দারুল উলূম দেওবন্দের প্রথিতযশা মুহাদ্দিস আল্লামা রিয়াসত আলী বিজনুরী দা. বা. এর

প্রসঙ্গ কথা

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম। হামদ ও সালাতের পর আরর্জাইসলাম সমগ্র মানবজাতির জন্য আল্লাহ তায়ালার সবচেয়ে বড় নিয়ামত। কারণ এই ইসলামই পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তা এবং আখেরাতে মুক্তি ও সফলতার দায়িত্ব গ্রহণ করে। এজন্য হিন্দুস্তানে ইসলামী নেতৃত্বের সূর্য অস্ত গেলে আকাবিরে দারুল উলূম, ইসলামী নেতৃত্বের এই খোদায়ী নেয়ামত সংরক্ষণের জন্য দারুল উলূম দেওবন্দ এবং এ ধারার আরো অনেক আরবী মাদরাসার আকারে বিভিন্ন স্থানে আলোর মিনার প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আজ শুধু পাকভারত উপমহাদেশই নয় সমগ্র মুসলিম বিশ্ব আকাবিরে দারুল উলূমের প্রজ্বলিত প্রদীপসমূহ থেকে আলো লাভ করছে। এ জন্য সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার।

ইসলামের খেদমতের জন্য দারুল উলূম দেওবন্দে যদিও মৌলিকভাবে শিক্ষা ও পাঠদান কার্যক্রম বুনিয়াদী গুরুত্ব লাভ করেছে, কিন্তু দারুল উলূম দেওবন্দের সন্তানদের অবদান শুধু এক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয় বরং তারা ইসলামের সর্বব্যাপী খেদমতে অবদান রেখেছেন। ইসলামের সভ্যতা এবং ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুষ্পোদ্যানকে তারা বুকের রক্ত দিয়ে এমনভাবে সিঞ্চিত ও সজীব করেছেন যে, প্রতিটি ফুলের গন্ধ এবং প্রতিটি পাখির কণ্ঠ তার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছে। সহায় সম্বলহীন অবস্থা সত্ত্বেও এসকল আকাবির সফল সাধনার মাধ্যমে মানবতাকে প্রতিকূলতার ভেতরে কাজ করার এবং সাফল্য অর্জনের রীতি শিক্ষা দিয়েছেন।

পৃথিবীর কোনো প্রান্ত আকাবিরে দারুল উলূম এবং তার সন্তানদের ফয়েজ থেকে বঞ্চিত থাকে নি। শুধু তাই নয় বরং মুসলমানদের ধর্মীয় প্রয়োজনাদির সাথে সম্পর্কিত এমন বিষয় নেই যার হক তারা আদায় করে দেন নি।

অবশ্য একথা বলা যেতে পারে যে, দারুল উলূম-এর সন্তানদের কলমি প্রয়াসের অধিকাংশেরই প্রকাশ ও প্রচার তাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে হতে পারে নি। কিন্তু বাস্তব কথা হলো ইলম ও মারেফাতের যেই মনিমুক্তাপূর্ণ সমুদ্র ঐ সব মহান ব্যক্তিদের সিনা থেকে বেরিয়ে কাগজ ও কলমে বিস্তৃত হয়েছে তাকে কোন এক প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভবও ছিলো না। যখন এক একজন কলমধারীর রচনাবলির সংখ্যা শতশত এবং কখনো হাজার হাজার পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে, তখন তার প্রচারের ব্যবস্থা একটি প্রতিষ্ঠান থেকে করা যায় না। ফলত দারুল উলূম দেওবন্দের সন্তানদের ইলমী অবদানগুলো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত হয়ে আসছে এবং হতে থাকবে ইনশাআল্লাহ্।

নিকট অতীতে দারুল উলূমের মজলিসে শুরা ইলমী এবং গবেষণামূলক কিতাব রচনা, আকাবিরে দারুল উলূমের ইলম ও মারিফাতের বিন্যাস ও প্রচার এবং অন্যান্য লক্ষ অর্জনের জন্য দারুল উলূমের পৃষ্ঠপোষকতায় শাইখুল হিন্দ একাডেমি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব অনুমোদন করে। হযরত মাওলানা সাঈদ আহমদ আকবরাবাদি-কে তার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করে। কিন্তু ঘটনাক্রমে হযরত মওলানা সাঈদ আহমদ একাডেমিকে কোন ধারায় গতিশীল করার পূর্বেই ইন্তেকাল করেন।

তার কিছু দিন পর মুয়াররিখে ইসলাম হযরত মাওলানা কাজী আতহার ছাহেব মুবারকপুরী যীদা মাজদুহুমকে একাডেমি'র সম্মাননামূলক তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়। তাঁর কলম অতীতে একাধিক ঐতিহাসিক ও গবেষণামূলক গ্রন্থ পরিবেশনের মাধ্যমে বিখ্যাত আলিমগণের প্রশংসা অর্জন করেছে। আর এ মুহূর্তে

www.maktabatulabrar.com

শাইখুল হিন্দ একাডেমির পক্ষ থেকে তাঁর 'আয়েম্মায়ে আরবাআ' নামক একটি সংক্ষিপ্ত রচনা পরিবেশন করা হচ্ছে। এই কিতাবে গ্রন্থকার অনুসরণীয় ইমামবৃন্দ। ইমাম আযম রহ. ইমাম মালিক রহ. ইমাম শাফিঈ রহ. এবং ইমাম আহমদ রহ.-এর জীবনী সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরেছেন। যেহেতু তাকলীদ বা মাযহাবের অনুসরণ দারুল উলূম দেওবন্দের মাসলাকের অংশ, সেহেতু আয়েম্মায়ে কেরামের জীবনী শায়খুল হিন্দ একাডেমির পক্ষ থেকে পেশ করতে পেরে আমরা গ্রন্থকারের কাছে কৃতজ্ঞ।

এরপর অচিরেই ইনশাআল্লাহ্ কুতবুল আলম হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. এর বিশেষ ছাত্র হযরত মাওলানা আবদুল গাফ্ফার ছাহেব আজমি রহ. কর্তৃক প্রণীত 'মানাকিবে ইমাম আযম' প্রকাশিত হবে। তারপর ইনশাআল্লাহ্ হযরত মাওলানা কাজী আতহার ছাহের রচিত 'তাদভীনে ছিয়ার ও মাগাযি' প্রকাশিত হবে।

দোয়া করি। আল্লাহ তাআলা যেন দারুল উলূমের শানমত খিদমত করার তাওফীক দান করেন। আমীন!

[মাওলানা] রিয়াসত আলী গুফিরা লাহু

১লা রজব, ১৪০৯ হিজরী

মূল গ্রন্থকারের
ভূমিকা

الحمد لله رب العلمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم واله واصحابه واتباعه اجمعين

হামদ ও সালাতের পর আরজাইসলামের আলিমগণ দীন ও কুরআন সুন্নাহ'র হেফাযতের জন্য প্রথমে রিজাল শাস্ত্রের [হাদীস বর্ণনাকারিগণের জীবন চরিত] আশ্রয় নিয়েছেন। হাদীস বর্ণনাকারীদের অবস্থাদি বিবৃত ও বিন্যস্ত করার মাধ্যমে তাদের জীবনের একেকটি দিকের ওপর অত্যন্ত আমানতদারি ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে আলোকপাত করেছেন। পরবর্তীকালে এই শাস্ত্র অত্যন্ত ব্যাপকতা লাভ করে। যার ফলে পূর্বসূরি ও উত্তরসুরিদের মধ্যে সেতুবন্ধনরূপে 'তবকাত' বা স্তরভিত্তিক জীবনী এবং সাধারণ জীবনীশাস্ত্র অস্তিত্বে আসে। সর্বযুগের অসংখ্য আলিম, ফকীহ, মুহাদ্দিস, আবেদ, যাহেদ এবং মাশায়েখ তথা সর্বস্তরের জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিবর্গের জীবনচরিত এবং তাদের দীনী ও ইলমী অবদান থেকে মুসলমানদের উপকার লাভের সুযোগ লাভ হয়। এভাবে ইতিহাস ও রিজাল শাস্ত্র শুধু জ্ঞান চর্চার বিষয় হয়েই থাকে নি; বরং তা মুসলমানদের দীনী, ইলমী ও আমলী জীবনে প্রভাব বিস্তার করে। এর উপকারিতা ও গুরুত্বের পেক্ষাপটে সুযোগ্য ব্যক্তিবর্গ বহুসংখ্যক শহর ও অঞ্চলের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে সেসব অঞ্চলের উলামা মাশায়িখের জীবন চরিত তুলে ধরেছেন, এই স্বর্ণশৃঙ্খলের কল্যাণে আজ পর্যন্ত পূর্বসুরি ও উত্তরসুরিদের মাঝে এক অটুট বন্ধন সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

বক্ষ্যমাণ 'আয়েম্মায়ে আরবাআ' গ্রন্থটি সে স্বর্ণ শৃংখলেরই একটি কড়ি। যার মধ্যে ইমাম আবু হানীফা রহ. ইমাম মালিক রহ. ইমাম শাফিঈ রহ. এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ.-এর

www.maktabatulabrar.com

নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য জীবনচরিত সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেহেতু এই কিতাবে সাধারণ মুসলিম সমাজের রুচির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে, সেহেতু ফিকহী মাসআলা মাসায়িল ও ফিকহী বিষয়াদির দিকে মনোযোগ দেয়া হয় নি। অবশ্য উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে প্রদত্ত আরবী মূলপাঠগুলো প্রয়োজনের মুহূর্তে ইলম চর্চাকারীদের উপকারে আসতে পারে। এই গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের জন্য এটা কম সৌভাগ্যের কথা নয় যে গ্রন্থটি প্রকাশিত হচ্ছে ইসলামী ইলম ও মা'রিফাতের বিশ্বজনীন প্রতিষ্ঠান দারুল উলূম দেওবন্দের শাইখুল হিন্দ একাডেমি থেকে। এ গ্রন্থকার দারুল উলূমের মুহতামিম এর একাডেমির পরিচালক উভয়ের কাছে এবং সদস্যবৃন্দের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

কাজী আতহার মুবারকপুরী
১লা মুহাররম, ১৪০৯ হি.
১৫ই আগস্ট, ১৯৮৮ ঈ.

ফিকাহ শাস্ত্রের সংকলন ও বিকাশ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবদ্দশায় শরীয়ত্গাত বিধি বিধানের ভিত্তি ছিল সরাসরি আল্লাহর তিাব ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর ওপর, হাদীসের আকারে ওহিয়ে এলাহি'র সদ্য অবতীর্ণ বাণী ও পথ নির্দেশের ওপর। আর স্পষ্টত বর্ণিত হয়নিİএমন বিষয়াদির ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভিমত, বাণী এবং সম্মতির পাশাপাশি সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম-এর অভিমত ও বক্তব্য থেকেও কাজ নেয়া হতো। বিশেষত খোলাফায়ে রাশেদীন রাযিয়াল্লাহু আনহুম দীনী বিষয়াদির ক্ষেত্রে পরামর্শ ও ফতোয়া দিতেন।

ফকীহ সাহাবায়ে কেরাম

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহাপ্রয়াণের মধ্য দিয়ে ওহিয়ে এলাহি'র ধারা বন্ধ হবার পর শরীয়ত্গাত মাসআলা মাসায়িল ও উদ্ভূত সমস্যাদির ক্ষেত্রে কুরআন সুন্নাহর পর সাহাবায়ে কেরাম আশ্রয়স্থল ছিলেন। যে সকল সাহাবায়ে কেরাম দীনী ইলমের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবস্থান ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন, নতুন সমস্যাবলির ক্ষেত্রে তাদের অভিমত ও বক্তব্যসমূহকে গ্রহণযোগ্য বলে মান্য করা হতো। তাদের পরামর্শের ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির নিস্পত্তি হতো। অন্যকথায় বলতে গেলে খেলাফতে রাশেদার যুগে ইজমায়ে উম্মতের রূপায়ণ শুরু হয়ে গিয়েছিল। সে যুগের সাহাবায়ে কেরামের আলিমশ্রেণীর অভিমত গ্রহণযোগ্য বলে মানা হতে থাকে।

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে তাদেরকেই দীনী বিষয়াদির ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য বলে মানা হতো যারা কুরআনের আলিম ছিলেন। যারা কুরআন লিপিবদ্ধ করেছেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তা পড়েছেন। তার অর্থ-মর্ম এবং 'রহিতকারী' এবং 'রহিত' ইত্যাদি বিষয় বুঝেছেন। সেই যুগে এমন আলিম সাহাবিগণ 'কুররা' অভিধায় অভিহিত হন। এই অভিধা আলিমকে গর আলিম থেকে আলাদা করে বোঝাতো।

www.maktabatulabrar.com

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে ফতোয়াদানের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন প্রায় একশত তিরিশ জন। যার মধ্যে নারী-পুরুষ উভয় শ্রেণীই ছিলেন। তার মধ্যে মুকছিরীন তথা অধিক পরিমাণে ফতোয়াদানকারী ছিলেন সাতজন। তাদের সম্মানিত নামসমুহ নিম্নরূপ :

১. হযরত উমর উবনুল খাত্তাব রা.
২. হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রা.
৩. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.
৪. উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রা.
৫. হযরত যায়েদ ইবনে ছাবিত রা.
৬. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রা.
৭. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রা.

এ সকল সম্মানিত সাহাবীর প্রদত্ত ফতোয়া এতো বেশি যে, সেগুলো সংকলিত হলে এক-একজন সাহাবীর প্রদত্ত ফতোয়াসমূহে কয়েকটি ভারী ভলিউম তৈরি হয়ে যাবে। আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে মুসা শুধু আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর ফতোয়াসমূহ বিশ খণ্ডে সংকলিত করেছিলেন।

আর নিম্নলিখিত কয়েকজন ছিলেন মধ্যম পরিমাণে ফতোয়াদানকারীİ

১. হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা.
২. উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা রা.
৩. হযরত আনাস বিন মালিক রা.
৪. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা.
৫. হযরত আবু হুরাইরা রা.
৬. হযরত উসমান বিন আফফান রা.
৭. হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস রা.
৮. হযরত আবদুল্লাহ্ বিন যুবাইর রা.
৯. হযরত আবু মূসা আশয়ারী রা.
১০. হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রা.
১১. হযরত সালমান ফারসী রা.
১২. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা.
১৩. হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রা.

এ সকল সম্মানিত সাহাবায়ে কেরামের প্রদত্ত ফতোয়া জমা করা হলে তাদের এক-একজনের ছোট ছোট কয়েক ভলিউম করে হতে পারে। এ

পর্যায়ের ফতোয়াদানকারীদের মধ্যে নিম্নলিখিত সাহাবায়ে কেরামকেও অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

১. হযরত তালহা রা.
২. হযরত যুবাইর রা.
৩. হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ রা.
৪. হযরত ইমরান বিন হুসাইন রা.
৫. হযরত আবু বাকরাহ রা.
৬. হযরত উবাদাহ বিন ছামিত রা.
৭. হযরত মুয়াবিয়া বিন আবি সুফিয়ান রা.

এসকল সাহাবায়ে কেরামের প্রদত্ত ফতোয়া সংকলিত হলে ছোট ছোট সংকলন তৈরি হতে পারে। উল্লিখিত সাহাবায়ে কেরাম ব্যতীত অবশিষ্টরা অল্প সংখ্যাক ফতোয়া প্রদানকারী ছিলেন। অর্থাৎ তাদের প্রত্যকের কাছ থেকে মাত্র কয়েকটি করে ফতোয়া বর্ণিত হয়েছে। যা অনুসন্ধান করে সংক্ষিপ্ত সংকলন আকারে গ্রন্থবদ্ধ করা যায়।

তাবিঈ ও তাবে' তাবিঈদের ফকীহ শ্রেণী

ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহ. اعلام الموقعين গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন, সাহাবায়ে কেরামের যুগের পর তাবিঈ এবং তাবে' তাবিঈদের যুগে কোন শহরে কোন্ কোন্ ব্যক্তি ফতোয়া দান করতেন। আমরা বিষয়টির সার নির্যাস তুলে ধরছি।

মদীনা মুনাওওয়ারায়

মদীনা মুনাওওয়ারায় সাতজন বিশিষ্ট ফকীহ মাসআলা মাসায়িলের ক্ষেত্রে আশ্রয়স্থল ছিলেন। তাদের ফতোয়া গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য মনে করা হতো। তাদের নাম হলো।

১. সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব রহ.
২. উরওয়া ইবনে যুবায়ের রহ.
৩. কাসিম বিন মুহাম্মদ রহ.
৪. খারেজা বিন যায়েদ রহ.
৫. আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান বিন হারেছ রহ.

www.maktabatulabrar.com

৬. সুলাইমান বিন ইয়াসার রহ.
৭. উবাইদুল্লাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবা রহ.

এ ছাড়া তাদের সমসাময়িক ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যারা ফিকাহ ও ফতোয়ায় প্রসিদ্ধ ছিলেন তারা হলেন।

১. আবান ইবনে উসমান বিন আফফান
২. সালেম
৩. নাফি'
৪. আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফ
৫. আলী ইবনে হুসাইন
৬. যাইনুল আবিদীন রহ. প্রমুখ।

এঁদের পর যারা ফিকাহ ও ফতোয়ার কাজ করতেন তারা হলেন

১. আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ হানাফিয়্যাহ
২. হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ হানাফিয়্যা
৩. জাফর বিন মুহাম্মদ বিন আলী
৪. আবদুর রহমান বিন কাসেম বিন মুহাম্মদ বিন আবু বকর,
৫. মুহাম্মদ বিন মুনকাদির
৬. ইবনে শিহাব যুহরী

মুহাম্মদ ইবনে নূহ ইমাম যুহরীর ফতোয়াসমূহ ফিকহী বিষয়ের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে তিনটি ভারী ভলিউমে সংকলিত করেন। উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের সমসাময়িকদের মধ্যে মদীনা মুনাওওয়ারায় আরও কিছুসংখ্যক ব্যক্তি ফতোয়া প্রদান করতেন।

মক্কা মুকাররমায়

মক্কা মুকাররমায় ফিকাহ ও ফতোয়ার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য ছিলেন।

১. আতা ইবনে আবি রবাহ
২. মুজাহিদ বিন জাবার
৩. উবাইদ বিন উমাইর
৪. আমর ইবনে দীনার
৫. আবদুল্লাহ বিন আবি মুলাইকাহ্
৬. আবদুর রহমান বিন মুছাবিত

৭. ইকরিমা মাওলা ইবনে আব্বাস [ইবনে আব্বাস-এর আযাদকৃত দাস]

এঁদের পরে যারা এ অঙ্গনে কাজ করেছেন তারা হলেনÍ

১. আবুয যুবায়ের মক্কী
২. আবদুল্লাহ বিন যায়েদ ইবনে উসাইদ
৩. আবদুল্লাহ বিন তাউস প্রমুখ ।

তাদের পরে যারা ফিকাহ ও ফতোয়ার অঙ্গনে কাজ করেছেন তারা হলেন আবদুল মালিক ইবনে আবদুল আযীয ইবনে জুরাইজ, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ্ তাদের পরে মুসলিম বিন খালিদ সাঈদ বিন ছালেম আল কাদ্দাহ প্রমুখ এ অঙ্গনে অবদান রেখেছেন। তাদের পরে মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস শাফিঈ, আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর হুমাইদী প্রমুখ এই খিদমত সমাধা করেছেন।

বসরায়

বসায় ফিকাহ ও ফতোয়ার ক্ষেত্রে যারা প্রসিদ্ধ ছিলেন তারা হলেনÍ

১. আমর ইবনে ছালামা জুরামী রহ.
২. আবু মারয়াম হানাফী
৩. কা'ব বিন আসওয়াদ
৪. হাসান বাসরী
৫. আবুশ শা'ছা জাবির ইবনে যায়েদ
৬. মুহাম্মদ ইবনে ছিরীন
৭. আবু কিলাবা আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ জুরামী
৮. মুসলিম ইবনে ইয়াছার
৯. আবুল আলিয়াহ্
১০. হুমাইদ বিন আবদুর রহমান
১১. মুতাররিফ বিন আবদুল্লাহ বিন শিখখির
১২. যুরারাহ বিন আবি আওফা
১৩. আবু বুরদাহ বিন আবু মুছা আশয়ারী

এর মধ্যে হাসান বসরী রহ. পাঁচশত সাহাবায়ে কেরাম থেকে ফয়েয লাভ করেছেন। কিছুসংখ্যক আলিম তার ফতোয়াসমূহ সাতটি মোটা ভলিউমে সংকলিত করেছেন।

www.maktabatulabrar.com

এই স্তরের ফকীহগণের পর বসরায় যারা ফিকহ ও ফতোয়ার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন তারা হলেনÍ

১. আইয়ুব বিন কাইছান ছাখতিয়ানী
২. সুলাইমান তাইমী
৩. আবদুল্লাহ্ বিন আওফ
৪. ইউনুছ বিন উবাইদ
৫. কাসিম বিন রবীয়াহ
৬. খালেদ বিন আবি ইমরান
৭. আশআছ বিন আবদুল মালিক যামরানী
৮. কাতাদাহ
৯. হাফস বিন সুলাইমান
১০. কাজী ইয়াস বিন মুয়াবিয়া

পরবর্তীকালে তাদের শিষ্যগণের মাধ্যমে বসরায় ফিকাহ ও ফতোয়ার ধারা অব্যাহত থাকে।

কুফায়

এখানকার ফিকাহ ও ফতোয়ার ক্ষেত্রে যে যারা ভরসাস্থল ছিলেন তারা হলেনÍ

১. আলকামা বিন কাইছ নাখঈ
২. আছওয়াদ বিন ইয়াযিদ নাখঈ
৩. আমর বিন শুরাহবীল হামদানী
৪. মাছরুক বিন আজদা' হামদানী
৫. উবাইদাহ ছালমানী
৬. কাজী শুরাইহ বিন হারেছ
৭. সুলাইমান ইবনে রবীয়াহ্ বাহেলী
৮. যায়েদ বিন দুজান
৯. ছুয়াইদ বিন গাফালাহ
১০. হারেছ বিন কায়েছ জু'দী
১১. আবদুর রহমান বিন উতবা ইবনে মাসউদ
১২. খাইছামা বিন আবদুর রহমান
১৩. ছালামা বিন ছুহাইব

১৪. মালিক বিন আমীর
১৫. আবদুল্লাহ বিন ছাখবারাহ
১৬. যির বিন হুবাইশ
১৭. খাল্লাছ বিন আমর
১৮. আমর বিন মাইমুন আওদী
১৯. হাম্মাম বিন হারেছ
২০. হারেছ বিন ছুয়াইদ
২১. ইয়াযিদ বিন মুয়াবিয়া নাখঈ
২২. রবী' বিন খাইছাম
২৩. উতবা বিন ফারকাদ
২৪. ছিলাহ বিন যুফার
২৫. শারীক বিন হাম্বল
২৬. আবু ওয়ায়েল শাকীক ইবনে ছালামা
২৭. উবাঈদ বিন নাদালা ।

কুফার এ সকল মুজতাহিদ ও মুফতিগণ প্রথম সারির তাবিঈগণের অন্তর্ভুক্ত। এরা হযরত আলী রা. ও হযরত ইবনে মাসউদ রা. এর বিশেষ শিষ্যদের দলভুক্ত। ইলম চর্চাকারীগণ তাদের কাছ থেকে উপকার লাভ করতেন। উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ প্রবীণ সাহাবায়ে কেরামের জীবদ্দশাতেই ফতোয়া দিতেন। সম্মানিত সাহাবায়ে কেরাম তাদেরকে ফতোয়া দানের অনুমতি দিতেন। এঁদের অধিকাংশই হযরত উমর রা. হযরত আয়েশা রা. এবং হযরত আলী রা. থেকে ইলম অর্জন করেছিলেন। আমর ইবনে মাইমুন, হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রা.-এর বিশেষ শিষ্য ছিলেন। হযরত মুয়ায রা.-এর ইন্তেকালের প্রাক্কালে তাকে এই বলে অসিয়ত করেছিলেন যে তুমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে ইলম হাসিল করবে। হযরত আমর ইবনে মাইমুন আওদী এই অসিয়তের উপর আমল করেছিলেন। কুফার ফকীহ্গণের তালিকায় আরও যে সকল ব্যক্তি উল্লেখযোগ্য। তারা হলেনা

১. আবু উবাইদাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ
২. আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ
৩. আবদুর রহমান ইবনে আবি লাইলা [ইনি একশত সাহাবায়ে কেরাম থেকে ইলম হাসিল করেছিলেন]

www.maktabatulabrar.com

৪. মাইছারাহ
৫. যাযান
৬. যাহহাক
৭. পরবর্তীকালে ইবরাহীম নাখঈ
৮. আমের শা'বী
৯. সাঈদ ইবনে জুবায়ের
১০. কাসেম বিন আবদুর রহমান,
১১. বিন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ
১২. আবুবকর ইবনে আবু মুসা
১৩. মুহায়িব ইবনে ফিছার, হাকাম বিন উতবা
১৪. জাবালা বিন ছুহাইম [হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. এর ছাত্র।] তাঁরা ফকীহ ও মুফতী ছিলেন।

তাঁদের পরে ছিলেনা
১. হাম্মাদ বিন আবি সুলাইমান
২. সুলাইমান বিন মু'তামির
৩. সুলাইমান আল আ'মাশ
৪. মুছঈর ইবনে কিদাম প্রমুখ।

উপর্যুক্ত ব্যক্তিবর্গের শিষ্যত্বের ধারায় যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেনা
১. মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবি লাইলা,
২. আবদুল্লাহ ইবনে শুবরুমা
৩. সাঈদ ইবনে আশওয়া
৪. কাজী শরীক
৫. কাসেম বিন মাআন
৬. সুফিয়ান সাওরী,
৭. ইমাম আবু হানীফা
৮. হাসান ইবনে সালিহ প্রমুখ।

তাদের পরে কুফার ফকীহ্গণের মধ্যে ছিলেনা
১. হাফস ইবনে গিয়াস
২. ওকী' ইবনুল জাররাহ

ইমাম আবু হানীফার ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন
১. কাজী আবু ইউসুফ
২. মুহাম্মদ ইবনে হাসান শাইবানী

৩. যুফার বিন হুযাইল
৪. হাম্মাদ বিন আবি হানীফা
৫. হাসান বিন যিয়াদ লু'লুয়ী
৬. কাজী আফিয়াহ, আসাদ বিন আমর
৭. কাজী নূহ ইবনে দাররাজ, প্রমুখ।

ইমাম সুফিয়ান সাওরীর ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন
১. আশজায়ী
২. মায়াফি বিন ইমরান
৩. ইয়হিয়া ইবনে আদম করশী প্রমুখ।

সিরিয়ায়

সিরিয়ায় তাবিঈগণের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি ফকীহ ও মুফতী ছিলেন তারা হলেনÍ

১. আবু ইদরীস খাওলানী
২. শুরাহবীল ইবনে ছিমত
৩. আবদুল্লাহ্ ইবনে আবি বকর জাকারিয়া খুযাঈ
৪. কাবীছাহ ইবনে যুয়াইব খুযাঈ
৫. হিব্বান ইবনে উমাইয়্যাহ
৬. সুলাইমান ইবনে হাবীব মুহারিবী
৭. হারেছ ইবনে উমায়ের যুবাইদী
৮. খালেদ ইবনে মা'দান
৯. আবদুর রহমান ইবনে গানাম আশআরী
১০. জুবায়ের বিন নুফায়ের,

তাঁদের পরে ছিলেনÍ

১১. আবদুর রহমান বিন জুবায়ের বিন নুফায়ের মাকহুল শামী,
১২. উমর বিন আবদুল আযীয,
১৩. রজা বিন হাইওয়াহ
১৪. হুদাইর বিন কুরাইব প্রমুখ।

এই স্তরের ফকীহগণের মধ্যে খলীফা হবার পূর্বে আবদুল মালিক বিন মারওয়ানকেও গণ্য করা হতো।

পরবর্তীকালে কাজী ইয়াহিয়া ইবনে হামযা, আবু উমর আবদুর রহমান আওযাঈ, ইসমাঈল বিন আবি মুহাজির সুলাইমান ইবনে মুছা উমুভী,

www.maktabatulabrar.com

সাঈদ ইবনে আবদুল আযীয সিরিয়ায় ফকীহ মুফতীর দায়িত্ব পালন করেছেন।

তারপর মুখাল্লাদ ইবনে হুসাইন, ওলীদ ইবনে মুসলিম, আব্বাস ইবনে ইয়াযিদ, [ইমাম আওযাঈ'র ছাত্র] শুয়াইব বিন ইসহাক, [ইমাম আবু হানীফার ছাত্র] আবু ইসহাক ফাযারী [আবদুল্লাহ বিন মুবারকের ছাত্র] প্রমুখ এই দায়িত্ব পালন করেছেন।

মিশরে

মিশরবাসী বিভিন্ন ধর্মীয় প্রশ্নে এবং উদ্ভূত সমস্যাবলির ক্ষেত্রে যে সকল মহান ব্যক্তিবর্গের ফতোয়া মেনে চলতেন তারা হলেনÍ

১. ইয়াযিদ বিন আবি হাবীব,
২. বুকাইর বিন আবদুল্লাহ আল আশাজ্জ,
৩. আমর বিন হারিছযার সম্পর্কে ইবনে ওহাবের উক্তি হলো, আমর বিন হারেছ আমাদের মাঝে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকলে আমরা ইমাম মালিক রহ. ও অন্য ব্যক্তিদের মুখাপেক্ষী হতাম নাএবং
৪. লাইছ বিন সা'দ ও
৫. উবাইদুল্লাহ ইবনে জা'ফর।

এই স্তরের ফকীহগণের পরে ইমাম মালিক রহ. এর শিষ্যদের মধ্যে আবদুল্লাহ বিন ওয়াহাব, উসমান ইবনে কেনানাহ, ইবনে কাসেম, এবং ইমাম শাফিঈ'র ছাত্রদের মধ্যে মুযানী, বুয়াইতি, ইবনে আবদিল হাকাম, মিশরে ফকীহ ও মুফতীর আসনে সমাসীন ছিলেন।

অন্যান্য স্থানে

এমনিভাবে সে যুগে ইয়ামান, ফিরওয়ান, আন্দালুস (স্পেন) ও বাগদাদ প্রভৃতি শহরে সম্মানিত মুজতাহিদ ও মুফতিগণ মুসলমানদের ধর্মীয় বিষয়াদি ও লেনদেনের ক্ষেত্রে ভরসাস্থল ছিলেন। 'ই'লামুল মুয়াককিয়ীন' গ্রন্থে তার বিশদ বিবরণ রয়েছে।

'আসহাবুল হাদীস' এবং 'আসহাবুল ফিকহ'

খেলাফতে রাশেদার পরে দীনের আলিমগণের জন্য 'কুররা' এর পরিবর্তে দুটি নতুন অভিধা তৈরি হয়। তখনকার বাস্তবতায় বহুসংখ্যক

সাহাবী হাদীস লিপিবদ্ধ করতেন এবং এর সনদ ও মতনের [মুলপাঠ] প্রতি বিশেষ মনোযোগ রাখতেন। এসকল সাহাবায়ে কেরাম এবং তাদের শিষ্য সহচরগণ হাদীসের সনদ ও অর্থের প্রতি অধিক মনোযোগী হলেন। এ পর্যায়ের সাহাবায়ে কেরামকে 'আহ্‌লুল হাদীস' অথবা আসহাবুল হাদীস' অভিধায় স্মরণ করা হতে থাকে। তাদের কেন্দ্রভূমি ছিল হেজাজের দুই শহর মক্কা মোকাররমা ও মদীনা মুনাওওয়ারাহ্‌। তাদের বিপরীতে বহু সংখ্যক সাহাবী হাদীস লিপিবদ্ধ করার বিষয়টিকে পসন্দ করতেন না। বরং তারা তা মুখস্থ করে অর্থ ও মর্মের প্রতি অধিক মনোযোগ দিতেন। তাদের ছাত্রগণও তাদের অনুসরণ করতেন। যেহেতু এঁরা হাদীসের শব্দ ও বাহ্য অর্থের চেয়ে হাদীসের উদ্দেশ্য ও মর্মার্থের প্রতি অধিক মনোযোগী ছিলেন, এবং নতুন জীবন জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে শরীয়তের অন্যান্য দলীলেরও সাহায্য নিতেন সে কারণে তাদেরকে 'আহলুর রায়' বা 'আহলুল ফিকহ' বলে অভিহিত করা হয়। তাদের কেন্দ্রভূমি ছিল ইরাকের রাজধানী কুফা। ওপরে যে সকল ফকীহ ও ফতোয়াদাতাগণের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের মধ্যে 'আসহাবুল হাদীস' শ্রেণীর বহুসংখ্যক ব্যক্তি নিজস্ব মূলনীতি অনুযায়ী ফতোয়া প্রকাশ করতেন। ওই সকল ফকীহ্‌ ও মুহাদ্দিসগণের ছাত্রগণই অগ্রসর হয়ে পৃথিবীতে কুরআন সুন্নাহ্‌ এবং ফিকাহ ও ফতোয়াকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

ফিকহের সংকলন

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয রহ.-এর খিলাফতকালে [৯৯ হি.-১০১হি.] বিশেষ দৃষ্টি দানের ফলে তার যুগে রীতিমত হাদীস ও আছার সংকলনের সযত্ন ব্যবস্থা গৃহীত হয় এবং সাহাবায়ে কেরামের তৈরি করা 'সহীফা' বা খাতাসমূহের পরিবর্তে কিতাবের প্রচলন শুরু হয়। এভাবেই বনি উমাইয়্যার খিলাফতকালে হাদীস সংকলন ও লিপিবদ্ধকরণের ধারা শুরু হয়। খেলাফতে আব্বাসীর শুরু থেকে বিভিন্ন বিষয়ের ইলমের প্রতিও যথেষ্ট মনোযোগ দেয়া হয়। সর্বসাধারণের মাঝে ইলমী ঝোঁক বৃদ্ধি পায়। আরবী ভাষায় নতুন নতুন জ্ঞান বিজ্ঞান স্থান লাভ করে। এসময়ে সারা দুনিয়ায় তাবিঈ আলিমগণ এবং তাদের শিষ্যবৃন্দ ছড়িয়ে পড়েছিলেন। সর্বদিকে ইলমে দীনের চর্চা হচ্ছিল। সে কারণে ইলমে দীনের নানা বিষয়ও বিকাশ লাভের সুযোগ পায়। তখন হাদীস ও আছারসমূহকে ফিকহী বিন্যাসে কিতাব আকারে সংকলিত করা হয়। হিজরী দ্বিতীয় শতকের প্রথমার্ধে বিভিন্ন রাজ্যে সেখানকার ধর্মীয় পুরুষগণ কিতাব লিপিবদ্ধ করেন। মদীনা মুনাওওয়ারায় ইমাম মালিক, মক্কা শরীফে ইবনে জুরাইজ, বসরায় রবী ইবনে সবীহ, কুফায় সুফিয়ান সাওরী, সিরিয়ায় ইমাম আওযাঈ, ওয়াসিতে হুশাইম ইয়ামানে মা'মার, রয় অঞ্চলে জারীর ইবনে আবদুল হামীদ, খোরাসানে আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক রহ. অনেক কিতাব লিপিবদ্ধ করেন। এই সকল ব্যক্তি একই যুগে পৃথিবীতে ছিলেন। তারা ১৪০ হিজরীর পর ফিকহী বিন্যাসে নিজ নিজ কিতাব লিপিবদ্ধ করেছেন। সে কারণে কোন আলিম এ লেখালেখির সূচনা করেছেন তা জানা নেই।[1]

এতো হলো 'আসহাবে হাদীস' কর্তৃক সে যুগে ফিকহী অধ্যায় ও অনুচ্ছেদের বিন্যাসে সংকলিত কিতাবপত্র। ঠিক সেই যুগে 'আসহাবে ফিকহের' কেন্দ্র কুফায় রীতিমত ফিকাহ শাস্ত্র ও সংকলিত হয়। ইমাম আবু হানীফা রহ. ও তার ছাত্রবৃন্দ যেমন ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম যুফার প্রমুখ পৃথিবীতে প্রথমবারের মত ইসলামী ফিকাহ শাস্ত্র সংকলিত করে স্বতন্ত্র বিষয় রূপে উপস্থাপন করেন। উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ কুরআন হাদীস ও ইজমা কিয়াসের আশ্রয় নিয়ে আনুমানিক পাঁচ লাখ ফিকহী মাসআলা সংকলিত ও বিন্যস্ত করেন। এ কারণেই ইমাম শাফিঈ'র এ উক্তি রয়েছে। 'সকল মানুষ ফিকহের ক্ষেত্রে ইরাকবাসীর মুখাপেক্ষী এবং সমস্ত ইরাকবাসী কুফাবাসীর মুখাপেক্ষী, এবং সকল কুফাবাসী ইমাম আবু হানীফার মুখাপেক্ষী।'[2]

ফিকাহ শাস্ত্রের শাখা প্রশাখাগত মাসআলা মাসায়িলের মত ফিকহী উসূল তথা মূলনীতিও সর্বপ্রথম ইমাম আবু হানীফা রহ. এবং তার শিষ্যবৃন্দ সংকলিত করেছেন।

সারকথা হলো দ্বিতীয় হিজরী শতকে ফকীহ ও মুহাদ্দিস। অন্য শব্দে 'আহলুল হাদীস এবং আহলুল ফিকহ'। শ্রেণীর আলিমগণ নিজ নিজ মূলনীতি ও নিয়মাবলির আলোকে মাসআলা মাসায়িল উদঘাটন ও সংকলনের খিদমত সমাধা করেছেন। তারপর উভয় দলের শিষ্য ও

[1] হুদাস সারী, মোকাদ্দামাতু ফাত্হিল বারী।
[2] আখবারু আবি হানীফ ওয়া আসহাবিহি, কাজী সমীরী।

www.maktabatulabrar.com

অনুসারীবৃন্দ তাদের পূর্বসুরিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে হাদীস ও ফিকাহ সংকলিত করেছেন।

এখানে একথা জেনে রাখা জরুরি যে, মুহাদ্দিসগণ ইজতিহাদ ও কিয়াসের অস্বীকারকারী ছিলেন না। বরং তারাও কুরআন হাদীস থেকে মাসআলা মাসায়িল উদঘাটন করতেন। অবশ্য সকল মূলনীতি ও শাখা-প্রশাখার প্রতি লক্ষ্য রেখে সতর্কতার পথ অলম্বন করতেন এবং কুরআন হাদীসের মূল উদ্দেশ্যের ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করতেন।

ফিকহের চার গবেষণা-বলয়

পূর্বের আলোচনা থেকে এ কথা জানা হয়েছে যে রসূলুল্লাহ সা. এর পবিত্র জীবদ্দশায় দীনী বিধি-বিধানের ভিত্তি সরাসরি ওহিয়ে এলাহি'র ওপর এবং রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ও কর্মের ওপর ছিলো। সেই যুগে কয়েকজন সাহাবী ফতোয়াও প্রদান করতেন। পরবর্তীকালে সাহাবা ও তাবিঈদের যুগে শরীয়তী ইলমের ধারক বাহকগণ হেজাজ, সিরিয়া, মিশর ইরাক এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় স্থানে ছড়িয়ে পড়েন। তাদের ফিকাহ ও ফতোয়ার মূলনীতি পরস্পর থেকে কিছুটা ভিন্ন ভিন্ন ছিল। তাদের মধ্যে হিজাজের আলিমগণ হাদীসের সনদ ও মতনের ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য ছিলেন। তাদের শিষ্যত্বের বন্ধনে অনেক বড় বড় হাদীসের ইমাম তৈরি হয়েছেন। তাদের পুরোধা ব্যক্তি ছিলেন ইমাম মালিক ইবনে আনাস রহ. [মৃত্যু: ১৪৯ হি.]। যিনি মদীনা মোনাওয়ারায় তার কিতাব মুয়াত্তাকে ফিকহী অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে এমনভাবে বিন্যস্ত করে সংকলিত করেন যে মনে হবে এই কিতাব আলোচিত শ্রেণীর মুখপত্র হয়ে গেছে।

এর বিপরীতে ইরাকের আলিমগণ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে কঠিন সতর্কতার আশ্রয় নেন। বরং চূড়ান্ত সাবধানতা ও অনুসন্ধিৎসার কারণে ফতোয়ায় قال رسول الله [রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন] কথাটি ব্যবহার করার পরিবর্তে বক্তব্যটিকে নিজের দিকে সম্পৃক্ত করতেন। যাতে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বিত হয় এবং এমন কোন কথা রসূলুল্লাহ সা. এর দিকে সম্পর্কিত না হয় যা তিনি বলেন নি বা করেন নি। এই জামাতের পুরোধা ব্যক্তিত্ব হলেন ইমাম আবু হানীফা নোমান ইবনে ছাবেত রহ. [মৃত্যু: ১৫০হি.] যিনি তার শিষ্যবৃন্দকে নিয়ে ফিকাহ শাস্ত্র এবং ফিকাহ শাস্ত্রের মূলনীতি প্রণয়ন করেছেন।

www.maktabatulabrar.com

উল্লিখিত দুই ইমামের পর হিজাজী উলামাদের মধ্যে ছিলেন হযরত ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস শাফিঈ রহ. [মৃত্যু: ২০৪হি.] যিনি মক্কা মুকাররমা ও মদীনা মুনাওওয়ারার উস্তাদবৃন্দের কাছ থেকে ইলম হাসিল করেছেন। পাশাপাশি ইমাম আবু হানীফার শিষ্যদের কাছ থেকেও ইলম হাসিল করেছেন। বিশেষ ভাবে ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান শাইবানী'র কাছে অনেক বেশি পড়াশোনা করেছেন। ফলত ইমাম শাফিঈ রহ. দীনী ইলমের উভয় কেন্দ্র – হেজাজ ও ইরাক থেকে ফয়েয লাভ করেছিলেন। ফিকাহ ও হাদীসের উভয় গবেষণা বলয়ের মূলনীতি ও চিন্তাদর্শন সম্পর্কে অবগতি লাভ করেছিলেন। সেজন্য তিনি হেজাজী এবং ইরাকীদের ফিকহী গবেষণা ধারায় মধ্যম পন্থা প্রবর্তন করেন। এমন ফিকাহ সংকলিত করেন, যার মধ্যে হাদীস ও কিয়াসের ভারসাম্য ঠিক রাখেন এই মধ্যমপন্থায় ইমাম শাফিঈ রহ. অধিকাংশ মাসআলায় আপন গুরু হেজাজবাসীর পুরোধা ইমাম মালিক রহ.-এর সাথে মতবিরোধ করেন এবং তার নিজস্ব মাসলাক চালু করেন।

ইমাম শাফিঈ রহ. এর পরে বাগদাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল শাইবানী [মৃত্যু ২৪১হি.] হেজাজবাসীর ইলমী ধারার সাথে সংযুক্ততা রক্ষা করে নিজস্ব মাসলাক চালু করেন। যার অধিকতর বুনিয়াদ রাখেন হাদীসের শব্দ ও অর্থের ওপর। তবে তাতে এতটা বাড়াবাড়ি ছিলো না, যতোটা করেছেন ইমাম দাউদে যাহেরী রহ. । ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের ফিকহী বক্তব্য ও ফতোয়াসমূহ তার শিষ্য খাল্লাদ 'আল জামেউল কবীর' নামে বিশের অধিক ভলিউমে সংকলিত করেছেন।

এই চার ইমামের ফিকহী মাযহাবের পূর্বে প্রত্যেক শহরের মানুষ তাদের স্থানীয় মুফতী ও ফকীহগণের অনুসরণ করতো। এক জায়গার ফতোয়া অন্য জায়গায় পৌঁছে যেতো। এমনিভাবে এই চার ফিকহী মাযহাবের পূর্বে মুসলিম বিশ্বে কয়েকজন ফকীহ এর ফিকাহ প্রচলিত ছিল। এবং জনসাধারণ তাদের ফতোয়া মেনে চলতো। বস্তুত ইমাম সুফিয়ান সাওরী [মৃত্যু: ১৬১হি.] ইমাম হাসান বসরী [মৃত্যু: ১১০হি.] এবং ইমাম আওযাঈ'র [মৃত্যু: ১৫৭হি.] ফিকহী মাযহাবের ওপর আমল করা হতো। কিন্তু এই তিন মাসলাক-ই হিজরী তৃতীয় শতক পর্যন্ত মানুষের জীবনপ্রবাহে চালু থাকার পর খতম হয়ে যায়। এমনিভাবে ইমাম আবু

সওরের [মৃত্যু ২৪০হি.] মাসলাক ৩য় শতক পর্যন্ত চালু থাকার পর খতম হয়ে যায়। ইমাম দাউদে যাহেরীর [মৃত্যু: ২৭০ হি.] মাসলাক দীর্ঘকাল পর্যন্ত চালু ছিল। আল্লামা ইবনে খালদুন রহ. 'মুকাদ্দামা' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।এই মাযহাব হিজরী ৮ম শতক পর্যন্ত পৃথিবীতে চালু ছিল। দাউদে যাহেরী হাদীসের বাহ্য অর্থ অনুযায়ী হাদীসের মর্ম বর্ণনা করতেন। এর মধ্যে কোন প্রকার কিয়াস ও ইজতিহাদের প্রবেশাধিকার আছে বলে মানতেন না। এমনিভাবে ইসহাক ইবনে রাহভয় [মৃত্যু : ২৩৮ হি.] ইবনে জারীর তাবারী [মৃত্যু: ৩১০ হি.] সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা, [মৃত্যু ১৯৮ হি.] লাইছ ইবনে সা'দ মিসরী [মৃত্যু : ১৭৫ হি.] প্রমুখের ফিকহী মাসলাক চালু ছিল।

এই সকল ফিকাহ নিজ নিজ সময়ে খতম হয়ে যায় এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের দীনী মাসআলা-মাসায়িল ইমাম চতুষ্টয়ে চার মাযহাবে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। আর যেহেতু এক মাসআলায় শুধু একই মাসলাকের অনুসরণ করা যায়, সেহেতু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আলিমগণ এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেন যে, সর্বসাধারণকে এই চার ফিকহী মাযহাবের কোন এক মাযহাব মেনে নিতে হবে। যাতে শরীয়তের মাসআলা-মাসায়িলের ক্ষেত্রে নিজের ব্যক্তি স্বার্থ ও সুবিধা চরিতার্থের দুয়ার বন্ধ হয়ে যায়। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের এই চার মাযহাব ব্যতীত মুসলমানদের আরও কয়েকটি ফিকহী মতাদর্শ রয়েছে। যেমন ফিকহে জা'ফরী, ফিকহে আব্বাছী, ফিকহে যায়দী প্রভৃতি, যার সম্পর্ক শিয়া খারেজী এবং যায়দ সম্প্রদায়ের সঙ্গে। এসকল ফিকহের আলোচনা আমাদের বিষয়বস্তুর বাইরে।

উল্লিখিত ফুকাহায়ে কেরামকে মান্য করার এবং তাদের ফিকহের উপর আমল করার অর্থ হচ্ছে শাখাগত মাসআলা-মাসায়িল এবং সমকালীন সমস্যাবলির ক্ষেত্রে আমরা তাদের শাখাগত সমাধান এবং স্পষ্ট বক্তব্যাবলিকে মান্য করি। কারণ আমরা আল্লাহর কুরআন এবং রসূলের সুন্নহকে মূল আখ্যা দিয়ে থাকি। এ-দুয়ের আলোকেই সাহাবায়ে কেরাম, তাবিঈনে ইজাম এবং উলামায়ে ইসলামের অনুসরণ করে শাখাগত মাসআলা-মাসায়িলের ক্ষেত্রে তাদের অভিমত বক্তব্য এবং ফতোয়ার উপর আমল করি।

পূর্বের আলোচনায় ইসলামী ফিকাহ শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জানা

www.maktabatulabrar.com

হয়ে গেলো। যার মাধ্যমে এই শাস্ত্রের দৃশ্যপট ও প্রেক্ষাপট সামনে এসে গেলো। এবার আমরা চার মাযহাবেরই বিকাশ ও প্রচারগত অবস্থা সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণনা করছি। যার মাধ্যমে জানা যাবে যে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে এসবের প্রচার ও গ্রহণযোগ্যতা কোন অবস্থায় তৈরি হয়েছিলো। আর কোন দেশে কোন ফিকহী মাসলাক কখন কিভাবে প্রচার লাভ করে এবং তার অনুসারিগণ কোথায় কোথায় রয়েছেন।

হানাফী মাযহাব

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের এই প্রথম মাসলাক ইমাম আবু হানীফা নো'মান বিন সাবেত কুফীর দিকে সম্পর্কিত। যা সকল ফিকহী মাসলাকের চেয়ে অগ্রবর্তী। এই ফিকহের বিকাশ ঘটেছে কুফায়। শুরুতে ইরাকের বিভিন্ন শহরে বিস্তার লাভ করে। তারপর পৃথিবীর দূর-দূরান্তের রাজ্যসমূহে তার প্রচার প্রসার ঘটে। অল্প কালের মধ্যেই বাগদাদ, মিশর, সিরিয়া, রোম, বলখ, বুখারা, ফারগানা, পারস্য হিন্দুস্তান, সিন্দু, এবং ইয়ামান প্রভৃতি রাজ্যের সীমান্তে এবং বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে।

ইমাম আবু হানীফার তত্ত্বাবধান ও পথনির্দেশনায় ফিকহে হানাফীকে তার চল্লিশজন শিষ্য রীতিমত সংকলিত ও বিন্যস্ত করেন। যাদের মধ্যে ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম যুফারও শামিল ছিলেন। ইমাম আবু হানীফার শিষ্যদের মধ্যে ইমাম আসাদ বিন উমর বিশেষভাবে তার রচনাবলি ও ফতোয়াসমূহকে দুনিয়ার মধ্যে ছড়িয়েছেন। বলা হয়ে থাকে যে, একশ সত্তর হিজরী সনে খলীফা হারুনুর রশিদ কাজী আবু ইউসূফ রহ.-কে সমগ্র ইসলামী খিলাফতের প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করেন। তার প্রভাব ও ব্যুৎপত্তিতে হানাফী মাসলাক খেলাফতের চৌহদ্দিতে বিস্তার লাভ করে। আব্বাসীয় খেলাফত যুগে এই মাযহাব অন্যান্য মাযহাবের উপর প্রবল ছিলো। আফ্রিকায় ইমাম আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে ফররুখ ফাসী'র কারণে হানাফী মাযহাব প্রসার লাভ করে। তার পরে যখন ইমাম আসাদ বিন ফুরাত বিন সিনান ওখানকার কাজী নিযুক্ত হন তখন এই মাযহাবের ব্যাপক উত্থান ঘটে। চতুর্থ হিজরী শতক পর্যন্ত আফ্রিকায় তার প্রাধান্য ছিলো। অবশেষে চারশ তেপান্ন হিজরীতে ওখানে মা'য়ায ইবনে বাদিস-এর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি সেখানে মালিকী ফিকাহ চালু করেন। স্পেনে এবং 'ফাস' অঞ্চলেও হানাফী মাসলাক পূর্ব যুগে চালু

ছিলো। 'সকলিয়া' অঞ্চলে অধিকাংশ মুসলমান হানাফী মাসলাকের অনুসারী ছিলেন। মিশরবাসী একশত চৌষট্টি হিজরীতে এই মাযহাব সমপর্কে এমন সময়ে অবগতি লাভ করে যখন খলীফা মাহদীর পক্ষ থেকে ইমাম ইসমাঈল বিন ইয়াসা' ওখানকার কাজী নিযুক্ত হন। তার কল্যাণেই তারা প্রথম বারের মত হানাফী মাসলাক সম্পর্কে অবহিত হয়।

হিজরী চতুর্থ শতকে বিখ্যাত পর্যটক মুকাদ্দাসী বাশ্‌শারী'র বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, সেই যুগে ইয়ামান এবং সানায় হানাফী মাসলাক ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিলো। ইরাকের অধিকাংশ কাজী এবং ফকীহ হানাফী ছিলো। সিরিয়ার কোন শহর এবং গ্রামাঞ্চল হানাফী মাসলাকের অনুসারীশূন্য ছিলো না। অনেক সময়েই সিরিয়ার কাজী হতেন এই মাযহাবের লোক। এভাবে পূর্ব রাজ্যসমূহে যেমন খুরাসান সিজিস্তান এবং আমু দরিয়ার ওপারের এলাকা পূর্বতুর্কিস্তান এবং পশ্চিম তুর্কিস্তান প্রভৃতি অঞ্চলে এই মাসলাকই প্রবল ছিলো। দাইলাম মহাদেশে জুরজান এবং তবারিস্তানের কিছু অঞ্চলে হানাফী অধিবাসী ছিলো। রিহাব মহাদেশে আরমেনিয়া এবং তিবরিজ অঞ্চলে হানাফী মাসলাকের দাপট ছিলো। জিবালি মহাদেশ এবং আহওয়াজের শহরসমূহে এই মাযহাব শক্তিশালী ছিলো। এসব এলাকায় হানাফী আলিম-উলামা ফকীহ এবং বিচারক ছিলেন। পারস্যের শহর ও গ্রামাঞ্চলেসমূহ হানাফী ফকীহ ও আলিমগণের বসবাসে আবাদ ছিলো। হিন্দুস্তানের অধিকাংশ রাজা হানাফী ছিলেন।

মালিকী মাযহাব

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের দ্বিতীয় ফিকহী মাসলাক হলো মালিকী মাসলাক - যা ইমাম মালিক ইবনে আনাস আসবাহী মদনীর [মৃত্যু : ১৭৯ হি.] দিকে সম্পর্কিত। এ মাযহাবের জন্ম ও বেড়ে ওঠা মদীনা মুনাওওয়ারায়। সেখান থেকেই পুরো হিজাযে তার বিস্তার ঘটে। আবার বসরা, মিশর, আফ্রিকা, স্পেন, পাশ্চাত্য, সকলিয়া, সুদান প্রভৃতি অঞ্চলেও তার প্রাধান্য লাভ হয়। পাশাপাশি এই মাসলাক খুরাসান কজবীন, আবহার, ইয়ামান, নিশাপুর, পারস্য অঞ্চলসমূহ রোমের শহরসমূহ এবং সিরিয়ার অঞ্চলসমূহেও যথেষ্ট বিকাশ লাভ করে। মুকরিজী রহ. তার 'কিতাবুল খুতাতি ওয়াল আছার' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, মিশরে মালিকী মাযহাবকে চালু করার ক্ষেত্রে ইমাম আবদুর রহীম ইবনে খালেদ ইবনে

www.maktabatulabrar.com

ইয়াজিদ ইবনে ইয়াহিয়া সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তারপর ইমাম আবদুর রহমান ইবনে কাসেম এই মাযহাবের প্রচার প্রসারের কাজ করেন। সেই যুগে ইমাম মালিক রহ. তার মিশরীয় ছাত্রদের মাঝে তুলনামূলক অধিক অবস্থান করতেন । এই জন্য সেই অঞ্চলে ফিকহে মালিকী যথেষ্ট খ্যাতি ও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। অবশেষে উসমান ইবনে হাকাম এই মাযহাবের প্রচার করেন। মা'য়াজ ইবনে বাদিস তার রাজত্বকালে বড় বড় পদে এবং দায়িত্বে মালিকী মাযহাবের অনুসারীদেরকে গভর্নর, শাসক ও কাজী নিযুক্ত করেন। যার কারণে এই মাযহাব পশ্চিম আফ্রিকায় প্রাধান্য লাভ করে।

ইমাম তাকিউদ্দীন ফাসী মক্কী 'আল-আকদুস সামীন' গ্রন্থে লিখেছেনI সেই যুগে [নবম শতকে] পাশ্চাত্য অঞ্চলে অধিকাংশ মানুষ মালিকী মাযহাবের অনুসরণ করতো। স্পেনে প্রথমে ইমাম আওযাঈ'র মাসলাক চালু ছিলো। স্পেনে সর্বপ্রথম সা'সা ইবনে সালাম এ মাসলাক দাখিল করেন। কিন্তু দ্বিতীয় শতকের পর ইমাম আওযাঈ'র মাসলাক ওখান থেকে শেষ হয়ে যায় এবং ফিকহে মালিকী তার স্থান দখল করে। ইমাম মালিকের শিষ্যদের মধ্যে যিয়াদ ইবনে আ. রহমান গাজী ইবনে কায়েস, ইয়াহিয়া ইবনে ইয়াহিয়া মাসমুদী প্রমুখ মদীনা মুনাওওয়ারা থেকে ফিরে এসে ফিকহে আওযাঈ'র স্থলে ফিকহে মালিকীর প্রচার প্রসার করেন। পাশাপাশি খলীফা হিশাম ইবনে আবদুর রহমান তাকে [মাসমুদীকে] অনুসরণের জন্য নির্দেশ জারি করেছিলেন। ইয়াহিয়া ইবনে ইয়াহিয়াকে খলীফা হিশাম অত্যন্ত সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতেন। স্পেনের বিচারপতির পদের জন্য তার মত আলিমকে চিহ্নিত করতেন এবং তাঁদেরকেই কাজী বানাতেন। অন্যান্য সরকারি পদেও তার পরামর্শে মালিকী মাযহাবের অনুসারীদেরকে রাখা হতো। এসব কারণে স্পেনে ফিকহে মালিকী যথেষ্ট বিকাশ লাভ করেছিলো।

আল্লামা মুকাদ্দাসী বাশ্‌শারী 'আহসানুত তাকাসীম' গ্রন্থে লিখেছেনI চতুর্থ শতকে মালিকী মাসলাক ইরাক, আহওয়াজ, পশ্চিমাঞ্চলসমূহ এবং আফ্রিকায় বিকাশমান ছিলো। যেমন, স্পেনেও তার প্রাধান্য ছিলো।

শাফিঈ মাযহাব

আহলে সুন্নাতের তৃতীয় মাযহাব হলো শাফিঈ মাযহাব। এই মাযহাব ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস শাফিঈ'র দিকে সম্পর্কিত। এর সূচনা মিশরে। ইমাম শাফিঈ'র অধিকাংশ ছাত্র মিশরীয়। পরবর্তীকালে ইরাকে এর প্রসার ঘটে। এবং হিজরী তৃতীয় শতকে হেজাজ , বাগদাদ, খুরাসান, তাওরান, সিরিয়া ইয়ামান আমু দরিয়ার ওপারে পারস্য হিন্দুস্তান, আফ্রিকা এবং স্পেন পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এসকল অঞ্চলে কোথাও শাফিঈ মাযহাবের সাথে তাও প্রচলিত ছিলো। মিশরে প্রথমে হানাফী ও মালিকীদের প্রধান্য ছিলো। কিন্তু ইমাম শাফিঈ রহ. সেখানে গমন করার ফলে তার মাযহাব খুব বিস্তার লাভ করে। ইরাক, খুরাসান এবং আমু দরিয়ার ওপারের রাজ্যসমূহে পাঠদান এবং ফতোয়াদানের ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাবের সঙ্গে শাফিঈ মাযহাবও চালু থাকে এবং এই উভয় মাযহাবের মধ্যে মতামতের রণক্ষেত্রমূলক বড় বড় বাহাস অনুষ্ঠিত হয়। এক পক্ষ অপর পক্ষের খণ্ডণে অনেক কিতাব লিপিবদ্ধ করে। সিরিয়ায় প্রথমে ইমাম আওযাঈ'র ফিকহী মতাদর্শের দখল ছিলো কিন্তু যখন আবু যুরআ মুহাম্মাদ ইবনে উসমান দিমাশ্‌কী মিশরের পরে দামেশকে কাজী নিযুক্ত হন তখন তিনি নিজের সঙ্গে করে ইমাম শাফিঈ'র মাযহাবও নিয়ে যান। তারপর দামেশকের অন্যান্য বিচারকগণও এই মাযহাবকেই অবলম্বন করেন। কাজী আবু যুরআ দিমাশ্‌কীর নিয়ম ছিলো যেই আলিম ফিকহে শাফিঈ'র বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল মুখতাসার লিল মুযানী' মুখস্থ করে ফেলতে পারতো তাকে তিনি এক দীনার বখশিশ দিতেন। মুকাদ্দাসী বাশ্‌শারী লিখেছেন যে হিজরী চতুর্থ শতকে সিরিয়ায় কোন ব্যক্তিকে মালিকী অথবা অন্য কোন মাযহাবের অনুসারী দেখা যায় নি।

ইমাম সুবকী রাহ. 'তবকাতুস শাফিঈয়া' গ্রন্থে লিখেছেন আমু দরিয়ার ওপারের অঞ্চলে মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল কাফ্‌ফাল মরুজী শাসী রহ. এর কল্যাণে শাফিঈ মাযহাব বিস্তার লাভ করে। মুকাদ্দাসী বাশ্‌শারীর বর্ণনা অনুযায়ী পূর্ব মহাদেশীয় বড় বড় শহর যেমন কউর, শাস, ইবলাক, তুস, আবি ওরদ এবং ফাস, প্রভৃতি অঞ্চলে শাফিঈ মাযহাব প্রবল ছিলো । এছাড়া সারাকস, নিশাপুর, এবং মারভ অঞ্চলেও এই মাযহাব অনুসৃত হতো, ইমাম সাখাবী রহ. 'আল ই'লান বিততাওবীখ' গ্রন্থে লিখেছেন যে মারভ এবং খুরাসানে আহমদ ইবনে সাইয়ার শাফিঈ মাযহাবকে ব্যাপক করেন। তারপর হাফেজ আবদান মুহাম্মদ ইবনে ঈসা মারওয়াজী তার

www.maktabatulabrar.com

প্রচার করেন। ফ্রান্সে সর্বপ্রথম ইমাম শাফিঈ'র মাসলাক এবং তার কিতাবসমূহ আবু যুরআ ইয়াকুব ইবনে ইসহাক নিশাপুরী পৌঁছে দেন।

বাগদাদে ফিকহে হানাফীর প্রাধান্য ছিলো। ইমাম শাফিঈ সেখানে গিয়ে তার মাযহাব চালু করেন।

ইমাম শাফিঈ'র পুরাতন শিষ্য হাসান ইবনে মুহাম্মদ জাফরীও ওখানে এই মাসলাক প্রচার করেন। ইমাম সুবকীর বর্ণনা মতে আরবের 'তিহামা' অঞ্চলেও এই মাসলাক চালু ছিলে। স্পেনে মালিকী মাসলাক ব্যতীত অন্য কোন মসলাক চালু ছিলো না। এমনকি ওখানকার লোকেরা কোন হানাফী বা শাফিঈ'কে পেলে তাকে বের করে দিতো। আল্লামা ইবনুল আছীরের বর্ণনামতে আফ্রিকায় ইয়াকুব বিন ইউসুফ ইবনে আবদুল মুমিনের রাজত্বের শেষ যুগেও শাফিঈ মাযহাবের দিকে ঝোঁক সৃষ্টি হয়। তিনি শাফিঈদেরকে কাজী নিযুক্ত করেন।

হাম্বলী মাযহাব

আহলে সুন্নাতের চতুর্থ ফিকহী মাসলাক হলো হাম্বলী মাযহাব। এই মাযহাব ইমাম আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল শায়বানীর দিকে সম্পর্কিত। এই মাযহাবের কেন্দ্র ছিলো বাগদাদ। এর প্রচার প্রসার প্রথম তিন মাযহাবের চেয়ে কম হয়েছে। ইবনে খালদুন তার 'মুকাদ্দমা' গ্রন্থে এই বলে তার কারণ ব্যক্ত করেছেন যে, ফিকহে হাম্বলী ইজতেহাদ থেকে দূরবর্তী এবং এই মাযহাবের ভিত্তি অধিকতর হাদীস ও সাহাবায়ে কেরামের উক্তির উপর। অধিকাংশ হাম্বলী সিরিয়া এবং ইরাকের অঞ্চলসমূহের অধিবাসী। যেসব অঞ্চল হাদীস ও সুন্নাহর বর্ণনায় সবচেয়ে এগিয়ে। ইবনে ফারহুনের বর্ণনা হলো ইমাম আহমদের মাযহাব বাগদাদ থেকে বিস্তৃতি লাভ করে সিরিয়ার অধিকাংশ শহরে বিস্তার লাভ করে। মিশরে হিজরী সপ্তম শতকের পরে প্রকাশ পায়। সুয়ূতীর বর্ণনা অনুযায়ী হাম্বলী মাযহাব চতুর্থ শতকে বাগদাদ ও ইরাকের সীমানা পেরিয়ে বাহিরে আসে। যখন মিসর এবং আফ্রিকার উপর উবাইদী সম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রণ ছিলো, যারা ছিলো বাতেনী ইসমাঈলী শিয়া সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। তারা তাদের আধিপত্যকালে আহলে সুন্নাতের আলিমগণকে হত্যা-নির্যাতন ও দেশান্তরের মাধ্যমে রাজ্যের সকল সীমানা থেকে তাদেরকে শেষ করে দিয়ে রাফেজী ও শিয়া মতবাদ চালু করে। ইমাম আবদুল গনী মুকাদ্দাসী

সর্বপ্রথম হাম্বলী মাযহাবকে মিশরে পৌঁছে দেন। তা চালু করেন। মুকাদ্দাসী বাশ্শারী লিখেছেনI চতুর্থ শতকে এই মাযহাব বসরা, ইকুর, দাইলাম, রিহাব, সুস, খজিস্তান প্রভৃতি অঞ্চলে চালু ছিলো। সে যুগে বাগদাদে হাম্বলী মাযহাব ও শিয়া মতবাদের দাপট ছিলো। আল্লামা ইবনে আছির তিনশত তেইশ হিজরীর ঘটনাবলির মধ্যে লিখেছেন যে, সেই যুগে বাগদাদে হাম্বলীদের বড় দাপট অর্জিত হয়।

তারা গায়িকাদেকে প্রহার করতেন এবং অর্থহীন ক্রীড়া-কৌতুকের উপকরণসমূহ ভেঙ্গেচুরে ফেলে দিতেন। গর্হিত কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে এতটা কঠোরতা অবলম্বন করতেন যে, বাগদাদবাসী অস্থির হয়ে পড়েছিল। এর ফলাফল এই দাঁড়ালো যে, বাগদাদে ঘোষণা হয়ে গেলো দুই হাম্বলী এক জায়গায় জমা হতে পারবে না। আপন মাযহাবের ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করতে পারবে না। ইতিপূর্বে 'খলকে কুরআন' নামক ফিতনার বিরুদ্ধে ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের কঠিন পরীক্ষা এবং আব্বাসী খলীফা ও শাসকশ্রেণী এবং মুতাজিলাদের বিরুদ্ধে নানা তৎপরতার ফলে এই মাযহাবের প্রচারপথে প্রতিবন্ধক তৈরি হয়ে যায়। এই মাযহাবের পরিপূর্ণ প্রাধান্য 'নজদ' অঞ্চল ব্যতীত অন্য কোথাও হয়েছে বলে জানা যায় না।

ফিতনার দ্বার রুদ্ধকরণ

হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী রহ. 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' গ্রন্থে লিখেছেনIহিজরী চতুর্থ শতকের আগে মুসলমানগণ কোন বিশেষ মাযহাবের অনুসরণের বিষয়ে একমত ছিলেন না। কোন বিশেষ ব্যক্তির মতামত এবং চিন্তাদর্শনের প্রবক্তা হওয়া, কোন বিশেষ মাযহাবের আলোকে ফতোয়া দেয়া এবং সে মাযহাব অনুযায়ী ফিকহে বুৎপত্তি অর্জন প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে ছিলো না। সেই যুগে এ বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ ছিলো না। অবশ্য দুই শতাব্দীর পর মানুষের মধ্যে এই চিন্তার প্রভাত একটু একটু প্রকাশ পায়। এসত্ত্বেও অনুসন্ধানে যেমনটি জানা যায় - চতুর্থ শতক পর্যন্ত মানুষ কোন মাযহাবের অনুসরণ করতো না বরং উলামা এবং সাধারণ শ্রেণীর অবস্থা এই ছিলো যে, সামষ্টিক জীবনের শরয়ী মাসায়িলের ক্ষেত্রে শরীয়ত প্রণেতা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ করতো। এ বিষয়ে সাধারণ মুসলমান এবং গরিষ্ঠসংখ্যক মুজতাহিদগণের মাঝে কোন মতপার্থক্য ছিলো না। অবশ্য সর্বসাধারণ

www.maktabatulabrar.com

অযু, গোসল, নামাজ এবং যাকাত প্রভৃতি বিধি-বিধানের পদ্ধতিসমূহ নিজেদের বাপ-দাদা অথবা নিজ শহরের শিক্ষকবৃন্দের কাছে থেকে শিখতো। শাখাগত মাসআলা-মাসায়িলের ক্ষেত্রে তাদের পদ্ধতি অনুসরণ করতে। আর নতুন ধর্মীয় জিজ্ঞাসায় এবং উদ্ভূত সমস্যাবলির ক্ষেত্রে অনির্দিষ্টভাবে হানাফী মালিকী, শাফিঈ এবং হাম্বলী যে কোন মুফতী ও ফকীহ যার কাছ থেকে ইচ্ছা মাসআলা জেনে নিতেন। আর বিশিষ্ট শ্রেণীর অবস্থা এই ছিলো যে, মুহাদ্দিস সম্প্রদায় রসূলে পাকের হাদীস এবং সাহাবায়ে কেরামের আছার গ্রহণ করতেন। বক্তব্যের পারস্পরিক বিরোধিতা অথবা অন্য কোন কারণে হাদীস ও আছারের উপর আমল করতে সক্ষম না হলে পূর্বসুরি কোন ফকীহের বক্তব্যের উপর আমল করতেন। কোন মাসআলায় একাধিক বক্তব্য থাকলে অধিক শক্তিশালী বক্তব্যটি গ্রহণ করতেন। এ ক্ষেত্রে এটা চিন্তা করতেন না যে এই বক্তব্য মদীনাবাসীর না কুফাবাসীর। বিশিষ্ট শ্রেণীর যে আলিমগণ হাদীস খুঁজে বের করায় যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন। তারা কোন মাসআলায় স্পষ্ট বক্তব্য না পেলে নিজেরা হাদীস বের করে এবং ইজতেহাদ করে বিষয়টি সমাধা করতেন। এ সকল ব্যক্তি তাদের শায়েখগণের দিকে সম্পর্কিত হতেন। তাদের কাউকে শাফিঈ কাউকে হানাফী বলা হতো। এমনিভাবে মুহাদ্দিসগণও কোন ইমামের সঙ্গে মতামতের সমন্বয় রক্ষা করলে সেই ইমামের দিকে সম্পর্কিত হতেন। যেমন ইমাম নাসায়ী ও ইমাম বায়হাকী ইমাম শাফিঈ'র দিকে সম্পর্কিত হতেন। সেই যুগের সম্মানিত মুজতাহিদবৃন্দকে ফকীহ বলে মান্য করা হতো। তারাই বিচার ও ফতোয়া দানের পদে বিশষভাবে নিযুক্ত হতেন।

পরবর্তীকালে অন্য সম্প্রদায় জন্ম লাভ করে। যারা দীনের সরল পথ থেকে দূরে সরতে থাকে। দীনের [প্রাণশক্তি] থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে নানাপ্রকার অকল্যাণ সৃষ্টি হতে থাকে। এমন পরিস্থিতে মুসলিমগণ বিশেষ বিশেষ মাযহাবের 'তাকলীদ' গ্রহণ করে নেন। অধিক ফিতনায় লিপ্ত হওয়ার বিপরীতে কোন এক মাযহাবকে মেনে নেয়াই শ্রেয় বলে বিবেচনা করেন।

বর্তমান কালে চার মাযহাবের অনুসারী

বিখ্যাত মিশরীয় গবেষক আল্লামা আহমদ তাইমুর তার 'নদরাতুন তারিখিয়্যাতুন ফি হুদূসিল মাযাহিবিল আরবায়াতি ওয়া ইনতেশারিহা' গ্রন্থে লিখেছেন, বর্তমান যুগে এ বিষয়টির সঠিক অনুমান সম্ভম নয় যে, এই চার মাযহাবের অনুসারী কোথায় কতজন। অবশ্য প্রান্তবর্তী পশ্চিমাঞ্চল, তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া এবং আফ্রিকার কয়েকটি রাজ্যে মালিকী মাযহাব প্রবল। এসব এলাকায় তুর্কি বংশের সাথে সম্পর্কশীল হানাফিগণও রয়েছেন। তারা তুর্কি রাজন্যবর্গের যুগ থেকেই এখানে বসবাসরত আছেন। সে কারণে সংখ্যায় স্বল্প হলেও হানাফিয়্যাতের উত্থান অর্জিত হয়েছে। মিশরে শাফিঈ এবং মালিকী মাযহাব চালু রয়েছে। সয়ীদ এবং সুদানে মালিকীরা রয়েছেন। হানাফী ও রয়েছেন বিপুল সংখ্যক। মিশরীয় সরকারের মাযহাব হানাফী। কিছুসংখ্যক হাম্বলীও রয়েছেন।

সিরিয়ার মুসলমান অর্ধেক হানাফী এক চতুর্থাংশ শাফিঈ এবং এক চতুর্থাশ হাম্বলী। ফিলিস্তিনে শাফিঈগণের প্রাধান্য। মালিকী এবং হানাফীও রয়েছেন। ইরাকে হানাফী মাসলাকের উচ্চতা রয়েছে। শাফিঈ, মালিকী এবং হাম্বলীও রয়েছে। তুরস্ক, আলবেনিয়া, বলকান অঞ্চলে হানাফীদের প্রাধান্য লাভ হয়েছে। কুর্দিস্তান ও আরমেনিয়ায় শাফিঈগণের প্রভাব ও শেকড় বদ্ধমূল রয়েছে। পারস্যের আহলে সুন্নাতের মাঝে শাফিঈ অধিক সংখ্যক। কিছু সংখ্যক হানাফীও রয়েছেন। আফগানিস্তানে হানাফীদের প্রাধান্য রয়েছে। কিছু সংখ্যক শাফিয়ীও রয়েছে। পশ্চিম তুর্কিস্তানে খাওয়ারিজম, বুখারা, তাসখন্দ, উজবেকিস্তান তুর্কমেনিয়া, বুলগেরিয়া, কাজাখস্তান এবং আজারবাইজান প্রভৃতি অঞ্চলে হানাফীরা রয়েছে। পূর্বতুর্কিস্তানেও [সিংকিয়াং] হানাফিগণ রয়েছেন। পাশাপাশি কিছুসংখ্যাক শাফিঈও রয়েছেন। কাওকাজ অঞ্চলে হানাফীদের প্রধান্য রয়েছে। কিছুসংখ্যক শাফিঈও রয়েছেন। হিন্দুস্তানে পুরাতন যুগে শাফিঈদের সংখ্যা বেশি ছিলো। সিন্ধুতে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলো। পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে পুরোনো যুগ থেকে আরব বংশীয় মুসলমানদের বসবাস ছিলো। তাদের মাযহাব ছিলো শাফিঈ। কাওকান, মালাবার, এবং মাদ্রাজ অঞ্চলে এখনও শাফিঈদের বসবাস রয়েছে। বর্তমানকালে পাকিস্তান ও বাংলাদেশসহ হিন্দুস্তানে হানাফী মাযহাব চালু রয়েছে। মালদ্বীপের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক লাখ মুসলামান সকলেই শাফিঈ। এখানে আগে মালিকী মাযহাব চালু ছিলো। শ্রীলংকা, জাভা, সুমাত্রা, পূর্বহিন্দুস্তানের উপদ্বীপসমূহ এবং

www.maktabatulabrar.com

ফিলিপাইনের উপদ্বীপসমূহে শাফিঈদের সংখ্যা অধিক। থাইল্যাণ্ডের মুসলমান অধিক সংখ্যক শাফিঈ। কিছু সংখ্যক হানাফীও রয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার মুসলমান অধিকাংশ শাফিঈ।

উত্তর আমেরিকার ব্রাজিলে পঞ্চাশ হাজার হানাফী মুসলমানের বসবাস রয়েছে। এবং আমেরিকার অন্যান্য এলাকায় প্রায় দেড় লাখ মুসলমানের বসবাস রয়েছে যারা বিভিন্ন মাযহারে অনুসারী।

হিজাযে শাফিঈ এবং হানাফী মাযহাব প্রবল। গ্রামাঞ্চলে হানাফীদের সঙ্গে মালিকিগণও রয়েছেন। নজদবাসী হাম্বলী। আসিরবাসী শাফিঈ। এ ছাড়া আদন, ইয়ামান ও হাজারামাওতের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের লোকেরা শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী। আদন অঞ্চলে হানাফিগণও রয়েছেন। ওমানের উপর খারেজী সম্প্রদায়ের আধিপত্য রয়েছে। ওখানে হাম্বলী ও শাফিঈও রয়েছেন। কাতার এবং বাহরাইনে মালিকী মাযহাব ব্যাপক। তাছাড়া ওখানে নজদের হাম্বলিগণও রয়েছেন। এসকল অঞ্চলের আহলে সুন্নতের মাঝে হাম্বলী ও মালিকিগণের প্রাধান্য রয়েছে। কুয়েতে মালিকীদের প্রভাব অধিক। এই অনুমানিক সংখ্যাগত পর্যালোচনা এখন থেকে পঞ্চাশ বছর পূর্বেকার।[3] বর্তমানকালে ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা এবং এশিয়া ও আফ্রিকার অন্যান্য অঞ্চলে এবং পাশ্চাত্য দেশসমূহে বহিরাগত ও স্থানীয় মুসলমানদের অনেক বড় সংখ্যা তৈরি হয়েছে। যারা বিভিন্ন মাযহাবের সাথে সম্পর্ক রাখেন।

[3] তার মানে বর্তমান সময় থেকে প্রায় পৌনে শতাব্দী পূর্বেকার। -অনুবাদক

ইমাম আযম আবু হানীফা রহ.

ইমাম আযম আবু হানীফা রহ.-এর পূর্ণ নাম আবু হানীফা নোমান ইবনে ছাবেত ইবনে নোমান ইবনে মারযুবান তাইমী কুফী রহ.। নোমান ইবনে মারযুবান কাবুলের নেতৃস্থানীয় ও অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে খুবই বোদ্ধা ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। ইনি হযরত আলী রা.-এর খেলাফত কালে ইসলাম গ্রহণের পর কুফায় চলে আসেন এবং এখানকারই বাসিন্দা হয়ে যান। হযরত আলী রা.-এর সঙ্গে এই বংশের বিশেষ সম্পর্ক ছিলো।

ইমাম আবু হানীফার পৌত্র ইসমাঈলের বর্ণনা হলোÍ'আমার নাম ইসমাঈল ইবনে হাম্মাদ ইবনে নোমান ইবনে ছাবেত ইবনে নোমান ইবনে মারযুবান। আমরা মূল বংশে পারসিক। আল্লাহর শপথ, আমাদের বংশ কখনো কারোর গোলাম ছিলো না। আমার দাদা আবু হানীফা রহ. ৮০ হিজরীতে জন্ম লাভ করেন। আমার প্রপিতামহ ছাবেত শৈশবেই হযরত আলী রা.-এর সান্নিধ্যে গমন করেন। হযরত আলী রা. আমার প্রপিতামহ ও তাঁর বংশধরদের জন্য খায়র ও বরকতের দোয়া করে দেন। আমরা মনে করি আল্লাহ তাআলা হযরত আলীর এই দোয়া কবুল করেছেন। নোমান বিন মারযুবান নওরোজের উৎসবে হযরত আলী রা.-এর খেদমতে ফালুদা পেশ করেন। তখন হযরত আলী রা. বলেন, আমাদের প্রতিদিনই নওরোজ। এক বর্ণনামতে এটা মেহেরজানের উৎসবের ঘটনা।[4]

বনু তাইমিল্লাহ বিন সা'লাবা গোত্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও চুক্তি

এই বংশ কুফার এক মর্যাদাবান ও অভিজাত গোত্র বনু তাইমিল্লাহ ইবনে সা'লাবার সাথে ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে 'তাইমী' বলে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই গোত্রের লোকজন সম্ভ্রম ও আভিজাত্যের

[৪] আখবারু আবি হানীফাতা ওয়া আসহাবিহি, ৩য় মুদ্রণ, হায়দারাবাদ; তারিখে বাগদাদ, ১৩ খ., ৩২৬ পৃ., মিশরে মুদ্রিত সংস্করণ, উকুদুল জুমান ফি মানাকিবি আবি হানীফাতা আন নোমান, ৩৭-৩৮ পৃ., হায়দারাবাদে মুদ্রিত সংস্করণ; ওফায়াতুল আ'ইয়ান, ইবনে খালিণ্ঢকান প্রণীত, ২খ., ২৯৪ পৃ., ইস্পাহানে মুদ্রিত পুরাতন সংস্করণ।

www.maktabatulabrar.com

কারণে 'মাসাবিহুয্ যুলাম' বা 'আঁধারের প্রদীপ' বলে অভিহিত ছিলো।[5]

ইমাম আযম রহ.-এর ছাত্রদের মধ্যে আবু আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযিদ মুকরী মক্কী [মৃত্যু: রজব ২১২ হিজরী] উঁচু দরের কারী ও হাদীস বিশারদ ছিলেন। তিনি বসরা অথবা হাওয়ায এর কোনো অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। তিনি হযরত উমর রা.-এর বংশের সাথে ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখতেন। তাঁর ঘটনা ইমাম তাহাভী রহ. তাঁর নিজের ভাষায় বর্ণনা করেছেন এভাবে- 'আমি যখন ইমাম আবু হানীফার খেদমতে গেলাম, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? আমি জবাব দিলাম- আমি এমন ব্যক্তি যাকে ইসলাম গ্রহণের তাওফীক দিয়ে আল্লাহ তার ওপর ইহসান করেছেন। একথা শুনে ইমাম আযম বললেন, তুমি এভাবে না বলে এসকল গোত্রের কোনোটির সাথে ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের চুক্তির মধ্যে এসে যাও। তারপর তাদের দিকে নিজেকে সম্পর্কিত করো। আমিও এমনটিই করে ছিলাম।'[6]

ইমাম তাহাভী রহ.-এর ছাত্র হাফেয ইবনে আবি আওয়াম 'ফাযায়েলে আবি হানীফা ও আসহাবিহি' গ্রন্থে আরো লিখেছেন, ইমাম আবু হানীফা রহ. বলেছেন, 'তারপর আমি তাদেরকে পাক্কা সত্যবাদী পেয়েছি।'

বনু তাইমিল্লাহ এর সম্ভ্রম ও শরাফতের কারণে ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর বংশ ছাড়াও ইলমমুখী ও দীনী অনেক বংশ ও ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার সম্পর্ক রাখতো। তাদের মধ্যে কিরাত শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ ইমাম হামযাও ছিলেন। [আবু উমারাহ হামযা ইবনে হাবীব ইবনে উমারাহ যাইয়্যাত কুফী তাইমী রহ.। মৃত্যু: ১৫৬ হিজরী] যাঁর সম্পর্কে ইমাম আযম রহ. বলেন, 'হামযা মানুষকে কুরআন ও ফারায়েয হাসিল করার প্রতি বাধ্য করেছেন।'[7]

এ সকল স্পষ্ট বক্তব্যসমূহ থেকে জানা যায় যে ইমাম আবু হানীফার খান্দান বনু তাইমিল্লাহর ক্রীতদাস ছিলো না। তাদের হাতে তারা মুসলমানও হয় নি। বরং অনারব নওমুসলিম খান্দানসমূহের মত এই খান্দানটি একটি সম্ভ্রান্ত গোত্রের সাথে ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন

[৫] জামহারাতু আনছাবিল আরব, ইবনে হাযম, ৩৯৯ পৃ., মিশর ছাপা।
[৬] মুশকিলুল আছার, ৪খ., ৫৪ পৃ.।
[৭] তাহযীবুত তাহযীব, ৩খ., ২৮ পৃ.।

করে তাদের গোত্রীয় পরিচয়ের দিকে সম্পর্কিত হন মাত্র। এই বর্ণনা ভিত্তিহীন যে 'ইমাম আবু হানীফার দাদা কাবুল থেকে বন্দি হয়ে কুফায় আনীত হন। সেখানে তাইমুল্লাহ গোত্রের এক মহিলা তাকে ক্রয় করে আযাদ করেন। অথবা ইমাম সাহেবের দাদা এ গোত্রের ক্রীতদাস ছিলেন।' একথাও ভিত্তিহীন যে ইমাম সাহেব বংশীয় বিচারে খাঁটি আরব ছিলেন। সম্ভবত একথাও যারা ইমাম সাহেবকে অনারব গোলাম বলেছে তাদের বক্তব্যের জবাবে বলা হয়েছে।

ঘর ও দোকান

১৭ হিজরীতে হযরত উমর রা.-এর নির্দেশক্রমে হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা. কুফা আবাদ করেন। তিনি শহরের মধ্যস্থলে জামে মসজিদ এবং সরকার প্রধানের কার্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করেন। এর পূর্বাঞ্চলসমূহে ইয়ামানী গোত্রসমূহ বসতি স্থাপন করে এবং পশ্চিমাঞ্চলসমূহে হেজাজের নাযারী গোত্রসমূহ বসতি স্থাপন করে। উভয় দিকের অঞ্চলসমূহের মধ্যে সুপ্রশস্ত ও সুপরিসর ময়দান ছিলো। তাতে জামে মসজিদ ও আমীরের কার্যালয়ের ইমারত ছিলো। সেই প্রান্তরের একদিকে হযরত আমর ইবনে হুরাইছ রা. তাঁর শানদার বাসভবন তৈরি করেছিলেন। সে কারণেই সে অঞ্চলকে 'রওয়াকে আমর' বলা হতো। সেখানে তাঁর সন্তানদের দখল ও প্রভাব ছিলো। পরবর্তীতে সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ এখানে ভবন নির্মাণ করেন এবং এটি ঘনবসতি অঞ্চলে পরিণত হয়।[8] এখানেই ইমাম আবু হানীফার গোত্রের দোকান ছিলো এবং বসবাসের ঘরও তার সন্নিকটে পূর্বাঞ্চলে ছিলো। সেখানে ইয়ামানের গোত্রসমূহের বসতি ছিলো। সেসব গোত্রের মধ্যেই তাইমুল্লাহ বিন ছা'লাবার গোত্রেরও বসবাস ছিলো। ইমাম আবু হানীফার বিশিষ্ট উস্তাদ ও শাইখ শা'বী রহ. [আমের ইবনে শুরাহবীল হিময়ারী, মৃ. ১০৯ হিজরী] ইয়ামানের গোত্রসমূহের সাথে সম্পর্কিত ছিলেন, তিনি পূর্বাঞ্চলে বসবাস করতেন। কৈশোরে একদিন আবু হানীফা রহ. আপন গৃহ থেকে দোকানে যাচ্ছিলেন এবং ইমাম শা'বী রহ.-এর দরসগাহের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন। তখন ইমাম শা'বী রহ. তাঁকে ডেকে ইলমে দীন

[8] ফুতুহুল বুলদান, ২৭৫-২৭৬ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

হাসিলের প্রতি উৎসাহিত করেন, যার বিশদ বিবরণ পরবর্তীতে আসবে।

জন্ম ও শৈশব

ইমাম আবু হানীফা রহ. ৮০ হিজরীতে খলীফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের শাসনামলে কুফার পূর্বাঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। তখন কুফায় জনবসতি গড়ে ওঠার প্রায় ৬৬-৬৭ বছর অতিবাহিত হয়েছিলো। সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবিঈনে কেরামের আধিক্য ছিলো। যাদের উপস্থিতিতে কুফার অলিগলি ইলমের গৃহে পরিণত হয়েছে। চতুর্দিকে দীনী এবং ইলমী মজলিস কায়েম ছিলো। সে পরিবেশেই ইমাম আবু হানীফা রহ. চৈতন্য লাভ করেন। রেশম ও রেশমি কাপড়ের ব্যবসা ছিলো তাঁর পারিবারিক উপার্জনের উপায়। কুফার জামে মসজিদের সন্নিকটে হযরত আমর ইবনে হুরাইছ রা.-এর দোকান ছিলো।

হজের মৌসুমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হারেছ ইবনে জায রা.-এর যিয়ারত এবং তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা

শৈশবে ইমাম আবু হানীফা রহ. মক্কা মুকাররমায় হজের মৌসুমে সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হারেছ ইবনে জায রা.-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর কাছ থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। হাদীসটি মুসনাদে আবি হানীফা গ্রন্থের কিতাবুল ইলমে বর্ণিত হয়েছে। যা নিম্নরূপÍ

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى ولدت سنة ثمانين ، وحججت مع أبي سنة (ثمانين) ست وتسعين ، وأنا ابن ست عشرة سنة. فلما دخلت المسجد الحرام و رأيت حلقة فقلت لأبي : حلقة من هذه ؟ فقال : حلقة عبد الله بن الحارث بن جزء صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ، فتقدمت فسمعته يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من تفقه في دين الله كفاه الله همه و رزقه من حيث لا يحتسب.

ইমাম আবু হানীফা বর্ণনা করেন, আমি ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করি এবং ৯৬ হিজরীতে আমার পিতার সাথে হজ করি। সে সময়ে আমার বয়স ছিলো ১৬ বছর। যখন আমি মসজিদে হারামে প্রবেশ করি তখন একটি দরসের আসর দেখতে পেলাম। পিতার কাছে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কার

মজলিস? তিনি বললেন, রসূলের সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে হারেছ ইবনে জায রা.-এর মজলিস। একথা শুনে আমি সামনে অগ্রসর হয়ে শুনতে পেলাম, তিনি বলছেন, আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর দীনে [দীনী ইলমে] বিজ্ঞতা অর্জন করবে আল্লাহ তাআলা তার সকল চিন্তার বিষয়ে যথেষ্ট হবেন এবং তাকে এমন স্থান থেকে রিযিক দান করবেন যা সে কল্পনাও করে নি।'[9]

'জামিউ বায়ানিল ইলমি ও ফাযাইলিহি' গ্রন্থে হাফেয ইবনে আবদুল বার রহ. এবং 'আখবারু আবি হানীফা ওয়া আসহাবিহি' গ্রন্থে আবদুল্লাহ ছুয়াইমিরী রহ. লিখেছেন, ইমাম আবু হানীফার বর্ণনা হলো : ৯৬ হিজরীতে যখন আমার বয়স ১৬ বছর ছিলো, তখন আমি আমার পিতার সাথে হজ করেছি। আমি দেখলাম যে, লোকজন এক বুযুর্গের কাছে সমবেত। আমি আমার পিতার কাছে জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? তিনি বললেন, ইনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী । এঁর নাম আবদুল্লাহ ইবনে হারেছ ইবনে জায রা.। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাঁর কাছে কী রয়েছে? যার জন্য লোকজন তাঁর পাশে জমা হয়ে আছে? পিতা জবাব দিলেন, উনার কাছে হাদীস রয়েছে, যা তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে শুনেছেন। আমি বললাম, আমাকে সামনে এগিয়ে দিন যাতে আমিও তা শুনতে পারি। ফলে তিনি আমার সামনে এসে ভিড় ভেদ করতে লাগলেন। অবশেষে আমি তাঁর নিকটে পৌঁছে গেলাম। তিনি বললেন, আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি... ।[10]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হারেছ ইবনে জায রা. মিশরে অবস্থান করতেন। তাঁর ইন্তেকাল ৮৫, ৮৬ অথবা ৮৭ হিজরীতে হয়েছে। হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. 'আল-ইসাবা' গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবনে হারেছ নামে ১৮-১৯ জন সাহাবীর নাম উল্লেখ করেছেন।

'জামিউ বায়ানিল ইলমি' গ্রন্থে ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর বক্তব্য বর্ণনায় নিম্নলিখিত বাক্য রয়েছেI

[9] মুসনাদু আবি হানীফা, ২৫-২৬ পৃ.।
[10] আখবারু আবি হানীফাতা ওয়া আসহাবিহি, ৪ পৃ.; জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযালিহি, ১খ., ৪৫ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

حججت مع أبي سنة ثلاث و تسعين و لي ست عشر سنة

'আমি আমার পিতার সাথে ৯৩ হিজরীতে হজ করি, তখন আমার বয়স ছিলো ১৬ বছর।'

আমাদের মতে এই বর্ণনায় বয়সের হিসেব প্রসঙ্গে ভুল সংখ্যা প্রচলিত হয়ে পড়েছে এবং তা-ই বর্ণিত হয়ে আসছে। এই ইবারত এভাবে হয়ে থাকবেI

حججت مع أبي سنة ست و ثمانين و لي ست سنة

'আমি আমার পিতার সাথে ৮৬ হিজরীতে হজ করি। সে সময়ে আমার বয়স ছিলো ছয় বছর।' পরবর্তী বর্ণনা থেকে যার সমর্থন পাওয়া যায়। ছুমাইরী ও ইবনে আবদুল বার যা এভাবে বর্ণনা করেছেনI

فقلت قدمني إليه حتى أسمع منه فتقدم بين يدي فجعل يفرج عن الناس حتى دنوت منه فسمعته...

'আমি পিতাকে বললাম, আমাকে উনার দিকে এগিয়ে দিন যাতে আমি তার কথা শুনতে পারি। তখন পিতা আমার সামনে এসে মানুষ সরাতে লাগলেন। অবশেষে আমি তার (সাহাবীর) নিকটবর্তী হই এবং হাদীস শ্রবণ করি।'

ষোলো বছর বয়সের তরুণ তার পিতার কাছে এভাবে আবেদন করে না এবং পিতাও এ বয়সী ছেলের জন্য হাদীস পাঠ করে রাস্তার ভিড় সরান না। মুহাদ্দিসগণ নিজেদের শিশুদেরকে কাঁধে করে নিয়ে হাদীসের দরসে বসিয়ে দিতেন এবং তাদেরকে হাদীস শরীফ শ্রবণের সৌভাগ্য অর্জন করাতেন। পূর্ববর্তীদের মাঝে এর রেওয়াজ ছিলো। একারণে এই ঘটনা শৈশবের হবে। এধরনের ভুল কখনও কখনও কিতাবের মধ্যে চলে আসে। উদাহরণস্বরূপ সিন্ধু বিজয়ী হযরত মুহাম্মদ ইবনে কাসেম রহ. সম্পর্কে প্রায় সকল ঐতিহাসিক একথা স্পষ্টভাবে বলেছেন যে ৯৩ হিজরী সালে সিন্ধুর ওপর আক্রমণ পরিচালনার সময়ে তাঁর বয়স ১৭ বছর ছিলো। অথচ একথা স্পষ্টতই ভুল। এই বয়স ছিলো তাঁর ৮৩ হিজরী সালে পারস্যে নেতৃত্ব পরিচালনার সময়ে। যেখান থেকে তিনি ৯২ হিজরী সালে সরাসরি সিন্ধুর নেতৃত্বে আগমন করেন। আর সে সময়ে তাঁর বয়স ছাব্বিশ/সাতাইশ বছর ছিলো। বিস্তারিত জানতে চাইলে আমাদের লিখিত

‘ইসলামী হিন্দ কী আযমতে রফতাহ’-এর ১০৪ পৃ. দেখুন।

অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের সাক্ষাৎ লাভ এবং তাদের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা

অনুসরণীয় চার ইমামের মধ্যে শুধু ইমাম আবু হানীফা রহ. বিভিন্ন সাহাবায়ে কেরাম রা.-এর যিয়ারত ও সাহচর্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। ইমাম আবু হানীফা গুরুত্বপূর্ণ তাবিঈদের মধ্যে গণ্য হয়ে থাকেন। তাঁর শৈশবে বিভিন্ন সাহাবী কুফায় জীবিত ছিলেন। যাঁদের সাক্ষাৎ ও সান্নিধ্যে মুসলিমগণ ফয়েয লাভ করতেন। স্বয়ং ইমাম আবু হানীফার দোকানের মালিক আমর ইবনে হুরাইছ রা.-ও জীবিত ছিলেন, যাঁর ইন্তেকাল হয়েছে ৮৫ হিজরীতে । সে সময়ে ইমাম আবু হানীফার বয়স ছিলো পাঁচ বছর। স্পষ্ট যে এ বয়সে কখনও কখনও দোকানে যাতায়াত করে এই শিশু তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করে থাকবেন। এছাড়াও অধিকাংশ জীবনীকার এ বিষয়ে একমত যে ইমাম আবু হানীফা রহ. শৈশবে হযরত আনাস বিন মালিক র.-কে দেখেছেন। ইমাম যাহাবী রহ. লিখেছেন, ইমাম আবু হানীফা রহ. আশি হিজরীতে যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন কুফায় সাহাবায়ে কেরামের এক জামাত ছিলেন। আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁদের যিয়ারতের কারণে তিনি তাবিঈদের দলভুক্ত ছিলেন। বিশুদ্ধ মতানুযায়ী হযরত আনাস রা. যখন কুফায় আগমন করেন তখন ইমাম আবু হানীফা তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করেন।[11]

ইমাম যাহাবী রহ. ‘তাযকিরাতুল হুফফায’ গ্রন্থে আরও লিখেছেন, ইমাম আবু হানীফা রহ. একবার হযরত আনাস রা.-কে দেখেছিলেন যখন তিনি কুফায় আগমন করেছিলেন।[12] এমনিভাবে তিনি ‘আল ইবার’ নামক গ্রন্থেও একথা স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন।[13] ইবনে নাফীস লিখেছেনÍ ইমাম আবু হানীফা রহ. বিভিন্ন সাহাবায়ে কেরামের সাক্ষাৎ লাভ করেছেন। ইবনে খাল্লিকান বলেন, ইমাম আবু হানীফা রহ. চার সাহাবীর যামানা

[১১] মানাকিবু আবি হানীফাতা ও ছাহিবাইহি, ৮ পৃ.।
[১২] তাযকিরাতুল হুফফায, ১খ., ৫৮ পৃ.।
[১৩] আল-ইবার ফি খাইরি মান গবার, খ., ১২৪ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

পেয়েছেন। হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা রা. ছিলেন কুফায়। হযরত সাহল ইবনে সায়েদী রা. মদীনায় এবং হযরত আবুত তোফায়েল আমের ইবনে ওয়াছেলা রা. মক্কায় ছিলেন। ইমাম আবু হানীফা রহ. এসকল সাহাবায়ে কেরামের যাঁর সাথেই সাক্ষাৎ করেছেন, তাঁর ফয়েয হাসেল করেছেন। অবশ্য একথা ইতিহাস বর্ণনাকারীদের দৃষ্টিতে প্রমাণিত হয় নি যে ইমাম আবু হানীফা রহ. সাহাবীদের এক জামাত থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।[14] ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর নিজের বর্ণনা হলো, হযরত আনাস রা. কুফায় আগমন করেছেন এবং নাখা গোত্রে অবস্থান করেছেন। তিনি লাল খেযাব ব্যবহার করতেন। আমি তাঁকে কয়েকবার দেখেছি।

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী তাঁর ‘ফাতাওয়া’ গ্রন্থে লিখেছেনÍ ইমাম আবু হানীফা রহ. সাহাবীদের একজনের যামানা পেয়েছেন। তিনি কুফায় ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা রা. ছিলেন। হযরত ইবনে আবি আওফার ইন্তেকাল ৮৮ হিজরীতে অথবা তার পরে হয়েছে। ইবনে সা’দ বর্ণনা করেন, ইমাম আবু হানীফা রহ. হযরত আনাস রা.-কে দেখেছেন। এই দুই সাহাবী ব্যতীত অন্যান্য শহরে সাহাবিগণ ছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর রেওয়ায়েতগুলি কিছুসংখ্যক আলিম একত্র করেছেন। কিন্তু তার সনদসমূহ দুর্বলতামুক্ত নয়। নির্ভরযোগ্য মত এটাই যে ইমাম আবু হানীফা রহ. কোনো কোনো সাহাবীকে দেখেছেন। সে কারণে তিনি তাবিঈদের অন্তর্ভুক্ত। এই মর্যাদা বিভিন্ন শহরের অধিবাসী তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য ইমামগণের কারোর অর্জিত হয় নি। যেমন সিরিয়ার ইমাম আওযাঈ রহ. বসরার হাম্মাদ বিন যায়েদ রহ. ও হাম্মাদ ইবনে ছালামা রহ. মদীনার ইমাম মালিক ইবনে আনাস রহ. মিশরের লাইছ ইবনে সা’দ রহ. প্রমুখ।[15]

ইমাম আবু হানীফা রহ. প্রথম জীবনে বংশীয় ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত থাকার পাশাপাশি জ্ঞানমূলক বাহাস-বিতর্কেও অনেক অগ্রসর ছিলেন। তিনি তাঁর সর্বশক্তি ইলমে কালাম [ইসলামী আকীদা শাস্ত্র] এবং যিনদিক-

[১৪] ওফয়াতুল আ'ইয়ান, ২খ., ২৯৪ পৃ.।
[১৫] উকূদুল জুমান ফি মানাকিবি আবি হানীফাতা আন নোমান, ৪৯-৫০ পৃ.।

নাস্তিকদের বিরুদ্ধে তর্কে ব্যয় করতেন। দীনী ইলমের বিষয়াদি যেমন হাদীস ফিকাহ ইত্যাদির প্রতি খুবই কম মনোযোগ ছিলো। সে সময়ে ইমাম শা'বী রহ. তাঁকে ইলমে দীন বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তর দেন।

أنا قليل الاختلاف إليهم.

'আমি উলামায়ে কেরামের মজলিসে কম যাতায়াত করি।' সে কারণে ঐ যামানায় হাদীসের প্রতি তাঁর মনোযোগ ছিলো না।

যৌবনে যিনদিক-নাস্তিক ও বাতিল ফেরকাসমূহের মোকাবিলা

ইমাম আবু হানীফা রহ.অত্যন্ত ধীমান ও মেধাবী ছিলেন। বোদ্ধা ও দূরদর্শী ছিলেন। যৌবনকাল অত্যন্ত সুখ-সমৃদ্ধি ও নিশ্চিন্তার মধ্যে কাটছিলো। সে সময়ে ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণ নিজ নিজ দীনী ও ইলমী বলয়ে হাদীস ও আছার বর্ণনা ও ব্যাখ্যার কাজে এবং ফিকাহ ও ফতোয়ার ইজতিহাদ ও উদ্ঘাটনের কাজে লিপ্ত ছিলেন। অপরদিকে অনারবদের সংশ্রবের ফলে বিভিন্ন বাতিল ফেরকা ইসলামী আকীদা ও চিন্তা চেতনার বিরুদ্ধে বাহাস বিতর্কের উত্তপ্ত পরিবেশ তৈরি করে রেখেছিলো। স্বয়ং মুসলমানদের বিভ্রান্ত শ্রেণীর মধ্যে জাহমিয়্যাহ, কদরিয়্যাহ, জবরিয়্যাহ, খারেজি, রাফেযী প্রভৃতি গোষ্ঠী তৈরি হয়ে গিয়েছিলো। সেই সাথে মজুসিয়ত ও নাস্তিক্যবাদ ও যিনদিকী মতবাদের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিলো। যার মুকাবিলায় ইসলামের আলিম সম্প্রদায় ইলমে কালাম [ইসলামের আকীদা শাস্ত্র]-এর অস্ত্র নিয়ে সম্মুখে অবতীর্ণ হন। এই আলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ইমাম আবু হানীফা রহ.-ও ছিলেন। তিনি যৌবনকালে এই ময়দানে অবতীর্ণ হন এবং নিজের খোদাপ্রদত্ত ধীমত্তা ও চিন্তা-চেতনার তীক্ষ্ণতা দিয়ে ইসলামী আকীদা ও ধ্যান-ধারণার সঠিক প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে যিনদিক ও নাস্তিকদেরকে পরাভূত করেন। অবশেষে এক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর প্রসিদ্ধি ও খ্যাতি পরিপূর্ণতায় পৌঁছে যায়। তিনি নিজেই বর্ণনা করেন- আমি প্রথম জীবনে বাহাস-বিতর্কে মশগুল থাকতাম। সে সময়ে বসরা বিভিন্ন ফেরকার বাহাস-বিতর্কের কেন্দ্রস্থল ছিলো। এসকল লোকদের সাথে বাহাস-বিতর্কের ধারায় বিশ বারের চেয়েও বেশি বসরায়

www.maktabatulabrar.com

যাতায়াত করতে হয়েছে। কখনও একবছর, কখনও তার চেয়ে কম সময় সেখানে অবস্থান করতাম এবং খারেজী ও হাশবিয়া সম্প্রদায়ের সাথে বাহাস-বিতর্ক চালিয়ে যেতাম। সে সময়টাতে ইলমে কালাম [ইসলামী আকীদা শাস্ত্র] আমার কাছে সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম ইলম ছিলো। আমি মনে করতাম যে এই ইলম দীনের মূল বিষয় এবং এর মাধ্যমে দীনের মহা খেদমত সমাধা হয়।

মনোবিপ্লব

আমি একটা সময় পর্যন্ত ইলমে কালামকেই দীনী ইলম ভেবে দুশমনদের মোকাবিলা করতে থাকলাম। তারপর ভাবলাম হযরত সাহাবা ও তাবিঈন আমাদের চেয়ে অধিক ইলম ও দূরদর্শিতার অধিকারী ছিলেন। তাঁরা কখনও বাহাস-বিতর্কে লিপ্ত হন নি। বরং ধর্ম নিয়ে বাহাস-বিতর্কের ব্যাপারে কঠিনভাবে নিষেধ করতেন। তাঁরা শরীয়তের বিষয়াদি ও বিধি-বিধান নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা করেছেন। ফিকহের বিভিন্ন অধ্যায় ও মাসআলাকে নিজেদের মেধা ও চিন্তাগত পরিশ্রমের কেন্দ্রবিন্দু বানিয়েছেন। সে উদ্দেশ্যেই তাঁরা দীনী ও ইলমী বিভিন্ন মজলিস বা আসর কায়েম করতেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন।

و رأيت من ينتحل الكلام و يجادل فيه ليس سيما مع سيم المتقدمين.

'আর আমি দেখলাম যে যেসব লোক ইলমে কালামের ধারকবাহক এবং এ বিষয়ে বাহাস-বিতর্কে প্রবৃত্ত হন তাঁদের মধ্যে সালাফের [সাহাবায়ে কেরামের] আদর্শ ও চিহ্ন নেই।

ইমাম হাম্মাদ বিন আবি সুলাইমানের পাঠদানের মজলিসে

আমাদের মজলিস হাম্মাদ বিন সুলাইমানের ফিকহী দরসের নিকটেই ছিলো। আমি যেই দিনগুলোতে কালামশাস্ত্র নিয়ে ওসকল চিন্তা-ভাবনায় অস্থির ছিলাম, তখন এক মহিলা আমাকে প্রশ্ন করলো, এক স্বামী তার স্ত্রীকে সুন্নত মুতাবিক তালাকা দিতে চায়। এখন এর পদ্ধতি কী? আমি অনুতাপ ও লজ্জার সাথে সেই মহিলাকে বললাম, তুমি হাম্মাদ বিন সুলাইমানের কাছে এই মাসআলা জিজ্ঞেস করে আমাকেও বলে দাও। মহিলাটি তাই করলো। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া আমার হৃদয়ে এভাবে হলো যে আমি বললাম।

لا حاجة لي في الكلام و أخذت نعلي فجلست إلى حماد

'আমার ইলমে কালামের প্রয়োজন নেই এবং আমি ইলমে কালামের মজলিস থেকে নিজের জুতা নিয়ে বের হলাম এবং ফিকহী মজলিসে গিয়ে বসে পড়লাম।' তারপর থেকে রীতিমত আমি হাম্মাদ রহ.-এর মজলিসে উপস্থিত হতে লাগলাম। হাম্মাদ বিন সুলাইমান আমার আগ্রহ-উদ্দীপনা ও একাগ্রতা দেখে বললেন, আবু হানীফা ব্যতীত কেউ যেনো মজলিসের সামনে আমার সম্মুখে না বসে। আমি এভাবেই ধারাবাহিক দশ বছর তাঁর সান্নিধ্যে থেকে ফিকহী তা'লীম হাসিল করতে থাকলাম। মধ্যবর্তী সময়ে একবার আমার খেয়াল হলো আমি নিজেই পাঠদানের আসর কায়েম করবো। কিন্তু পরে তা থেকে বিরত থেকে হাম্মাদ রহ.-এর দরসেই শামিল থাকলাম। সেই সময়ে একদিন বসরায় তাঁর এক আত্মীয়ের মৃত্যু হওয়ার সংবাদ এলো। আর তিনি তাঁর স্থানে আমাকে বসিয়ে বসরায় চলে গেলেন। তিনি দুইমাস সেখানেই থাকলেন। ইতিমধ্যে আমার সামনে ফিকহের নতুন নতুন জিজ্ঞাসা উপস্থিত হলো, যে বিষয়ে আমি হাম্মাদ রহ.-এর কাছ থেকে কিছু শুনি নি। আমি যেসব প্রশ্নের জবাব দিতাম তা লিখে রাখতাম। তার সংখ্যা ছিলো ষাট। হাম্মাদ বসরা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি চল্লিশ মাসআলায় ঐকমত্য পোষণ করলেন। আর বিশ মাসআলায় আমার সাথে ভিন্নমত প্রকাশ করলেন। এরপর আমি এ মর্মে কসম করে নিলাম যে, হাম্মাদের জীবদ্দশায় আমি তাঁর পাঠদানের মজলিস থেকে পৃথক হবো না এবং তাঁর ইন্তেকাল পর্যন্ত আমি সেখানেই থাকলাম।

ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর এক বর্ণনায় রয়েছে, 'আমি যে সময়টাতে হাম্মাদ বিন আবি সুলাইমানের দরস থেকে পৃথক হওয়ার কথা ভাবছিলাম, তখন ঘটনাক্রমে বসরায় যাওয়া হলো। সেখানকার লোকজন আমার কাছ থেকে মাসআলা-মাসায়িল জিজ্ঞেস করলো। আমি কয়েকটি মাসআলার জবাব দিতে পারলাম না। সে কারণে আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম, হাম্মাদ-এর জীবদ্দশায় তাঁর থেকে আমি আর বিচ্ছিন্ন হবো না। তারপর আঠারো বছর পর্যন্ত আমি তাঁর সান্নিধ্যে অবস্থান করি।'[16]

হাম্মাদ বিন আবি সুলাইমানের তিরোধান ঘটে ১২০ হিজরীতে। আর ইমাম আবু হানীফা রহ. মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে থাকেন। যার সময়কাল

[১৬] তারিখু বাগদাদ, ১৩খ., ৩৩৩ পৃ.; উকুদুল জুমান, ১৬৩ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

আঠারো বছর। যখন ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর বয়স ছিলো ২২ বছর। এর পূর্বে তিনি ইলমে কালাম ও বাহাস-বিতর্কের মাধ্যমে ইসলামের আত্মরক্ষামূলক খেদমত সম্পন্ন করেছেন।

ইমাম আবু হানীফা রহ. প্রথম পর্যায়ে যখন হাম্মাদ বিন আবি সুলাইমানের কাছে যান, তখন তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি এখানে কী জন্য এসেছো? ইমাম আবু হানীফা জবাব দিলেন, ফিকাহ অর্জনের জন্য। একথা শুনে হাম্মাদ রহ. বলেন, তুমি প্রতিদিন তিনটি করে মাসআলা শিখবে। এর চেয়ে বেশি শিখবে না। ইমাম আবু হানীফা তাঁর পরামর্শ মেনে নিলেন এবং ফিকাহশাস্ত্রে এমন দক্ষতা ও খ্যাতি অর্জন করলেন যে তাঁর দিকে মানুষের আঙ্গুল উত্তোলিত হতে লাগলো।[17]

ইমাম শা'বী রহ.-এর সাথে মুলাকাত, তাঁর রত্ন-চেনা ও পথনির্দেশনা

যেদিনগুলোতে ইমাম আবু হানীফা রহ. ইলমে কালাম ও বাহাস-বিতর্ক থেকে বিমুখ হচ্ছিলেন, তখন আরেকটি ঘটনা ঘটলো। যে ঘটনা ইমাম আবু হানীফার সমস্ত মনোযোগ ইলমে দীনের দিকে ঘুরিয়ে দেয়। ইমাম আবু হানীফার বর্ণনা হলো, একবার আমি ইমাম শা'বী রহ.-এর দরসগাহের দিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি আমাকে ডাকলেন। আমি উপস্থিত হলে তিনি বললেন, তুমি এদিক দিয়ে কার কাছে যাতায়াত করো? আমি বললাম, আমি অমুক ব্যক্তির কাছে যাচ্ছি। ইমাম শা'বী রহ. বললেন- আমার কথার উদ্দেশ্য বাজারে যাতায়াত সম্পর্কিত নয়। বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে তুমি কোন আলিমদের কাছে দরসে অংশগ্রহণ করো? আমি বললামÍ

أنا قليل الاختلاف إليهم.

'আমি উলামাদের কাছে কম যাতায়াত করি। ইমাম শা'বী রহ. বললেনÍ

لا تفعل و عليك بالنظر في العلم و مجالسة العلماء فأنى أرى فيك يقظة و حركة.

'তুমি এমনটি করবে না। আমি তোমার মধ্যে মেধা ও চিন্তার চৈতন্য লক্ষ্য করছি। তুমি ইলমে দীন ও উলামায়ে কেরামের মজলিস অবলম্বন করো।'

[১৭] আখবারু আবি হানীফাতা ওয়া ছাহিবাইহি।

ইমাম শা'বী রহ.-এর এই কথা আমার অন্তরে গেঁথে গেলো। এবং সেই সময় থেকেই বাজার ও দোকানে যাতায়াত বন্ধ করে ইলমে দীন অর্জনে লিপ্ত হয়ে গেলাম। আল্লাহ তাআলা ইমাম শা'বীর কথায় আমাকে উপকৃত করেছেন।[18]

ইমাম আবু হানীফা রহ. ও ইলমে হাদীস

ইমাম আবু হানীফা রহ. আনুমানিক ২২ বছর বয়স পর্যন্ত ইলমে কালাম এবং বাহাস-বিতর্কের মাধ্যমে ইসলামের খেদমত করতে থাকেন এবং এ বিষয়ে পরিপূর্ণতায় উপনীত হন। তবে একথার অর্থ এ নয় যে তিনি ইলমের অন্যান্য শাখাÍবিশেষত ইলমে হাদীসÍথেকে ঐ সময়টাতে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন ছিলেন। বরং সেই সময়কালেও তিনি ইলমে হাদীসের মজলিসে শরীক হয়ে শাইখ ও মুহাদ্দিসগণ থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন। অবশ্য কালাম শাস্ত্রে নিমজ্জিত থাকার কারণে হাদীস শাস্ত্রের প্রতি মনোযোগ কম ছিলো। যেমনটি তিনি ইমাম শা'বীর কাছে ব্যক্ত করেছিলেন যে আমি উলামাদের মজলিসে কম যাতায়াত করি। হাম্মাদ বিন সুলাইমানের দরসে শামিল হওয়ার পর ইমাম আবু হানীফা রহ. দিনরাত ইলমে দীন অর্জনে মশগুল হয়ে যান। ইমাম হাম্মাদের ফিকহের দরসে প্রতিদিন শুধু তিন মাসআলার ওপর হাদীস ও আছার এবং বর্ণনা ও যুক্তির আলোকে আলোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা হতো। অবশিষ্ট সময় আলিম ও মুহাদ্দিসগণের মজলিসে যাতায়াত করতেন।

ইমাম আবু হানীফার জীবনীকারগণ তাঁর বহুসংখ্যক মাশায়েখে হাদীসের নাম উল্লেখ করেছেন। আবু হাফস আল-কাবীরের নির্দেশে ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর মাশায়েখের একটি তালিকা প্রস্তুত করা হলে চার হাজার শাইখের নাম পাওয়া যায়। হাফেয আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে উমর জুবানী 'কিতাবুল ইনতিমার' গ্রন্থে বিশেষভাবে ইমাম আবু হানীফার অনেক শাইখের কথা আলোচনা করেছেন। শায়খ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইউসুফ সালিহী দামেস্কী 'তাছহীলুছ্ ছাবীল' গ্রন্থে ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর শাইখগণের কথা আলোচনা করেছেন। 'উকুদুল জুমান' গ্রন্থে আরবী বর্ণমালার ধারাবাহিকতায় তাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন, যাঁদের সংখ্যা

[18] উকুদুল জুমান, ১৬০-১৬১ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

দুইশত আশির উপরে।[19]

ধর্মীয় জ্ঞানে বিজ্ঞতা অর্জনের ক্ষেত্রে ইমাম হাম্মাদ বিন আবি সুলাইমান যেমন তাঁর সবচে' বড় শাইখ তেমনিভাবে আমের ইবনে শুরাহবীল রহ. হাদীসে রসূলের ক্ষেত্রে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ শাইখ। ইমাম যাহাবী রহ. যেমনটি লিখেছেনÍ هو أكبر شيخ لأبي حنيفة তিনি আবু হানীফার শ্রেষ্ঠ শাইখ।[20]

ইমাম আবু হানীফা রহ. তাফাক্কুহ ফিদ্দীন বা ধর্মীয় প্রজ্ঞায় এবং ইজতিহাদের ক্ষেত্রে চার ইমামের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রসর ছিলেন। আর ধর্মীয় প্রজ্ঞা ও ইজতিহাদের ভিত্তি কুরআন ও সুন্নাহর ওপর। কুরআন সুন্নাহ ব্যতীত কোনো আলিম ফকীহ ও মুজতাহিদ হতে পারেন না। অবশ্য ইমাম আবু হানীফা রহ. হাদীস বর্ণনা করার পরিবর্তে হাদীসের অন্তর্নিহিত মর্ম ও মাসায়িল উদ্‌ঘাটনের প্রতি মনোযোগ দেন। সে কারণে প্রত্যেক ফকীহ ও মুজতাহিদের মুহাদ্দিস হওয়া জরুরি।

ইমাম আ'মাশ রহ. ইমাম আবু হানীফার হাদীসের উস্তাদ। একবার ইমাম আবু হানীফা রহ. তাঁর সান্নিধ্যে হাযির হলেন। তিনি তাকে কয়েকটি ইলমী প্রশ্ন করলেন এবং ইমাম আবু হানীফা রহ. তার জবাব দিলেন। প্রতিটি প্রশ্নের জবাব শুনে ইমাম আ'মাশ রহ. বলেছিলেন, তুমি এই জবাব কোন দলীলের ভিত্তিতে দিচ্ছো? ইমাম আবু হানীফা রহ. জবাব দিচ্ছিলেন আপনার কাছ থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহের মাধ্যমে জবাব দিচ্ছি। অবশেষে ইমাম আ'মাশ বলে ওঠেনÍ

يا معشر الفقهاء انتم الأطباء و نحن الصيادلة

'হে ফকীহ সম্প্রদায়, আপনারা হলেন ডাক্তার আর আমরা হলাম ঔষুধ বিক্রেতা।'[21]

ইমাম আবু হানীফার ধীমান শিষ্য কাজী আবু ইউসুফ রহ.-এর বক্তব্য হলো- আমি এমন কোনো আলিম দেখি নি যিনি হাদীসের ব্যাখ্যা এবং তার ফিকহী নিগূঢ় তত্ত্ব ও মর্মার্থ ইমাম আবু হানীফার চেয়ে অধিক

[19] উকুদুল জুমান, ৬৩ পৃ.।

[20] তাযকিরাতুল হুফফায, ১ম খ., ৭৫ পৃ.।

[২১] আখবারু আবি হানীফাতা ওয়া আসহাবিহি; খতীব বোগদাদী প্রণীত 'আল ফকীহু ওয়াল মুতাফাক্কিহ', ২খ., ৭৪ পৃ.; আল্লামা যাহাবী প্রণীত 'মানাকিবু আবি হানীফা ও সাহিবাইহি', ২১ পৃ.।

জানেন। আমি কিছু সংখ্যক মাসআলায় ইমাম আবু হানীফার সঙ্গে মতবিরোধ করে সেসব নিয়ে চিন্তা করে দেখেছি, তখন বুঝতে পেরেছি যে তাঁর অভিমতই সঠিক। আমি অনেক সময় ফিকহের পরিবর্তে হাদীসের প্রতি ঝুঁকে পড়তাম। কিন্তু পরবর্তীতে জানা হয়ে যেতো যে ইমাম আবু হানীফা রহ. সহীহ হাদীস বিষয়ে আমার চেয়ে অধিক দূরদৃষ্টির অধিকারী।[22]

কাজী আবু ইউসুফ রহ. আরও বর্ণনা করেন, একদিন ইমাম আ'মাশ বললেন, তোমাদের ফিকহের উস্তাদ আবু হানীফা, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর এই অভিমত কেনো বর্জন করেছেনÍ

عتق الأمة طلاقها.

'বাদীকে আযাদ করে দেওয়াই তার তালাক'?

আমি জবাব দিলামÍ

حديث حدثتنا عن ابراهيم عن الأسود عن عائشة أن بريرة حين أعتقت خيرت

'সেই হাদীসের কারণে যা আপনি আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন ইবরাহীম থেকে, তিনি আসওয়াদ থেকে, তিনি আয়েশা থেকে, তিনি বলেন যে, বারীরাকে যখন মুক্ত করা হয়েছিলো, তখন তাকে [বিবাহে থাকা না থাকার] ইখতিয়ার দেয়া হয়েছিলো।' এই জবাব শুনে হযরত আ'মাশ বলেন, বাস্তবেই ইমাম আবু হানীফা হাদীসের স্থান কাল পাত্র ভালো বোঝেন এবং এ বিষয়ে বড় সচেতনতা রাখেন। তিনি ইমাম আবু হানীফার হাদীস-জ্ঞান ও হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণ প্রতিষ্ঠার ওপর বিস্ময় প্রকাশ করেন।[23]

হাসান ইবনে সালিহের বক্তব্য হলোÍইমাম আবু হানীফা রহ. নাসিখ ও মানসুখ [রহিত ও রহিতকারী] হাদীসের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অত্যন্ত কঠিন দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করেন এবং তার বর্ণনা ও মর্মার্থগত মানদণ্ডে রসূল সা. ও সাহাবায়ে কেরামের যে সকল হাদীস পাওয়া যেতো, সেগুলোর ওপর আমল করতেন। তিনি কুফার আলিমদের বর্ণিত হাদীস এবং ফিকাহ দুটোই অবগত ছিলেন এবং তিনি নিজ শহরে প্রচলিত ধর্মীয় কর্মপদ্ধতির

২২ আখবার আবি হানীফাতা ওয়া আসহাবিহি, ১১ পৃ.; তারিখু বাগদাদ, ১৩খ., ৩৪০ পৃ.।

২৩ আখবার আবি হানীফাতা ওয়া আসহাবিহি, ১৩পৃ. ; তারিখু বাগদাদ, ১৩খ., ৩৪০ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

অনুসরণ করতেন। রসূলুল্লাহ সা. এর সর্বশেষ আমলসমূহ তাঁর মুখস্থ ছিলো, যে আমলের ওপর রসূল সা. এর ইন্তেকাল হয়েছে এবং যা কুফার আলিম সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছেছে। একবার মুহাম্মদ ইবনে ওয়াছি' খুরাছানী খুরাসানে গেলেন। লোকজন তাঁর কাছে ফিকহী মাসআলা-মাসায়িল জিজ্ঞেস করলো। তিনি বললেন, ফিকাহ হচ্ছে কুফার তরুণ আলিম আবু হানীফার বিষয়। লোকজন বললো, উনি তো হাদীস জানেন না। সেখানে আবদুল্লাহ বিন মুবারক রহ. উপস্থিত ছিলেন। তিনি একথা শুনে তখনই জবাব দিলেন, তোমরা কীভাবে বলো যে আবু হানীফা হাদীস জানেন না। একবার তাকে শুকনো খেজুরের বিনিময়ে পাকা তাজা খেজুর বিক্রি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি তাকে জায়েয বলে অভিহিত করলেন। তাঁর এ বক্তব্যের মুকাবিলায় আলিমগণ হযরত সা'দের হাদীস পেশ করলেন। তখন আবু হানীফা বললেন, ওই হাদীস 'শায' [নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের বর্ণিত হাদীসের বিপরীত]। হাদীসটি যায়েদ ইবনে আবি আইয়্যাশ নামক রাবীর কারণে অগ্রহণযোগ্য। যে ব্যক্তি এমন বক্তব্য দিতে পারেন তিনি কি হাদীস জানেন না?[24]

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেন- সর্বপ্রথম ইমাম আবু হানীফা রহ. আমাকে মুহাদ্দিস বানিয়েছেন এবং হাদীসের দরস (পাঠ) দানের জন্য বসিয়েছেন। তাঁর স্বরূপ হলো আমি কুফায় গেলাম। তখন ইমাম আবু হানীফা ওখানকার আলিমদেরকে বললেন, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ আমর ইবনে দীনারের হাদীসসমূহের সবচেয়ে বড় আলিম। একথা বলার পর ওখানকার আলিমগণ আমার পাশে জমা হয়ে গেলেন। আর আমি আমর ইবনে দীনারের হাদীসসমূহ বর্ণনা করলাম।[25]

প্রকাশ থাকে যে আমর ইবনে দীনার ইমাম আবু হানীফারও হাদীসের উস্তাদ। কিন্তু তিনি তাঁর উস্তাদ-বর্ণিত হাদীসের সবচেয়ে বড় আলিম সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাকে সাব্যস্ত করে নিজ শহরের আলিমদের কাছে তাকে পরিচিত করেছেন। এটা তার হৃদয়ের প্রশস্ততার দলীল।

আবদুল্লাহ ইবনে দাউদ খারিবী বলতেন, মুসলমানদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে দু'আ

২৪ আখবার আবি হানীফা ওয়া আসহাবিহি, ১১ পৃ.।

২৫ আখবার আবি হানীফা ওয়া আসহাবিহি, ৭৫ পৃ.।

করা। তিনি মুসলমানদের জন্য হাদীস ও ফিকাহকে সুসংরক্ষিত করে দিয়েছেন।[26]

সুফিয়ান সাওরীর বক্তব্য হলো, ইমাম আবু হানীফা রহ. শুধু সহীহ হাদীস গ্রহণ করতেন। রহিত ও রহিতকারী হাদীস সম্পর্কে পাকাপোক্ত জ্ঞান রাখতেন। বিশ্বস্ত রাবিগণের সূত্রে হাদীস বর্ণনা করতেন। রসূলুল্লাহ সা. এর সর্বশেষ আমল এবং কুফাবাসী আলিমগণের মাসলাকের ওপর আমল করতেন। এবং তাকে দীনের বিষয় বানাতেন। একদল লোক তার বিরুদ্ধে নিন্দা ও সমালোচনা করেছে। আমরা এমন লোকদের ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করি এবং আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।[27]

ইমাম আবু হানীফা রহ. হাদীস বর্ণনা প্রসঙ্গে বলতেনÍ

لا ينبغي للرجل أن يحدث من الحديث إلا ما يحفظ من وقت ما سمعه.

'কোনো ব্যক্তির পক্ষে কেবল সেসব হাদীস বর্ণনা করাই সঙ্গত যা সে শ্রবণের সময়েই মুখস্থ করে নিয়েছে।'

ইয়াহিয়া ইবনে মাঈনের উক্তি হলোÍ

كان ابو حنيفة ثقة لا يحدث إلا ما حفظ و لا يحدث بما لا يحدث.

'আবু হানীফা রহ. বিশ্বস্ত ছিলেন। তিনি শুধু সেসকল হাদীসই বর্ণনা করতেন যা তাঁর মুখস্থ ছিলো। যা তাঁর মুখস্থ ছিলো না তা তিনি বর্ণনা করতেন না।[28]

ইমাম আবু হানীফার ছাত্র আবু আবদুর রহমান মুকরী মক্কী সম্পর্কে বিশর ইবনে মুছা বর্ণনা বরেন যে আবু আবদুর রহমান যখন ইমাম আবু হানীফার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করতেন তখন বলতেনÍ

حدثنا شاهانشاه 'রাজাধিরাজ আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন।'[29]

একবার ইয়াহিয়া ইবনে মাঈনের কাছে সুফিয়ান সাওরীর সেসকল হাদীস সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো যা তিনি ইমাম আবু হানীফা রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন, তখন ইবনে মাঈন বললেনÍ

২৬ তারিখু বাগদাদ, ১৩খ., ৩৪৪ পৃ.; উকূদুল জুমান, ১৯৪ পৃ.।
২৭ উকূদুল জুমান, ১৯১ পৃ.।
২৮ তারিখু বাগদাদ, ১৩খ, তাহযীবুল আখলাক, ১০খ., ৪৫০ পৃ.।
২৯ তারিখু বাগদাদ, ১৩খ., ৩৪৫ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

ثقة ما سمعت أحدا ضعفه هذا شعبة بن الحجاج يكتب له أن يحدث و يأمره و شعبة شعبة.

'আবু হানীফা সিকা (বিশ্বস্ত), আমি তাকে দুর্বল বলতে শুনি নি কাউকে। শো'বা ইবনুল হাজ্জাজ তার হাদীস বর্ণনা করার জন্য লিপিবদ্ধ করতেন। আর শো'বা তো শো'বাই।'[30]

একবার আবু সা'দ ছানআনী ইমাম আবু হানীফা রহ.-কে জিজ্ঞেস করলেন, সুফিয়ান সাওরীর সূত্রে হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে আপনার অভিমত কী? ইমাম আবু হানীফা তাঁকে বললেনÍ

أكتب عنه فإنه ثقة، ما خلا أحاديث أبى اسحاق عن الحارث و احاديث جابر الجعفى

'তুমি তার সূত্রে হাদীস লিপিবদ্ধ করতে পারো, তিনি বিশ্বস্ত। তবে আবু ইসহাক সূত্রে বর্ণিত সেইসব হাদীস বর্ণনাযোগ্য নয়, যা হারেছ থেকে বর্ণিত এবং যা জাবের জু'ফী থেকে বর্ণিত।'[31]

হাদীস বর্ণনাকারীদেরকে বিশ্বস্ত ও অবিশ্বস্ত সাব্যস্তকরণের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন কিতাবে ইমাম আবু হানীফার অভিমত পাওয়া যায়। তাঁর একটি উক্তি হলোÍ

ما رأيت أكذب من جابر الجعفى، و لا أفضل من عطاء بن رباح

'আমি জাবের জু'ফীর চেয়ে বড় মিথ্যাবাদী দেখি নি এবং আতা ইবনে আবি রাবাহ-এর চেয়ে উত্তম ব্যক্তি দেখি নি।'[32]

ইমাম আবু হানীফা রহ. ইলমে হাদীসের সকল উৎস দ্বারা পরিতৃপ্ত ছিলেন এবং এ বিষয়ে তিনি সমন্বিত ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। একবার ইমাম আবু হানীফা রহ. খলীফা আবু জাফর মনসুরের রাজ দরবারে গেলেন। ঈসা ইবনে মুসা তখন ইমাম আবু হানীফা সম্পর্কে বলেনÍ **هذا عالم الدنيا اليوم** 'বর্তমানে ইনি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আলিম।' আবু জাফর মনসুর ইমাম আবু হানীফাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কার কাছ থেকে ইলম অর্জন করেছেন? ইমাম আবু হানীফা রহ. জবাব দিলেন, হযরত উমর রা.-এর ইলম হযরত উমরের সাথিবর্গের কাছ থেকে, হযরত

30 উকূদুল জুমান, পৃ. ২০৩।
31 উকূদুল জুমান, ১৬৭ পৃ.।
32 তাহযীবুল তাহযীব, ১০ খ., ৪৫১ পৃ.।

আলী রা.-এর ইলম হযরত আলীর সাথিবর্গের কাছ থেকে, হযরত ইবনে মাসউদ রা.-এর ইলম হযরত ইবনে মাসউদের সাথিবর্গের কাছ থেকে, হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর ইলম হযরত ইবনে আব্বাসের সাথিবর্গের কাছ থেকে। হযরত ইবনে আব্বাসের যুগে তাঁর চেয়ে বড় কোনো আলিম ছিলেন না। এ কথা শুনে আবু জাফর মনসুর বললেন, আপনি অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য ইলম হাসিল করেছেন।[33]

হাদীসের কয়েকজন শাইখ

পূর্বেই এ কথা জানানো হয়েছে যে, ইমাম আবু হানীফার শিক্ষক ও শাইখগণের সংখ্যা অনেক বেশি। এখানে জ্ঞান ও গুণের স্তম্ভতুল্য এমন কয়েকজন শাইখ ও প্রথম সারির তাবিঈ ও তাবে তাবিঈর নাম উল্লেখ করা হলো, যাঁদের কাছ থেকে ইমাম আবু হানীফা রহ. ইলমে দীন অর্জন করেছেন :

১. আমের ইবনে শুরাহবীল হিম্য়ারী কুফী রহ.
২. হাম্মাদ বিন আবি সুলাইমান মুসলিম আশআরী কুফী রহ.
৩. আলকামা বিন মারছাদ হাজরামী কুফী রহ.
৪. হাকাম বিন উতাইবা কুফী রহ.
৫. আসেম বিন আবিন নাজুদ কুফী রহ.
৬. সালামা বিন কুহাইল হাজরামী কুফী রহ.
৭. আলী ইবনুল আকমার কুফী রহ.
৮. যিয়াদ ইবনে আলাকা কুফী রহ.
৯. আতা বিন আবি রাবাহ মক্কী রহ.
১০. সাঈদ বিন মাসরুক সাওরী রহ.
১১. আবু জাফর আল-বাকের মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন রহ.
১২. আদি ইবনে ছাবেত আনসারী কুফী রহ.
১৩. আতিয়াহ ইবনে ছাবেত আওফী কুফী রহ.
১৪. আবু সুফিয়ান সা'দী রহ.
১৫. আবু উমাইয়্যাহ আবদুল করীম আবু মুখারিফ বসরী রহ.
১৬. ইয়াহিয়া ইবনে সাঈদ আনসারী রহ.
১৭. হিশাম বিন উরওয়াহ মাদানী রহ.

33 তারিখু বাগদাদ, ১৩খ., ৩৩৪ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

১৮. নাফি' বিন মাওলা ইবনে উমর মাদানী রহ.
১৯. আবদুর রহমান বিন হরমুয আল-আ'রজ মাদানী রহ.
২০. কাতাদা ইবনে দি'আমাহ বসরী রহ.
২১. আমর ইবনে দীনার মক্কী রহ.
২২. আবু ইসহাক সাবিয়ী কুফী রহ.
২৩. মুহারিব ইবনে দিছার কুফী রহ.
২৪. হাইছাম বিন হাবীব সাওয়াফ কুফী রহ.
২৫. মুহাম্মদ বিন মুনকাদির কুফী রহ.
২৬. ছিমাক ইবনে হরব কুফী রহ.
২৭. কাইছ বিন মুসলিম কুফী রহ.
২৮. ইয়াযিদ বিন সুহাইব কুফী রহ.
২৯. আবদুল আযীয বিন রফী মক্কী কুফী রহ.
৩০. আবুয যুবায়ের মুহাম্মদ বিন মুসলিম মক্কী রহ.
৩১. মানসুর বিন মু'তামির কুফি রহ.
৩২. সুলাইমান বিন মিহরান আল-আ'মাশ বসরী রহ.

এছাড়া রয়েছেন অনেক তাবিঈ আলিম।[34]

হাদীস কম বর্ণনার কারণ

যেহেতু ইমাম আবু হানীফার বিশেষ বিষয় ছিলো তাফাককুহ ও ইজতিহাদ, সে কারণে তিনি এ বিষয়ে অত্যন্ত কঠিন সতর্কতার আশ্রয় নিতেন। হাদীস বর্ণনার চেয়ে হাদীসের অন্তর্নিহিত মর্ম উদ্ঘাটনের প্রতি অধিক মনোযোগ দিতেন। সে কারণে ইমাম আবু হানীফার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা বাহ্যত কম মনে হয়। তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীরা সে বিষয়টিকে 'তুলোর পাহাড়' বানিয়ে প্রচার করেছে। অথচ কঠিন সতর্কতার কারণে দীনের অন্যান্য ইমামগণও হাদীস কম বর্ণনা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, ইমাম মালিক রহ.-এর বর্ণিত হাদীসসমূহের সমষ্টি হচ্ছে শুধু তার কিতাব 'মুয়াত্তা'। যা অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের তুলনায় খুবই সংক্ষিপ্ত

34 তাহযীবুল তাহযীব, ১০ খ., ৪৪৯ পৃ.; তাযকিরাতুল হুফাফায, ১ম খ., ১৫৯ পৃ.; ওয়াফিয়াতুল আইয়ান, ২য় খ., ২৯৪ পৃ. তারিখু বাগদাদ, ১৩খ., ৩২৪ পৃ.; মানাকিবু আবি হানীফাতা ওয়া সাহিবাইহি, ১৩পৃ. ; তারিখু বাগদাদ, ১১ পৃ.।

কিতাব। এ কমসংখ্যক হাদীস বর্ণনার অর্থ এ নয় যে ইমাম মালিক রহ. এছাড়া আর অন্য হাদীস জানতেন না। বরং তিনি হাদীসের ব্যাপারে কঠিন সতর্কতা অবলম্বন করেছেন এবং অধিক হাদীস বর্ণনা থেকে বেঁচে থেকেছেন।

ইবনে আবি হাতেম বলেন, আমি ইয়াহিয়া ইবনে মাঈনকে বললাম, ইমাম মালিকের বর্ণিত হাদীস কম কেন? তিনি জবাব দিলেনÍ بكثرة تمييزه 'তাঁর অধিক যাচাই-বাছাইয়ের কারণে।' স্বয়ং ইমাম মালিক রহ. বলেন, আমি ইবনে শিহাব যুহরীর কাছ থেকে অনেক হাদীস শ্রবণ করেছি; কিন্তু আমি কখনও তা বর্ণনা করিনি এবং করবোও না। এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন যে, এ সকল হাদীসের উপর আমল নেই। ইমাম মালিক রহ.-এর ইন্তেকালের পর তার কিতাবপত্র বের করা হলে দেখা গেলো যে তার মধ্যে ইবনে উমর রা.-এর হাদীস অনেক বেশি ছিলো। তার মধ্যে 'মুয়াত্তায়' শুধু দুই হাদীস রয়েছে।[35]

ইমাম শাফিঈ রহ. বলেন, কোনো হাদীসের অংশ বিশেষের ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দিলে ইমাম মালিক রহ. পুরো হাদীসটিই ছেড়ে দিতেন। আবদুল্লাহ ইবনে ওহাব বলেন- মানুষের ইলম বাড়তে থাকে আর ইমাম মালিকের হাদীস সম্পর্কিত ইলম প্রতি বছর কমতে থাকে।[36] এ ব্যাপারে তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর অনুসারী ছিলেন। হযরত ইবনে মাসউদের অবস্থা এই ছিলো যে, এক একটি বছর কেটে যেত তিনি আপন মুখে قال رسول الله [রসূলুল্লাহ বলেছেন] কথাটি উচ্চারণ করতেন না। এ বাক্য উচ্চারণ করার সময়ে তিনি কেঁপে উঠতেন এবং তাঁর চেহারার বর্ণ বদলে যেতো।[37]

যেহেতু ইমাম আবু হানীফা রহ. হাদীস বর্ণনার চেয়ে হাদীসের অন্তর্নিহিত মর্মোপলব্ধিকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন এবং কুরআন-সুন্নাহ থেকে বিধি-বিধান ও মাসআলা-মাসায়িল উদ্ঘাটনের পন্থা অবলম্বন

[35] তারতীবুল মাদারিক, ১ম খ., ১৪৯ পৃ.।
[36] তাকদিমাতুল জারাহ ওয়াত তাদিল, ১৪ ও ২৫ পৃ.।
[37] আল-মুহাদ্দিসুল ফাজিল, ৫৪৯ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

করেছেন, সে কারণে বিধি-বিধানের সেসব হাদীসের ওপর জোর দিয়েছেন যেসবের মাধ্যমে ফিকাহ উদ্ঘাটন ও ইজতিহাদের কাজ করতেন। ইবনে শুবরুমার উক্তি ছিলোÍ أقل الرواية تفقه 'হাদীস কম বর্ণনা করবে তাহলে ফকীহ হতে পারবে।' হাসান বসরী রহ.-এর উক্তি ছিলোÍ

من لم يكن له فقه من سوسه لم تنفعه كثرة الرواية للحديث

'যার হাদীসের অন্তর্নিহিত মর্মোপলব্ধির স্বভাবজাত রুচি নেই, অধিক হাদীস বর্ণনা তার পক্ষে উপকারী নয়।'[38]

ফকীহের জন্য মুহাদ্দিস হওয়া জরুরি। যতক্ষণ পর্যন্ত হাদীস ও আছারের ইলম হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত আহকাম ও মাসাইল উদ্ঘাটন করা কী করে সম্ভব হতে পারে? অবশ্য অধিক হাদীস বর্ণনা করা তার উদ্দেশ্য হয় না। সে কারণে সাধারণ মুহাদ্দিসগণের মত তিনি হাদীস সংকলনের কাজ করেন না। হাদীস সংকলন হচ্ছে মুহাদ্দিস সম্প্রদায়ের কাজ। যাঁরা রসূলুল্লাহ সা.-এর এক-একটি হাদীসের জন্য দূর-দূরান্তে সফর করেছেন এবং কষ্ট সহ্য করে তা জমা করেছেন।

ইমাম আবু হানীফা রহ. এবং ইলমে ফিকাহ ও ফতোয়া

ইবনুল কায়্যিম রহ. إعلام الموقعين গ্রন্থে লিখেছেন, মুসলিম উম্মাহর মাঝে দীন, ফিকাহ এবং ইলম বিস্তার লাভ করেছে ইবনে মাসউদ রা.-এর সাথিবর্গের মাধ্যমে, যায়েদ ইবনে ছাবেত রা.-এর সাথিবর্গের মাধ্যমে, আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর সাথিবর্গের মাধ্যমে এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর সাথিবর্গের মাধ্যমে। মদীনাবাসীর ইলম যায়েদ ইবনে ছাবেত রা.-এর সাথিবর্গ ও হযরত ইবনে উমরের সাথিবর্গের মাধ্যমে এবং মক্কাবাসীর ইলম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর সাথিবর্গের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করেছে। ইরাকবাসীর ইলম ইবনে মাসউদ রা.-এর সাথিবর্গের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করেছে।[39]

আলকামা ইবনে কায়ছ নাখঈ (মৃত্যু : ৭২ হিজরী) নবীজীর জীবদ্দশায়

[38] আল-মুহাদ্দিসুল ফাজিল, ৫৫৮ পৃ.।
[39] ইলামুল মুকিয়িন, ১ম খ., ১৬ পৃ.।

জন্মগ্রহণ করেন। ইনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. ব্যতীত হযরত উমর রা. হযরত উসমান রা. হযরত আলী রা. হযরত সা'দ রা. হযরত হুজায়ফা রা. হযরত আবু দারদা রা. হযরত আবু মুসা আশআরী রা. হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. হযরত আয়েশা রা. প্রমুখ প্রথম সারির সাহাবায়ে কেরাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছিলেন। হযরত সাহাবায়ে কেরাম রা. আলকামা ইবনে কাইস রহ.-এর কাছ থেকে ফতোয়া জিজ্ঞেস করতেন। তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর ইলমের প্রকৃত উত্তরাধিকারী ছিলেন।

আলকামা বিন কাইছ থেকে ইবরাহীম বিন ইয়াযিদ নাখঈ রহ. (মৃত্যু : ৯৬ হিজরী) ইলমে ফিকাহ অর্জন করেছেন। তিনি অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় তাবিঈ থেকেও ফয়য হাসিল করেছেন। ইবরাহীম বিন ইয়াযিদ আলকামা বিন কাইসের ভাগিনা ছিলেন। এই উভয় ব্যক্তির ব্যাপারে আবুল মুছান্না রবাহ্-এর মন্তব্য হলো

إذا رأيت علقمة فلا يضرك أن لا ترى عبدالله أشبه الناس به سمتا وهديا وإذا رأيت إبراهيم فلا يضرك أن لا ترى علقمة.

'তুমি যদি আলকামাকে দেখে নিয়ে থাকো, তাহলে আর ইবনে মাসউদ রা.-কে না দেখা তোমার জন্য ক্ষতিকর নয়, আলকামা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের সবচেয়ে সদৃশ ছিলেন। আর তুমি যদি ইবরাহীম নাখঈকে দেখে নিয়ে থাকো, তাহলে আলকামাকে না দেখা তোমার জন্য ক্ষতিকর নয়।'[40]

আর ইবরাহীম নাখঈ থেকে হাম্মাদ বিন আবি সুলাইমান মুসলিম (মৃত্যু : ১২০ হিজরী) ইলমে ফিকাহ হাসিল করেছেন। এছাড়াও তিনি সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব রহ. সাঈদ ইবনে জুবায়ের রহ. ইবনে আব্বাস রা.-এর আযাদকৃত গোলাম ইকরিমা, হাসান বসরী রহ. শা'বী রহ. প্রমুখ থেকে ফয়য হাসিল করেছেন। আর হাম্মাদ বিন আবি সুলাইমান থেকে ইমাম আবু হানীফা রহ. ফিকাহ ও ফতোয়ার শিক্ষা অর্জন করে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর ফিকহী মতাদর্শের প্রচার-প্রসার করেন এবং তার কাছ থেকে বহু সংখ্যক ছাত্র ইলম ও ফতোয়ার উত্তরাধিকার লাভ করেন।

[40] তাহযীবুল তাহযীব, ৭ খ., ২৭৮ পৃ.

www.maktabatulabrar.com

যাঁদের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ শীর্ষস্থানীয় হন

১. কাজী আবু ইউসুফ রহ.
২. মুহাম্মদ বিন হাসান শাইবানী রহ.
৩. যুফার বিন হুযাইল রহ.
৪. হাম্মাদ বিন আবু হানীফা রহ.
৫. হাসান বিন গিয়াছ রহ.
৬. ওকী' বিন জাররাহ রহ.
৭. হাসান বিন যিয়াদ লু'লুয়ী রহ.
৮. আসাদ বিন আমর রহ.
৯. কাজী আফিয়াহ বিন ইয়াযিদ আওদী রহ.
১০. নুহ বিন জাররাহ রহ. প্রমুখ।

ইমাম আবু হানীফা রহ. তাঁর সবচেয়ে বড় শিক্ষাগুরু ইমাম শা'বী রহ.-এর সতর্কীকরণ ও উৎসাহদানের পর দীনী ইলমের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেন। দীনী ইলম চর্চা শুরুর পূর্বে তিনি দীনী ইলমের প্রচলিত শাস্ত্রসমূহ সম্পর্কে ভেবে দেখেন, তখন তার নিকট ফিকাহশাস্ত্র সবচেয়ে উপকারী ও কল্যাণকর বলে স্থির হয়। তার মধ্যে আবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর ফিকহী মতাদর্শ তার কাছে সবচেয়ে উন্নত ও উত্তম বলে প্রতিভাত হয়। সে কারণে তিনি হযরত ইবনে মাসউদের ফিকহী মতাদর্শের মুখপাত্র ইমাম হাম্মাদ বিন আবি সুলাইমানের পাঠদানকেন্দ্রে পৌঁছেন। যেখানে হযরত ইবনে মাসউদ রা. ছাড়াও হযরত উমর রা. হযরত আলী রা. হযরত ইবনে উমর রা. হযরত ইবনে আব্বাস রা. হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত রা. হযরত আয়েশা রা. প্রমুখের ইলম ও তত্ত্বের আলোকেও ফিকহী ব্যুৎপত্তি অর্জন ও ইজতিহাদের মেজায কাজ করছিলো।

ইমাম আবু হানীফার ফিকহী মূলনীতি

ইমাম আবু হানীফা রহ. কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার পর হযরত আলী রা. এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-কে প্রমাণ বলে মান্য করতেন। ইমাম আবু হানীফার মতে জঈফ অথবা মুরছাল (পূর্ণ সনদবিহীন) হাদীস থাকা অবস্থায় 'কিয়াস'-এর আশ্রয় নেয়া যায় না। তিনি তার ফিকহী মত ও পথের কথা নিজেই নিম্নলিখিত ভাষায় বর্ণনা

করেছেনÍ

آخذ بكتاب الله فما لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم أجد في كتاب الله ولا سنة آخذ بقول أصحابه آخذ بقول من شئت منهم وأدع قول من شئت ولاأخرج من قولهم إلى قول غيرهم فإذا ما انتهى الأمر أو جاء الأمر إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسيب وعدد رجالا فقوم اجتهدوا فأجتهد كما اجتهدوا

'কিতাবুল্লাহর মধ্যে পাওয়া গেলে আমি প্রতিটি মাসআলা সেখান থেকেই গ্রহণ করি। কুরআনে পাওয়া না গেলে রসূলের সুন্নাহ এবং তার সহীহ হাদীসসমূহ থেকে গ্রহণ করি। যা বিশ্বস্ত ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে বিশ্বস্ত ব্যক্তিবর্গের হাতে পৌঁছেছে। আর কুরআন ও সুন্নাহে না পেলে রসূলে পাকের সাহাবিগণের মধ্য থেকে যার বক্তব্য মন চায় গ্রহণ করি আর যার বক্তব্য মন চায় পরিহার করি। তবে সাহাবিগণের বক্তব্য বাদ দিয়ে অন্যদের বক্তব্য গ্রহণ করি না। আর যখন কোনো বিষয় ইবরাহীম নাখঈ, শা'বী, ইবনে সিরীন, সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব এবং অন্য মুজতাহিদগণ পর্যন্ত পৌঁছে, তখন আমার জন্যেও তাদের মত ইজতিহাদ করার অবকাশ সৃষ্টি হয়ে যায়।**41**

ইমাম আবু হানীফার এই উক্তিটি তাঁর শিষ্যবৃন্দ ও সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন বাক্যে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু ইউসুফের বর্ণনায় রয়েছে- 'যখন রসূলুল্লাহ সা.-এর হাদীস বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীদের বর্ণনার মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছে, তখন আমরা তা গ্রহণ করে নিই। আর সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্য এলে আমরা তার বাইরে যাই না। আর তাবিঈগণের বক্তব্য এলে আমরা আমাদের নিজস্ব (ইজতিহাদমূলক) বক্তব্য ও মতামত পরিবেশন করি।**42**

ইমাম আবু হানীফার সবচেয়ে বড় সমালোচক খতীব বাগদাদী তার তারিখে বাগদাদ গ্রন্থে ইমাম আবু হানীফার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে হযরত

41 আখবার– আবি হানীফাতা ও আসহাবিহি, ১০ পৃ.; মানাকিবু আবি হানীফাতা ও সাহিবাইহি, ২০ পৃ.।

42 আখবার– আবি হানীফাতা ও আসহাবিহি, ১১ পৃ.

www.maktabatulabrar.com

আবদুল্লাহ বিন মুবারকের নিম্নলিখিত উক্তি বর্ণনা করেছেনÍ

إذا جاء الحديث عن رسول الله فعلى الرأس والعين وإذا جاء عن الصحابة اخترنا وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم.

'রসূলুল্লাহ সা.-এর হাদীস পাওয়া গেলে তা শিরোধার্য, আর সাহাবায়ে কেরামের উক্তি পাওয়া গেলে আমরা কোনো একজনেরটা গ্রহণ করি এবং তাদের বক্তব্য ও অভিমতের বাইরে যাই না। আর তাবিঈগণের বক্তব্য এলে আমরাও তাদের মতোই ইজতিহাদ করি।'**43**

খতীব বাগদাদী তাঁর প্রণীত 'আল-ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ' গ্রন্থে এছাড়াও ইমাম আবু হানীফার কয়েকটি অভিমত বর্ণনা করেছেন। যেমন ইমাম আবু হানীফার ধীমান শিষ্য যুফার বিন হুযাইলের সূত্রে তার নিম্নলিখিত বক্তব্য বর্ণনা করেছেনÍ

من تكلم فى شيئ من العلم و تقلده، و هو يظن أن الله لا يسأله كيف افتيت فى دين الله فقد سهلت عليه نفسه و ديته.

'যে ব্যক্তি ইলমে দীনের কোনো বিষয়ে কথা বলে এবং ধারণা করে যে আল্লাহ তাআলা তাকে এ মর্মে প্রশ্ন করবেন না যে, তুমি কিভাবে ফতোয়া (সমাধান) দিয়েছো, সে ব্যক্তি আত্মহত্যা ও দিয়ত (রক্তপণ) দুটোকেই সহজ করে দেয়।'**44**

খতীব বাগদাদী ইমাম আবু হানীফার নিম্নলিখিত বক্তব্যও বর্ণনা করেছেনÍ

لو لا الفرق من الله أن يضيع العلم ما افتيت أحدا، يكون له المهنأ و على الوزر.

'ইলমে দীন ধ্বংস হয়ে যাওয়ার বিষয়ে যদি আমি আল্লাহকে ভয় না করতাম, তাহলে কাউকে ফতোয়া দিতাম না। যা গ্রহণকারীর জন্য আনন্দকর আর আমার জন্য বোঝাস্বরূপ।'**45**

43 তারিখু বাগদাদ, ১৩ খ.; উকূদুর জুমান, ১৭৩ পৃ.।

44 আল-ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, ২য় খ., ১৬৮ পৃ.; আখবার– আবি হানীফাতা ও আসহাবিহি, ৩৪ ও ৩৬ পৃ.।

45 প্রাগুক্ত।

খতীব বাগদাদী ওকী' ইবনুল জাররাহ-এর সূত্রে ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর নিম্নলিখিত উক্তিও বর্ণনা করেছেনÍ

البول في المسجد أحسن من بعض القياس.

'কিছু কিছু কিয়াসের চেয়ে মসজিদে পেশাব করে দেয়া উত্তম।'

খতীব রহ. এরপর লিখেছেন যে ওকী' ইবনুল জাররাহ ইয়াহিয়া ইবনে সালিহ আবু হাযিকে বলতেন, 'আবু যাকারিয়া, তুমি দীনী বিষয়ের অনুমান ও কিয়াস থেকে বাঁচো। কারণ আমি ইমাম আবু হানীফার কাছে শুনেছি খালেদ বিন সালামা রহ. তাঁকে বলতেনÍ

إنما نحتاج إلى قولك إذا لم نجد أثرا، فإذا وجدنا أثرا ضربنا بقولك الحائط.

'আমরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনো হাদীস না পেলে আপনার উক্তির মুখাপেক্ষী হই। আর কোনো হাদীস পেয়ে গেলে আপনার উক্তি আমরা দেয়ালের উপর নিক্ষেপ করি।'

ইমাম আবু হানীফার ধীমান শিষ্য যুফার বিন হুযাইল বলেনÍ

إنما نأخذ بالرأى ما لم يجئ الأثر، فإذا جاء الأثر تركنا الرأى و أخذنا الأثر.

'সংশ্লিষ্ট বিষয়ে হাদীস না পেলেই কেবল আমরা 'কিয়াস'কে গ্রহণ করে থাকি। আর হাদীস পাওয়া গেলে 'কিয়াস' ত্যাগ করে হাদীস গ্রহণ করি।'[46]

এমনিভাবে ওকী' ইবনুল জাররাহ বলেনÍ

ما قال أبو حنيفة في شيئ يحتاج إليه، إلا و نحن نروى فيه أثرا.

'আবু হানীফা রহ. (বিধি-বিধানমূলক) যে-সকল প্রয়োজনীয় উক্তি করেছেন আমরা তার অনুকূলে হাদীস বর্ণনা করি।'[47]

কিছু কিছু ফিকহী বিষয় কিয়াস বা যুক্তির বিপরীত হয়ে থাকে। সেসবের গবেষণা ও উদঘাটনকে 'ইসতিহসান' (সূক্ষ্ম কিয়াস) বলা হয়ে থাকে। কখনও এহেন সূরত এলে ইমাম আবু হানীফা রহ. কঠিন সতর্কতা

[46] আল-ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহু, ২য় খ., ২০৯ পৃ.।

[47] আল-ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহু, ২য় খ., ৮৩ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

ও অনুসন্ধিৎসার আশ্রয় নিতেন। এ প্রসঙ্গে খতীব বাগদাদী তার ধীমান শিষ্য কাজী আবু ইউসুফ রহ.-এর বক্তব্য বর্ণনা করেছেনÍ

كان أبو حنيفة إذا عمل القول من أبواب الفقه راضه سنة لا يخرجه إلى أحد من أصحابه، فإذا كان بعد سنة و احكمه خرج إلى أصحابه، و إذا تكلم فى الأستحسان همه مناظرة نفسه.

'আবু হানীফা রহ. রহ. ফিকহী বিষয়াদির ক্ষেত্রে কোনো কথা বলার পর এক বছর পর্যন্ত সে বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করতেন। এর আগে নিজের কোনো শিষ্যের কাছে তা পেশ করতেন না এবং এক বছর পর খুব সংহত করে তা প্রকাশ করতেন। আর 'ইসতিহসান' বা সূক্ষ্ম কিয়াসমূলক কোনো কথা বললে খুব ভেবে চিন্তে নিজেকে নিশ্চিত করে নিতেন।'[48]

ইমাম আবু হানীফার ব্যাপারে খতীব বাগদাদী এ সকল স্পষ্ট উক্তি **الفضل ما شهدت به الأعداء** বা 'শত্রুর সাক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত মর্যাদা'র পর্যায়ে পড়ে। উল্লিখিত বর্ণনায় ইমাম আবু হানীফার ফিকহী মাসলাকেরও পূর্ণ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি আল্লামা ইবনে হাযম যাহেরী উন্দুলুসীর সাক্ষ্যও ঐ পর্যায়েরÍ

جميع أصحاب أبى حنيفة لجمعون على أن مذهب أبى حنيفة أن ضعيف الحديث أولى عنده من القياس و الرأى.

'ইমাম আবু হানীফার সকল শিষ্য ও সাথিবর্গ এ বিষয়ে একমত যে আবু হানীফার মাযহাব হচ্ছে জঈফ হাদীস যুক্তি ও কিয়াসের চেয়ে উত্তম।'[49]

ইমাম আবু হানীফার ফিকহের ব্যাপারে ইমামগণের অভিমত

ইমাম শাফিঈ রহ. বলেন, আমি ইমাম মালিক রহ.-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি ইমাম আবু হানীফাকে দেখেছেন? ইমাম মালিক রহ. জবাব দিলেন, সুবহানাল্লাহ! আমি তাঁর মত আলিম দেখি নি। আল্লাহর

[48] আল-ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহু, ২য় খ., ১৪ পৃ.।

[49] মানাকিবু আবি হানীফাতা ও সাহিবাইহি, ২০ পৃ.; উকূদুল জুমান, ১৭৭ পৃ.।

শপথ! ইমাম আবু হানীফা যদি বলতেন এই স্তম্ভটি স্বর্ণের তাহলে তার যুক্তি দিয়ে তা প্রমাণিত করে দিতে পারতেন।[50] এক বর্ণনায় রয়েছে, ইমাম মালিক রহ. বলেন, ইমাম আবু হানীফা যদি বলেন এই স্তম্ভটি স্বর্ণের তবে তা স্বর্ণেরই প্রমাণিত হবে। তাকে এমন ফিকহী দক্ষতা দান করা হয়েছিলো যে এটা তার জন্য তেমন কঠিন কাজ ছিলো না।[51]

ইমাম শাফিঈ'র বর্ণনা, আমি ইমাম আবু হানীফার চেয়ে অধিক ফিকাহ জাননেওয়ালা কাউকে দেখি নি। যে ব্যক্তি ফিকাহ জানতে চায় সে যেন ইমাম আবু হানীফা ও তার শিষ্যদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। তার মতে সকল আলিম ফিকহের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফার মুখাপেক্ষী। ইমাম শাফিঈ'র এ উক্তি খুবই প্রসিদ্ধ : যে ব্যক্তি ফিকহের ক্ষেত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে চায় সে যেন ইমাম আবু হানীফার অনুসরণ করে।[52]

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ.-এর বর্ণনা : সুবহানাল্লাহ, ইমাম আবু হানীফা ইলম, যুহদ (দুনিয়াত্যাগী মনোভাব), তাকওয়া এবং আখিরাত সন্ধানে এত উঁচু মাকামে উন্নীত, যা অন্য কারোর পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়। আবু জাফর মনসুরের নির্দেশে বিচারপতির পদ গ্রহণ করার জন্য তাকে দোররা মারা হয়েছে। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেন নি। তার উপর আল্লাহর সন্তুষ্টি ও রহমত নাযিল হোক।[53] ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. আপন দেহে দোররার আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার পর যখনই ইমাম আবু হানীফার ঐ ঘটনা স্মরণ করতেন তখনই নিজের অনিচ্ছায় কেঁদে ফেলতেন এবং ইমাম আবু হানীফার জন্য রহমত ও মাগফিরাতের দু'আ করতেন।[54]

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার উক্তি ছিলো, যে ব্যক্তি ইলমে মাগাজি (জিহাদমূলক যুদ্ধবিগ্রহের ইলম) অর্জন করতে চায় তার জন্য রয়েছে মদীনা শরীফ। যে ব্যক্তি হজ বিষয়ক মাসআলা-মাসায়িল শিখতে চায় তার জন্য রয়েছে মক্কা শরীফ। আর যে ব্যক্তি ফিকহের ইরাদা করে তার জন্য

[50] তারিখু বাগদাদ, ১৩ খ. ৩৩৮ পৃ.; উকুদুল জুমান, ১৮৬ পৃ.।
[51] আখবারু আবি হানীফাতা ও আসহাবিহি, ৭৪ পৃ.।
[52] তারিখু বাগদাদ, ১৩ খ. ৩৪২ পৃ.।
[53] উকুদুল জুমান, ১৯৩ পৃ.।
[54] তারিখু বাগদাদ, ১৩ খ. ৩২৭ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

রয়েছে কুফা। ফিকাহ সন্ধানী ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে ইমাম আবু হানীফার শিষ্যদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করা।[55]

আবদুল্লাহ বিন মুবারক রহ.-এর উক্তি হচ্ছে, হাদীস ও আছারের পরে যদি কিয়াসের প্রয়োজন হয় তাহলে মালিক, সুফিয়ান ও আবু হানীফার অভিমত গ্রহণযোগ্য। আর আবু হানীফা এই তিনজনের মধ্যে ফিকহের সর্বাধিক জাননেওয়ালা। তিনি সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে ফিকহের গভীরে পৌঁছেছেন। সুফিয়ান ও আবু হানীফা কোনো বিষয়ে একমত হয়ে গেলে আমি এই দুজনকে আমার ও আল্লাহর মাঝে ফিকাহ ও ফতোয়ার ক্ষেত্রে হুজ্জত (প্রমাণ) বলে গ্রহণ করে থাকি।[56]

ইবনে আবদুল বার 'কিতাবুল ইনতিকা' গ্রন্থে লিখেছেন, ইমাম আবু হানীফা রহ. ফিকহের ইমাম, কিয়াসের ক্ষেত্রে দূরদর্শী এবং মাসআলা-মাসায়িল উদঘাটনে উত্তম মেধাসম্পন্ন, প্রত্যুৎপন্নমতি, অত্যন্ত ধীমান এবং মুত্তাকি আলিম ছিলেন। অবশ্য খবরে ওয়াহেদ (একক সূত্রে বর্ণিত হাদীস) সম্পর্কে তার মাসলাক ছিলো এই যে, সর্বসম্মত মূলনীতির বিপরীত হলে তা গ্রহণ করতেন না। সে কারণে মুহাদ্দিস সম্প্রদায়ের একদল তার কঠিন বিরোধিতা করেছেন, তার দোষচর্চা করেছেন এবং তার সমসাময়িকগণ হিংসার পথে অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। তারা তার দোষ সন্ধানকে হালাল ভাবতে শুরু করেছেন। আবার তাদের বিপরীত অন্য অনেকে তার প্রতি সম্মান প্রদানে সীমা লঙ্ঘন করেছেন।

ইমাম আবু জাফর সাদিক ও ইমাম আবু হানীফা

একবার হজের মৌসুমে ইমাম আবু জাফর সাদিকের সাথে ইমাম আবু হানীফার সাক্ষাৎ হলো। কথোপকথনের এক পর্যায়ে ইমাম আবু জাফর ইমাম আবু হানীফাকে লক্ষ করে বললেন, আপনি-ই নানান যুক্তি ও কিয়াসের মাধ্যমে আমার নানার [রসূলুল্লাহ সা.-এর] হাদীসের বিরোধিতা করেছেন? ইমাম আবু হানীফা বললেন, নাউযুবিল্লাহ! আমাদের নিকট আপনার নানার মতো আপনিও সম্মানিত। তাশরীফ রাখুন। আমি এ

[55] আখবারু আবি হানীফাতা ও আসহাবিহি, ৭৫ পৃ.।
[56] আখবারু আবি হানীফাতা ও আসহাবিহি, ৭৭ পৃ.।

ব্যাপারে কিছু বলছি। ইমাম আবু হানীফা রহ. ইমাম আবু জাফর সাদিকের সামনে আদবের সাথে বসে পড়লেন এবং বললেন, আমি আপনার কাছে তিনটি প্রশ্ন করি, আপনি জবাব দিবেন। তারপর আমি আমার বক্তব্য নিবেদন করবো। ১. পুরুষ দুর্বল না মহিলা? ইমাম আবু জাফর বললেন, মহিলা দুর্বল। ইমাম আবু হানীফা রহ. প্রশ্ন করলেন, উত্তরাধিকার সম্পদে পুরুষের বিপরীতে নারীর অংশ কতটুকু? ইমাম আবু জাফর বললেন, অর্ধেক। ইমাম আবু হানীফা রহ. বললেন, আমি যদি কেয়াস ও যুক্তির আশ্রয় নিতাম তাহলে এর বিপরীত বলতাম। কারণ, নারী পুরুষের চেয়ে দুর্বল। ২. নামায উত্তম না রোযা? ইমাম আবু জাফর বললেন, নামায উত্তম। ইমাম আবু হানীফা রহ. বললেন, যদি কেয়াস করতাম তাহলে বলতাম [নারীদের ঋতুকালীন] নামায কাযা করতে হবে, রোযা নয়।

পেশাব বেশি নাপাক না বীর্য? ইমাম আবু জাফর বললেন, পেশাব বেশি নাপাক। ইমাম আবু হানীফা রহ. বললেন, আমি যদি কেয়াসকে প্রাধান্য দিতাম তাহলে বলতাম বীর্যপাত ঘটলে গোসল ওয়াজিব হবে না। বরং পেশাবের কারণে গোসল ওয়াজিব হবে। এ কথা শুনে ইমাম আবু জাফর নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইমাম আবু হানীফার ললাটে চুমু খেলেন।[57]

ইমাম আবু জাফর ইমাম আবু হানীফার শাইখ ও উস্তাদ। কেউ ইমাম আবু জাফর রহ.-কে বলেছিলো যে আবু হানীফা কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীতে কিয়াসের উপর আমল করে থাকেন। সে কারণে ইমাম আবু জাফর তার ছাত্রের সাথে সরাসরি কথা বলে নিজের ভুল ধারণা দূর করে নিলেন।

পাঠদানের আসর

পাঠদানের আসরে ইমাম আবু হানীফার উপবেশনের বিশদ বিবরণ হাম্মাদ বিন ছালামা এবং দাউদ তায়ী যেভাবে বর্ণনা করেছেন তা হলো- ইবরাহীম নাখঈ'র ইন্তেকালের পর তার স্থলবর্তী ছিলেন হাম্মাদ বিন সুলাইমান। যিনি ফিকাহ ও ফতোয়ার ক্ষেত্রে সাধারণ ও বিশিষ্ট শ্রেণীর সকলের মাঝে গ্রহণযোগ্য ছিলেন। তার মৃত্যুর পর আলিম সমাজ তার স্থলবর্তী তালাশ করতে লাগলেন। তার শিষ্যদের নির্বাচনের দৃষ্টি পড়ে তার

[57] উকুদুল জুমান, ২৭৯ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

সাহেবজাদা ইসমাঈল ইবনে হাম্মাদের উপর। ফলে আবু বকর নাহশালী, আবু বুরদা ইবনে জাবের হানাফী, আবু হুসাইন জাবের ইবনে ছাবেত প্রমুখসহ হাম্মাদ বিন সুলাইমানের শিষ্যদের একদল মিলে ইসমাঈলকে হাম্মাদের স্থলে বসালেন। কিন্তু কিছুদিন পরে অনুমান করা গেলো যে, ইসমাঈল নাহব (আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্র), আরবী ভাষা ও সাহিত্য এবং আরবের প্রাচীন যুগের কাহিনীসম্বলিত কবিতার বিশেষজ্ঞ। কিন্তু ফিকাহ ও ফতোয়ার ক্ষেত্রে তার সেই দক্ষতা নেই, যা আশা করা হয়েছিলো। এজন্য সবাই মিলে আবু বকর নাহশালীকে হাম্মাদের স্থলবর্তী করতে চাইলেন। কিন্তু তিনি এতে অস্বীকৃতি জানালেন। তারপর আবু বুরদা উতবীর কাছে প্রস্তাব পেশ করা হলে তিনিও এ পদ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। সেজন্য সবাই মিলে এই বলে ইমাম আবু হানীফাকে মনোনীত করলেন যে :

إن هذا الخزاز حسن المعرفة و إن كان حدثا.

'এই রেশমের কাপড় বিক্রেতা বয়সে নবীন [তরুণ] হলেও ফিকাহ বিষয়ে ভালো জ্ঞানের অধিকারী।'[58]

ইমাম আবু হানীফা রহ. আপন সাথিদের কথা রেখে শিক্ষকরূপে উস্তাদের পাঠদানের আসরে বসতে সম্মত হন। হাম্মাদ বিন সুলাইমানের উঁচুমানের শিষ্যবৃন্দ ইমাম আবু হানীফার পাঠদানের আসরে শরীক হয়ে গেলেন। এবার কুফার উলামাদের মাঝে সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো। আবু ইউসুফ, আসাদ বিন আমর, কাসেম বিন মাআন, যুফার বিন হুযাইল, ওলীদ বিন আবান, আবু বকর হুযালী প্রমুখ ইলমপিপাসুগণ আসতে থাকেন এবং কুফার জামে মসজিদ এতটা আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে যে আমীর ও শাসক শ্রেণীসহ শীর্ষস্থানীয় অভিজাত ব্যক্তিবর্গ পর্যন্ত এখানে সমবেত হতে থাকেন।

প্রথমে আপন উস্তাদের স্থলবর্তী হতে এবং নিজের পাঠদানের আসর প্রতিষ্ঠা করতে ইমাম আবু হানীফার খুবই দ্বিধা-সংকোচ হলো। সেই দিনগুলোর কোনো একদিন তিনি একটি স্বপ্ন দেখেন, যা বাহ্যত খুবই অস্থিরতা সৃষ্টিকারী ছিলো। ইমাম আবু হানীফা রহ. নিজেই বর্ণনা করেন, স্বপ্নে দেখি আমি রসূলুল্লাহ সা.-এর কবর শরীফ খনন করছি। যার কারণে আমার মধ্যে খুবই অস্থিরতা সৃষ্টি হলো। আমি বসরায় গিয়ে এক ব্যক্তির

[58] তারিখু বাগদাদ, ১৩ খ. ৩৩৫ পৃ.; ওয়াফয়াতুল আইয়ান, ২য় খ.।

মাধ্যমে ইবনে সীরীনের কাছে এর তা'বীর (ব্যাখ্যা) জিজ্ঞেস করলাম। তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বললেনI

هذا رجل ينبس أخبار النبى صلى الله عليه و سلم

'এই (স্বপ্নদ্রষ্টা) ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সা.-এর হাদীসসমূহকে প্রকাশ করবেন।'

এরপর থেকে ইমাম আবু হানীফা পূর্ণোদ্যমে ফিকাহ ও ফতোয়ার দরস দেয়া শুরু করেন।'

জ্ঞানীগুণীদের সম্মিলন

ইমাম আবু হানীফা রহ. দীনী ইলমে গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জনের শিক্ষা দিতেন। তার দরসী আসরে জ্ঞানীগুণীদের বড় একটি জামাত শরীক হতেন। তাদের মধ্যে ইলমের প্রতিটি শাখা ও শাস্ত্রের বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ থাকতেন। একবার ওকী ইবনুল জাররাহ রহ. বললেন, কোনো দীনী ব্যাপারে ভুল করা ইমাম আবু হানীফার পক্ষে কী করে সম্ভব? তার দরসী আসরে ইলমের প্রত্যেক শাখা ও শাস্ত্রের সুদক্ষ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকেন। আবু ইউসুফ, যুফার বিন হুযাইল, মুহাম্মদ বিন হাসান প্রমুখের মত ব্যক্তিবর্গ রয়েছেন কিয়াস ও ইজতিহাদের ক্ষেত্রে। ইয়াহিয়া ইবনে জাকারিয়া ইবনে আবি যায়েদাহ, হাফস ইবনে গিয়াস, হিব্বান ইবনে আলী, মা'যালা ইবনে আলী প্রমুখের মত ব্যক্তিবর্গ হাদীসের ইলমের এবং তা মুখস্থ করার ক্ষেত্রে, কাসেম বিন মাআন বিন আবদুর রহমানের মত ব্যক্তি আরবী ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে, দাউদ বিন নাসির তায়ী এবং ফুযাইল ইবনে ইয়ায প্রমুখের মত ব্যক্তিবর্গ যুহদ ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে অতুলনীয়। যে ব্যক্তির পাঠদানের আসরে এ ধরনের ইলমওয়ালাগণ শরীক থাকেন তিনি কী করে ভুল করতে পারেন? কোনো ক্ষেত্রে এমন কিছু ঘটলে এ সকল ব্যক্তি সঠিক বিষয় বলে দিবেন।[59]

বিশিষ্ট ছাত্রবৃন্দ

এমনিতেই তো ইমাম আবু হানীফার দরসী মজলিসে বহু সংখ্যক

[59] উকুদুল জুমান, ১৮৪ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

আলিম শরীক হতেন। তবে তাদের মধ্যে দশ ব্যক্তি এমন ছিলেন যারা দরসী আসরে সর্বদা উপস্থিত থাকতেন। তার মধ্যে চারজন কুরআনের হাফেযগণের মত ফিকহের হাফেয ছিলেন। তারা হলে যুফার বিন হুযাইল, আবু ইউসুফ, আসাদ বিন আমর এবং আলী ইবনে মুছহির। এক বর্ণনামতে, সুফিয়ান সাওরী রহ. আলী ইবনে মুছহিরের মাধ্যমে ইমাম আবু হানীফার ফিকহী কওলসমূহ গ্রহণ করতেন। এবং তিনি তার গ্রন্থ কিতাবুল জামি' সংকলন করার সময় আলী ইবনে মুছহিরের সাথে সংলাপ ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে তার সাহায্য গ্রহণ করেছেন। ইমাম আবু হানীফার দৌহিত্র ইসমাঈল বিন হাম্মাদের বর্ণনা হচ্ছে, ইমাম আবু হানীফার বিশেষ শিষ্য দশ জন ছিলেন। আবু ইউসুফ, যুফার, আসাদ বিন আমর বাজালী, আফিয়াহ আওদী, দাউদ তায়ী, কাসিম বিন মাআন মাসউদী, আলী ইবনে মুছহির, ইয়াহিয়া ইবনে জাকারিয়া ইবনে আবি যায়েদাহ, হিব্বান ইবনে আলী গুযযী, তার ভাই মুনদিল। এদের মধ্যে আবু ইউসুফ ও যুফারের সমতুল্য কেউ ছিলেন না।[60]

ইসমাঈল এও বর্ণনা করেন যে, একবার ইমাম আবু হানীফা বলেছেন আমাদের ছাত্র ৩৬ জন। তার মধ্যে ২৮ জন বিচারকের পদে দায়িত্ব পালনের যোগ্য, ৬ জন ফতোয়াদানের উপযুক্ত এবং দুজন বিচারক ও মুফতিগণকে শিক্ষা-দীক্ষা দেয়ার যোগ্যতার অধিকারী। এ কথা বলে তিনি ইমাম আবু ইউসুফ ও যুফারের দিকে ইঙ্গিত করেন।[61]

ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর ছাত্রবৃন্দ তার দরসী আসরে ফিকহী মাসআলা-মাসায়িল নিয়ে পরস্পরে মতবিনিময় ও বিতর্কমূলক আলাপ-আলোচনা করতেন। আফিয়া বিন ইয়াযিদ আওদী উপস্থিত না থাকলে ছাত্রদেরকে বলতেন সে আসার পূর্ব পর্যন্ত আলাপ-আলোচনা বন্ধ রাখো। আর যখন আফিয়া এসে যেতেন এবং সংশ্লিষ্ট মাসআলায় একাত্মতা প্রকাশ করতেন, তখন বলতেন এই মাসআলাটি লিখে ফেলো। আর আফিয়া একাত্মতা প্রকাশ না করলে লিখতে নিষেধ করে দিতেন।[62]

একবার আবু ইউসুফ ও যুফার ইমাম আবু হানীফার ডানে ও বামে

[60] তারিখু বাগদাদ, ১৪ খ. ৩৪৫ পৃ.।

[61] আখবারু আবি হানীফাতা ও আসহাবিহি, ১৫২ পৃ.।

[62] আখবারু আবি হানীফাতা ও আসহাবিহি, ১৫০ পৃ.।

বসে কোনো এক মাসআলার পরস্পরের দলীল খণ্ডন করছিলেন। এহেন আলাপ-আলোচনার ভেতরেই যোহরের নামাযের সময় হয়ে গেলে ইমাম আবু হানীফা রহ. যুফারকে লক্ষ করে বললেন, যেখানে আবু ইউসুফ থাকবে সেখানে তুমি নিজের উচ্চতার আশা করবে না। এই বলে তিনি আবু ইউসুফের পক্ষে রায় দিয়ে দিলেন।[63]

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেন, আমি একবার মসজিদে অনুষ্ঠিত ইমাম আবু হানীফার দরসী মজলিসের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমি তখন লক্ষ করলাম যে তার আশে পাশে তার শিষ্যদের দল উঁচু আওয়াজে পরস্পরে বিতর্কমূলক আলোচনা করছে। আমি ইমাম আবু হানীফাকে বললাম, আপনি এদেরকে মসজিদের মধ্যে হট্টগোল করতে বাধা দিচ্ছেন না কেন? তিনি জবাব দিলেনI

دعهم فإنهم لا يتفقهون إلا بهذا.

'এদেরকে এদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দাও, কারণ এ পদ্ধতি ব্যতীত এরা ফকীহ হতে পারবে না।'[64]

দরসী মজলিসে দাউদ তায়ী ছিলেন সবচেয়ে উঁচু আওয়াজের অধিকারী।

ইমাম আবু হানীফার অভ্যাস ছিলো, তিনি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা নিয়ে বছরের পর বছর চিন্তা-ভাবনা করতেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত পুরোপুরি তাহকীক ও তানকীহ (নিরীক্ষণ ও সূত্র উদঘাটন) না করতেন ততক্ষণ পর্যন্ত শিষ্যদের সামনে উপস্থাপন করতেন না।[65]

শিষ্যদেরকে সাহায্যদান

ইমাম আবু হানীফা রহ. সচ্ছল বিত্তবান পরিবারের নয়নমণি ছিলেন। বদন্যতায় ও দান দক্ষিণায় অনেক অগ্রবর্তী ছিলেন। প্রিয়জনদের আপ্যায়ন ছিলো তার প্রিয় কাজ। আপন শিষ্য ও সহকর্মীবৃন্দের প্রতি খুবই লক্ষ রাখতেন। হাসান ইবনে যিয়াদ লু'লুয়ী ছিলেন ইমাম আবু হানীফার বিশিষ্ট ছাত্রদের অন্যতম। ইনি ইমাম আবু হানীফার পাঠদানের আসরে যাতায়াত

[63] তারিখু বাগদাদ, ১৪ খ. ২৪৭ পৃ.; আখবারু আবি হানীফাতা ও আসহাবিহি, ৯৫ পৃ.।

[64] মানাকিবু আবি হানীফাতা ও সাহিবাইহি, ২১ পৃ.।

[65] আল-ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহু, ২য় খ., ১৪ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

শুরু করলে তার পিতা এসে ইমাম আবু হানীফাকে বললেন, আমার কয়েকটি কন্যা আছে এবং হাসান ব্যতীত আমার হাত ধরার আর কেউ নেই। সে কারণে আমি অত্যন্ত অস্থির। ইমাম আবু হানীফা রহ. হাসানকে ডেকে বললেন, তোমার পিতা এমন এমন বলেছিলেন। তুমি আমার কাছে থাকো। আমি কোনো ফকীহকে নিঃসম্বল দেখি নি। পাশাপাশি তিনি নিজের পক্ষ থেকে তার জন্য অযীফা (ভাতা) চালু করে দিলেন। যা তার শিক্ষা সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত অব্যাহতভাবে চালু ছিলো।[66]

কাজী আবু ইউসুফের বর্ণনা হলো, আমি অভাব-অনটনের অবস্থায় ইমাম আবু হানীফার কাছ থেকে শিক্ষা অর্জন করেছিলাম। একদিন আমার পিতা এলেন এবং আমাকে পাঠের আসর থেকে তুলে নিজের সাথে নিয়ে গেলেন। আর বললেন, ইমাম আবু হানীফা সচ্ছল মানুষ, তুমি অভাবী। তুমি তার সাথে পাল্লা দিয়ো না। এরপর থেকে আমি ইমাম আবু হানীফার আসরে যাতায়াত বন্ধ করে দিই। ইমাম আবু হানীফা আমার সহপাঠীদের কাছ থেকে আমার অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। কয়েক দিন পর আমি পুনরায় তার দরবারে গেলে তিনি অনুপস্থিতির কারণ জানতে চাইলেন। আমি আর্থিক সমস্যার কথা জানালাম। মজলিশ শেষ হবার পর তিনি আমাকে বসতে ইশারা দিলেন। সবাই চলে যাওয়ার পর তিনি আমাকে মুদ্রার একটি থলি দিয়ে বললেন, নিজের পড়ার কাজ চালিয়ে যাও এবং সময়মত আসতে থাকো। এই অর্থ শেষ হয়ে গেলে আমাকে অবহিত করবে। এই থলিতে আটশ দিরহাম ছিলো। এর কিছুদিন পর কিছু বলা-কওয়া ছাড়াই দ্বিতীয় থলি দিলেন। এভাবেই এর ধারা অব্যাহত থাকলো এবং আমি অত্যন্ত শান্তি ও প্রশান্তির সাথে শিক্ষার্জন সমাপ্ত করলাম। আমি সতের বছর পর্যন্ত ইমাম আবু হানীফার সান্নিধ্যে এভাবে ছিলাম যে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা ব্যতীত অন্য কোনোদিন অনুপস্থিত থাকতাম না।[67]

একবার হাজীগণ ইমাম আবু হানীফার দরবারে অনেক জোতা হাদিয়া পেশ করলেন। কিছুদিন পর ইমাম আবু হানীফা রহ. নিজের জন্য জোতা ক্রয় করতে চাইলেন। লোকজন জিজ্ঞেস করলো, হাদিয়ার জোতাসমূহ

[66] আখবারু আবি হানীফাতা ও আসহাবিহি, ১৩২ পৃ.।

[67] আখবারু আবি হানীফাতা ও আসহাবিহি, ৯২ ও ৯৩ পৃ.।

গেলো কোথায়? তিনি বললেন, সেসবের এক জোড়াও আমার এখানে নেই। আমি সব শিষ্যদের দিয়ে দিয়েছি।[68]

শিষ্যদের হিম্মত বৃদ্ধিকরণ

যে সময় যুফার বিন হুযাইল ইমাম আবু হানীফার দরবারে শিক্ষালাভ করেছিলেন, সে সময়ে তার বিবাহ ঠিক হলো। ছাত্র তার শিক্ষকের কাছে বিবাহ পড়িয়ে দেয়ার জন্য আবদার করলেন। ইমাম আবু হানীফা রহ. হৃষ্টচিত্তে ছাত্রের আবদার পূরণ করলেন। বিবাহের খুতবায় আপন ছাত্রের ব্যাপারে এই চমৎকার মন্তব্য করলেন

هذا زفر بن الهذيل، وهو إمام من أئمة المسلمين و علم من أعلام الدين فى حسبه و شرفه و علمه.

'ইনি হলেন যুফার বিন হুযাইল, যিনি তার বংশজ্ঞাতি এবং ভদ্রতা ও ইলমের কারণে মুসলমানদের ইমাম ও উঁচুমাপের আলিম।'

আপন শিষ্যের ব্যাপারে উস্তাদের এমন কথায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ খুবই উদ্দীপিত হলেন। কিন্তু গোত্রীয় কিছু লোক ইমাম যুফারকে বললো, তোমার নিজ গোত্রের শীর্ষস্থানীয় ও অভিজাত ব্যক্তিবর্গ এখানে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তুমি আবু হানীফাকে দিয়ে বিবাহ পড়ালে? যুফার উত্তর দিলেন, এখানে আমার পিতা উপস্থিত থাকলেও এ কাজের জন্য আমি আবু হানীফাকেই অগ্রসর করতাম।'[69]

ইমাম আবু হানীফার কাছে তার এক ছাত্র জিজ্ঞেস করলেন, ফিকহী দূরদর্শিতা ও দৃঢ়তার জন্য কী কী বিষয় প্রয়োজন? ইমাম আবু হানীফা রহ. বললেন, পূর্ণ মনোযোগ ও একাগ্রতার আশ্রয় নিতে হবে। ছাত্র জিজ্ঞেস করলেন, তার কী উপায়? ইমাম আবু হানীফা বললেন, পার্থিব ব্যস্ততা খতম করে দিতে হবে। ছাত্র বললেন, তা কী করে সম্ভব? ইমাম আবু হানীফা বললেন, প্রয়োজনীয় বস্তু প্রয়োজন পরিমাণ গ্রহণ করবে এবং অতিরিক্তের সন্ধান করবে না।

আপন শিষ্যদের হিম্মত বৃদ্ধি করা, তাদের কল্যাণকামিতা এবং তাদের

[68] আখবারু আবি হানীফাতা ও আসহাবিহি, ৫০ পৃ.।

[69] আখবারু আবি হানীফাতা ও আসহাবিহি, ১০৩ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

প্রয়োজনাদির প্রতি লক্ষ রাখা ইমাম আবু হানীফার দরসী আসরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিলো।

আরও কয়েকজন উল্লেখযোগ্য শিষ্যের নাম

ইমাম আবু হানীফার শিষ্য কয়েক হাজার। তার সমসাময়িক অন্য কোনো মুহাদ্দিস বা ফকীহ-এর ছাত্রদের সংখ্যা এতো বেশি নয়। হাফেয আবুল হাজ্জাজ মিযযী রহ. তাঁর প্রণীত 'তাহযীবুল কামাল' গ্রন্থে তার প্রায় একশত শিষ্যের নাম উল্লেখ করেছেন। উকুদুল জুমান গ্রন্থের প্রণেতা তার গ্রন্থের (৯১ পৃ.-১৫৮ পৃ.) প্রায় আটশত শিষ্যের নাম লিপিবদ্ধ করেছেন। যারা নিম্নলিখিত দেশ ও শহর থেকে এসে ইমাম আবু হানীফার ফয়য লাভ করেছেন : মক্কা মুকাররমা, মদীনা মুনাওওয়ারা, দিমাশক, বসরা, কুফা, ওয়াসিত, মুসেল, জাযীরা, রিক্কা, নসীবীন, রমলা, মিশর, বাহরাইন, বাগদাদ, আহওয়ায, কিরমান, ইস্ফাহান, উস্তরাবাদ, হুলওয়ান, হামদান, নাহাওন্দ, রয়, কুমিছ, দামেগান, তবরিস্তান, জুরজান, ছারাখছ, নিছা, মারভ, বুখারা, ছমরকন্দ, কাসসাছ, ছুগানিয়ান, তিরমিয, বলখ, হেরাত, কুহুস্তান, ঝুম, খাওয়ারিযম, সিজিস্তান, মাদায়েন, মিস্‌সীসাহ হেমস প্রভৃতি।

কয়েকজন আলিম ইমাম আবু হানীফার ছাত্রদের নাম ও তাদের অবস্থাদি, তাদের দেশ ও শহরের পরিচয় লিখেছেন। যাদের মধ্যে ফকীহ শ্রেণী, মুহাদ্দিস শ্রেণী এবং বিচারক শ্রেণী সকলেই রয়েছেন। তাদের কয়েকজনের নাম হচ্ছে

১. কাজী আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীম রহ.
২. মুহাম্মদ বিন হাসান শাইবানী রহ.
৩. যুফার বিন হুযাইল আম্বরী রহ.
৪. হাম্মাদ বিন আবু হানীফা রহ.
৫. হাসান ইবনে যিয়াদ লু'লুয়ী রহ.
৬. আবু ইসমা নুহ ইবনু আবি মারইয়াম রহ.
৭. কাজী আসাদ বিন আমর রহ.
৮. আবু মুতী হাকাম বিন আবদুল্লাহ বালখী রহ.
৯. মুগীরা বিন মিকছাম রহ.
১০. যাকারিয়া বিন আবি যায়েদাহ রহ.

১১. মুছঈর বিন কিদাম রহ.
১২. সুফিয়ান সাওরী রহ.
১৩. মালিক বিন মিগওয়াল রহ.
১৪. ইউনুস বিন আবু ইসহাক রহ.
১৫. দাউদ তায়ী রহ.
১৬. হাসান বিন সালিহ রহ.
১৭. আবু বকর ইবনে আইয়াশ রহ.
১৮. ঈসা ইবনে ইউনুস রহ.
১৯. আলী বিন মুছহির রহ.
২০. হাফস বিন গিয়াছ রহ.
২১. জারীর ইবনে আবদুল হামীদ রহ.
২২. আবদুল্লাহ বিন মুবারক রহ.
২৩. ওকী বিন জাররাহ রহ.
২৪. আবু ইসহাক ফাযারী রহ.
২৫. ইয়াযিদ বিন হারুন রহ.
২৬. মক্কী ইবনে ইবরাহীম রহ.
২৭. আবু আসিম আন-নাবীল রহ.
২৮. আবদুর রাজ্জাক বিন হুমাম ছানআনী রহ.
২৯. আবদুর রহমান মুকরী মক্কী রহ.
৩০. হুশাইম বিন বশীর রহ.
৩১. আলী বিন আসিম রহ.
৩২. আব্বাদ বিন আওয়াস রহ.
৩৩. জাফর বিন আওন রহ.
৩৪. ইবরাহীম বিন তহমান রহ.
৩৫. হামযাহ বিন হাবীব যাইয়াত মুকরী রহ.
৩৬. ইয়াযিদ বিন যুরাই' রহ.
৩৭. ইয়াহিয়া ইবনে ইয়ামান রহ.
৩৮. খারেজা বিন মুস'আব রহ.
৩৯. মুস'আব বিন মিকদাম রহ.
৪০. রবীয়াহ ইবনে আবদুর রহমান রাযী মাদানী রহ.
৪১. ইয়াহিয়া ইবনে নসর বিন হাজের রহ.

www.maktabatulabrar.com

৪২. আমর বিন মুহাম্মদ উনুকরী রহ.
৪৩. হাওযাহ ইবনে খলীফাহ রহ.
৪৪. উবায়দুল্লাহ ইবনে মুসা রহ. প্রমুখ।

জীবিকা নির্বাহের উপায়

দীনের ইমামগণ কখনও ইলমে দীনকে নিজেদের জীবিকা উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন নি। এমনকি তাঁরা তা দ্বারা পার্থিব কোন উপকারও লাভ করতেন না। বরং দীনের খেদমত হিসাবেই ইলমে দীন নিজে শিখতেন ও অন্যকে শিক্ষা দিতেন। অনুরূপভাবে হাদীসের দরস দেয়া, মাসায়িল বর্ণনা করা, ফতোয়া দেয়া, সাধারণ মানুষকে নসীহত করা, তাদেরকে দীনের সঠিক পথ দেখানো ইত্যাদি সকল কাজই তাঁরা কেবল দীনের খেদমতের নিয়তেই করতেন। জীবিকা উপার্জনের জন্য এবং জীবন যাপনের জন্য এসকল দীনী খেদমতের পাশাপাশি ব্যক্তিগতভাবে তাঁরা কোন কাজ-কারবার করতেন। এমনকি অনেকের নামের পাশাপাশি তাঁদের পেশাগত উপাধিও উল্লিখিত থাকতো, যেন মানুষ তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। বিভিন্ন কিতাব ও ধর্মীয় গ্রন্থে ব্যাপকভাবে পূর্ববর্তী ইমামগণের নামের সাথে সাথে তাদের পেশাগত উপাধিও উল্লিখিত হয়েছে। যেমন 'বায্যার' (কাপড় বিক্রেতা), 'খায্যায' (রেশম ব্যবসায়ী), 'যাইয়াত' (তেল ব্যবসায়ী), 'সাম্মান' (ঘি ব্যবসায়ী), 'হান্নাত' (গম ব্যবসায়ী), 'হাত্তাব' (জ্বালানী কাঠ বিক্রেতা), 'বায্যার'(বীজ ব্যবসায়ী) ইত্যাদি উপাধি।

রেশমি কাপড় তৈরির কারখানা

ইমাম আবু হানীফা রহ.-ও একজন রেশমি কাপড়ের ব্যবসায়ী ছিলেন। এটি তাদের বংশীয় পেশা ছিলো। তাদের রেশমি সুতা ও রেশমি বস্ত্র তৈরির বিরাট কারখানা ছিল। যাতে অনেক শ্রমিক ও কারিগর কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করত। পাশাপাশি রেশমি কাপড়ের বিরাট দোকানও ছিলো। তাতে নিজেদের কারখানায় প্রস্তুতকৃত রেশমি কাপড়ও বিক্রি করা হতো। ইমাম যাহাবী রহ. বলেন।

و كان من أذكياء بني آدم جمع الفقه و العبادة و الورع و السخاء. و كان لا

يقبل جوائز الدولة بل ينفق و يوثر من كسبه,له دار كبيرة لعمل الخز و عنده صناع و اجراء.

‘ইমাম আবু হানীফা রহ. ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী একজন মানুষ। তিনি ইল্মুল ফিকহ, ইবাদত বন্দেগী, তাকওয়া-পরহেজগারী, বদান্যতা ইত্যাদি গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি রাষ্ট্রীয় অনুদান ও উপঢৌকন গ্রহণ করতেন না। বরং নিজস্ব আয়-রোজগার থেকেই নিজের জন্য খরচ করতেন। তাঁর রেশম ও রেশমি কাপড় তৈরির বিরাট কারখানা ছিলো, যাতে অনেক শ্রমিক ও কারিগর কাজ করতো।[70]

রেশমি কাপড়ের এ বড় কারখানাটি কুফার পূর্বাঞ্চলে ইমাম সাহেবের বাসস্থানের কাছাকাছি অবস্থিত ছিল । ইমাম মালেক রহ.ও সুতি কাপড়ের ব্যবসায়ী ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি ইল্মে দীনের চর্চায় নিমগ্ন হন।[71] এ দু’জন মহান ব্যক্তির জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম ছিল কাপড়ের ব্যবসা ।

রেশমি কাপড়ের দোকান

তৎকালীন ইরাক ছিল ইসলামী ও অনারব সংস্কৃতির মিলন কেন্দ্র। পক্ষান্তরে শামের শহরগুলোতে তৎকালীন রোমান ও পশ্চিমা শিক্ষা সংস্কৃতির প্রভাব পরিলক্ষিত হত। আর ইরাকে তখন ইরান-তুরানের তাহযীব ও তামাদ্দুনের ঝলক লক্ষ্য করা যেত। বাগদাদ শহরের গোড়াপত্তনের পূর্বে কুফা ও বসরা এ উভয় নগরীই ছিল জাগতিক উপায়-উপকরণ, আরাম-আয়েশ, সুখ-শান্তি ও কল্যাণের কেন্দ্রীয় নগরী। কুফাতে তখন উন্নত মানের সুতি ও রেশমি কাপড় তৈরি হতো। ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর পূর্ববর্তী বংশধর অনেক কাল পূর্ব থেকেই রেশমি কাপড়ের ব্যবসায়ী ছিলেন। বিখ্যাত সাহাবী আমর ইবনে হুরাইছ মাখযুমী রা.-এর বিরাট ও বরকতপূর্ণ এলাকায় তাঁর দোকানটি ছিল, যা শহরের প্রাণকেন্দ্র জামে মসজিদ ও রাজপ্রাসাদের নিকটবর্তী ছিল। আর তা ব্যাপকভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলো। খতীব বাগদাদী রহ. বলেনÍ

وكان أبو حنيفة خزارا, و كان دكانه معروف في دار عمر بن حريث بالكوفة.

70 আল ইবারু ফী খাবরি মান গাবারা, ১ম খ. ,২১৪ পৃ.।
71 তারতীবুল মাদারিক, ১ম খ., ১১৫ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

‘ইমাম আবু হানীফা রহ. একজন রেশমি কাপড় বিক্রেতা ছিলেন। তাঁর দোকানটি ছিল সুপ্রসিদ্ধ, যা কুফার ‘আমর ইবনে হুরাইছ’ এলাকায় অবস্থিত ছিল।’[72]

ঐ এলাকাটি বা তাতে দোকান থাকার গুরুত্ব ও মর্যাদা নিম্মলিখিত কথাটি থেকেও অনুমান করা যায় যে, হযরত আবু সাঈদ আমর ইবনে হুরাইছ মাখযুমী আলকুরাইশী রা.- হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের সময় বারো বছরের বালক ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, ‘একবার আমার পিতা আমাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলেন। তখন তিনি আমার মাথায় স্নেহের পরশ বুলিয়ে দিলেন। তিনি আমার ব্যবসা বাণিজ্যে বরকতের জন্য দোয়া করলেন এবং আমার রিযিকের প্রাচুর্যের জন্যও দোয়া করলেন। একবার আমার ভাই সাঈদ ইবনে হুরাইছ আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট নিয়ে গেলেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে সময়ে কিছু স্বর্ণ বণ্টন করছিলেন। তখন তিনি আমাকেও এক টুকরো স্বর্ণ দিলেন। আমি মনে মনে বললাম, টুকরোটি যেখানেই বিনিয়োগ করবো সেখানেই বরকত হবে । আমি সেই স্বর্ণের শেষ অংশটুকু এ স্থানে বিনিয়োগ করেছিলাম।তার ফলাফল এমন হয়েছিল যে, বর্ণনাকারী বলেনÍ

فكسب مالا عظيما. و كان من أغنى أهل الكوفة.

‘তিনি অনেক ধন সম্পদ অর্জন করেছিলেন। এমনকি তিনি কুফার সবচেয়ে বড় ধনাঢ্য ব্যক্তিতে পরিণত হন’।[73]

হযরত আমর ইবনে হুরাইছ কাদিসিয়ার যুদ্ধে শরীক ছিলেন।চৌদ্দতম হিজরীতে যখন কুফা নগরী আবাদ হয় তখন তিনি সেখানে আগমন করেন। ইবনে সা‘আদ বর্ণনা করেন যে, ‘আমর ইবনে হুরাইছ রা. কুফা নগরীতে এসে জামে মসজিদের পাশে একটি বড় এলাকা আবাদ করেন। তাঁর বর্ণনাÍ

و هي كبيرة مشهورة,فيها أصحاب الخز اليوم.

‘এটি একটি বিরাট প্রসিদ্ধ এলাকা । বর্তমানে (তৃতীয় শতাব্দীতে)

72তারীখু বাগদাদ, ১৩তম খ., ৩২৫ পৃ.ও আখবারে আবী হানীফা ওয়া আসহাবিহী, ১ পৃ.।
৭৩ উসদুল গাবাহ, ৪র্থ খ., ৯৮ পৃ.।

এখানে রেশমি বস্ত্র ব্যবসায়ীরা বসবাস করে থাকেন’।[74]

কুফার গভর্নর যিয়াদ যখন কোন কাজে শহরের বাইরে যেতেন তখন আমর ইবনে হুরাইছ রা.-কে তাঁর স্থলবর্তী করে যেতেন। তিনি ৮৫ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। হযরত আমর ইবনে হুরাইছের এ প্রসিদ্ধ এলাকায় দোকান পাওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা-মেহনত করতে হতো। কারণ তার প্রত্যেকটি দোকানে এমন বরকত হতো যে, সাধারণ ব্যবসায়ীরা অল্প দিনেই অনেক বড় সম্পদশালী হয়ে যেতো। এ বিরাট এলাকায় রেশমি কাপড় ব্যবসায়ীদের অনেক দোকান ছিল। ইবনে সা‘আদের বর্ণনা মতে বহুকাল অবধি এগুলোতে রেশমি কাপড় বিক্রির ধারা অব্যাহত ছিলো।

ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সততা ও স্বচ্ছতা

হযরত হাফস ইবনে আবদুর রহমান ইমাম আবু হানীফার ব্যবসায়ের একজন অংশীদার ছিলেন। ইমাম আবু হানীফা রহ. দোকানে মাল কিনে পাঠাতেন। আর হাফস ইবনে আবদুর রহমান দোকানে থেকে তা বিক্রি করতেন। একবার ইমাম আবু হানীফা রহ. মাল ক্রয় করে দোকানে পাঠালেন এবং হাফস ইবনে আবদুর রহমান কে জানিয়ে দিলেন যে, এক থান কাপড়ের মধ্যে কিছু ত্রুটি আছে। বিক্রয়ের সময় ক্রেতাকে অবশ্যই জানিয়ে দিতে হবে। কিন্তু বিক্রয়ের সময় বিষয়টি আর হাফসের মনে থাকে নি। তিনি ঐ থানটি স্বাভাবিক মূল্যেই বিক্রি করে দিলেন। ক্রেতা ত্রুটির বিষয়টি জানতে পারলো না। তাই সর্তকতা স্বরূপ ইমাম আবু হানীফা রহ. পুরো মূল্যই সদকা করে দিলেন।[75]

জনৈক ব্যক্তি এক বিশেষ রঙের রেশমি কাপড় কিনতে চাইলো। ইমাম আবু হানীফা রহ. বললেন, অপেক্ষা করো, এমন কাপড় হাতে এলে তোমার জন্য রেখে দিবো। এক সপ্তাহ অতিক্রান্ত না হতেই ঐ রঙের কাপড় দোকানে এলো। যখন ঐ ব্যক্তি দোকানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো, তখন ইমাম আবু হানীফা রহ. তাঁকে ডেকে বললেন, তোমার পছন্দসই রঙের কাপড়টি দোকানে আছে। তিনি মূল্য জিজ্ঞেস করলে ইমাম আবু হানীফা রহ. বললেন, ‘এক দিরহাম’। লোকটি ইমাম আবু হানীফা রহ.-

[74] তাবাকাতে ইবনে সাআদ, ৬ষ্ঠ **খ.**, ২৩পৃ.।

[75] তারীখু বাগদাদ, **১৩তম খ.**, ৩৫৮ পৃ.ও আখবারে আবী হানীফা ওয়া আসহাবিহী, ৩৪ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

এর কথাকে রসিকতা মনে করলো। ইমাম আবু হানীফা রহ. বললেন, আমি দু’টি কাপড় বিশ দীনার ও এক দিরহামে কিনেছিলাম। আর আমার মূলধন উসূল হতে মাত্র এক দিরহাম বাকি আছে। তুমি এক দিরহাম দিয়ে অপর কাপড়টি নিয়ে যাও। আমি আমার বন্ধু-বান্ধবদের থেকে সাধারণত লাভ রাখি না।[76] এক ব্যক্তি দোকানে এসে ইমাম আবু হানীফার কাছে বলল, আমার বিবাহের কথা চূড়ান্ত হয়ে গেছে, আমার দু’টি কাপড় প্রয়োজন । ইমাম আবু হানীফা রহ. তাকে দু’সপ্তাহ পরে ডেকে পাঠালেন। সে এলে তিনি তাকে বিশ দীনারের চেয়েও অধিক মূল্যের দু’টি কাপড় দিলেন। উপরন্তু তাকে নগদ আরো এক দিরহাম দিয়ে বললেন, এ সবগুলোই তুমি নিয়ে যাও। এতে লোকটি অত্যন্ত বিস্মিত হলো এবং বিস্ময় প্রকাশ করলো। ইমাম আবু হানীফা রহ. তখন বললেন, আমি কিছু পণ্য তোমার নামে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে বাগদাদে পাঠিয়েছি, সেগুলো বিক্রি করে তোমার কাপড় কিনেছি । আরও এক দীনার অতিরিক্ত রয়ে গিয়েছে, তুমি তা নিয়ে নাও। অন্যথায় আমি এ কাপড় বিক্রি করে তার মূল্য এবং অতিরিক্ত আরও এক দিরহাম দান করে দিবো। আশপাশের লোকজন বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করলো। তখন তিনি বললেন, এ ব্যক্তি এসে আমাকে বলল, আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। আর আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাদ আ’তা ইবনে আবি রাবাহ, আমার নিকট হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর এ কথা বর্ণনা করেছেন, যখন কোন মানুষ নিজের মুসলমান ভাইকে একথা বলে যে, ‘আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন’। তখন লোকটি যেন নিজের একান্ত বিষয়ে তাকে আমানতদার বানিয়ে দিলো’। তাই আমি এ লোকটির সাথে যত বেশি সম্ভব দয়া ও সদাচরণ দেখাতে চাই ।

ইয়ালাহ ইবনে ওয়াকি বর্ণনা করেন যে, আমি ইমাম আবু হানীফা রহ. এর দোকানে বসা ছিলাম, এমতাবস্থায় এক বৃদ্ধ মহিলা রেশমি কাপড় বিক্রি করতে এলেন। ইমাম আবু হানীফা রহ. মূল্য জানতে চাইলে মহিলাটি বললো, একশ’ দিরহাম। তিনি বললেন, এর মূল্য আরও বেশি। তখন মহিলাটি বললেন, দু’শ’ দিরহাম। ইমাম আবু হানীফা রহ. বললেন, এটি এর চেয়েও বেশি দামি। মহিলাটি তখন চারশ’ দিরহাম বললো।

[76] তারীখু বাগদাদ, **১৩তম খ.**, ৩৬২পৃ.।

ইমাম আবু হানীফা রহ. বললেন এখনও এর মূল্য কম বলা হচ্ছে। বৃদ্ধা ভাবলো, ইমাম আবু হানীফা রহ. ঠাট্টা করছেন। তিনি বললেন, তুমি একজনকে ডেকে আনো, যে এ কাপড়ের ন্যায্য মূল্য বলে দিবে। অবশেষে তিনি কাপড়টি পাঁচশ' দিরহামে কিনে নিলেন।

এক ব্যক্তি দোকানে এসে কাপড় কিনতে চাইলো। ইমাম আবু হানীফা রহ. কর্মচারীকে বললেন, লোকটিকে কাপড় দেখাও। সে এক থান কাপড় বের করলো এবং তার উপর হাত রেখে দুরুদ শরীফ পড়লো। তা শুনে ইমাম আবু হানীফা রহ. অসন্তুষ্ট হলেন। আর তাঁর কর্মচারীকে এ বলে ধমকালেন যে, তুমি আমার কাপড়ের প্রশংসা করছো দুরুদ শরীফের মাধ্যমে ? তিনি বললেন, আজ বেচাকেনা বন্ধ থাকবে। আর বাস্তবে তাই করলেন।[77]

ইবাদত ও রিয়াযত (আধ্যাত্ম সাধনা)

কুরআন-সুন্নাহ্র তা'লীম, ফিকহের সংকলন ও ব্যবসায়িক কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও ইমাম আবু হানীফা রহ. পুরো জীবন ইবাদত-বন্দেগী, আধ্যাত্ম সাধনা, 'যুহদ' তথা দুনিয়া বিমুখতা ও তাকওয়া -পরহেযগারীর সাথেই কাটিয়েছেন । হযরত শরীক রহ. বর্ণনা করেন যে, আমি হাম্মাদ বিন আবি সুলাইমান, আলকামা ইবনে মারছাদ, মুহারিব ইবনে দেছার, আওন ইবনে আবদুল্লাহ ,আব্দুল মালিক ইবনে উমাইর, আবু হুমাম সালুলী, মুসা ইবনে তালহা ও আবু হানীফা রহ. প্রমুখসহ অন্যান্য ব্যক্তিদের সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হয়েছি। তাঁদের সাহচর্যে থাকার সৌভাগ্য লাভ করেছি। তবে আমি 'উত্তম রজনীযাপন' তথা রাত্রিকালীন ইবাদত-বন্দেগী, আধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফার চেয়ে অগ্রগামী আর কাউকে পাই নি। আমি দীর্ঘ এক বছর তাঁর সাহচর্যে ছিলাম। এ দীর্ঘ সময়ে তাকে কখনও রাত্রিতে বিছানায় যেতে দেখি নি। হযরত আবু নাঈম বলেন যে, আমি হযরত আ'মাশ, যুমআ'র, হামযাহ যাইয়াত, মালেক ইবনে মিগওয়াল, ইসরাঈল, উমর ইবনে ছাবেত, শারীক প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের সাহচর্যে থাকতাম। আর তাদের সাথে নামায আদায় করতাম। কিন্তু কাউকে ইমাম আবু হানীফা রহ-এর চেয়ে সুন্দর করে নামাজ আদায় করতে দেখি নি। তিনি নামাজ

[77] উকুদুল জুমান, ৩০৯ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

পড়ার পূর্ব মুহূর্তে দোয়া ও কান্নাকাটিতে মগ্ন থাকতেন। এমন কি যে কেউ তাকে দেখলে অবচেতন মনে তার মুখ থেকে একথা উচ্চারিত হয়ে যেতো, নিঃসন্দেহে ইনি এমন এক ব্যক্তি, যিনি আল্লাহকে ভয় করেন। ইমাম আবু হানীফা রহ. নিজেই বলেছেন যে, পবিত্র কুরআনে এমন কোন সূরা নেই, যা আমি নফল নামাযে পড়ি নি। হযরত খারেজা ইবনে মুসআ'ব বর্ণনা করেন যে, দীনের এমন মহান চারজন ব্যক্তি রয়েছেন যারা প্রত্যেকেই এক রাকআত নামাযে পুরো কুরআনে কারীম খতম করেছেন। তাঁরা হলেন হযরত উসমান রা. তামীম দারী রা. সাঈদ ইবনে যুবায়ের রা. ও ইমাম আবু হানীফা রহ.। কাসেম ইবন মাআ'ন বর্ণনা করেন যে, এক রাতে ইমাম আবু হানীফা রহ. নামাযে দাঁড়ালেন। তখন তিনি সারা রাত কুরআনের এ আয়াত বারবার পড়ছিলেন, আর ক্রন্দন করছিলেন।

بل الساعة موعدهم و الساعة أدهى و أمر.

'অধিকন্তু কিয়ামত তাদের শাস্তির নির্ধারিত কাল এবং কিয়ামত হবে কঠিনতর ও তিক্ততর'।[78]

হযরত যায়েদাহ নিজের ঘটনা বর্ণনা করেন, এক রাতে আমি ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর সাথে ইশা'র নামায পড়েছিলাম। তিনি আমাকে দেখতে পান নি। একান্তে তাঁকে একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন ছিলো। তাই আমি মসজিদের এক কোণে বসা ছিলাম। লোকজন নামায পড়ে চলে গেলো। তিনি নফল নামায শুরু করলেন। আর সারা রাত ধরে এ আয়াত বারবার পড়তে থাকলেনI

فمن الله علينا و وقانا عذاب السموم.

'তারপর আমাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে অগ্নিশাস্তি হতে রক্ষা করেছেন।'[79]

এভাবে সকাল হয়ে গেলো। আর আমি তার অপেক্ষায় বসে থাকলাম। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. বলেন যে, 'একবার আমি ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর সাথে যাচ্ছিলাম । পথিমধ্যে কয়েকটি বালক ইমাম ইমাম আবু হানীফাকে দেখে সমস্বরে আওয়াজ করে বলতে লাগলো, ইনি ইমাম আবু

[৭৮] সুরা কামার, আয়াত ৪৬।
[৭৯] সুরা তুর, আয়াত ২৭।

হানীফা, যিনি রাতে ঘুমান না। ইমাম সাহেব বললেন, আবু ইউসুফ! শুনছো, এসব বাচ্চারা কী বলছে ? সত্যিই, আমি আল্লাহর জন্য নিজের উপর আবশ্যক করে নিয়েছি যে, আমি রাত্রিতে ঘুমাবো না। আব্দুল মাজিদ ইবনে আবু রাওয়াদ বর্ণনা করেন যে, আমি হজের দিনগুলোতে ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর মত আর কাউকে এত অধিক তাওয়াফ করতে, নামায পড়তে ও ফতোয়া প্রদানে ব্যস্ত থাকতে দেখি নি। তিনি সারা দিন সারা রাত ইবাদত বন্দেগীতে ব্যস্ত থাকার পাশপাশি তা'লীমও দিতেন। আমি একাধারে দশদিন পর্যন্ত দেখেছি যে, তিনি নামায পড়তেন, তাওয়াফ করতেন, ও দীনী ইলম শিক্ষা দানে ব্যস্ত থাকতেন। রাতে ঘুমাতেন না, এমনকি দিনেও এক ঘন্টার জন্য বিশ্রাম করতেন না। আবদুল্লাহ ইবনে লাবীদ আল আখনাস বর্ণনা করেন যে, পবিত্র রমজান মাস এলে ইমাম আবু হানীফা রহ. নিজেকে কুরআন তিলাওয়াতে ব্যস্ত করে রাখতেন। আর রমজানের শেষ দশকে তার সাথে কথা বলাও কঠিন হয়ে যেতো।

মায়ের খেদমত

ইমাম আবু হানীফার পিতা-মাতা অত্যন্ত নেককার ছিলেন। ব্যবসায়িক ব্যস্ততা সত্ত্বেও তাঁরা শরীয়ত অনুযায়ী জীবন যাপন করতেন । আলিম-উলামা ও দীনী ব্যক্তিদের সাথে বিশেষ সম্পর্ক রাখতেন। তাঁর পিতা ছাবেত ইবনে নোমান রহ. তাবিঈ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তিনি শৈশবে হযরত আলী রা.-এর সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হন এবং তাঁর দোয়াও লাভ করেন। হযরত আমর ইবনে হুরাইছ মাখযুমী কুরাইশী রা.-এর এলাকায় তাঁর দোকান ছিলো। সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর সাথে তার সাক্ষাৎ হতো। তিনি নিজের ছেলেকে নিয়ে হজে গিয়েছিলেন। সেখানে পিতা পুত্র উভয়েই আবদুল্লাহ ইবনে হারেছ রা.-এর সাক্ষাৎ লাভ করেন। যতদিন তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা-মাতা জীবিত ছিলেন ততদিন তাঁদের খেদমতের জন্য তিনি সর্বদা নিবেদিত ছিলেন। তাঁদের ইন্তেকালের পর তিনি সর্বদা তাঁদের জন্য ঈসালে ছওয়াব করতেন এবং তাঁদের আত্মার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করতেন। তিনি নিজেই বর্ণনা করেন যে,

قد جعلت عملي أثلاثا, ثلثا لنفسي و ثلثا لوالدي ثلثا للحماد

'আমি আমার দিনকে তিন ভাগ করে নিয়েছি। এক তৃতীয়াংশ নিজের জন্য, এক তৃতীয়াংশ পিতা-মাতার জন্যএবং বাকি এক তৃতীয়াংশ আমার

www.maktabatulabrar.com

পুত্র হাম্মাদের জন্য'।

ইমাম আবু হানীফার আব্বাজান প্রথমে ইন্তেকাল করেন। আর তাঁর আম্মাজান একশ' ত্রিশ হিজরীর পর ইহলোক ত্যাগ করেন। তাই তিনি মায়ের খেদমতের বিরাট সুযোগ পেয়েছিলেন। কাজী আবু ইউসুফ রহ. বর্ণনা করেন যে, হযরত ইমাম আবু হানীফা রহ. ছাত্রজীবনেও কখনও মাতা-পিতার কথার ব্যতিক্রম করতেন না। এমনকি যখন তিনি আমর বিন যুরআ'র মজলিসে যেতেন, তখনও মাকে বাহনে করে সাথে নিয়ে যেতেন।[80] ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ বর্ণনা করেন যে, একবার ইমাম আবু হানীফার আম্মাজান কোন বিষয়ে কসম খেলেন। তখন তিনি তাঁর ছেলের নিকট এ বিষয়ে ফতোয়া জানতে চাইলেন। তিনি জওয়াব দিলেন। কিন্তু এতে তাঁর মা আশ্বস্ত হলেন না। বরং বললেন, যতক্ষণ তুমি ইমাম যুরআ'র নিকট জিজ্ঞেস না করবে ততক্ষণ আমি আশ্বস্ত হতে পারবো না । তিনি তাঁর আম্মাজানকে সাথে নিয়ে ইমাম যুরআ'র নিকট গেলেন। তাঁর মা নিজেই ইমাম যুরআ'র নিকট ফতোয়া জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, কুফা নগরীর ফকীহ আপনার সাথে আছেন, এ অবস্থায় আমি কী করে ফতোয়া দিবো ? ইমাম আবু হানীফা রহ. যুর'আ রহ.-কে ফতোয়া শিখিয়ে দিলেন। আর তাঁকে বললেন, আপনি অনুরূপ ফতোয়াই দিন। ফলে যুরআ' রহ. তাই করলেন। ইমাম আবু হানীফার আম্মাজান তা মেনে নিলেন এবং আশ্বস্ত হলেন।[81]

কুফা নগরীর আমীর ইয়াযিদ ইবনে উমর ইবনে হুরাইছ ইমাম আবু হানীফার জন্য বিচারকের পদ নির্ধারণ করলেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। এতে ইবনে হুরাইছ শাস্তি স্বরূপ ইমাম আবু হানীফাকে একশ' চাবুক মারলো। তিনি বর্ণনা করেন, এ অমানবিক ও পাশব নির্যাতনে আমি এত কষ্ট অনুভব করি নি, যতটা অনুভব করেছি আমার দুখিনী মায়ের অবস্থা দেখে। তিনি এমন দুঃখজনক ঘটনায় খুবই চিন্তিত ও ব্যথিত হয়ে পড়েছিলেন। এমনকি আম্মাজান আমাকে বললেন, বাবা নো'মান! যে ইলমের কারণে তুমি এমন দুর্দশার সম্মুখীন হয়েছো, সে ইলমের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করো। তখন আমি বললাম, আম্মাজান! যদি

[৮০] উকুদুল জুমান, ২৯২ পৃ.।
[৮১] তারীখু বাগদাদ, ১৩ খ., ৩৬৬ পৃ.।

আমি এ ইলম দ্বারা পার্থিব সুখ শান্তি অর্জন করতে চাইতাম, তাহলে অনেক জাগতিক আরাম আয়েশ ভোগ করতে পারতাম। আমি এ ইলম কেবল মহান আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন ও আখিরাতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যই শিখেছি।[82]

ব্যক্তিগত জীবন ও স্বভাব- চরিত্র

ইমাম আবু হানীফা রহ. ছিলেন এক ধনী পরিবার ও ব্যবসায়ী বংশের ভবিষ্যত আশার আলো। অনেক প্রাচুর্যের অধিকারী ছিলেন। তবুও তিনি অতি সাধারণ ও আড়ম্বরহীন জীবন যাপন করতেন। তিনি নিজেই বর্ণনা করেন যে, বার্ষিক খরচ স্বরূপ চার হাজার দিরহাম নিজের কাছে রেখে দিতাম। বাকি সকল অর্থ আমি দান করে দিতাম। কারণ হযরত আলী রা.-এর মত হলো যে, একজন মানুষের জীবন ধারণের জন্য সাধারণত চার হাজার দিরহাম বা তার চেয়ে কম অর্থই যথেষ্ট। নিজের অনিবার্য প্রয়োজন পূরণ করার জন্য কোন ধনী লোকের দরবারে ধরনা দিতে হবে এমন আশংকা না থাকলে আমি নিজের কাছে একটি দিরহামও রেখে দিতাম না। সব দিয়ে দিতাম।[83]

ফয়েজ ইবনে মুহাম্মাদ আর রাক্কী বর্ণনা করেন যে, একবার আমি বাগদাদে ইমাম আবু হানীফার সাথে সাক্ষাৎ করি এবং বলি যে, আমি কুফায় যাওয়ার ইচ্ছা করেছি। যদি আপনার কোন প্রয়োজন থাকে তাহলে দয়া করে বলুন। ইমাম আবু হানীফা বললেন, তুমি আমার পুত্র হাম্মাদকে আমার পক্ষ থেকে এ কথা বলবে যে, আমার মাসিক খরচ হলো মাত্র দু' দিরহাম। কখনও ছাতু খেয়ে আর কখনও রুটি খেয়ে আমি জীবন যাপন করি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তুমি ঐ দু'টি দিরহাম পাঠাও নি। অতি তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দাও।

ইমাম আবু হানীফা প্রয়োজনগ্রস্ত ও অভাবী আলিম-উলামা, মুহাদ্দিস ও পীর মাশায়েখদের প্রয়োজন পূরণের জন্য একটি পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। তিনি কিছু ব্যবসায়ী পণ্য বাগদাদে পাঠাতেন। সেগুলো বিক্রি করে নতুন পণ্য বাগদাদ থেকে কুফায় আমদানি করে আনতেন। সেগুলো

[82] আখবারু আবী হানীফা ওয়া আসহাবিহী, ৫৩ পৃ.।
[83] আখবারু আবী হানীফা ওয়া আসহাবিহী, ৪৯ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

কুফায় বিক্রি করে সারা বছর ধরে তার লভ্যাংশ জমা করে রাখতেন। আর তা আলিম-উলামাদের জন্য খরচ করতেন। এমনকি তিনি তাদেরকে বলতেন, আপনারা শুধু আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করুন। কারণ আমি আপনাদেরকে আমার মূলধন থেকে কোন অর্থই দান করি নি। এসব অর্থ তো আপনাদের মালপত্রের লভ্যাংশ ।

শারীক বর্ণনা করেন যে, ইমাম আবু হানীফা নিজেই ছাত্রদের পরিপূর্ণ খরচ বহন করতেন। যাতে তারা নিশ্চিন্তে ও নির্বিঘ্নে ইলম অর্জন করতে পারে। ইলম অর্জন সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত তাদের সন্তান-সন্ততিদের জন্যও ভাতা দিতেন। যখন তাদের ইলম শিক্ষা করা শেষ হতো, তখন তাদেরকে বলতেন,এখন তোমরা শরীয়তের হালাল ও হারাম জেনে অনেক বড় ধনী ব্যক্তির মর্তবায় পৌঁছে গেছো।[84] হাসান ইবনে লু'লুওয়ী' বর্ণনা করেন যে, ইমাম আবু হানীফা তাঁর যে সকল শিষ্যদের আর্থিক দুরবস্থা দেখতে পেতেন তাদেরকে দরসের শেষে বসতে বলতেন। মজলিসের অন্যান্য লোকেরা চলে যাওয়ার পর, তিনি তাদেরকে সাহায্য করতেন। একদিন এক শিক্ষার্থীর পরনে পুরনো কাপড় দেখতে পেলেন। তাই স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী তিনি তাকে বসে থাকতে নির্দেশ দিলেন। যখন সবাই চলে গেলো, তখন তিনি বললেন, জায়নামায ওঠাও। এর নীচে পয়সা আছে, তুমি তা নিয়ে নাও। আর নিজের অবস্থার পরিবর্তন করো। ঐ শিক্ষার্থী বললো, আমি ধনী ঘরের সন্তান, আরাম আয়েশে জীবন কাটাই। আমার এগুলোর প্রয়োজন নেই। তিনি বললেন তুমি কি এই হাদীস জানো না?

فان الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبد.

'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার উপর প্রদত্ত নেয়ামতের বহিঃপ্রকাশ দেখতে ভালবাসেন।'

যেহেতু তুমি ধনী লোক তাই তোমার বাহ্য বেশ-ভূষার পরিবর্তন করো। যাতে তোমার বন্ধুবান্ধব তোমার দুর্দশা দেখে দুঃখিত ও চিন্তিত না হয়।। কোন ব্যক্তি ইমাম আবু হানীফার দরসের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দরসে এসে শরীক হলে, তিনি তার খোঁজ খবর নিতেন। যদি সে অভাবী হতো তাহলে তার অভাব পূরণের চেষ্টা করতেন। আর যদি কেউ অসুস্থ

[84] আখবারু আবী হানীফা ওয়া আসহাবিহী, ৪৭, ৪৮ পৃ.।

হতো তাহলে তাকে দেখতে যেতেন এবং সে যাতে ইলম শিক্ষার সর্ম্পক বাকি রাখে সে জন্য খুব উৎসাহ দিতেন।[85] একবার আব্বাসী খলীফা আবু জাফর মনসুর ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর নিকট ত্রিশ হাজার দিরহাম হাদিয়া পাঠালেন। তিনি বললেন, হে আমিরুল মুমিনীন! আমি বাগদাদ শহরে একজন মুসাফির ও ভিনদেশি মানুষ। এখানে এ হাদিয়া সংরক্ষণ করার মতো আমার কোন নিরাপদ স্থান নেই। আপনি আমার নামে এগুলো বায়তুল মালে রেখে দিন। খলীফা আবু জাফর মনসুর তাই করলেন। ইমাম আবু হানীফা দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন, আর ঐ দিরহামগুলো সেখানেই পড়ে রইলো। মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান মাসউদী বর্ণনা করেন যে, আমি ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর চেয়ে বেশি আমানতদার আর কাউকে দেখি নি। ইন্তেকালের সময় তাঁর নিকট পঞ্চাশ হাজার দিরহাম মূল্যের বিভিন্ন জিনিস আমানত স্বরূপ ছিলো। যেগুলো থেকে এক দিরহাম পরিমাণ সম্পদও নষ্ট হয় নি। কাজী আবু ইউসুফ বর্ণনা করেন যে, একদিন বৃষ্টি হচ্ছিলো। আমরা সকলে ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর দরসে তাঁর চারপাশে বসা ছিলাম। উপস্থিতদের মধ্যে ছিলেন দাউদ তায়ী, কাসিম ইবনে মাআ'ন, 'আফিয়া ইবনে ইয়াযিদ, ওয়াকী ইবনে জাররাহ, মালেক ইবনে মিগওয়াল, যুফার বিন হুযাইল। তখন তিনি আমাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা হলে আমার অন্তরের প্রশান্তি ও চোখের জ্যোতি স্বরূপ। দীনের গভীর জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে আমি তোমাদেরকে এমন যোগ্য করে গড়ে তুলেছি যে, সাধারণ জনগণ তোমাদের অনুসরণ করে। তোমাদের প্রত্যেকে বিচারকের দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা রাখো। আমি তোমাদেরকে আল্লাহ তাআ'লা ও তোমাদের ইলমের শপথ দিয়ে বলছি যে, ইলমে দীনকে বিনিময় ও পারিশ্রমিকের লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করা চাই। এবং এটাকে জীবিকা উপার্জনের মাধ্যম বানানো উচিত নয়। তোমাদের কেউ যদি বিচারকের দায়িত্ব পালনের পরীক্ষায় পড়ে যায় এবং এক্ষেত্রে সে নিজের মধ্যে কোন দুর্বলতা বা অকল্যাণের আশংকা করে যা সাধারণ মানুষের নিকট অজানা, তাহলে তার জন্য এ পদ গ্রহণ করা জায়েয নেই। যদি বাধ্য হয়ে গ্রহণ করতেই হয়, তাহলে সাধারণ জনগনের সাথে সর্ম্পক ছিন্ন করবে না। পাঁচ ওয়াক্ত নামায

[৮৫] তারীখু বাগদাদ, ১৩তখ., ৩৬১ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

এলাকার মসজিদে মুসলমানদের সাথে আদায় করবে। তাদের দীনী প্রয়োজন জানার চেষ্টা করবে। বিচারক থাকাকালীন অসুস্থ হয়ে পড়লে এবং বিচারের মজলিসে উপস্থিত হতে না পারলে অনুপস্থিত দিনগুলোর বেতন গ্রহণ করবে না। যে ব্যক্তি বিচারে ইনসাফ রক্ষা করতে পারে না তার বিচার করা বৈধ নয় এবং তা গ্রহণযোগ্য নয়।

ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন এবং তার প্রতি হিংসার বহিঃপ্রকাশ

ইমামে আ'যম ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র এতটাই আকর্ষণীয় ও মনোমুগ্ধকর ছিলো যে , প্রতিটি স্তরের মানুষের মধ্যে তাঁর প্রতি ভালোবাসা বিদ্যমান ছিলো। আলিম-উলামা, আমীর-উমারা, সাধারণ মানুষ সবাই তাঁর ভক্ত ও তাঁর প্রেমিক ছিলো। তাইতো পৃথিবীর সাধারণ রীতি অনুযায়ী হিংসুক ও মন্দপ্রিয় লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধে কটূক্তি করে ও নিন্দার ঝড় প্রবাহিত করে। তাঁর উপর নানা ধরনের অভিযোগ উত্থাপন করে এবং আপত্তি তোলে। শ্রদ্ধেয় ইমামগণের মধ্য হতে অন্য কোন ইমামের প্রতি এত বেশি হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা প্রকাশের ধারাবাহিকতা দেখা যায় নি। বিরামহীন ঝড়ের মত তাঁর বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা চালানো হয়েছে। এবং এর ধারাবাহিকতা আজও অব্যাহত আছে। তাঁর কুৎসা রটিয়ে নিজের নেক আমল নষ্ট করার লোক এখনও আছে। তিনি এসকল নিন্দুক, বিদ্বেষী ও শত্রুদের অপতৎপরতাগুলো সর্বদা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতেন। তাদের জন্য দু'আ করতেন। তাদের সাথে সহমর্মিতার আচরণ দেখাতেন এবং তাদের সাথে হেকমত ও প্রজ্ঞার সাথে চলতেন।

ইউসুফ বিন খালেদ সিমতী যখন ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর নিকট থেকে ইলম শিক্ষা করে বসরায় ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন ইমাম আবু হানীফা রহ. তাকে এ বলে নসীহত করলেন, 'আলিম-উলামাদের একটি জামা'আত পূর্ব থেকেই বসরায় বসবাস করছেন। ইলমের ময়দানে ও দীনদারীর ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের সৌভাগ্য পূর্ব থেকেই তাঁদের হাতে রয়েছে। তাই তুমি নিজস্ব তা'লীমের মজলিস প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করবে না। আর এভাবে বর্ণনা করবে না যে, ইমাম আবু হানীফা বলেছেন বা এটি ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর মত। এমনটি করলে বা

বললে তোমাকে তা'লীমের মজলিস ছাড়তে বাধ্য হতে হবে। কিন্তু ইউসুফ সিমতী বসরায় পৌছে পৃথকভাবে নিজস্ব তা'লীমের মজলিস চালু করলেন। এবং এরূপ বলতে আরম্ভ করলেন যে, 'ইমাম আবু হানীফা রহ. এমন বলেছেন।' পরিণাম তাই হল, যা ইমাম আবু হানীফা রহ.পূর্বেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন। ইউসুফ সিমতীকে মসজিদ ছাড়তে হলো। তারপর যুফার বিন হুযাইল রহ. বসরায় গেলেন। তিনি ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর পরামর্শ অনুযায়ী পৃথকভাবে নিজস্ব মজলিস চালু করা থেকে বিরত রইলেন। বরং বসরার উলামা-মাশায়েখদের মজলিসে বসতে লাগলেন। তাদের বিভিন্ন মতামত ও রায়ের পক্ষে এমন সব শক্তিশালী প্রমাণাদি পেশ করতে লাগলেন যেগুলো সর্ম্পকে বসরার আলিমগণ অনবহিত ছিলেন। তারপর ইমাম যুফার রহ. বলতেন যে, এর চেয়েও উত্তম আরেকটি মত রয়েছে। দলীল প্রমাণের মাধ্যমে তিনি তা প্রমাণ করে দিতেন। যখন এ নতুন মতটি তাঁদের অন্তরে ভালোভাবে গেঁথে যেত, তখন তিনি বলতেন, এটি ইমাম আবু হানীফা রহ.- এর মত। প্রত্যুত্তরে তাঁরা বলতেনÍ

هو قول حسن لا نبالي من قال به

'এটি একটি উত্তম মত। কে বলেছেন, সেটা আমাদের দেখার বিষয় নয়'।

এত বেশি সচেতনতা ও সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও ইমাম আবু হানীফা রহ. পুরো জীবনেই হিংসার শিকার ছিলেন। সব কিছু তিনি সহ্য করে নিতেন। তাছাড়া এমন লোকদের ব্যাপারে নিজ অন্তরকে পরিচ্ছন্ন রাখার সাথে সাথে এ সকল লোকদের জন্য এ দোয়া করতেন।

اللهم من ضاق بنا صدره,فان قلوبنا قد اتسعت

'হে আল্লাহ! আমাদের ব্যাপারে যাদের অন্তরগুলো সংকীর্ণ হয়েছে (তা হোক, এতে আমাদের তেমন কোন আপত্তি নেই) কারণ (আপনার অনুগ্রহে) আমাদের অন্তরগুলো তো প্রশস্ত ও উদার'। তিনি এ দু'আও করতেনÍ

من أبغضني جعله الله مفتيا .

'যে ব্যক্তি আমার সাথে শত্রুতা রাখে, আল্লাহ যেন তাকে মুফতী বানিয়ে দেন'।

www.maktabatulabrar.com

এক ব্যক্তি ইমাম আবু হানীফা রহ. কে জানালেন, হযরত সুফিয়ান সাওরী আপনার ব্যাপারে অশোভনীয় ও অনুচিত কথা বলেন। এ কথা শুনে তিনি প্রত্যুত্তরে বললেন, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন।

ইয়াযিদ বিন কুমাইত বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি আমার সামনে ইমাম আবু হানীফার ব্যাপারে কটূক্তি করলো। এমনকি তাকে 'যিন্দীক' তথা 'বেদীন' বলার ধৃষ্টতা দেখালো। ইমাম আবু হানীফা রহ. উত্তরে তাকে বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে ক্ষমা করুন, তিনি খুব ভালোভাবে অবগত আছেন যে, তুমি যা বলছো তা সত্য নয়।

আবদুর রায্যাক সান'আনী রহ. বলেন, আমি ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর চেয়ে অধিক সহনশীল আর কোন মানুষ দেখি নি। তিনি বর্ণনা করেন- আমরা একবার তাঁর সাথে 'মসজিদে খায়ফে' অবস্থান করছিলাম। বসরা থেকে আগত এক হাজী সাহেব ইমাম আবু হানীফা রহ.-কে মাসআলা জিজ্ঞাসা করলেন। ইমাম আবু হানীফা তার জবাব দিলেন। লোকটি বললেন, হাসান বসরী এ মাসআলাতে এরূপ বলে থাকেন। ইমাম আবু হানীফা বললেন, হাসান বসরী ভুল বলেছেন। এ কথা শুনে মসজিদে থাকা অপর এক ব্যক্তি ইমাম আবু হানীফাকে অশ্রাব্য ভাষায় গালমন্দ করতে লাগলো। আর বললো, আপনি দাবি করছেন হাসান বসরী ভুল করেছেন। এ অবস্থা দেখে মসজিদে থাকা অন্যান্য লোকজন তাকে মারধর করতে ছুটে এলো। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা রহ. সকলকে শান্ত করলেন।। তারপর বললেন হাঁ, এ মাসআলাতে হাসান বসরী ভুল করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহীহ হাদীস বর্ণনা করেছেন। সেটিই আমার মত।

একবার ইমাম আবু হানীফা রহ. কুফার জামে মসজিদে দরস প্রদান করছিলেন। মসজিদের এক কোণে একজন লোক দাঁড়িয়ে ছিলো। সে ইমাম আবু হানীফাকে মন্দ বলছিলো। তিনি সব কিছু শুনছিলেন, আর দরস প্রদানও অব্যাহত রাখছিলেন। দরস প্রদান শেষে ইমাম আবু হানীফা মসজিদ থেকে বের হলেন। লোকটিও ইমাম আবু হানীফার পিছনে পিছনে এলো। যখন ইমাম আবু হানীফা নিজ ঘরের দরজায় পৌছলেন, তখন তিনি লোকটিকে বললেন, এটা আমার ঠিকানা। যদি তোমার কথা শেষ না হয়ে থাকে, তাহলে আমার ঘরে এসো, তোমার কথা শেষ করো। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এ কথা শুনে লোকটি লজ্জিত হয়ে ফিরে গেলো।

জ্ঞান-বুদ্ধি, দূরদর্শিতা ও বোধশক্তি

ইমাম আবু হানীফা রহ. বুদ্ধি, দূরদর্শিতা, অন্যকে বোঝানোর শক্তি ও তীক্ষ্ণ ধীশক্তি ইত্যাদি গুণে তাঁর সমসাময়িক সকল ব্যক্তিদের চেয়ে অনেক অগ্রগামী ছিলেন। তিনি 'ফিরাসাতুল মু'মিন' তথা 'মুমিনের অন্তর্জ্ঞান' এর বিরাট একটি অংশ লাভে ধন্য হন। ইমাম যাহাবী রহ. লিখেন।

وكان من أذكياء بني آدم .

'তিনি (ইমাম আবু হানীফা) ছিলেন শ্রেষ্ঠতম ধীসম্পন্ন আদম সন্তানদের অন্যতম।'

খতীব বাগদাদী রহ. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী থেকে বর্ণনা করেন যে, 'ইমাম আবু হানীফা রহ. এর প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় তাঁর কথা-বার্তা, চাল-চলন, কাজ-কর্মের মাঝেই প্রকাশ পেতো।'

হযরত আলী ইবনে আসেমের বর্ণনা হলো। 'যদি ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর আকল ও বুদ্ধি ভূপৃষ্ঠের অর্ধেক অধিবাসীদের আকলের সাথে তুলনা করা হয়, তাহলে ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর পাল্লাই ভারী হবে।'

তাওবা নামের ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর একজন শিষ্য বর্ণনা করেন যে, তোমরা আমাকে দীনী কোন বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করতে চাইলে ঐ সময়ে প্রশ্ন করবে না যখন আমি রাস্তায় চলি, অথবা কারো সাথে আলাপ আলোচনা করি, বা কোথাও দাঁড়িয়ে থাকি অথবা কোন কিছুতে হেলান দিয়ে থাকি। কারণ এ সকল অবস্থায় এবং এ সকল মুহূর্তে মানুষের আকল স্থির ও সংহত থাকে না। এরপর কোন একদিন আমি আবু হানীফা রহ-এর সাথে চলছিলাম। ইলমে দীন অন্বেষণের অধিক আগ্রহ নিয়ে আমি তাঁর কাছে বিভিন্ন বিষয় জানতে চাচ্ছিলাম। তিনি উত্তর দিয়ে যাচ্ছিলেন, আর আমি তা লিখে নিচ্ছিলাম। আমি সর্বদাই তাঁর সাথে থাকতাম। পরের দিন যখন অন্যান্য ছাত্ররা দরসে এলো, তখন আমি পূর্বের দিনের প্রশ্নোত্তরগুলো বলা শুরু করলাম। কিন্তু আজ তিনি গতকালের উত্তরগুলোকে সম্পূর্ণ ভুল হিসাবে উল্লেখ করলেন এবং সম্পূর্ণ বিপরীত সমাধান দিলেন। আর আমাকে বললেন, আমি তোমাকে নিষেধ করেছিলাম, এমন বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে আমাকে কোন প্রশ্ন করতে না।

www.maktabatulabrar.com

কয়েকটি দৃষ্টান্ত

ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর জ্ঞান, বুদ্ধি, বোধশক্তি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের কয়েকটি দৃষ্টান্তের প্রতি দৃষ্টি দেয়া যাক।

কুফার জনৈক ব্যক্তি 'নাউযুবিল্লাহ' হযরত উসমান রা.-কে ইহুদি বলে বেড়াতো। হযরত আবু হানীফা রহ. তার নিকট গিয়ে বললেন, আমি তোমার মেয়ের জন্য বিবাহের একটি প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। ছেলে খুবই ভদ্র, সম্পদশালী, কুরআনের হাফেজ, দানশীল, আল্লাহভীরু, খুবই ইবাদতকারী, নামাজ রোজার প্রতি যথেষ্ট যত্নশীল। এত গুণের কথা শুনে লোকটি বললো, আমি তো এর চেয়ে কম যোগ্যতার জামাতা পেলেও খুশি। আর এ আত্মীয়তা তো অনেক উত্তম। ইমাম আবু হানীফা বললেন, একটি অসুবিধা আছে, ছেলেটি ইহুদি। একথা শুনতেই লোকটি কঠিনভাবে বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। আর বললো, আপনি একজন ইহুদির সাথে আমার মেয়ের বিবাহ দিতে চাচ্ছেন ? তখন জবাবে ইমাম আবু হানীফা বললেন, আপনার ধারণা মতে কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দুই কন্যার বিবাহ একজন ইহুদির সাথে দিয়েছেন ? একথা শোনা মাত্রই লোকটি বললো, আস্তাগফিরুল্লাহ! (আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি) আমি তওবা করছি, আর কখনও এ ধরনের কথা বলবো না।

খলীফা আবু জাফর মনসুর একবার মসজিদে হারামের অপ্রশস্ততা ও সংকীর্ণতার প্রতি লক্ষ্য করে তা সম্প্রসারণ করার ইচ্ছা করলেন। হেরেমের চতুর্পাশের স্থানগুলোকে মসজিদে হারামের সাথে মিলিয়ে দেয়ার জন্য তিনি ঐ জায়গাগুলোর মালিকদের জন্য বিক্রয় মূল্যের প্রস্তাবও করলেন। কিন্তু তারা মসজিদে হারামের প্রতিবেশী হওয়ার সৌভাগ্য ছেড়ে দিতে কোন ভাবেই সম্মত হচ্ছিলো না। খলীফা আবু জাফর মনসুর অনেক পেরেশান হলেন। জোরপূর্বক তো আর তাদের জায়গাগুলো নেয়া যায় না। ঐ বছর ইমাম আবু হানীফা রহ. হজে গিয়েছিলেন। কিন্তু তার আগমনের কথা জনসাধারণের অবগতিতে ছিলো না। আর তিনি তখনও মানুষের মাঝে ফকীহ ও মুফতী হিসেবে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠেন নি। ইমাম আবু হানীফা রহ. যখন বিষয়টি জানতে পারলেন, তখন নিজেই খলীফা আবু জাফরের কাছে গিয়ে দেখা করলেন। ইমাম আবু হানীফা বললেন, এ বিষয়টির সমাধান খুবই সহজ। পদ্ধতি হলো, আমীরুল মুমিনীন জায়গার

মালিকদের ডেকে জিজ্ঞেস করবেন, কা'বা তোমাদের আশপাশে এসে অবস্থান নিয়েছে না তোমরা কা'বার চতুর্পাশে এসে বসতি গড়ে তুলেছো। যদি তারা এ জওয়াব দেয় যে, কা'বা আমাদের কাছে এসে অবস্থান নিয়েছে, তাহলে তো এটা একটি স্পষ্ট ও স্বীকৃত মিথ্যা কথা হলো। আর যদি তারা এ জবাব দেয় যে, আমরা কা'বার চারপাশে এসে অবস্থান নিয়েছি তাহলে তাদেরকে বলা হবে যে, কা'বার যিয়ারতকারী ও তার উদ্দেশ্যে আগমনকারী লোকের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বায়তুল্লাহর সম্মুখস্থ চত্বরটি তার নিকট আগত মেহমানদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেছে। 'বায়তুল্লাহ' নিজেই সম্মুখস্থ জায়গাটির ব্যাপারে বেশি হকদার। তাই তোমরা তার জন্য জায়গা খালি করে দাও। খলীফা আবু জাফর মনসুর ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর পরামর্শানুযায়ী কা'বা ঘরের চতুর্পাশের জায়গার মালিকদের ডেকে পাঠালেন। তিনি তাদেরকে ইমাম আবু হানীফা রহ. এর বলে দেয়া কথাটি বললেন। তখন হাশেমী সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ স্বীকার করলেন যে, হ্যাঁ, আমরাই কা'বা ঘরের চারপাশে এসে অবস্থান নিয়েছি। তারপর সবাই নিজ নিজ জমি বিক্রি করতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাজি হয়ে গেলো।

একবার হযরত আবদুল্লাহ বিন মুবারক রহ. ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর নিকট মাসআলা জিজ্ঞেস করলেন যে, পাতিলে গোশত রান্না করা হচ্ছে, এমতাবস্থায় তার মধ্যে একটি পাখি পড়ে মরে গেলো। এক্ষেত্রে আপনার মত কী ? ইমাম আবু হানীফা রহ. তাঁর ছাত্রদের প্রশ্ন করলেন, তোমাদের কী রায়? তাঁরা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর 'আছার'(মত) বর্ণনা করলেন। যার আলোকে ফয়সালা হল, গোশতের ঝোল ফেলে দেয়া হবে আর গোশত ধুয়ে পরিষ্কার করে খাওয়া হবে। ইমাম সাহেব বললেন, আমারও এ ফয়সালা। তবে এ ক্ষেত্রে আরেকটি কথা হল, যদি পাতিল টগবগ করা অবস্থায় পাখিটি পড়ে থাকে, তাহলে গোশত ও গোশতের ঝোল উভয়টি ফেলে দিতে হবে। আর যদি পাতিলটি ঠাণ্ডা হওয়ার পর পাখিটি পড়ে থাকে, তাহলে শুধু ঝোল ফেলে দিলেই হবে। আর গোশতগুলো পরিষ্কার করে খেতে পারবে। হযরত আবদুল্লাহ বিন মুবারক এই পার্থক্যের কারণ জানতে চাইলেন। ইমাম আবু হানীফা রহ. বললেন, পাতিল উথলানো অবস্থায় পাখিটি পড়লে তা মশলা ও অন্যান্য উপকরণের ন্যায় পাতিলের গোশতের সাথে মিশে যাবে। তখন

www.maktabatulabrar.com

পাখির শরীরের নাপাকিগুলো গোশতের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে। আর পাতিল যখন উথলানো অবস্থায় থাকবে না বরং স্বাভাবিকভাবে থাকবে, তখন গোশতের সাথে মিশ্রিত হবে ঠিকই কিন্তু পাখির শরীরের কোন প্রভাব ভিতরে পড়বে না। এই ব্যাখ্যা শোনার পর ইবনে মুবারক রহ. বললেন, এটি অনেক উত্তম ও সুন্দর মত।

এক ব্যক্তি ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর নিকট বললো, আমি আমার একটি জিনিস ঘরের মাটির নিচে লুকিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু এখন সে স্থানটি খুঁজে পাচ্ছি না। ইমাম আবু হানীফা রহ. বললেন, যখন তুমি নিজেই জানো না তখন আমি কীভাবে জানবো ?। তারপর তাঁর ছাত্রদেরকে নিয়ে তিনি ঐ ঘরে গিয়ে পৌছলেন। তিনি লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের বিশেষ কামরা কোনটি? যেখানে তোমরা কাপড়-চোপড় ও অন্যান্য জিনিসপত্র রাখো? লোকটি তা দেখিয়ে দিলো। ইমাম আবু হানীফা রহ. তাঁর ছাত্রদেরকে নিয়ে সে কামরায় গেলেন। ইমাম আবু হানীফা রহ. বললেন, যদি তোমরা এ কামরায় কোন জিনিস মাটির নিচে লুকিয়ে রাখতে চাও, তাহলে তা কোথায় রাখবে?। ছাত্ররা নিজ নিজ পছন্দনীয় স্থান চিহ্নিত করলো। ইমাম আবু হানীফা রহ. ঐ জায়গাগুলো খনন করার নির্দেশ দিলেন। যখন তৃতীয় স্থানটি খনন করা হলো, তখন ঐ জিনিসটিও পাওয়া গেলো।

অনুরূপভাবে আরেক ব্যক্তি তার মাটিতে লুকিয়ে রাখা কোন জিনিসের ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা রহ. কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বললেন, এটি ইসলামী ফিকহের সাথে সম্পর্কিত কোন মাসআলা নয়। তবে আমি তোমাকে একটি পরামর্শ দিতে পারি। যাও, সারা রাত নামায পড়তে থাকো। তোমার লুকানো জিনিস পেয়ে যাবে। লোকটি তাই করলো। চতুর্থ রাকাত শেষ না করতেই স্থানটির কথা মনে পড়ে গেলো। যখন সে ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর সাথে বিষয়টি আলোচনা করলো, তখন ইমাম আবু হানীফা রহ. বললেন, আমার জানা ছিলো যে, শয়তান তোমাকে সারা রাত নামায পড়ার সুযোগ দিবে না। আফসোস তোমার জন্য যে, তুমি নামায বন্ধ করে দিলে ! আল্লাহর শুকরিয়া স্বরূপ সারা রাত আর নামায পড়লে না!

ইমাম আবু হানীফা রহ. কোন এক স্থানে দরস দিচ্ছিলেন। এমন সময় তাঁর সম্মুখ দিয়ে একজন লোক যাচ্ছিলেন। তিনি লোকটিকে দেখে

বললেন, এ লোকটিকে ভিনদেশি মনে হচ্ছে। আর তার জামার আস্তিনে মিষ্টি জাতীয় কোন জিনিস লেগে আছে এবং সম্ভবত লোকটি বাচ্চাদের শিক্ষক। তখন একজন ছাত্র তার পিছু নিলো ও অনুসন্ধান চালিয়ে জানতে পারলো, তিনটি মন্তব্যই সঠিক। ছাত্ররা ইমাম সাহেবের নিকট জানতে চাইলো, কীভাবে তিনি লোকটির ব্যাপারে সঠিক মন্তব্য করতে পারলেন ? ইমাম আবু হানীফা রহ. বললেন, লোকটি পথ চলার সময় ডানে বামে তাকাচ্ছিলো। কোন অপরিচিত ও ভিনদেশি সাধারণত এরূপই করে থাকে। তার আস্তিনের উপর মাছি বসা ছিলো। তাই বুঝতে পারলাম, তাতে কোন মিষ্টান্ন লেগে আছে। আর লোকটি আশপাশের বাচ্চাদের দিকে তাকাচ্ছিলো। তার এ আচরণ দেখে ধারণা হলো, লোকটি একজন শিক্ষক।

ইমাম আবু হানীফার রচনাবলি এবং তার গ্রহণযোগ্যতা ও উপকারিতা

হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকেই মূলত ইসলামী ফিকহের নিয়মতান্ত্রিক রচনা ও সংকলন শুরু হয়।

মুসলিম বিশ্বের কোথাও কোথাও আলেম-উলামা ও মুহাদ্দিসগণ কিতাব রচনা শুরু করেন। 'বসরায়' রাবীঈ ইবনে সাবীহা (মৃত্যু ১৬০ হি.) প্রথমে কিতাব লেখেন। 'ইয়ামানে' লেখেন মু'আম্মার ইবনে রাশেদ (মৃত্যু ১৫৩ হি.)। 'মক্কাতে' লেখেন ইবনে জুবাইর (মৃত্যু ১৫০ হি.)। 'কুফাতে' সুফিয়ান সাওরী (মৃত্যু ১৬১ হি.), 'খুরাসান' অঞ্চলে আবদুল্লাহ বিন মুবারক (মৃত্যু ১৯৪ হি.) লেখেন। হুসাইন ইবনে বুসাইর (মৃত্যু ১৮৩ হি.) কিতাব লেখেন 'ওয়াসেত' নামক এলাকায়। আর ঐ যুগেই ইমাম আবু হানীফা রহ. 'কুফাতে' ফিকহের সংকলন করেন। তাঁর শিষ্যদের এক জামা'আত নিয়ে তিনি 'ফিকহী বোর্ড' গঠন করেন এবং হাদীস ও ফিকহের শ্রুতলিপি করান। পরবর্তীতে ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর শিষ্যদের এক জামা'আত তাদের দরসে এসকল কিতাব বর্ণনা করতেন। তাই এ কিতাবগুলো তাদের নামেই পরিচিতি লাভ করে। তা সত্ত্বেও কিছু কিছু কিতাব ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর নামে দুনিয়াতে প্রচলিত আছে। আল্লামা ইবনে নাদীম রহ. ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর কিতাবের তালিকা দিয়েছেন।

www.maktabatulabrar.com

১. কিতাবুল ফিকহিল আকবার
২. রিসালাতু আবি হানীফাতা ইলা উসমান আল-বাত্তী
৩. কিতাবুল 'আলিমি ওয়াল মুতাআল্লিম
৪. কিতাবুর রদ্দি 'আলাল কাদারিয়াহ

ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর ইন্তেকালের অনেক দিন পরও এসকল কিতাব থেকে উপকৃত হওয়ার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে আহলে ইলমদের মাঝেও এ কিতাবগুলোর আলোচনা হয়ে থাকে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে দাউদ ওয়াসেতী বর্ণনা করেনÍ

فان أراد أن يخرج من ذل العمى و الجهل و يجد لذة االفقه فلينظر في كتب أبي حنيفة.

'যে ব্যক্তি এটা চায় যে অন্ধত্ব ও মূর্খতার অপদস্থতা থেকে বের হয়ে ইলমুল ফিকহের স্বাদ আস্বাদন করবে, সে যেন ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর কিতাব অধ্যয়ন করে।'86

যায়েদাহ ইবনে কুদামা রহ.-এর বর্ণনা হলো যেÍ

فإذا كتاب الرهن لأبي حنيفة, فقلت له تنظر في كتبه فقال وددت أنها كلها عندي مجتمعة أنظر فيها, فما بقي في شرح العلم غاية ولكن ما ننصفه.

'আমি সুফিয়ান সাওরী রহ. এর বালিশের নিকট একটি কিতাব পেয়েছি, যা তিনি পড়ছিলেন। আমি কিতাবটি দেখতে চাইলে তিনি আমাকে তা দেখতে দিলেন। আমি দেখলাম তা হলো ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর কিতাব 'কিতাবুর রাহান'। আমি তাঁকে বললাম, আপনি এ কিতাব পড়ছেন ? জবাবে তিনি বললেন, আমি এটা চাই যে, তাঁর সমস্ত কিতাব আমার সংগ্রহে থাকুক। আমি তা পড়তে থাকবো। ইলমের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের কোন সীমা-পরিসীমা নেই। কিন্তু বাস্তব কথা হলো, আমরা ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর সাথে ইনসাফের আচরণ দেখাতে পারি নি।'87

হযরত সাজদাহ রহ. বর্ণনা করেন যে, আমি এবং আবু মুসলিম মুসতামলী উভয়েই ইয়াযিদ ইবনে হারুনের খেদমতে উপস্থিত হলাম। সে সময় তিনি বাগদাদের খলীফা মনসুরের দরবারে অবস্থান করতেন।

৮৬ আখবার— আবী হানীফা ওয়া আসহাবিহী, ৪৮ পৃ.।
৮৭ আখবার— আবী হানীফা ওয়া আসহাবিহী, ৬৫ পৃ.।

আবু মুসলিম তাকে জিজ্ঞেস করলেন।

ما تقول يا ابا خالد في ابي حنيفة و النظر في كتبه .

আবু খালেদ! ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর কিতাব পড়ার ব্যাপারে আপনার কী মন্তব্য?

তিনি উত্তরে বললেন, যদি তোমরা ফকীহ হতে চাও, তাহলে তাঁর কিতাব অধ্যয়ন করো। ফকীহের মধ্যে আমি এমন আর কাউকে পাইনি যিনি ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর কথাকে অপছন্দ করেছেন। সুফিয়ান সাওরী তো কৌশলে তাঁর 'কিতাবুর রাহান' বর্ণনা করেছেন।[88]

হযরত আবদুল্লাহ বিন মুবারক রহ. বলেন যে, আমি সিরিয়াতে ইমাম আওযাঈ'র নিকট যাই। আমি তাঁর সাথে বৈরুতেও সাক্ষাৎ করি। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে খোরাসানের অধিবাসী! কুফা নগরীতে 'আবু হানীফা' নামে এ কোন নতুন ব্যক্তির আবির্ভাব হলো। আমি ঐ সময় তাঁর কথার কোন ব্যাখ্যা দিই নি। মুবারক বলেন, তখন আমি আমার অবস্থানস্থলে চলে আসি এবং ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর কিতাব মুতালা'আয় মগ্ন হয়ে যাই। তিন দিন ধরে অধ্যয়ন করে আমি তাঁর কিতাবের ভালো ভালো মাসআলাগুলো নির্বাচন করি। তৃতীয় দিনে মাসআলার কিতাবটি সাথে নিয়ে আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হই। ইমাম আবু আওযাঈ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন এটি কীসের কিতাব ? আমি তাকে কিতাবটি দেখতে দিলাম। তিনি কিতাবটি পড়তে শুরু করলেন। হঠাৎ একটি মাসআলার প্রতি তার নজর পড়ে, যাতে আমি লিখেছি,"قال النعمان" 'নুমান বলেছেন'। ঐ সময় আযান হয়ে গেলো এবং ইকামতের সময় নিকটবর্তী হলো। আর তাঁর ইমামতির দায়িত্ব ছিলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিতাবের সূচনা অংশ পড়ে নিলেন। এরপর কিতাবটি আস্তিনে রেখেই নামায পড়ালেন। নামায শেষ করে পুনরায় পড়তে শুরু করলেন। এক পর্যায়ে পুরো কিতাবটি পড়ে ফেললেন। তারপর বললেন হে খোরাসানী! এই নু'মান ইবনে ছাবেত কে? আমি বললাম, ইনি একজন বড় মাপের ব্যক্তি যার সাথে আমি ইরাকে ছিলাম। ইমাম আওযাঈ বলেন।

هاذا نبيل من المشائخ. اذهب فاستكثر منه.

[৮৮]তারীখু বাগদাদ, ১৩ খ., ৩৪২ পৃ.।

'নিশ্চয় ইনি অনেক বড় মাপের কোন ব্যক্তি। তুমি তাঁর সান্নিধ্যে যাও, তাঁর থেকে আরো বেশি বেশি ইলম অর্জন করো। তখন আমি বললাম, ইনিই সে ব্যক্তি যার নাম আবু হানীফা এবং যার নিকট যেতে আপনি আমাকে নিষেধ করেছেন।[89] খতীব বাগদাদী এ পর্যন্তই বর্ণনা করেছেন।

'উকুদুল জুমান' নামক কিতাবে আবদুল্লাহ বিন মুবারক এ ঘটনা বর্ণনা করার পর উল্লেখ করেন যে, ইমাম আবু হানীফা রহ. ও ইমাম আওযাঈ উভয়ে পবিত্র মক্কা নগরীতে একত্রিত হন। আমি দেখলাম ইমাম আওযাঈ ও ইমাম আবু হানীফা রহ. ঐ সকল মাসআলা নিয়ে আলোচনা করছেন যে মাসআলাগুলো আমি লিখেছিলাম। আর ইমাম আবু হানীফা রহ. আরো স্পষ্ট ও বিস্তারিত ভাবে দলীলসহ মাসআলাগুলো বর্ণনা করছিলেন। তারপর আমি আওযাঈ রহ. এর সাথে সাক্ষাৎ করলে তিনি এ কথা স্বীকার করেন যে, বুদ্ধির পূর্ণতা ও ইলমের প্রাচুর্যের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা রহ. ঈর্ষার পাত্র। আমি তাঁর ব্যাপারে অনেক ভুল ধারণায় ডুবে ছিলাম। তুমি তাঁর সান্নিধ্যে থেকে আরো ইলম শিক্ষা করো।[90]

হযরত ইমাম শাফিঈ রহ. বর্ণনা করেন।

من لم ينظر في كتب أبي حنيفة لم يتبحر في الفقه.

যে ব্যক্তি ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর কিতাব অধ্যয়ন করে না সে ইলমুল ফিকহে গভীরতা অর্জন করতে পারবে না।'[91]

من لم ينظر في كتب أبي حنيفة لم يتبحر في الفقه ولا يتفقه.

ইমাম শাফিঈ রহ -এর কথাটি দ্বিতীয় আরেকটি বর্ণনায় এভাবে এসেছে, 'যে ব্যক্তি ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর কিতাবের প্রতি মনোনিবেশ করে না সে ইলমের ময়দানে গভীরতা অর্জন করতে পারবে না।'[92]

ইমাম মালেক রহ. খালেদ ইবনে মাখলাদ কাতাওয়ানীর নিকট চিঠি লিখে ইমাম আবু হানীফা রহ. এর কিতাব চেয়ে পাঠালেন। তখন তিনি তা

[৮৯] তারীখু বাগদাদ, ১৩ খ., ৩৩৮পৃ.।
[৯০] উকুদুল জুমান, ১৯২ পৃ.।
[৯১] আখবারু আবী হানীফা ওয়া আসহাবিহী ৮১ পৃ.।
[৯২] উকুদুল জুমান, ১৮৭ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

পাঠিয়ে দিলেন।

يسأله أن يحمل إليه شيئا من كتب أبي حنيفة ففعل.

'ইমাম মালেক রহ. হযরত খালেদের নিকট আবেদন করলেন যে, ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর কিছু কিতাব পাঠাও, তখন তিনি তা পাঠিয়ে দিলেন'[93]।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে দাউদ বলেন যে, একবার হযরত আ'মাশ হজের ইচ্ছা করলেন। আর তিনি বললেনÍ

من هاهنا يذهب إلى أبي حنيفة يكتب لنا كتاب المناسك

'এখানে এমন কেউ কি আছো, যে ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর নিকট গিয়ে আমাদের জন্য কিতাবুল মানাসিক (হজের মাসায়িলের কিতাব) লিখে আনবে ?'[94]

নাসির ইবনে ইয়াহিয়া বলখী উল্লেখ করেন যে, একবার আমি আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কেন ইমাম আবু হানীফা রহ. এর ব্যাপারে আপত্তি তোলেন? উত্তরে তিনি বললেন, কারণ তিনি 'রায়' (যুক্তিভিত্তিক দলীল) ও 'কিয়াস' পেশ করেন। আমি বললাম, ইমাম মালেক রহ. ও কি 'রায়' ও 'কিয়াসের' আশ্রয় গ্রহণ করেন না? ইমাম আহমদ রহ. জবাবে বললেন হাঁ, তবে ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর এ সকল 'রায়' ও মতামত কিতাবে সংরক্ষিত হয়ে গেছে। তার উত্তরে আমি বললাম, ইমাম মালেক রহ.-এর 'রায়' এবং 'কিয়াস'ও কিতাবাদিতে সংরক্ষিত আছে। ইমাম আহমদ রহ. বললেন, ইমাম আবু হানীফা রহ. ইমাম মালেকের চেয়ে 'রায়' ও 'কিয়াস' বেশি করে থাকেন। আপনার উচিত আনুপাতিক হারে উভয়ের সমালোচনা করা।[95]

মোট কথা ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর সমকালীন উলামায়ে কেরামও তাঁর ব্যাপারে কিতাব রচনা ও সংকলনের সাক্ষ্য এবং স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন। তারপরও যদি কেউ এ ধারণা পোষণ করে যে, তিনি কোন কিতাব রচনা করেন নি, তাহলে তা হবে অত্যন্ত নির্বুদ্ধিতা ও বোকামি।

৯৩ উকূদুল জুমান, ১৮৭৬ পৃ.।
৯৪ আখবারু আবী হানীফা ওয়া আসহাবিহী ৭০ পৃ.।
৯৫ মানাকেবে আবী হানীফা ওয়া সাহিবাইহি, ২৫ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

বরং বাস্তবতা হলো শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর কিতাবসমূহ উম্মতের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ও সমাদৃত হয়ে আসছে। ফুকাহায়ে কেরাম ও মুহাক্কিক আলিমগণ তা থেকে উপকৃত হয়ে আসছেন। আমীর ইবনে মাকুলা 'আল ইকমাল' কিতাবে আবু হামেদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে জিবরীল (মৃত্যু : ৩৩৩হি.) এর অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনÍ

سمع كتب ابي حنيفة و ابي يوسف من احمد بن نصر عن ابي سليمان الجوزجاني عن محمد و غير ذالك.

'তিনি ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর বিভিন্ন কিতাব আহমদ ইবনে নছরের নিকট থেকে শুনেছেন। আর আহমাদ ইবনে নছর আবু সুলায়মান জুওজাযানী থেকে আর তিনি ইমাম মুহাম্মদ রহ. থেকে এসকল কিতাব শুনেছেন।'

হযরত কাজী আবু আছেম মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আমেরী আল মারুযী হানাফী মাযহাবের একজন শীর্ষস্থানীয় ইমাম ছিলেন। তার উক্তি হলোÍ

و فقدت كتب ابي حنيفة رحمه اله لامليتها من نفسي حفظا.

যদি ইমাম আবু হানীফার কিতাবগুলো দুনিয়া থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়, তাহলে আমি নিজের স্মৃতি থেকে নতুন করে লিখিয়ে দিতে পারবো।

১৪০ হিজরী থেকে ১৫০ হিজরীর মধ্যবর্তী সময়ে ইমাম আবু হানীফা রহ. ফিকহের রীতি অনুসরণ করে কিতাব রচনা করেন। যেগুলো পরবর্তীতে তাঁদের শিষ্যদের বিভিন্ন কিতাবে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। ফলে ইমামদের কিতাবগুলোর মূল পাণ্ডুলিপি আর অবশিষ্ট থাকে নি। ঠিক ঐ যুগেই ইমাম আবু হানীফা রহ.ও কিছু কিতাব লিখেন। যা তাঁর নামেই প্রসিদ্ধ হয়েছিলো। আলিম-উলামা ও মুহাদ্দিসগণ সেসকল কিতাব থেকে উপকৃতও হয়েছেন। কিন্তু ঐ যুগের রীতি অনুযায়ী তাঁর শিষ্যরা সেই কিতাবগুলোকে নিজেদের রচনা ও সংকলনের ভিতরে অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেছেন। তাই পরবর্তীতে এগুলো তাঁদের নামেই পরিচিত হয়ে ওঠে। এ যুগেও ইমাম আবু হানীফা রহ.ও তার কোন কোন শিষ্য, যেমন ইমাম মুহাম্মদ রহ. ও আবু ইউসুফ রহ.-এর কিতাব মুদ্রিত হয়েছে। যেগুলো বাস্তবে তাঁদের শ্রদ্ধেয় ওস্তাদেরই কিতাব। তাঁরা সেগুলো বর্ণনা করে তাঁর মধ্যে প্রয়োজনীয় সংযোজন ও বিয়োজন করেছেন। তাই সেই

কিতাবগুলো তাঁদের নামে পরিচিতি ও প্রসিদ্ধি লাভ করে।

চালচলন, কথাবার্তা, পোশাক-পরিচ্ছদ ও দৈহিক আকৃতি

ইমাম আবু হানীফা রহ. ছিলেন অত্যন্ত সুদর্শন, সুঠাম অবয়ব ও গাম্ভীর্যপূর্ণ চেহারার অধিকারী। তিনি ছিলেন গোধূম বর্ণের ও মধ্যমাকৃতি বিশিষ্ট। তিনি দামি ও উত্তম কাপড় পরিধান করতেন। সুগন্ধির কারণে তাঁর আগমনের পূর্বেই তাঁর আগমনী বার্তা পৌঁছে যেতো। তাঁর কথাবার্তা ও আলাপ-আলোচনা ছিলো অত্যন্ত মধুর । তিনি ছিলেন সুমধুর স্বরের অধিকারী। তাঁর সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হয়েছেন এমন ব্যক্তিরা তাঁর এসকল গুণের বর্ণনা দিয়ে থাকেন। যেমন চেহারার সৌন্দর্য, পোশাকের উত্তমতা, শরীরের সুগন্ধি, তাঁর মজলিসের সৌন্দর্য, মানুষের নিকট অত্যন্ত সম্মানিত হওয়া, সঙ্গীসাথিদের সাথে সদাচরণ ও উত্তম আখলাক দেখানো ইত্যাদি। অত্যন্ত সুন্দর ও টেকসই জুতা পরতেন। ঘর থেকে বের হওয়ার সময় তিনি জুতার ফিতা ও অন্যান্য কিছু ঠিকঠাক করে বের হতেন। তিনি মোজাও ব্যবহার করতেন। তাঁর কয়েকটি টুপি ছিলো। জামে মসজিদে দরসের হালকায় কালো লম্বা টুপি ব্যবহার করতেন। যা কুফাতে ব্যবসায়ীদের মাঝে প্রচলিত ছিলো। প্রয়োজন হলে পশমী, নকশাদার আঁচলবিশিষ্ট কাপড় এবং চামড়াও ব্যবহার করতেন। জুমার দিন লুঙ্গি ও জামা পরতেন। তাঁর জনৈক শিষ্য আবু মুতী'র ধারণামতে দু'টির মূল্য ছিলো চার দিরহাম। ঘরে সাধারণত চাটাই বিছানো থাকতো।

নজর ইবনে মুহাম্মদ বর্ণনা করেন, একবার আমি ফজরের নামায ইমাম আবু হানীফার সাথে পড়েছি। ঐ সময় আমার শরীরে একটি কোমিসি কম্বল ছিলো। ইমাম আবু হানীফা রহ. কোথাও যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তিনি আমার কাছে কম্বল চাইলেন। (আমি তা দিলাম।) ফেরত দেওয়ার সময় বললেন, তোমার কম্বলটি নিয়ে আমি লজ্জিত হয়েছি। কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন, ওটি মোটা কম্বল। [নজর বলেন] অথচ এ কম্বলটি আমার অনেক পছন্দের কম্বল ছিলো। আমি তা পাঁচ দীনারে কিনেছি। এরপর একদিন আমি ইমাম আবু হানীফার শরীরে কোমিসি ধরনের কম্বল দেখতে পেলাম। আমার ধারণা অনুযায়ী যার মূল্য ছিলো তিরিশ দীনার।

www.maktabatulabrar.com

জেলখানায় শাহাদাত বরণ

ইমাম আবু হানীফা রহ.-কে তাঁর যুগের শাসকদের হাতে অনেক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। উমাইয়া খেলাফতের যুগে ইরাকের গভর্নর ইবনে হুবায়রাহ ইমাম আবু হানীফা রহ.-কে রাষ্ট্রীয় বিচার বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণের লোভনীয় প্রস্তাব দেয়। ইমাম আবু হানীফা তা প্রত্যাখ্যান করেন। এতে সে একশ' দশটি দোররা মারার নির্দেশ দেয়। দোররা মারার পদ্ধতি এমন ছিল যে, প্রতিদিন একটি ভয়ঙ্কর স্থানে নিয়ে গিয়ে দশটি করে বেত্রাঘাত করা হতো। আর ইমাম আবু হানীফা রহ প্রত্যাখ্যান করতে থাকতেন। তারপর আব্বাসী যুগে পুনরায় তাঁর নিকট প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব গ্রহণের আবেদন পেশ করা হয় এবং তা প্রত্যাখ্যান করার কারণে তাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়। বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতির কারণে তাঁকে যে বেত্রাঘাত করা হয়েছিলো বা বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছিলো, এর অন্তর্নিহিত কারণ ভিন্ন কিছু ছিলো । ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর মতে উমাইয়া ও আব্বাসী খলীফারা ইসলামের সঠিক পথ তথা 'সীরাতে মুস্তাকীম' থেকে বিচ্যুত ছিলো। এমনকি তারা মাত্রাতিরিক্ত যুলুম নির্যাতন ও অন্যায়-অবিচার করতো। তাই কাজীর দায়িত্ব গ্রহণ করার অর্থ ছিল, অন্যায়-অবিচার আর যুলুম- নির্যাতনের পথে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করা । ঐ যুগের সচেতন ও সতর্কতা অবলম্বনকারী উলামায়ে কেরাম ও ব্যক্তিত্ববান লোকদের তাদের অন্যায় অবিচারের সহযোগিতা থেকে বেঁচে থাকার নীতি এটাই ছিলো। এ সকল হেকমতের কারণে তাঁরা কোন ধরনের পদ গ্রহণ করাকে গুনাহ মনে করতেন । তাঁরা এসকল আমীর-উমারা ও খলীফাদের রীতি-নীতি ও কাজ-কর্মের ব্যাপারে আস্থাহীন ছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে এক প্রকার শঙ্কাও কাজ করতো। আর এসকল আমীর-উমারা ও খলীফারা বিভিন্ন বাহানায় উলামায়ে কেরামকে নিজেদের সহচর ও সহযোগী বানানোর অপচেষ্টা চালাতো। বড় বড় পদের লোভ আর বিরাট অংকের অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে তাদের উপর অন্যায় ক্ষমতা প্রয়োগ করতে চাইতো। একই আচরণ ইমাম আবু হানীফা রহ.এর সাথেও করা হয়েছিলো। ইমাম আবু হানীফা রহ. অন্যান্য আলিম-উলামাদের তুলনায় অনেক উচ্চ মর্যাদার অধিকারী একজন দীনী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাই খলীফা আবু জাফর মনসুর কাজীর দায়িত্ব প্রত্যাখ্যানের অজুহাতে ইমাম আবু হানীফা রহ.-কে জেলখানায় আবদ্ধ করে বিষপ্রয়োগে হত্যা করে ।

খতীব বাগদাদী রহ. যুফার বিন হুযাইল রহ.-এর কথা বর্ণনা করেন যে, যখন বসরায় হযরত আলী রা.-এর বংশের ইবরাহীম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হাসানের আবির্ভাব ঘটলো এবং তিনি নিজস্ব মতাদর্শের প্রচার চালাচ্ছিলেন, তখন ইমামে আ'যম রহ. প্রকাশ্যে কোন কোন বিষয়ে দৃঢ়তার সাথে তার কথার সমর্থন করে আসছিলেন। হযরত যুফার বিন হুযাইল রহ. বলেন, ঐ সময়ে আমি ইমাম আবু হানীফা রহ.-কে বললাম, মনে হচ্ছে আপনি আমাদের গলায় ফাঁসি লাগানোর ব্যবস্থা করে ক্ষান্ত হবেন। হযরত যুফার রহ. বলেন,এর মধ্যেই কুফার আমীর ঈসা ইবনে মুসার নিকট খলীফা আবু জা'ফর ইবনে মনসুরের নির্দেশনামা এলো যে, 'আবু হানীফাকে আমার নিকট পাঠিয়ে দাও।' তখন ইমাম আবু হানীফা রহ.-কে বাগদাদ নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে তিনি পনের দিনের মত জীবিত ছিলেন। তারপর তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়।[96]

ইবরাহীম ইবনে আবদুল্লাহ, তার ভাই মুহাম্মদ আন নাফস আয্ যাকিয়্যার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার পর বসরায় বিদ্রোহ করে তার মতাদর্শের দাওয়াত দিলো। খলীফা আবু জাফর মনসুর, কুফার আমির তার চাচাতো ভাই ঈসা ইবনে মুসার নিকট নির্দেশ পাঠালে, সে পাঁচ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী নিয়ে এলো। কুফার নিকটবর্তী 'বাখামরা' নামক স্থানে মোকাবেলা হলো। ইবরাহীম ইবনে আবদুল্লাহ যুদ্ধের ময়দানে পরাজিত হলেন। এ ঘটনা ১৪৫ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিলো। ইমাম আবু হানীফা ইবরাহীম ইবনে আবদুল্লাহর মতাদর্শের সমর্থকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইমাম যাহাবী রহ. লিখেন যেI

قد روي أن المنصور سقاه السم فمات شهيدا, رحمه الله لقيامه مع ابراهيم.

খলীফা মনসুর তাঁকে (ইমাম আবু হানীফাকে) বিষ পান করিয়েছিলো আর ইবরাহীমের পক্ষ অবলম্বন করার কারণে তাকে শাহাদাতী মৃত্যুবরণ করে নিতে হয়েছিলো'।[97]

এ ছাড়া অন্যান্য জীবনী গ্রন্থকারও এ ঘটনা উল্লেখ করেন।যখন ইমাম আবু হানীফা রহ.-কে খলীফা মনসুরের নিকট পেশ করা হল তখন তাঁর

৯৬ তারীখু বাগদাদ, ১৩তম খ.৩৩০ পৃ.।

৯৭ আল ইবার খ.১, ২১৩ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

নিকট কাজীর দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব দেয়া হয়। তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলে তাঁকে জেলখানায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। সেখানে তাঁকে ১৫০ হিজরীর রজব মাসে তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়। ইন্তেকালের পর পাঁচজন সরকারি কর্মচারী তাঁকে জেলখানা থেকে বের করে আনে। তখন তাঁকে গোসল দেয়া হয়। তাঁর জানাযায় ৫০ হাজারেরও অধিক লোক অংশগ্রহণ করে। মোট ছয় বার তাঁর জানাজা পড়া হয়। বাগদাদের পূর্বাঞ্চলে 'খায়যারান' নামক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। বাগদাদের কাজী হাসান ইবনে আম্মারাহ গোসল দেয়ার পর ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর সম্মানে নিম্নলিখিত প্রশংসাবাণী পেশ করেনI

رحمك الله وغفر لك لم تفطر منذ ثلاثين سنة ولم تتوسد يمينك بالليل منذ أربعين سنة، وقد أتعبت من بعدك، كنت أفقهنا أعبدنا وأزهدنا و أجمعنا لخصال الخير و قبرت اذ قبرت الى خير و سنة اتبعت من بعدك وفضحت القراء.

'হে ইমাম আবু হানীফা রহ.! আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। আপনি ত্রিশ বছর যাবত রোযাদার ছিলেন। চল্লিশ বছর যাবত আপনি রাতের বেলা কোন শয্যা গ্রহণ করেন নি। আপনি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকীহ, সবচেয়ে বড় ইবাদতকারী, সবচেয়ে বড় যাহেদ তথা দুনিয়াত্যাগী এবং আমাদের মধ্যে সর্বাধিক উত্তম গুণাবলির অধিকারী। আপনি নেক যিন্দেগী ও সুন্নতের উপর থেকে মৃত্যুবরণ করেছেন। আপনার পরবর্তী লোকদেরকে দুঃখ ও শোকের সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে বিদায় গ্রহণ করেছেন। আর আলিম-উলামাদেরকে এতিম করে চলে গেছেন।'[98]

অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে তাঁর জানাযার নামায ছয়বার পড়তে হয়েছে। ইমাম সাম'আনী বর্ণনা করেন যেI

و صلي عليه ست مرات من كثرة الازدحام, آخرهم صلى عليه ابنه حماد .

'প্রচুর লোকজনের উপস্থিতির কারণে তাঁর জানাযার নামায ছয়বার পড়তে হয়। সর্বশেষ তার পুত্র হাম্মাদ নামায পড়েছেন।'

একবার কাজী হাসান ইবনে উমারাহ ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি দয়া

৯৮ তারীখু বাগদাদ, ১৩ খ.।

করুন, আপনি পূর্বপুরুষদের উত্তম উত্তরসূরি ছিলেন। আর আপনি আপনার পর এমন শিষ্য রেখে গেছেন যারা ইনশাআল্লাহ আপনার ইলমের উত্তম স্থলবর্তী হতে পারবে, কিন্তু তাকওয়া ও খোদাভীরুতায় পূর্ববর্তীদের স্থলবর্তী হওয়া কেবল আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও তাওফীকেই সম্ভব।'

হযরত আবদুল্লাহ বিন মুবারক রহ. একবার বাগদাদে এলেন। তখন তিনি ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর কবরের নিকট এসে বললেন, 'হে ইমাম আবু হানীফা! আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি দয়া করুন, ইবরাহীম নাখঈ'র ইন্তেকালের পর তাঁর উপযুক্ত স্থলবর্তী রেখে গেছেন। হাম্মাদ বিন আবু সুলায়মান তাঁর ইন্তেকালের পর উপযুক্ত উত্তরাধিকারী রেখে গেছেন। কিন্তু আপনার অবর্তমানে আপনার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে ভূপৃষ্ঠে এমন কোন উপযুক্ত ব্যক্তি আপনি রেখে যান নি।' হযরত আবদুল্লাহ বিন মুবারক রহ. এ কথা বলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে অনেকক্ষণ কাঁদলেন।[99]

সন্তানাদি ও নাতিপুতি

ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর সন্তানাদির মধ্যে কেবল হাম্মাদ রহ.- এর কথাই জানা যায়। যার নাম তিনি তাঁর প্রিয় উস্তাদ হাম্মাদ বিন সুলায়মান এর নামে রেখেছেন। তিনি ছিলেন পিতার ইলমের যোগ্য উত্তরাধিকারী। আর পরহেযগারী ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে পিতার অনুরূপ। তিনি ফিকাহ ও হাদীস উভয় শাস্ত্রের জ্ঞানী ছিলেন। তাঁর পুত্র ইসমাঈল খলীফা মামুনের যুগে বসরার কাজী ছিলেন। ইসমাঈল ছাড়াও আবু হিব্বান, উসমান ও উমর নামে তাঁর আরও তিন সন্তান ছিল।[100]

ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর কতিপয় প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী

ইমাম আবু হানীফা রহ.-ইলম, প্রজ্ঞা ও অন্যান্য গুণের ক্ষেত্রে তাঁর সমকালীন ব্যক্তিদের মাঝে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁর বিচক্ষণতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বোধশক্তি ইত্যাদি গুণ সকলের মাঝে প্রসিদ্ধ ছিলো। তাঁর অনেক হিকমতপূর্ণ বাণী বিভিন্ন কিতাবে সংরক্ষিত আছে।

৯৯ আখবারু আবী হানীফা ওয়া আসহাবিহী ও আল ইনসাব, সামআনী খ.৬, ৬৫ পৃ.।
১০০ আল মা'আরিফ ২১৬ পৃ.; আলফিহ্‌রিস্‌ত, ২৮৪ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

নিম্নে সেগুলোর কয়েকটি উল্লেখ করা হল :

❖ আলিম-উলামাদের ঘটনাবলি বর্ণনা করা এবং তাঁদের মজলিসগুলোতে শরীক হওয়া আমার নিকট ফিকহী আলোচনা ও পর্যালোচনার চেয়েও উত্তম। কেননা তাঁদের বিভিন্ন বাণী, আলাপ-আলোচনা ও মজলিসগুলোতে তাঁদের প্রকৃত আদব-আখলাক ও মহৎ চরিত্র ফুটে ওঠে।

❖ কোন বিশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় বিষয় উপস্থিত হলে তা আহার গ্রহণ করা ব্যতীত পূর্ণ করে নেয়াই উচিত। কারণ খাবার মানুষের চিন্তাশক্তির মধ্যে ভারিত্ব ও স্থবিরতা সৃষ্টি করে।

❖ যে ব্যক্তি সময়ের পূর্বেই সম্মান, মর্যাদা, ও নেতৃত্বের আশা রাখে সে জীবনভর লাঞ্ছিত ও অপদস্থ থাকে।

❖ যে ব্যক্তি দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে ইলমে দীন অর্জন করে, সে ইলমের বরকত থেকে মাহরুম থাকে। তার অন্তরে ইলমে দীন সুদৃঢ় ও বদ্ধমূল হয় না। আর তার ইলম দ্বারা কেউ উপকৃত হতে পারে না।

❖ সবচেয়ে বড় ইবাদত হলো আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা, আর সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো কুফরি করা।

❖ যে ব্যক্তি ফিকাহ অর্জন করা ছাড়া হাদীস পড়ে, তার দৃষ্টান্ত হল ঐ ঔষধ বিক্রেতার মত যে ঔষধ বিক্রি করে কিন্তু তার জানা নেই যে, কোনটি কোন রোগের ঔষধ। ডাক্তার তাকে বলে দেয়। অনুরূপভাবে ফিকহে অনভিজ্ঞ মুহাদ্দিস হাদীসতো জানেন কিন্তু তিনি এর উপর আমলের ক্ষেত্রে ফকীহের প্রতি মুখাপেক্ষী থাকেন।

❖ স্ত্রীলোক কোন স্থান থেকে উঠে গেলে উষ্ণতা অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত সে স্থানে বসবে না।

❖ যদি দীনের আলিমগণ আল্লাহর ওলী ও নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন না করেন তাহলে কে এ সৌভাগ্য অর্জন করবে?

❖ আমি শুরুতে অপমান ও অপদস্থতার ভয়ে গুনাহ বর্জন করতাম। পরবর্তীতে এ আমল দীনের অনুসরণ ও খোদাভীরুতায় পরিণত হয়।

❖ কেয়ামতের দিন যখন আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাঁর সামনে দাঁড় করবেন তখন হযরত আলী রা. ও হযরত মুয়াবিয়া রা.-এর মধ্যকার মতানৈক্যের ব্যাপারে আমাকে কোন প্রশ্ন করা হবে না। বরং আমাকে যে

সকল বিধি-বিধান মেনে চলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেগুলোর ব্যাপারেই আমাকে জিজ্ঞেস করা হবে। সেগুলো মেনে চলার ব্যাপারে যত্নবান থাকাই আমার জন্য উত্তম।

❖ ইমাম আবু হানীফা রহ. নিচের কবিতাগুলো মাঝে মাঝে আবৃত্তি করতেন।

عطاء ذي العرش خير من عطاءكم + سيبه واسع يرجى و ينتظر

'আরশ অধিপতির পুরস্কার ও দান তোমাদের দান-দক্ষিণা থেকে অনেক উত্তম এবং তার ভাণ্ডার অনেক প্রশস্ত যার আশা রাখা যায়।'

أنتم يكدر ما تعطون منكم + و الله يعطي بلا من و لا كدر

'তোমরা তোমাদের অনুগ্রহ ও উপকার করাকে খোঁটা দিয়ে পঙ্কিল করে ফেলো। আর আল্লাহ তা'আলা কোন ধরনের পঙ্কিলতা ও খোঁটা দেয়া ছাড়াই অবারিত দান করে থাকেন।'[101]

اللهم ارحم على أبى حنيفة و اغفر له و ارفع درجته فى عليين

آمين يا رب العالمين

[101] জামিয়ু বয়ানিল ইল্‌মি; আখবারু আবী হানীফাতা ওয়া আসহাবিহী; উকুদুল জুমান ও অন্যান্য কিতাব।

www.maktabatulabrar.com

ইমাম মালিক বিন আনাস আসবাহী রহ.

নাম ও বংশ পরিচয়

ইমাম মালিক বিন আনাস রহ.-এর পূর্ণ নাম ও পরিচয় হলো এই – ইমামু দারিল হিজরাহ আবু আবদুল্লাহ মালিক বিন আনাস বিন মালিক বিন আবু আমের নাফি' বিন আমর বিন হারেস বিন উসমান বিন জুসাইল বিন আমর বিন হারেস যু আসবাহ আসবাহী হুমাইরী মাদানী রহ.। কোনো কোনো আলিম বংশ পরিচয়ে উসমান-এর স্থলে গাইমান বর্ণনা করেছেন। তাঁর বংশ ইয়ামেনের প্রসিদ্ধ গোত্র হিময়ার বিন সাবা-এর সঙ্গে মিলিত হয়।[102]

ইমাম মালিকের দাদা মালিক বিন আবু আমের নাফি' ইয়ামানের কোনো এক অঞ্চলে যাকাত ও সাদকা আদায়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। কোনো কোনো শাসকের জুলুমে তিনি অতিষ্ঠ হয়ে পড়েন এবং মদীনায় চলে আসেন। তিনি কুরাইশের শাখা গোত্র বনী তামীম বিন মুররা-এর সঙ্গে বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তা স্থাপন করে তাদের সাথে বসবাস করতে শুরু করেন।

বনী তাইমের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তা

ইমাম মালিকের চাচা আবু সুহাইল-এর বর্ণনা। আমরা যু আসবাহ গোত্রের লোক। আমাদের দাদা মদীনায় এসে বনী তাইম গোত্রে বিবাহ করেন। একারণে আমাদেরকে ঐ গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়। এই বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তার সম্পর্ক হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ তাইমী রা.-এর ভাই হযরত উসমান বিন উবায়দুল্লাহ তাইমী রা.-এর মাধ্যমে স্থাপিত

[102] জামহারাতু আনসাবিল আরব, ইবনে হাযম, ৪৩৬ পৃ.।

হয়েছিলো।[103]

ইমাম মালিক রহ.-এর মায়ের নাম ছিলো আলিয়া। তিনি শারীক বিন আবদুর রহমান বিন শারীক-এর কন্যা ছিলেন। কাজী মুহাম্মদ বিন ইমরান তাইমী বলেন, ইমাম মালিক রহ. হিময়ার গোত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং আমাদের সঙ্গে তাঁর বংশীয় আত্মীয়তা রয়েছে।[104]

আবু আমের নাফে বিন আমর রা. সাহাবী ছিলেন। তিনি বদর যুদ্ধ ব্যতীত অন্য সব যুদ্ধে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছেন। মালিক বিন আবু আমের প্রথম সারির অন্যতম তাবিঈ ছিলেন। বড় আলিম ও মর্যাদাবান বুযুর্গ ছিলেন। কয়েকজন বড় বড় সাহাবী থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ছিলেন ছিকাহ [বিশ্বস্ত] মুহাদ্দিস। তাঁর ছিলো চার ছেলে : আনাস, উয়াইস, আবু সুহাইল, নাফি' ও রবী'। চার পুত্রই তাঁর পিতা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। সম্ভবত আনাস ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিলেন। একারণে মালিক বিন আবু আমের-এর উপনাম ছিলো আবু আনাস। তাঁরা চার ভাই-ই সমকালীন উলামা ও মুহাদ্দিসগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইমাম মালিক রহ.-এর পিতা আনাস থেকে তাঁর পুত্র মালিক এবং মুহাম্মদ বিন শিহাব যুহরী হাদীস বর্ণনা করেছেন।[105]

বাসস্থান

মদীনা মুনাওওয়ারা থেকে কয়েক মাইল দূরে 'আকীক' উপত্যকা অবস্থিত। ওখানে জুরফ্ নামে একটি প্রসিদ্ধ নিচু ও প্রবহমান এলাকা ছিলো। যেখানে ফসলের খেত ও বাগ-বাগিচা ছিলো। ওখানে হযরত উমর রা.-এর জায়গীরও ছিলো। সবুজ শ্যামলিমা ও সজীবতার কারণে ঐ জায়গাটি ছিলো খুবই আকর্ষণীয়।[106] ঐ এলাকাতেই ইমাম মালিক রহ.-

103 তারতীবুল মাদারিক ওয়া তাকরীবুল মাসালিক লিমা'রিফাতি আ'লামি মাযহাবি মালিক, কাজী ইয়ায, ১ম খন্ড, ১০৬ পৃ.; তাযকিরাতুল হুফফায, যাহাবী, ১ম খন্ড, ১৯৩ পৃ.।

104 জামহারাতু আনসাবিল আরব, ইবনে হাযম, ৪৩৬ পৃ.; তারতীবুল মাদারিক ওয়া তাকরীবুল মাসালিক, ১ম খন্ড, ১০৫ পৃ.।

105 আল-জারহু ওয়াত্ তা'দীল, ১ম খন্ড, ১ম ভাগ, ২৮৬ পৃ.।

106 ওয়াফাউল ওয়াফা, ৪র্থ খন্ড, ১১৭৫ পৃ.

www.maktabatulabrar.com

এর পিতার জাঁকজমকপূর্ণ অট্টালিকা ও মহল ছিলো। এই প্রাসাদটি 'কসরুল মুকআদ' নামে প্রসিদ্ধ ছিলো। কাজী ইয়ায লিখেছেন।

كان أبو مالك بن أنس مقعدا، و كان له قصر بالجرف، يعرف بقصر المقعد

মালিক বিন আনাসের পিতা ছিলেন মুকআদ। জুরফে তাঁর একটি প্রাসাদ ছিলো। এই প্রাসাদটি 'কসরুল মুকআদ' নামে পরিচিত ছিলো।[107]

মুকআদুন নসব ও মুকআদুল হাসাব এমন ব্যক্তিকে বলা হয় যার বংশ পরিচয় সংক্ষিপ্ত বা যার বংশ পরিচয় রক্ষিত হয় নি।[108]

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে ইমাম মালিক রহ.-এর বংশ যখন ইয়ামান থেকে মদীনায় চলে আসে তখন তাদের সদস্যসংখ্যা ছিলো কম এবং তারা অপরিচিত ছিলেন। একবার লোকেরা ইমাম মালিক-এর নিকট তাঁর আকীক উপত্যকায় বসবাস করার কারণ জানতে চাইলো এবং বললো যে এতে তো আপনার মসজিদে নববীতে আসা-যাওয়া করতে কষ্ট হয়। তাদের কথা শুনে ইমাম মালিক বললেন, আকীক উপত্যকার জন্য রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ভালোবাসা ছিলো এবং তিনি ওখানে গমন করতেন। কতিপয় সাহাবী যখন ওখান থেকে স্থানান্তরিত হয়ে মসজিদে নববীর কাছাকাছি বসবাস করতে চাইলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, 'তোমরা কি মসজিদে আসা-যাওয়ার মধ্যে সওয়াব আছে বলে মনে করো না?'

ইমাম মালিক রহ. অবশ্য পরবর্তী সময়ে মদীনায় চলে এসেছিলেন। ইবনে বুকাইরের বর্ণনা : ইমাম মালিক প্রথমে আকীক উপত্যকায় ছিলেন। তারপর মদীনায় চলে আসেন। এখানে হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা.-এর ঘরে অবস্থান করেন। যা হযরত উমর রা.-এর ঘরের নিকটেই মসজিদে নববীর সঙ্গে মিলিত ছিলো এবং যেখানে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ই'তিকাফ করতেন। ইমাম মালিক রহ.-এর বিছানাও ঐ ঘরেই রাখা হতো।[109]

জন্ম ও শৈশব

107 তারতীবুল মাদারিক, ১ম খন্ড, ১০৮ পৃ.।

108 তাজুল উরূস, ৯ম খন্ড, ৫০ পৃ. (কুয়েত)।

109 তারতীবুল মাদারিক, ১ম খন্ড, ১১৫ পৃ.।

ইমাম মালিক রহ. ৯৩ হিজরী সালে জুরফ্ এলাকার একাংশ যু-মারওয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৯০ হিজরী, ৯৪ হিজরী বা ৯৫ হিজরী সালে জন্মগ্রহণ করেছেন বলে কেউ কেউ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সাধারণ জীবনীকারগণ লিখেছেন, ইমাম মালিক তিন বছর মায়ের গর্ভে ছিলেন। কেউ কেউ দুই বছরের কথা বলেছেন।

ইমাম আবু হানীফা রহ. ইমাম মালিক রহ. থেকে বয়সে তের বছরের বড়। ইমাম আবু হানীফা ইমাম মালিকের শৈশবকালেই তাঁকে দেখেছিলেন। একবার লোকেরা ইমাম আবু হানীফার কাছে জিজ্ঞেস করলো, মদীনার নওজোয়ান ছেলেদের আপনার কেমন মনে হলো? তিনি বলেছিলেন, যদি তাদের মধ্যে কেউ উচ্চতায় উপনীত হয়, তাহলে সে হবে মালিক। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেনI

إن نجب منهم فالأشقر الأزرق يعني مالكا

'তাদের মধ্যে কেউ যদি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন হয় তাহলে লাল গৌরবর্ণের ছেলেটিই হবে।' একথা বলে তিনি ইমাম মালিককে বোঝান।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, ইমাম আবু হানীফা বলেছেন, 'আমি মদীনায় ইলম ছড়ানো-ছিটানো দেখেছি। সেগুলো কেউ সংগ্রহ করলে এই ছেলেই করবে।' ইবনে গানিম বলেন, আমি পরবর্তী কালে ইমাম আবু হানীফার এই কথা ইমাম মালিককে শুনিয়েছি। শুনে তিনি বলেছেন, ইমাম আবু হানীফা সত্য বলেছিলেন। আমি তাঁকে দেখেছিলাম। তিনি বড় প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ছিলেন। আফসোস, তিনি যদি তাঁর ফিকহের বুনিয়াদ মূলের উপর অর্থাৎ মদীনাবাসীর আছার (বর্ণনা)-এর উপর স্থাপন করতেন!

হাদীস অন্বেষণের আগে কাপড়ের ব্যবসা

ইমাম মালিক নিয়মতান্ত্রিক ইলম অর্জনের আগে তাঁর ভাই নযরের সঙ্গে কাপড়ের ব্যবসা করতেন। অর্থাৎ সুতি কাপড়ের ব্যবসায় তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছেI

و كان أخوه النظر يبيع البز، و كان مالك معه بزازا، ثم طلب العلم

'তাঁর ভাই নযর কাপড় বিক্রি করতেন। ইমাম মালিকও তাঁর সঙ্গে বস্ত্র-ব্যবসায়ী ছিলেন। তারপর ইলম অর্জন করেন।'

এ-কারণেই প্রথম দিকে তাঁর পরিচয় তাঁর ভাই নযরের সঙ্গে মিলিয়ে পেশ করা হতো। বলা হতো, **مالك أخو النظر** অর্থাৎ নযরের ভাই মালিক।

www.maktabatulabrar.com

ইলম অর্জনে মগ্ন হওয়ার পর তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে এবং উপর্যুক্ত পরিচয় বিপরীতভাবে প্রচারিত হতে থাকে। তখন মানুষ বলতে শুরু করে, **النظر أخو مالك** অর্থাৎ মালিকের ভাই নযর।[110]

শৈশবে জ্ঞানার্জনের প্রতি আগ্রহ এবং রাবীয়া যায়ী'র দরসে অংশগ্রহণ

ইমাম মালিক রহ.-এর শৈশবের পরিবেশ দীনী ও ইলমী ছিলো। মদীনায় ব্যাপকভাবে হাদীসের বর্ণনা হতো। ইমাম মালিক শৈশবেই হাদীসের জ্ঞানার্জন শুরু করেন। তিনি নিজেই বলেন, 'আমি আমার মাকে বললাম, আমি ইলম অর্জন করতে যাবো।' তিনি বললেন, 'এসো, আমি তোমাকে দীনী ইলমের পোশাক পরিয়ে দিই।' এই বলে তিনি আমাকে উপযুক্ত পোশাক পরিয়ে দিলেন। মাথার ওপর কালো লম্বা টুপি রেখে তার ওপর পাগড়ি পরিয়ে দিলেন। তিনি আমাকে বললেনI

اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه

'তুমি রবীয়া'র কাছে যাও এবং তাঁর ইলম শেখার আগে তাঁর আদব শেখো।'

অন্য এক বর্ণনায় আছে, তাঁর মা বলেছিলেন, **اذهب الأن فاكتب** 'এবার যাও এবং হাদীস লিখতে শুরু করো।'

যুবায়রী বর্ণনা করেন, 'আমি মালিককে রবীয়ার পাঠদানের মজলিসে বসতে দেখেছি। সে সময়ে তার কানে এক প্রকার অলঙ্কার ছিলো।'[111]

ইমাম আবু উসমান রবীয়া বিন আবু আবদুর রহমান ফররুখ তায়মী মাদানী রহ. (মৃত্যু : ১৩৬ হিজরী) রা'বী নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি হযরত আনাস বিন মালিক ছাড়াও আরো অনেক উলামায়ে তাবিঈন থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি অধিক হাদীস বর্ণনাকারী, ছিকাহ (বিশ্বস্ত), মুহাদ্দিস ও ফকীহ। মদীনার গণ্যমান্য উলামা ও ফুকাহায়ে কেরাম তাঁর পাঠদানের মজলিসে শরীক হতেন। এই মজলিস মসজিদে নববীতে অনুষ্ঠিত হতো। রবীয়ার ইলমী মজলিস থেকে পাগড়ি-পাওয়া চল্লিশ জন শায়খ (হাদীস বর্ণনাকারী) ছিলেন।

---

110 তারতীবুল মাদারিক, ১ম খণ্ড, ১১৯, ১২৮, ১২৯ পৃ.।

111 তারতীবুল মাদারিক, ১ম খণ্ড, ১১৯ পৃ.; আল-মুহাদ্দিসুল ফাযিল, রামাহরমুযি, ২০১ পৃ.।

ইবনে উমর রা.-এর আযাদকৃত গোলাম নাফি' এবং আবদুর রহমান বিন হরমুযের শিষ্যত্ব গ্রহণ

সেই সময়ে ইমাম মালিক রহ. আবদুল্লাহ বিন উমর রা.-এর আযাদকৃত গোলাম নাফি' থেকে হাদীসের ইলম অর্জন করতেন। ইমাম মালিক বলেন, 'আমি শৈশবেই আমাদের কর্মচারীর সঙ্গে নাফি'র ওখানে যেতাম। তিনি ওপর থেকে নিচে নেমে এসে তাঁর আসনে বসতেন এবং আমাকে হাদীস বর্ণনা করতেন। আমি দুপুরের দিকে তাঁর কাছে যেতাম। সে সময়ে রাস্তায় ছায়া পাওয়া যেতো না। আমি আসার কারণে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেন। কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর আমি তাঁর কাছে প্রশ্ন করতাম যে ইবনে উমর অমুক অমুক মাসআলায় কী বলেছেন? তিনি এসব প্রশ্নের উত্তর দিতেন।' ইমাম মালিক রহ. আরো বলেন, 'আমি সকাল বেলা আবদুর রহমান বিন হরমুযের কাছে যেতাম এবং রাতে ওখান থেকে ফিরতাম।'

মুসআব বর্ণনা করেন, 'ইবনে উমরের আযাদকৃত গোলাম নাফি' অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর ইমাম মালিক জান্নাতুল বাকীর দিকে নাফি'র যে বাড়ি ছিলো ওখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসতেন এবং তাঁর কাছে হাদীসের ব্যাপারে বিভিন্ন প্রশ্ন করতেন।'[112] ইমাম মালিক রহ. বলেন, 'আমার এক বড় ভাই ছিলেন এবং তিনি ইবনে শিহাবের সমবয়সী ছিলেন। একদিন আমাদের পিতা আমাদের (দুই ভাইয়ের) সামনে একটি মাসআলা পেশ করলেন। আমার ভাই সঠিক জবাব দিলেও আমি ভুল করে ফেললাম। আমার পিতা আমাকে বললেন, তোমার পোষা কবুতর তোমাকে ইলম অর্জন থেকে উদাসীন করে দিয়েছে। তাঁর এ কথায় আমি খুব কষ্ট পেলাম। তারপর থেকে আমি আবদুর রহমান বিন হরমুযের পাঠদানের মজলিসে যেতে শুরু করলাম। ওখানে আমি সাত বছর ইলম অর্জন করেছি। সে সময়ে আমি অন্য কোনো শায়খের কাছে যাই নি। আমি তাঁর মজলিসে যাওয়ার সময় সঙ্গে করে খেজুর নিয়ে যেতাম এবং ছেলেপেলেদের দিয়ে বলতাম, কেউ শায়খ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তোমরা বলবে তিনি এখন ব্যস্ত আছেন। একবার ওখানে গিয়ে আবদুর রহমান বিন হরমুযের ঘরের দরজার সামনে দাঁড়ালাম। তিনি দাসী পাঠিয়ে জানতে চাইলেন দরজার

[112] তারতীবুল মাদারিক, ১ম খণ্ড, ১২০, ১২১ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

সামনে কে দাঁড়িয়ে আছে। দাসী তাঁর কাছে গিয়ে বললো, সেই লাল গৌরবর্ণের ছেলেটি। ইবনে হরমুয বললেন, তাকে আসতে দাও। সে একজন ইমাম। ইবনে হরমুযের পাঠদানের মজলিস মসজিদে নববীতে অনুষ্ঠিত হতো।

আবু দাউদ আবদুর রহমান বিন হরমুয আল-আ'রাজ মাদানী রহ. (মৃত্যু: ১১৭ হিজরী) হযরত আবু হুরায়রা রা.-এর জামাতা এবং তাঁর ইলমের উত্তরাধিকারী ছিলেন। বহু সংখ্যক তাবিঈন থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ছিলেন অধিক হাদীস বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত (ছিকাহ)মুহাদ্দিস। তাছাড়া তিনি বংশজ্ঞান, আরবতত্ত্ব ও ইলমে কিরাআতের অনেক বড় আলিম ছিলেন।

সাফওয়ান বিন সুলাইমের শিষ্যত্ব গ্রহণ

ইমাম মালিক রহ.-এর শৈশবকালীন উস্তাদদের মধ্যে সাফওয়ান বিন সুলাইম অনেক বড় বুযুর্গ ছিলেন। একদিন তিনি তাঁর শিষ্য মালিকের কাছে একটি স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। শিষ্য মালিক বললেন, আপনি তো অনেক বড় বুযুর্গ, আপনি আমার কাছে কোনো কথা জিজ্ঞেস করছেনI এটা তো খুবই আশ্চর্যের বিষয়। উস্তাদ সাফওয়ান বললেন, ভাতিজা, কোনো কথা নেই। এতে কী সমস্যা! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে আমি আয়না দেখছি। শিষ্য মালিক সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'আপনি আপনার আখেরাত সাজিয়ে তুলছেন এবং আপনার রবের নৈকট্য লাভের সামান পাঠিয়ে যাচ্ছেন।' স্বপ্নের এ ব্যাখ্যা শুনে উস্তাদ সাফওয়ান খুশি হয়ে বললেনI

أنت اليوم مويلك، و لئن بقيت تكونن مالكا

اتق الله يا مالك إذا كنت مالكا، و إلا فأنت هالك

'তুমি এখন ছোটো বাদশা আছো, যদি বেঁচে থাকো অবশ্যই বড় বাদশা হবে। হে মালিক, যখন তুমি বড় বাদশা হবে আল্লাহকে ভয় করবে, অন্যথায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।'

ইমাম মালিক বলেন, সে সময়ে আমাকে ভালোবাসার কারণে ছোটো বাদশা বলে ডাকতো। সাফওয়ান বিন সুলাইম এবারই প্রথম আমাকে আমার উপনাম আবু আবদুল্লাহ বলে ডেকেছেন। আর এটা তাঁরই দেওয়া

নাম।[113]

আবু আবদুল্লাহ সাফওয়ান বিন সুলাইম কুরাশী যুহরী মাদানী রহ. (মৃত্যু : ১৩২ হিজরী) হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর রা. এবং বড় বড় তাবিঈন থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর বুযুর্গী ও তাকওয়ার অবস্থা এই ছিলোI যদি তাকে সংবাদ দেওয়া হতো যে আগামীকাল কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবে, তাঁর আমল বৃদ্ধি করার প্রয়োজন পড়তো না। ইমাম মালিক রহ. বলেন, সাফওয়ান বিন সুলাইম রাতের নামায শীতের সময়ে ছাদে পড়তেন এবং গরমের সময়ে ভেতরে পড়তেন। যাতে শীত ও গরমের কারণে রাত্রিজাগরণে সহায়তা পাওয়া যায়।[114]

ইবনে শিহাব যুহরীর পাঠদানের মজলিসে

ইমাম মালিক রহ.-এর উস্তাদ শায়খদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন মদীনা মুনাওওয়ারার উলুমে নবুওতের স্তম্ভ। তাঁদের মধ্য থেকে ইমাম মুহাম্মদ বিন শিহাব যুহরী বিশেষ গুরুত্ব রাখেন। ইমাম মালিক তাঁর কাছ থেকে অনেক বেশি ইলম ও ফয়েয লাভ করেছেন। তিনি বর্ণনা করেন, 'আমরা ইলমে হাদীসের শিক্ষার্থীরা ইবনে শিহাবের বাসস্থান বনি আর-রাইলে অনেক বেশি ভিড় জমিয়ে রাখতাম। তাঁর ঘরের দরজার ওপর বসে থাকতাম। তিনি যখন দরজা খুলে দিতেন, ভিতরে যাওয়ার জন্য হুড়োহুড়ি লেগে যেতো। ইবনে শিহাব যুহরী তাঁর মজলিসে 'আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেছেন' বলে হাদীস বর্ণনা করতেন। মজলিস শেষ হওয়ার পর তাঁকে জিজ্ঞেস করা হতো, ইবনে উমরের এসব হাদীস আপনার কাছে কীভাবে পৌছেছে? তিনি বলতেন, ইবনে উমরের পুত্র সালেম আমাকে বর্ণনা করেছেন।'

ইমাম মালিক রহ. বর্ণনা করেন, 'একবার ঈদের দিন আমি ভাবলাম যে আজ ইবনে শিহাব যুহরী একাকী থাকবেন। এই ভেবে আমি ঈদের নামায শেষ করেই তাঁর ওখানে চলে গেলাম। ইবনে শিহাব তাঁর কর্মচারীকে বললেন, দেখো তো দরজায় কে বসে আছে? কর্মচারী গিয়ে

[113] তারতীবুল মাদারিক, ১ম খণ্ড, ১২৮ পৃ.।
[114] তাহযীবুত তাহযীব, ৫ম খণ্ড, ৪২৫ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

বললো, আপনার গৌরবর্ণের শিষ্য মালিক বসে আছে। আমি অনুমতি নিয়ে ভিতরে গেলাম। ইবনে শিহাব আমাকে দেখেই বললেন, আমার মনে হয় তুমি বাড়িতে যাও নি। নামায শেষ করেই এখানে চলে এসেছো। এসো খানা খেয়ে নাও। আমি বললাম, খানা খাওয়ার দরকার নেই। আপনি আমাকে হাদীস বর্ণনা করুন। তখন সেই সময়েই সতেরোটি হাদীস বর্ণনা করলেন। হাদীস বর্ণনা করে বললেন, তোমার কী লাভ হবে যদি আমি তোমাকে হাদীস বর্ণনা করি আর তুমি সেগুলো মনে না রাখো? আমি বললাম, আপনি যদি বলেন তাহলে আমি এসব হাদীস এখনই আপনাকে শুনিয়ে দিতে পারি। সে সময়েই আমি তাঁকে সতেরোটি হাদীস মুখস্থ শুনিয়ে দিলাম।'

এক বর্ণনায় এসেছে, ইমাম মালিক বলেন, আমি একবার আমার হাদীস লেখার খাতা ইবনে শিহাব যুহরীকে দেখালাম। তিনি অতিরিক্ত আরো চল্লিশটি হাদীস লেখালেন। তিনি বললেন, যদি তুমি এগুলো মুখস্থ করতে পারো তাহলে তুমি এগুলোর হাফেয হয়ে যাবে। আমি বললাম, আমি এখনই শুনাতে পারবো। ইবনে শিহাব বললেন, তাহলে শোনাও। আমি সে সকল হাদীস তাঁকে শুনিয়ে দিলাম। তিনি বললেনI

قم فأنت من أوعية العلم أو قال إنك لنعم المستودع للعلم

'ওঠো, তুমি ইলমের ভাণ্ডার' অথবা তিনি বলেছেন, 'নিশ্চয় তুমি ইলমের উত্তম ভাণ্ডার।'[115]

মুতাররিফ বিন আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন, 'একবার ইমাম মালিক বললেন, আমি মদীনায় কেবল একজন মুহাদ্দিসকে ফকীহ পেয়েছি।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তিনি কে?' ইমাম মালিক বললেন, 'ইবনে শিহাব যুহরী।'[116]

ইমাম মালিকের কথা হলো, ইবনে শিহাব যুহরী সবচেয়ে শুরুত্ব সনদের সঙ্গে হাদীস বর্ণনা করেছেন।[117] আমরা ইবনে শিহাব যুহরীর

[115] তারতীবুল মাদারিক, ১ম খণ্ড, ১২৮ পৃ.।
[116] তাহযীবুত তাহযীব, ৪র্থ খণ্ড, ৪২৫ পৃ.।
[117] তাকদীমাতুল জারহি ওয়াত তা'দীল, ২০ পৃ.।

কাছে ভিড় লাগিয়েই রাখতাম।[118]

ইয়াহিয়া বিন মাঈন বলেন, ইবনে শিহাব যুহরীর শিষ্যদের মধ্যে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ও বিশ্বস্ত হলেন মালিক এবং তারপর হলের মা'মার।[119]

আলী বিন মাদানী সুফিয়ান সাওরীকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি ইমাম মালিককে দেখেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি তাঁকে ইবনে শিহাব যুহরীর মজলিসে দেখেছি। আমি হিসেব করে দেখেছি তখন তাঁর বয়স ছিলো আটাশ বছর। এর আগে তিনি নাফি'র পাঠদানের মজলিসে বসতেন।

ফকীহ আবু বকর মুহাম্মদ বিন মুসলিম বিন উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন শিহাব কুরাশী যুহরী মাদানী রহ. (মৃত্যু : ১২৩ হিজরী) হিজায ও শামের আলিম ছিলেন। তিনি অনেক সম্মানিত গণ্যমান্য বড় তাবিঈ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ফিকাহ ও হাদীসের সংগ্রহকারী ছিলেন।

দীন ও ইলমের কেন্দ্র হচ্ছে মদীনা মুনাওওয়ারা

ইমাম মালিক রহ. মদীনায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। হাদীস ও ফিকহের সম্পূর্ণ শিক্ষা তিনি ওখানেই অর্জন করেছিলেন। কেনো বর্ণনাতেই প্রমাণিত হয় না যে তিনি ইলম হাসিলের জন্য মদীনার বাইরে গিয়েছিলেন। সে সময়ে মদীনা মুনাওওয়ারা ইলমে দীন এবং উলামায়ে দীনের মারকায ছিলো। ইসলামী বিশ্বের সব আলিম-উলামা ইলম ও দীনের সেই কেন্দ্রে (প্রস্রবণে) আসতেন। আবুল আলিয়া রিয়াহী বসরী রহ. বলেন, আমরা বসরায় সাহাবীদের বর্ণনায় হাদীস শুনতাম। কিন্তু মদীনায় এসে নিজেরা সরাসরি সাহাবীদের মুখ থেকে হাদীস শোনার আগ পর্যন্ত সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত হতাম না।[120] এসব কারণেই ইমাম মালিক মদীনায় অবস্থান করেই চূড়ান্ত সতর্কতা ও গুরুত্বের সঙ্গে ইলম অর্জন করেছেন।

তিনি বর্ণনা করেন, আমি মদীনায় এমন সব বুযুর্গ পেয়েছি, যাঁদের উসিলা করে বৃষ্টির দোয়া করলে অবশ্যই বৃষ্টি হতো। এ সকল বুযুর্গ ব্যক্তি

118 আল-মুহাদ্দিসুল ফাযিল, ৪০৪ পৃ.।

119 তাকদীমাতুল জারহি ওয়াত তা'দীল, ১৬ পৃ.।

120 আল-কিফায়া, ৪০৩ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

হাদীসও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আমি তাঁদের থেকে হাদীস গ্রহণ করি নি। কেননা তাঁরা খোদাভীরুতা, পরহেযগারী, দুনিয়াবিমুখতা ও তাকওয়ার জীবন অবলম্বন করেছিলেন। আর এই ইলমে দীন এবং ইলমে হাদীস ও ফিকাহ দুনিয়াবিমুখতা, তাকওয়া ও খোদাভীরুতার সঙ্গে সঙ্গে সুদৃঢ় স্মৃতিশক্তি এবং বোধশক্তিও দাবি করে। যাতে বর্ণনাকারী বুঝতে পারেন যে তিনি কী বলছেন এবং পরবর্তীকালে তাঁর পরিণতি কী হবে? যে আলিমের মধ্যে সুদৃঢ় স্মৃতিশক্তি, ইলমের সঙ্গে পরিচিতি এবং দীনের বোধশক্তি থাকবে না তিনি প্রমাণ ও প্রামাণ্য ব্যক্তি হতে পারবেন না এবং তাঁর থেকে ইলমে দীনও হাসিল করা যাবে না। আমাদের উচিত হবে না তাঁদের অভিযুক্ত করা; কিন্তু তাঁরা ইলমে হাদীসের ধারক-বাহক নন।' ইমাম মালিক আরো বলেন, 'আমি এমন অনেক আলিম-উলামাকে দেখেছি যাঁরা সাহাবীদের যুগ পেয়েছেন। কিন্তু আমি তাঁদের থেকে ইলম অর্জন করি নি।'

একবার লোকেরা ইমাম মালিক রহ.-কে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কি উমর বিন দীনারের কাছে হাদীস পড়েছেন?' তিনি বললেন, উমর বিন দীনার হাদীস বর্ণনা করতেন এবং ছাত্ররা তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লিখতো। আমার ভালো লাগে নি যে আমি ওভাবে রসূলের হাদীস লিখি।'

একবার ইমাম মালিক আবুয যিনাদ-এর পাঠদানের মজলিসে প্রবেশ করলেন; কিন্তু ওখানে অবস্থান করলেন না। পরে আবুয যিনাদ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি আমার এখানে কেনো বসো না?' ইমাম মালিক বললেন, 'ওখানে জায়গা খুব ছোটো ছিলো এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রসূলের হাদীস লেখা আমার কাছে সঙ্গত মনে হয় নি।'[121]

ইলম অর্জনের যুগে বৈষয়িক সঙ্কট

ইমাম মালিক রহ.-এর পরিবার ও গোত্রের লোকেরা অপরিহার্য পরিমাণ জীবনোপকরণে দিনাতিপাত করতেন। কাজী ইয়ায ইমাম মালিকের পিতার আয়ের ব্যাপারে একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন :

و كان يعيش من صنعة النبل

121 তারতীবুল মাদারিক, ১ম খণ্ড, ১২৩ পৃ.; আল কিফায়া, ১৩৩ পৃ.; আল-মুহাদ্দিসুল ফাযিল, ৪০৩, ৪০৪ পৃ.।

'তিনি তীর বানিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন।'

ইতোপূর্বে আমরা জেনেছি, ইমাম মালিকের ভাই নযর বিন আনাস কাপড়ের ব্যবসা করতেন। তাঁর সঙ্গে কাপড়ের ব্যবসায় ইমাম মালিক রহ.ও যুক্ত ছিলেন। জীবিকা নির্বাহের এই ব্যবসা থেকে এতোটা আয় হতো না যাতে ইমাম মালিক স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে ইলমী জীবন অতিবাহিত করতে পারতেন।

এরপর আল্লাহপাক সচ্ছলতা ও স্বাচ্ছন্দ্য দান করেছিলেন। ইমাম মালিক রহ.-এর আর্থিক অবস্থাও অনেক উন্নত হয়েছিলো। একবার তিনি খলীফা আবু জাফর মানসুরকে প্রজাদের খোঁজখবর নেওয়ার জন্য উপদেশ দিলেন। মানসুর ইমাম মালিককে বললেন, 'ঘটনা এমনটা কি ঘটে না যে আপনার বাচ্চা মেয়েটি যখন ক্ষুধায় কাঁদে তখন আপনি চাকরাণীকে যাঁতায় আটা পেষার নির্দেশ দেন, যাতে আপনার মেয়েটির কান্নার আওয়াজ প্রতিবেশীরা না শোনে? আমি যদি আপনার এই অবস্থা জানতে পারি তাহলে কি প্রজাদের অবস্থা আমার অজানা থাকবে?'

দারিদ্র্য ও অমুখাপেক্ষিতার এই অবস্থা কখনও কখনও ধৈর্যের কঠিন পরীক্ষা হয়ে দাঁড়াতো। এই দুরবস্থার পর আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটে, মনের স্বস্তি ফিরে আসে। ইবনে কাসেম বর্ণনা করেনÍ

أفضى بمالك طلب العلم إلى أن يقض سقف بيته فباع خشبه, ثم هالت عليه الدنيا بعد

'ইমাম মালিক ইলম অর্জনে এতোটাই বিভোর হয়ে পড়েছিলেন যে তিনি তাঁর ঘরের ছাদের কাঠ পর্যন্ত বিক্রি করে দেন। কিন্তু এরপর দুনিয়া তাঁর সামনে লুটিয়ে পড়েছিলো।'[122]

ওই সঙ্কটকালে ইমাম মালিকের অবস্থা এই ছিলো যে তিনি মানুষজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গাছের ছায়ায় বসে হাদীস মুখস্থ করতেন। যখন তাঁর বোন তাঁর বাবার কাছে এই অবস্থার কথা বলতেন, তখন তিনি বলতেন, সম্ভবত সে একাকী রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীস মুখস্থ করছে।

122 তারতীবুল মাদারিক, ১ম খ, ২১৪, ১১৯ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

কতিপয় শায়খ ও উস্তাদ

ইমাম মালিক রহ. যে সকল শায়খ ও উস্তাদ থেকে হাদীস ও ইলমে দীন অর্জন করেছেন তাঁদের সংখ্যা অনেক বেশি। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বিশিষ্ট তাবিঈন, প্রসিদ্ধ ফুকাহায়ে কেরাম ও মুহাদ্দিসীনে কেরাম। যুরকানি বলেন, ইমাম মালিক রহ.-এর নয়শোরও বেশি উস্তাদ ছিলেন। গাফেকী তাঁর পঁচানব্বইজন উস্তাদের নাম উল্লেখ করেছেন। কয়েকজন উস্তাদ ও শায়খের নামÍ

১. রবীয়া রা'বী রহ.
২. ইবনে উমর রা.-এর আযাদকৃত গোলাম নাফি' রহ.
৩. মুহাম্মদ বিন মুসলিম বিন শিহাব যুহরী রহ.
৪. আমির বিন আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের রহ.
৫. নাঈম বিন আবদুল্লাহ আল-মুহাম্মার রহ.
৬. যায়দ বিন আসলাম রহ.
৭. হামীদ আত-তাবীল রহ.
৮. সাঈদ মাকবারী রহ.
৯. আবু হাযিম সালামা বিন দীনার রহ.
১০. শারীক বিন আবদুল্লাহ বিন আবু নুমায়র রহ.
১১. সালেহ বিন কীসান রহ.
১২. সাফওয়ান বিন সুলাইম রহ.
১৩. আবুয যিনাদ রহ.
১৪. মুহাম্মদ বিন মুনকাদির রহ.
১৫. আবদুল্লাহ বিন দীনার রহ.
১৬. আবু তাওয়ালা রহ.
১৭. আবদু রাব্বিহি বিন সাঈদ রহ.
১৮. ইয়াহিয়া বিন সাঈদ রহ.
১৯. উমর বিন আবু আমর রহ.
২০. আলা বিন আবদুর রহমান রহ.
২১. হিশাম বিন উরওয়া বিন যুবায়ের রহ.
২২. ইয়াযিদ বিন মুহাজির রহ.
২৩. ইয়াযীদ বিন আবদুল্লাহ বিন খাফীসা রহ.
২৪. আবুয যুবায়ের মাক্কী রহ.

২৫. ইবরাহীম বিন উকবা রহ.
২৬. মুসা বিন উকবা রহ.
২৭. আইয়ুব সাখতিয়ানি রহ.
২৮. ইসমাঈল বিন আবু হাকীম রহ.
২৯. হামীদ বিন আবদুর রহমান রহ.
৩০. জাফর আস-সাদিক বিন মুহাম্মদ রহ.
৩১. হামীদ বিন কায়স মক্কী রহ.
৩২. দাউদ বিন হুসাইন রহ.
৩৩. যিয়াদ বিন সাদ রহ.
৩৪. যায়েদ বিন রাবাহ রহ.
৩৫. সালেম বিন আবুন নদর রহ.
৩৬. আবু বকর বিন আবদুর রহমান রহ.
৩৭. সুহাইল বিন আবু সালিহ রহ.
৩৮. সাইফী মাওলা আবু আইয়ুব রহ.
৩৯. হামযা বিন সাঈদ রহ.
৪০. তালহা বিন আবদুল মালিক আইলী রহ.
৪১. আবদুল্লাহ বিন আবু বকর বিন হাযাম রহ.
৪২. আবদুল্লাহ বিন ফযল হাশেমী রহ.
৪৩. আবদুল্লাহ বিন ইয়াযিদ মাওলা আসওয়াদ রহ.
৪৪. আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ বিন আবু ছা'ছা' রহ.
৪৫. আবদুর রহমান বিন কাসেম রহ.
৪৬. উবায়দুল্লাহ বিন আবু আবদুল্লাহ আল-আগার রহ.
৪৭. আমর বিন মুসলিম বিন উমারাহ রহ.
৪৮. আমর বিন ইয়াহিয়া বিন উমারাহ রহ.
৪৯. কাতান বিন ওয়াহাব রহ.
৫০. আবুল আসওয়াদ ইয়াতীম উরওয়া রহ.
৫১. মুহাম্মদ বিন আমর বিন তালহা রহ.
৫২. মুহাম্মদ বিন ইয়াহিয়া বিন হিব্বান রহ.
৫৩. মাখরামা বিন বুকাইর রহ. ।

www.maktabatulabrar.com

এছাড়াও আরো অনেক উলামা ও মুহাদ্দিসীনে কেরাম।[123]

দরস ও ফতোয়ার মসনদ

ইমাম মালিক রহ. মেধা, পরিশ্রম, ইলমের প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ ও উদ্দীপনার কারণে সতেরো বছর বয়সে দীনী ইলমের সকল বিষয়ে পূর্ণতা অর্জন করেন। সে বয়সেই তিনি তাঁর উস্তাদ ও শায়খগণের সাক্ষ্য ও অনুমতির ভিত্তিতে হাদীসের দরস ও ইফতার মসনদে আরোহণ করেন। তিনি নিজেই বর্ণনা করেন।

ما أفتيت حتى شهد لى سبعون أنى أهل لذالك

'আমি ততক্ষণ পর্যন্ত ফতোয়া প্রদান করি নি যতক্ষণ না সত্তরজন শায়খ ও উস্তাদ আমার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে আমি তার উপযুক্ত।'

সে সময়ে ইমাম মালিক রহ.-এর অনেক শায়খ জীবিত ছিলেন এবং তাঁদের জীবদ্দশাতেই তিনি ফতোয়া দিতে শুরু করেন। আবু আইয়ুব সিজিস্তানী বলেন, 'আমি নাফি'র জীবদ্দশাতেই মদীনায় গেলাম। সে সময়ে ইমাম মালিকের ফতোয়া ও হাদীসের দরসের মজলিস প্রতিষ্ঠিত ছিলো।' ইবনে মুনযির বর্ণনা করেন, 'নাফে এবং যায়েদ বিন আসলামের জীবদ্দশাতেই ইমাম মালিক ফতোয়া দিতে শুরু করেন। মুসআবের কথা হলো, ইমাম মালিকের হাদীসের পাঠদানের মজলিস নাফি'র জীবদ্দশাতেই তাঁর পাঠদানের মজলিস থেকে বড় ছিলো। শু'বাও একই কথা বলেছেন।[124]

ইমাম মালিক রহ.-এর ফতোয়া ও হাদীসের পাঠদানের মজলিসে তাঁর উস্তাদ ও শায়খগণও অংশগ্রহণ করতেন। ইমাম মালিক নিজেই বলেছেন।

قل رجل أتعلم منه ما مات حتى يجيئنى و يسقينى

'যাঁদের থেকে আমি ইলম অর্জন করেছি তাঁদের মধ্যে খুব কম ব্যক্তিই এমন যাঁরা মৃত্যুর আগে আমার কাছে আসেন নি এবং ফতোয়া জিজ্ঞেস করেন নি।'[125]

---

123 তাহযীবুত তাহযীব, ১০ম খণ্ড, ৫ পৃ.।
124 তাকদিমাতুল জারহি ওয়াত তা'দীল, ২৬ পৃ.; তারতীবুল মাদারিক, ১ম খণ্ড, ১২৫ পৃ.।
125 ইবনে খাল্লিকান, ২য় খণ্ড, ১০ পৃ. (পুরনো সংস্করণ)।

ইমাম মালিক রহ.-এর হাদীস ও ফতোয়ার পাঠদানের মজলিস দু জায়গায় অনুষ্ঠিত হতো। একটি মজলিস অনুষ্ঠিত হতো মদীনা মুনাওওয়ারায় মসজিদে নববীর রওয়ায়ে জান্নাতে, যেখানে বসে ইমাম মালিক তাঁর উস্তাদ নাফের জীবদ্দশায় তাঁর থেকে ইলম হাসিল করতেন। আরেকটি পাঠদানের মজলিস অনুষ্ঠিত হতো আকীক উপত্যকার জুরফ এলাকায়, ওখানেই ছিলো ইমাম মালিকের জন্মস্থান।

পাঠদানের মজলিসে ইমাম মালিক রহ.-এর ডানে-বাঁয়ে বালিশ থাকতো, সুগন্ধী কাঠ 'উদ' জ্বালানো থাকতো এবং পাখা থাকতো। তাঁর মজলিসে কখনো হৈচৈ বা শোরগোল হতো না। পাঠদানের মজলিসে মুহাজির ও আনসার গোত্রীয়রা ছাড়াও ভিনদেশি ছাত্ররাও অংশগ্রহণ করতো। কিন্তু মজলিসের আদব, শৃঙ্খলা ও ভাবগাম্ভীর্যে কোনো ভিন্নতা আসার কোনো অবকাশ ছিলো না। ভিনদেশি ছাত্ররা কোনো প্রশ্ন করলে ইমাম মালিক সেসব প্রশ্নের জবাব পর্যায়ক্রমে দিতেন। হাদীসে রসূলের আদব সর্বাবস্থায় অগ্রগণ্য থাকতো।

ইমাম মালিক রহ.-এর দরসদানের পদ্ধতি

মালিক রহ.-এর দরসদানের পদ্ধতি ছিলো এমন। তাঁর বিশেষ কাতিব হাবীব হাদীস পড়তেন এবং মজলিসে অংশগ্রহণকারীরা নীরব হয়ে তা শুনতেন। ইমাম মালিকের ভাবগাম্ভীর্য ও তাঁর প্রতি ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধার কারণে কোনো শ্রোতা নিজের কিতাবের দিকেও তাকাতো না এবং কোনো প্রশ্নও করতো না। হাবীব কোনো ভুল করলে তিনি তাঁর ভুল ধরিয়ে দিতেন। তাঁর রচিত কিতাব মুআত্তা নিজে পড়ে কাউকে শোনাতেন না।

যখন তাঁর ঘরের দরজায় ছাত্রদের ভিড় জমে যেতো তখন তিনি তাদেরকে ভেতরে ডেকে আনার নির্দেশ দিতেন। প্রথমে তিনি বিশেষ বিশেষ ছাত্রদের ডেকে আনতেন, তারপর ডাক দিতেন সাধারণ ছাত্রদের। কখনো কখনো ইমাম মালিক রহ. নিজেই তাঁর কিতাব ছাত্রদের সামনে পাঠ করতেন। ইয়াহিয়া বিন বাকীর বলেন, আমি চৌদ্দবার ইমাম মালিকের কাছে তাঁর কিতাব মুআত্তা শুনেছি।

শিষ্য যদি তাঁর উস্তাদের সামনে হাদীস পাঠ করেন এবং উস্তাদ সেই হাদীস শ্রবণ করেন তাহলে এটাকে মুহাদ্দিসীনে কেরামের ভাষায় 'আরয' বলে। এ পদ্ধতিতে শিষ্য 'হাদ্দাসানা' বা 'তিনি আমাদের বর্ণনা করেছেন'

বলে হাদীস পাঠ করেন। কিন্তু এর বিপরীত পদ্ধতিতে যদি উস্তাদ হাদীস পাঠ করেন এবং শিষ্য সেই হাদীস শ্রবণ করে, তাহলে 'আখবারানা' বা 'আমাদের জানিয়েছেন' বলে হাদীস বর্ণনা করা হয়। ইমাম মালিক রহ. হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে এ দুটি পদ্ধতিই অবলম্বন করতেন।[126]

ইমাম মালিক রহ.-এর কন্যা ফাতেমার মুআত্তা মুখস্থ ছিলো। হাদীসের দরস চলার সময়ে তিনি দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকতেন। দরসের কোনো পাঠক মুআত্তা পাঠ করার সময় ভুল করলে তিনি দরজার ওপর নখ দিয়ে খটখট আওয়াজ করতেন। ইমাম মালিক তা বুঝে নিয়ে পাঠকের ভুল সংশোধন করতেন। কখনো কখনো ইমাম মালিক রহ.-এর পুত্র ইয়াহিয়া বেপরোয়াভাবে পাঠদানের মজলিসে চলে আসতো। ইমাম মালিক তখন ছাত্রদের দিকে মুখ তুলে বলতেন, আদব শেখানোর মালিক আল্লাহ। এ হচ্ছে আমার পুত্র আর ও হলো আমার কন্যা। পরবর্তীকালে পুত্র ইয়াহিয়ার বেপরোয়াভাব আর থাকে নি। তিনি মুআত্তার রাবী এবং বিরাট বড় আলিম হয়েছিলেন। ইয়ামানে তাঁর কাছ থেকেই মুআত্তার হাদীস বর্ণনা করা হতো। পরে তিনি মিসরে চলে গিয়েছিলেন এবং ওখানেই হাদীসের দরস দিয়েছেন।[127]

পাঠদানের মজলিসে খলীফার পুত্র

খলীফা আল-মাহদী একবার হজের সময় মদীনা মুনাওওয়ারায় গেলেন। ইমাম মালিক রহ. তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে মাহদী বড় সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর সাথে মিলিত হন। খলীফা তাঁর দুই পুত্র মুসা ও হারুনকে ইমাম মালিক রহ. থেকে হাদীস পড়ার নির্দেশ দিলেন। মন্ত্রীরা ইমাম মালিককে ডেকে পাঠালেন; কিন্তু ইমাম মালিক গেলেন না। খলীফা না যাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমিরুল মুমিনীন, ইলম সম্মানযোগ্য বিষয়। ইলমের কাছেই মানুষের আসা চাই। খলীফা তাঁর কথা মেনে নিলেন এবং দুই পুত্রকে তাঁর খেদমতে পাঠালেন।

খলীফার পক্ষ থেকে ইমাম মালিক রহ.কে বলে দেয়া হলো যে

126 আল-কিফায়া, ২৬০ পৃ.।

127 তারতীবুল মাদারিক, ১ম খণ্ড, ১৫৩, ১৫৪, ১০৯, ১১০ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

এদেরকে হাদীস পাঠ করে শোনাবেন। তিনি বললেন, এই শহরে উস্তাদের সামনে ছাত্ররা হাদীস পাঠ করে, যেভাবে বাচ্চারা তাদের উস্তাদদের সামনে পড়ে। কোনো বাচ্চা যখন ভুল করে তখন উস্তাদ তার ভুল শুধরে দেন।

খলীফার দুই পুত্র মুসা ও হারুন বাবার কাছে গিয়ে তাঁকে ইমাম মালিকের বক্তব্য জানালেন। খলীফা তাঁর কাছে লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আমার দুই পুত্র মুসা ও হারুনকে পড়ানোর কথা বলে তারপর অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। ইমাম মালিক রহ. জবাবে জানালেন, 'আমীরুল মুমিনীন, আমি ইবনে শিহাব যুহরী থেকে শুনেছি যে তিনি বলেছেন, আমরা সাঈদ বিন মুসাইয়াব, আবু সালামা, উরওয়া বিন যুবায়ের, সালেম, খারেজা, সুলাইমান এবং নাফি' থেকে এ পদ্ধতিতে এই জায়গা থেকেই ইলম অর্জন করেছি। শুধু তাই নয়, ইবনে হরমুয, আবুয যিনাদ, রবীয়া, জ্ঞানের সমুদ্র ইবনে শিহাব ও অন্য শায়খগণের সামনেও হাদীস পাঠ করা হতো। তাঁরা নিজেরা হাদীস পাঠ করতেন না।' তাঁর এই জবাব জেনে খলীফা মাহদী তাঁর দুই পুত্রকে বললেন, 'তোমরা গিয়ে নিজেরা হাদীস পাঠ করে শোনাও। দীনের এ ইমামগণ ছিলেন সবার জন্য আদর্শ ও অনুসরণযোগ্য।'

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, এই ঘটনাটি ঘটেছিলো খলীফা হারুনুর রশীদের সঙ্গে। তাঁর পুত্র আকীক উপত্যকায় ইমাম মালিক রহ.-এর বাসস্থানে গিয়েছিলেন। দরজা খুলে দেওয়ার আগ পর্যন্ত বাইরে বসে ছিলেন। সেখানকার ধুলোবালিতে তাঁর শরীর লেপ্টে ছিলো।[128]

তাঁর পাঠদানের মজলিসে একজন আলিম

ইমাম মালিক রহ.-এর দরসী মজলিসের উল্লিখিত ঘটনাটি খলীফার সঙ্গে সম্পর্কিত। এ ঘটনাটিতে ইমাম সাহেব খলীফার দুই পুত্রকে পড়াতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন এবং তাঁর সিদ্ধান্তের ওপর অটল ছিলেন। এখন একজন পরহেযগার ও মুত্তাকী আলিমের ঘটনা শুনুন, যিনি ইমাম মালিক রহ.-কে দিয়ে হাদীস পড়িয়ে শুনেছেন।

আবদুল মালিক বিন আবদুল আযীয মাজশুন বর্ণনা করেন, আমি ইমাম মালিকের পাঠদানের মজলিসে ছিলাম। সুফী তবকার একজন

128 তারতীবুল মাদারিক, ১ম খণ্ড, ১৫৮, ১৫৯ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

আলিম এসে ইমাম মালিককে বললেন, 'আপনি তিনটি হাদীস আমাকে বর্ণনা করে শোনান।' ইমাম মালিক তাঁকে বললেন, 'আপনার প্রয়োজন হলে এখানে বসে আমাকে তিনটি হাদীস শোনান এবং তারপর সেগুলো আমার পক্ষ থেকে বর্ণনা করুন।' সেই আলিম বললেন, 'হে আবু আবদুল্লাহ, আমাদের এখানে 'আরয' (القرائة على المحدث বা মুহাদ্দিসকে পাঠ করে শোনানো)-এর প্রচলন নেই।' ইমাম মালিক বললেন, 'আপনিই এ ব্যাপারে ভালো জানেন।' সেই আলিম বারবার একই কথা বলছিলেন এবং ইমাম মালিক একই জবাব দিচ্ছিলেন। তিনি যখন মজলিস থেকে উঠতে যাচ্ছিলেন তখন ঐ আলিম তাঁর গায়ের কাপড় টেনে ধরলেন এবং বললেন, এই কবরবাসীর (রসূল সা.-এর) রবের কসম, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আমাকে তিনটি হাদীস বর্ণনা করে না শোনাবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনার কাপড় ছাড়বো না। তখন তিনি তাঁর শিষ্য আবু তালহাকে বললেন, 'তুমি আমাকে এই লোকটি থেকে বাঁচাও। তাঁকে আমার পাগল মনে হচ্ছে।' আবু তালহা বললেন, 'মনে হয় এই মানুষটি পাগল নন। আপনি যদি ভালো মনে করেন তাহলে তাঁকে তিনটি হাদীস শুনিয়ে দিন।' এ কথা শুনে ইমাম মালিক ঐ আলিমকে বললেন, 'আচ্ছা আসুন এবং কী চাচ্ছেন বলুন।' আলিম বললেন, 'প্রথম হাদীসটি হলো মক্কা বিজয়ের দিন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মক্কা প্রবেশকালে তাঁর মাথায় কি শিরস্ত্রাণ ছিলো?' মালিক রহ. বললেনÍ

حدثنى الزهرى عن أنس أن النبى صلى الله عليه و سلم دخل مكة يوم الفتح و على رأسه المغفرة ، قال : فقال ابن شهاب و لم يكن رسول الله يومئذ محرما،

যুহরী আমাকে বর্ণনা করেন, তিনি আনাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, 'মক্কা বিজয়ের দিন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন তাঁর মাথায় শিরস্ত্রাণ ছিলো।' তিনি বলেন, ইবনে শিহাব বলেছেন, 'রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেদিন মুহরিম ছিলেন না।'

সেই সুফি আলিম বললেন, 'দ্বিতীয় হাদীসটি হলো, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর কাছে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো যার দুই স্ত্রী ছিলো। দুই স্ত্রীর মধ্যে একজন এক ছেলেকে দুধ পান করিয়েছিলেন এবং আরেকজন এক মেয়েকে দুধ পান করিয়েছিলেন।'

মালিক রহ. বললেনÍ

حدثني ابن شهاب عن عمرو بن الشريد أن ابن عباس سئل عن رجل له امرأتان

أرضعت إحداهما غلاما والأخرى جارية أيتناكحان قال لا الفطام واحد

ইবনে শিহাব আমাকে আমর বিন রশীদ থেকে বর্ণনা করেন, 'ইবনে আব্বাসকে দুই স্ত্রী আছে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো। তার এক স্ত্রী একটি ছেলেকে দুধ পান করিয়েছে এবং আরেক স্ত্রী একটি মেয়েকে দুধ পান করিয়েছে। সেই ছেলে-মেয়ের মধ্যে বিয়ে বৈধ হবে কি? তিনি বললেন, না, এখানে দুধ পান করানোর ক্ষেত্র একটিই।'

সেই সুফি আলিম তৃতীয় হাদীস জিজ্ঞেস করলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইকামত শুনেছিলেন, তখন কি তিনি জান্নাতুল বাকীতে ছিলেন?' ইমাম মালিক রহ. বললেনÍ

حدثني نافع عن ابن عمر أنه سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي

নাফি' আমাকে ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেছেন, 'তিনি জান্নাতুল বাকীতে থাকা অবস্থায় ইকামত শুনলেন, তখন তিনি দ্রুত হেঁটে এলেন।'

একজন স্পেনীয় তালেবুল ইলম

ইমাম মালিক রহ.-এর শিষ্যদের মধ্য থেকে আবু মুহাম্মদ ইয়াহিয়া বিন ইয়াহিয়া আল-লায়সী মাসমুদী আন্দালুসী (মৃত্যু : ২৩৪ হিজরী) উঁচু স্তর ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তিনি আন্দালুস থেকে মদীনা মুনাওওয়ারায় ইমাম মালিক রহ.-এর খেদমতে এসেছিলেন এবং হাদীসের পাঠদানের মজলিসে অংশগ্রহণ করেছিলেন। একদিন শোরগোল শুরু হলো যে হাতি এসেছে। সব ছাত্রই হাতি দেখার জন্য বাইরে চলে গেলেন। কিন্তু ইয়াহিয়া বিন ইয়াহিয়া মাসমুদী তাঁর জায়গা ছেড়ে উঠলেন না। ইমাম মালিক রহ. বিনোদনের জন্য তাঁকে বললেন, 'তুমিও যাও, হাতি দেখে এসো।' উপযুক্ত শিষ্য তাঁর উস্তাদের স্নেহ ও ভালোবাসার যে জবাব দিয়েছিলেন, বর্তমান সময়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের জন্য তা শিক্ষণীয় ও উপদেশময়। ইয়াহিয়া বিন ইয়াহিয়া বলেছিলেনÍ

إنما جئت لأنظر إليك و التعلم من هديك و علمك و لم أجئ لأنظر إلى الفيل

www.maktabatulabrar.com

'আমি আপনাকে দেখার জন্য এবং আপনার কাছ থেকে আদব ও ইলম শেখার জন আমার শহর ছেড়ে এসেছি। হাতি দেখার জন্য আমি এখানে আসি নি।'

ইমাম মালিক তাঁর প্রিয় শিষ্য থেকে এই জবাব শুনে খুব খুশি হলেন এবং তাঁকে عاقل أهل الأندلس - স্পেনবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান-এর অভিধায় ভূষিত করলেন।

ইয়াহিয়া বিন ইয়াহিয়া স্পেনে পৌঁছার পর তাঁর ইলম ও জ্ঞান-বুদ্ধির প্রসিদ্ধি এতোটাই বেড়ে গেলো যে সর্বশেষ ইলমী ও দীনী নেতৃত্ব তাঁর ওপরই বর্তালো। তিনি স্পেনে তাঁর চেষ্টা ও প্রচেষ্টায় মালিকী মাযহাবের অনেক উন্নতি সাধন করলেন। তাঁর থেকে বিশেষ করে মুআত্তা ইমাম মালিক বর্ণনা করা হতো। মুআত্তা ইমাম মালিকের কয়েকটি বর্ণনা এবং কয়েকটি নুসখা (কপি) আছে। এগুলোর মধ্যে ইয়াহিয়া বিন ইয়াহিয়ার বর্ণনা ও তাঁর নুসখাটিই সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য। আলিম-উলামা এ নুসখাটিই বেশি অবলম্বন করে থাকেন।[129]

শিষ্য ও সঙ্গী

ইমাম মালিক রহ.-এর দরসী মজলিস থেকে দীনী ও ইলমী ফয়েয লাভকারী শিষ্য ও সঙ্গীর সংখ্যা অনেক বেশি। কাজী ইয়ায তাঁর 'তারতীবুল মাদারিক' গ্রন্থে তাঁদের নাম আরবী বর্ণমালার ক্রম অনুসারে একত্র করেছেন। তাঁদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে তেরশোরও বেশি। কাজী ইয়ায ইমাম মালিক রহ. থেকে ইলম ও ফয়েয অর্জনকারীদের মধ্য থেকে প্রথমে তাঁর মাশায়েখ, আসাতিযা, সমমনা ও সমবয়সীদের নাম একত্র করেন। তারপর তিনি ধারাবাহিকভাবে ইরাকবাসী, পূর্বাঞ্চলবাসী, হিজাযবাসী, ইয়ামানবাসী, কিরওয়ানবাসী, আন্দালুসবাসী ও শামবাসীর নাম লেখেন। তিনি ২৫৪ পৃষ্ঠা থেকে ২৭৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পঁচিশ পৃষ্ঠাব্যাপী তাঁদের নামের তালিকা পেশ করেন।[130]

ইমাম যাহাবী লিখেছেনÍ

حدث عنه أمم لا يكادون يحصون

129 ইবনে খাল্লিকান, ২য় খণ্ড, ৩৫৭ পৃ.।

130 তারতীবুল মাদারিক, ১ম খণ্ড, ২৫৪-২৭৯ পৃ.।

'ইমাম মালিক থেকে এতো সংখ্যক মানুষ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে তাদের সংখ্যা নিরূপণ করা সম্ভব নয়।'[131]

ইবনে হাজার আসকালানী ইমাম মালিক রহ. থেকে হাদীস বর্ণনাকারী তাঁর নিজের শায়খ ও উস্তাদগণের যে নাম উল্লেখ করেছেন তাঁরা হলেন : ইবনে শিহাব যুহরী, ইয়াহিয়া বিন সাঈদ আল-কারী, ইয়াযিদ বিন আবদুল্লাহ বিন হাদ প্রমুখ। তাঁর সমবয়সীদের মধ্য থেকে যাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন তাঁরা হলেনI

১. আওযাঈ
২. সুফিয়ান সাওরী
৩. দারাকা বিন উমর
৪. শু'বা বিন হাজ্জাজ
৫. ইবনে জুরাইজ ইবরাহীম বিন তুহমান
৬. লাইস বিন সাদ মিসরী
৭. সুফিয়ান বিন উইয়াইনা ও অন্যদের নাম উল্লেখ করেছেন।

তাঁদের পরে তিনি

১. ইয়াহিয়া বিন সাঈদ কাত্তান
২. আবদুর রহমান বিন মাহদী
৩. ইমাম শাফিঈ
৪. আবদুল্লাহ বিন মুবারক
৫. ইবনে ওয়াহাব
৬. ইবনে কাসেম
৭. আবু আসেম
৮. আবুল ওয়ালিদ তায়ালিসি,
৯. মা'ন বিন ঈসা
১০. সাঈদ বিন মানসুর মক্কী বিন ইবরাহীম
১১. ইয়াহিয়া বিন আবদুল্লাহ বিন বুকাইর প্রমুখের নাম উল্লেখ করেছেন।[132]

131 তাযকিরাতুল হুফফায, ১ম খণ্ড, ১৯৪ পৃ.।

132 তাহযীবুত তাহযীব, ১০ম খণ্ড, ৬ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

ফিকাহ ও ফতোয়া

ইমাম মালিক রহ.-কে ফকীহ মুহাদ্দিসগণের মধ্যে গণ্য করা হয়। তাঁর ফিকহী মাসলাক মদীনাবাসীদেরIবিশেষ করে আবদুল্লাহ বিন উমর রা.-এর বর্ণিত হাদীস অনুসারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। তাছাড়া তিনি তাঁর যুক্তিমূলক ও কিয়াস অনুসারেও ফতোয়া দিতেন। ইমাম মালিক রহ.-এর প্রথম উস্তাদ রবীয়া রা'য়ীর ব্যাপারে তিনি বলেনI

ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعه

'রবীয়ার মৃত্যুর পর ফিকহের স্বাদ নষ্ট হয়ে গেছে।'[133]

ইমাম সাহেবের আরেক উস্তাদ ইবনে শিহাব যুহরী সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য মুতাররিফ বিন আবদুল্লাহ এভাবে বর্ণনা করেছেনI

ما أدركت بالمدينة فقيها محدثا غير واحد، فقلت له: من هو؟ فقال: بن شهاب الزهري.

'মদীনায় আমি একজন ব্যতীত কোনো ফকীহ মুহাদ্দিসকে দেখি নি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কে তিনি? ইমাম মালিক বললেন, ইবনে শিহাব যুহরী।'[134]

ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর উস্তাদ হাম্মাদ বিন আবু সুলাইমান ফিকাহ ও ফতোয়ার ক্ষেত্রে হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. এবং হযরত আলী রা.-এর অনুসারী ছিলেন। মুহাদ্দিসগণের একটি দল ইমাম মালিকের ফিকাহ ও ফতোয়ার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু ইমাম মালিক রহ.-এর কয়েকজন শিষ্য তাঁকে হাম্মাদ বিন সুলাইমান থেকেও বড় ফকীহ বলে বর্ণনা করেছেন। আবদুর রহমান বিন রিসতাহ বর্ণনা করেন, আমার সামনে আবদুর রহমান বিন মাহদীকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'আবু সাঈদ, জানা গেছে যে আপনি ইমাম মালিককে ইমাম আবু হানীফা থেকেও বড় ফকীহ বলে মনে করেন?' আবদুর রহমান বিন মাহদী বললেন, 'আমি শুধু এতটুকুই বলি নি; বরং আমি বলেছি, ইমাম মালিক ইমাম আবু হানীফার উস্তাদ হাম্মাদ বিন আবু সুলাইমান থেকেও বড় ফকীহ।' এক বর্ণনামতে আবদুর রহমান বিন মাহদী ইমাম মালিককে ইমাম আবু হানীফা থেকেও

133 তাহযীবুত তাহযীব, ৩য় খণ্ড, ২৫৮ পৃ

134 তাবাকাতু ইবনে সাঈদ, ২য় খণ্ড, ৩৮৮ পৃ.।

বড় ফকীহ বলেছেন।[135]

ইবনে হাযম ইমাম মালিকের ক্ষেত্রে ফকীহ শব্দটি লিখেছেন। যাহাবী তাঁকে ফকীহুল উম্মাহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইবনে হাজার আসকালানীও তাঁর ক্ষেত্রে ফকীহ লিখেছেন। ইবনে কুতাইবা ইমাম মালিকের নাম 'আসহাবুর রায়' বা কিয়াস পন্থীদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ইবনে নাদীম তাঁর গ্রন্থে 'আখবারুল ফুকাহা' অধ্যায়ে সর্বপ্রথম ইমাম মালিক রহ.-এর নাম সন্নিবেশিত করেছেন।[136]

ইবনে ওয়াহাব বর্ণনা করেন, আমি মদীনায় এক ঘোষণাকারীকে ঘোষণা দিতে শুনেছি, তিনি বলছেন, 'মদীনায় মালিক বিন আনাস ও ইবনে আবু যাহব ছাড়া আর কোনো আলিম সাধারণ মানুষকে ফতোয়া দিতে পারবে না।' ইবনে ওয়াহাব আরো বর্ণনা করেন, আমি ১৪০ হিজরীতে হজ করি। তখন এক ঘোষণাকারীকে ঘোষণা করতে শুনি, 'মালিক, ইবনে আবি যাহব ও আবদুল আযীয মাজিশুন ব্যতীত আর কেউ ফতোয়া দিতে পারবে না।'[137]

ইমাম মালিক রহ.-এর ভাগনে ইসমাঈল বিন উবাই উওয়াইস বলেন, 'আমার মামা لا حول ولا قوة إلا بالله উচ্চারণ না করে ফতোয়া দিতেন না।'[138]

ফতোয়া প্রদানে চূড়ান্ত সতর্কতা

ইমাম মালিক রহ. বলেন, আমার জন্য একটা কঠিন বিষয় হলো যে আমার কাছে হালাল হারাম বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হয়। আমি আমার শহর মদীনায় এমন অনেক ফকীহ ও আলিমকে দেখেছি যাঁরা ফতোয়া প্রদান করা থেকে মৃত্যুকে শ্রেয় মনে করতেন। আর এখন আমি আমার সময়ের লোকদের দেখি তাঁরা ফতোয়া প্রদানের ব্যাপারে বেশ আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁরা যদি নিশ্চিত জানতেন যে আগামী দিন (কিয়ামতের দিন)

[135] তাকদিমাতুল জারহি ওয়াত তা'দীল, ১১, ১৬ পৃ.।

[136] জামহারাতু আনসাবিল আরব, ৪৩৬ পৃ.; তাযকিরাতুল হুফফায, ১ম খণ্ড, ১৯৩ পৃ.; তাহযীবুত তাহযীব, ৫ম খণ্ড, ২১৮, ২৮০ পৃ.।

[137] ইবনে খাল্লিকান, ২য় খণ্ড, ১০ পৃ.।

[138] তাযকিরাতুল হুফফায, ১ম খণ্ড, ১৯৭ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

তাঁদের কী পরিণতি হবে তাহলে এ ব্যাপারে বিরত থাকতেন। হযরত উমর ও হযরত আলী রহ. বড় বড় সাহাবী ছিলেন। কিন্তু তাদের সামনে কোনো মাসআলা পেশ করা হলে তাঁরা সাহাবীদের একত্র করে পরামর্শ করতেন এবং সবার সিদ্ধান্ত অনুসারে ফতোয়া দিতেন। কিন্তু আমাদের সময়ের লোকদের জন্য ফতোয়া দেওয়া গৌরবের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ কারণেই তাঁদেরকে তাঁদের মনোবাসনা অনুযায়ীই ইলম দেওয়া হয় এবং প্রকৃত ইলম থেকে তাঁদেরকে বঞ্চিত করা হয়। আমাদের পূর্বসূরিদের অভ্যাস এমন ছিলো না যে তাঁরা এটাকে হালাল আর ওটাকে হারাম বলে দিতেন। বরং তাঁরা বলতেন, এ বিষয়টাকে আমি অপছন্দনীয় মনে করি বা বলতেন এ বিষয়টাকে আমি পছন্দনীয় মনে করি। কারণ হালাল ও হারাম একমাত্র সেসব বস্তুই হতে পারে যেগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হারাম বা হালাল বলেছেন।[139]

কা'নাবী বর্ণনা করেন, আমি ইমাম মালিক রহ.-এর মৃত্যুশয্যায় তাঁকে দেখতে গেলাম। তাঁকে সালাম দিয়ে বসে পড়লাম। দেখলাম যে তিনি কাঁদছেন। আমি তাঁকে কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, 'ইবনে কা'নাব, আমার চেয়ে বেশি কান্না করার উপযুক্ত আর কে? আল্লাহ কসম, আমার আকাঙ্ক্ষা এই যে, আমি নিজের কিয়াস অনুযায়ী যেসব ফতোয়া দিয়েছি সেগুলোর বদলায় আমাকে যদি চাবুক মারা হতো এবং আমার যাবতীয় ভুল-বিচ্যুতি যদি ক্ষমা করা হতো। হায়, আমি যদি নিজের কিয়াস অনুযায়ী ফতোয়া না দিতাম![140]

আবদুর রহমান বিন মাহদী বলেন, আমরা ইমাম মালিকের মজলিসে ছিলাম। এমন সময়ে একজন লোক এসে বললেন, আবু আবদুল্লাহ, আমি ছয় মাসের রাস্তা অতিক্রম করে আপনার খেদমতে হাজির হয়েছি। আমার শহরবাসীরা কয়েকটি মাসআলার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করার জন্য বিশেষ করে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। এ কথা বলে লোকটি কয়েকটি মাসআলা জিজ্ঞেস করলেন। ইমাম মালিক তাঁর কথা শুনে বললেন, لا أحسن মানে এ মাসআলাগুলোর ব্যাপারে আমার তাহকীক (গবেষণামূলক সমাধান) নেই। ইমাম মালিকের মুখে এ কথা শুনে আগন্তুক লোকটি বড় অস্থির হয়ে

[139] তারতীবুল মাদারিক, ১ম খণ্ড, ১৪৫ পৃ.।

[140] ইবনে খাল্লিকান, ২য় খণ্ড, ১১ পৃ.।

উঠলেন এবং বললেন, আমি আমার শহরবাসীকে কী জবাব দেবো? ইমাম মালিক তাঁকে বললেন, তুমি তোমার শহরবাসীকে বলবে, মালিক বলেছেন, এসব মাসআলার বিষয়ে তার তাহকীক নেই।[141]

হুসাইম বিন জুবাইল বলেন, আমার সামনেই ইমাম মালিককে আটচল্লিশটি মাসআলা জিজ্ঞেস করা হলো। তখন তিনি তেত্রিশটি মাসআলার ব্যাপারেই বললেন, لا أدرى বা আমি জানি না। খালেদ বিন খারাশ বর্ণনা করেন, আমি ইমাম মালিক রহ.-কে চল্লিশটি মাসআলা জিজ্ঞেস করলাম। তিনি মাত্র পাঁচটি মাসআলার জবাব দিলেন। ইবনে ওয়াহাব বলেন, জিজ্ঞেস করা হলে ইমাম মালিক অধিকাংশ মাসআলার ক্ষেত্রে বলতেন لا أدرى বা আমি জানি না।

ইমাম মালিক বলেন, কখনো কখনো আমি একটি মাসআলার তাহকীক করতে গিয়ে সারারাত জেগেছি। আবার একটি মাসআলার ক্ষেত্রে দশ বছর ধরে চিন্তা করছি; কিন্তু এখনো সঠিক সমাধানে পৌঁছাতে পারি নি।[142]

পূর্বসূরিদের অনুসরণ এবং বিদআতকে ঘৃণা

ইমাম মালিক রহ. সুন্নতে রসূলের অনুসরণে অনেক অগ্রসর ছিলেন। বিদআত ও দীনের ক্ষেত্রে উদ্ভাবিত নতুন নতুন বিষয়কে প্রচণ্ড ঘৃণা করতেন। আকীদা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহর কঠিন অনুসারী ছিলেন। দীনের প্রতিটি কর্মকাণ্ডে সালফে সালিহীন বা সত্যনিষ্ঠ পূর্বসূরিদেরকে আদর্শ ও অনুসরণীয় মনে করতেন। তাঁর সময়ে ইতিযাল (মু'তাযিলা ধর্মমত), ইলমে কালাম (ইসলামী আকীদাশাস্ত্র), জব্‌র (কর্মহীন অদৃষ্টবাদ), কাদ্‌র (অদৃষ্ট অস্বীকারকারী মতবাদ), রাফ্‌য (রাফেযী সম্প্রদায়ের মতবাদ), খুরুজ (খারেজী সম্প্রদায়ের মতবাদ) ছাড়াও পরতে পরতে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা ও ফেরকা তৈরি হচ্ছিলো। কিন্তু ইমাম মালিক এসব মতবাদ থেকে নিজেকে দূরে থেকে সালফে সালিহীনের পথে অটল ছিলেন। একজন ব্যক্তি ইমাম মালিক রহ.-কে জিজ্ঞেস করেন,

141 তাকদিমাতুল জারহি ওয়াত তা'দীল, ১৮ পৃ.; জামিউ বায়ানিল ইলমি, ২য় খণ্ড, ৫৩ পৃ.; তাহযীবুত তাহযীব, ১০ম খণ্ড, ১৪৫ পৃ.।

142 তারতীবুল মাদারিক, ১ম খণ্ড, ১৪৪ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

الرحمن على العرش استوى (তিনি রহমান, আরশে সমাসীন হয়েছেন)-এর উদ্দেশ্য কী? আল্লাহপাক কীভাবে আরশের ওপর সমাসীন হলেন? তখন ইমাম মালিক রহ. জবাব দিয়েছিলেনÍ

الاستواء منه معلوم، والكيف منه غير معقول، والسؤال عن هذا بدعة والإيمان به واجب

'সমাসীন হওয়ার বিষয়টি জ্ঞাত, তার স্বরূপ আমাদের বোধের উর্ধ্বে, এ বিষয়ে প্রশ্ন করা বিদআত এবং বিষয়টির ওপর ঈমান আনা ওয়াজিব।'

আবুল জুয়াইরিয়া নামক এক ব্যক্তি 'মুরজিয়া সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতো। সে একদিন ইমাম মালিক রহ.-কে বললো, 'আবু আবদুল্লাহ, আমি আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই। তা শুনুন। তারপর সেসব বিষয় নিয়ে আপনার সঙ্গে তর্কবিতর্ক করতে চাই। ইমাম মালিক বললেন, 'তুমি আমাকে তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী বানাবে না।' আবুল জুয়াইরিয়াহ বললো, 'আল্লাহর কসম, আমার উদ্দেশ্য হলো হকের অনুসন্ধান। আপনি আমার কথার জবাব দেবেন। জবাব সত্য ও সঠিক হলে অবশ্যই আমি মেনে নেবো।' ইমাম মালিক রহ. বললেন, 'যদি এই তর্কবিতর্কে তুমি জয়ী হও?' লোকটি বললো, 'এ অবস্থায় আপনি আমার কথা মেনে নেবেন।' ইমাম মালিক রহ. বললেন, 'যদি আমি জয়ী হই?' লোকটি বললো, 'তাহলে আমি আপনার কথা মেনে নেবো।' ইমাম মালিক বললেন, 'কিন্তু আমাদের মধ্যে যদি তৃতীয় ব্যক্তি এসে উপস্থিত হয় এবং তর্কবিতর্কে সে জয়ী হয়, তাহলে?' লোকটি বললো, 'তাহলে আমরা দুজনই ঐ ব্যক্তির কথা মেনে নেবো।'

এরপর ইমাম মালিক রহ. বললেনÍ

يا عبد الله! بعث الله محمداً بدين واحد وأراك تنتقل وقال عمر بن عبد العزيز من جعل دينه عرضاً للخصومات أكثر التنقل.

'হে আল্লাহর বান্দা, আল্লাহপাক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একটিমাত্র ধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেছেন। কিন্তু আমি তোমাকে দেখছি এক ধর্ম ছেড়ে অন্য ধর্মে চলে যাচ্ছো। উমর বিন আবদুল আযীয বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের ধর্মকে ঝগড়া-কলহের নিশানা বানায় সে

একের পর এক ধর্ম পরিবর্তন করতে থাকবে।'[143]

এক ব্যক্তি ইমাম মালিককে ইলমে বাতেন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, বাতেনী ইলম ঐ আলিমই জানেন যিনি জাহেরী ইলম জানেন। আর বাতেনী ইলম অন্তরে নূর সৃষ্টি হওয়ার ফলে অর্জিত হয়। এরপর তাকে বললেন—

عليك بالدين المحض. وإياك وبنيات الطريق وعليك بما تعرف واترك ما لا تعرف.

'তুমি অবশ্যই খাঁটি দীন অনুসরণ করবে। নানা দিকের নানা কথায় ছুটবে না। তুমি যা জানো তার ওপরই আমল করো; যা জানো না তা পরিত্যাগ করো।'

যখন কোনো প্রবৃত্তিপূজারী বা ভ্রান্ত আকীদার অনুসারী ব্যক্তি এসে ইমাম মালিক রহ.-এর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে চাইতো, তখন তিনি এই বলে তার থেকে দূরে সরে যেতেন, 'আমি তো আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে দলীল-প্রমাণ রাখি। কিন্তু তুমি সন্দেহ ও ভ্রান্ত ধারণায় আক্রান্ত। তুমি যেরকম লোক, ঐরকম লোকের সঙ্গে গিয়ে তর্কবিতর্ক করো।'

সুফিয়ান বিন উয়াইনা বলেন, আমি ইমাম মালিককে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যে মীকাতের আগে মদীনায় থাকতেই ইহরাম বেঁধে ফেলেছে। ইমাম মালিক জবাব দিলেন, তার এই কাজ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশের পরিপন্থী। এ ধরনের লোকের জন্য দুনিয়াতেই বিপদ, পরকালেও তার জন্য থাকবে মর্মন্তুদ শাস্তি। তুমি কি আল্লাহপাকের এই বক্তব্য শোনো নি :

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

'যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, তাদের ওপর বিপর্যয় আপতিত হবে অথবা তাদের ওপর আপতিত হবে মর্মন্তুদ শাস্তি।' [সূরা নূর : আয়াত ৬৩]

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন, মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধতে হবে।

143 তারতীবুল মাদারিক, ১ম খণ্ড, ১৭০ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

দুনিয়াবিমুখতা, তাকওয়া ও ইবাদত

সালফে সালিহীনের ইলম ও আমল, দুনিয়াবিমুখতা, তাকওয়া, ইবাদত ও রিয়াযত—সবকিছুর উদ্দেশ্য ছিলো দীন। তাঁদের মধ্যে এসকল গুণের সন্নিবেশ ঘটেছিলো। ইমাম মালিক রহ.-এর মধ্যেও এসকল গুণ পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিলো।

ইমাম মালিক রহ. সবসময় বলতেন, 'যে ব্যক্তি চায় তার অন্তর আলোকিত হোক, মৃত্যু-যন্ত্রণা থেকে রেহাই মিলুক, কিয়ামতের কঠিন অবস্থা থেকে মুক্তি পাক, তার গোপনীয় আমল প্রকাশ্য আমলের চেয়ে অধিক হওয়া চাই।'

মুসআব বিন আবদুল্লাহ বলেন, যখন ইমাম মালিক রহ.-এর সামনে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নাম মুবারক উচ্চারণ করা হতো তখন তার চেহারার রং বদলে যেতো এবং শির অবনত হয়ে যেতো। তিনি বলতেন, আমি যা কিছু দেখেছি তোমরা যদি তা দেখতে তাহলে আমার অবস্থার ওপর আশ্চর্য বোধ করতে না।

মুহাম্মদ বিন মুনকাদির কারীদের মধ্যে সেরা ছিলেন। আমরা যখন তাঁর কাছে কোনো হাদীস জানতে চাইতাম, তিনি কাঁদতে শুরু করতেন। আমি একটা সময় পর্যন্ত তাঁর ওখানে যাওয়া-আসা করেছি। এ সময়ে তাঁকে আমি তিন অবস্থার মধ্যে কোনো এক অবস্থায় পেয়েছি। হয় তিনি নামাযে মশগুল থাকতেন, অথবা তিনি রোযাদার হতেন, কিংবা কুরআন তিলাওয়াতে মগ্ন থাকতেন। ওজুর সঙ্গে রসূলের হাদীস বয়ান করতেন। তিনি বড় আবেদ ও বড় বুযুর্গ ছিলেন। আমি যখন তাঁর ওখানে যেতাম তিনি আমার জন্য বালিশ রেখে দিতেন। আমি যখন আমার অন্তরে কঠিনতা ও ঔদাসীন্য অনুভব করি তখন মুহাম্মদ বিন মুনকাদিরকে এক নযর দেখে নিই এবং তাতে কয়েকদিন পর্যন্ত আমার অন্তর পবিত্র অনুভূতি দ্বারা প্রভাবিত থাকে।

ইমাম মালিক রহ. প্রতি মাসের প্রথম রাতে সারারাত ইবাদত-বন্দেগিতে কাটাতেন। এ সময়ে যে তাঁকে দেখতো সে বুঝতে পারতো ইমাম মালিক একটি মাসের শুরুতে তাকে ইস্তেকবাল ও শুভ সূচনার জন্য ইবাদত করছেন। ইমাম মালিকের কন্যা ফাতেমা বলেন, আমার পিতা প্রতি রাতেই তাঁর ওজিফা (নফল ইবাদত) পুরা করতেন। আর জুমার রাতে সারারাত তিনি ইবাদতে মশগুল থাকতেন।

মুগীরা বর্ণনা করেন, একবার রাতের বেলা আমি ইমাম মালিকের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি নামাযে সূরা ফাতেহা পাঠ করার পর আলহাকুমুত তাকাসুর সূরা পাঠ করলেন। আমি থেমে গেলাম। তিনি ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (সেই দিন অবশ্যই তোমাদেরকে নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। সূরা তাকাসুর : আয়াত ৮) পর্যন্ত পৌছে অনেকক্ষণ কাঁদতে থাকলেন এবং এই আয়াতটিই বারবার পড়তে থাকলেন। আমি তাঁর অবস্থা দেখে ওখানেই থেকে গেলাম। সুবহে সাদিক হলে তিনি রুকুতে গেলেন। আমি ওজু করে মসজিদে গেলাম। যাওয়ার সময় দেখলাম তিনি সে অবস্থাতেই আছেন এবং তার চেহারায় আলো চমকাচ্ছে।

ইমাম মালিক রহ. নফল নামাযের রুকু ও সাজদা অনেক দীর্ঘ করতেন। চাবুক মেরে শাস্তি দেওয়ার পর লোকেরা আরয করলো যে, আপনি এখন থেকে হালকা নামায পড়ুন। ইমাম মালিক বললেন, আল্লাহ তাআলার জন্য যে আমল করা হয় তা খুব ভালোভাবে করা উচিত। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (যিনি সৃষ্টি করেছে মৃত্যু ও জীবন, তোমাদের পরীক্ষা করার জন্যIকে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম? সূরা মুলক : আয়াত ২)

ইমাম মালিক রহ.-এর ইবাদত গোপনের স্বরূপ এই যে তিনি তাঁর রুমাল ভাঁজ করে সঙ্গে রাখতেন এবং নামাযের সময় সেই রুমালের ওপর সেজদা করতেন। তিনি বলতেন, আমি রুমালের ওপর সেজদা করি একারণে যে, যাতে আমার কপালে সাজদার দাগ না পড়ে। কপালে দাগ পড়লে মানুষ তা দেখে ভাববে আমি রাত জেগে নামায পড়ি।

ইমাম মালিক রহ. বলতেন, আমি যদি জানতে পারতাম যে আবর্জনার ওপর বসে থাকলে আমার অন্তরের শুদ্ধি অর্জিত হবে তাহলে তাই করতাম। ইমাম মালিক রহ. নির্জনে নফল ইবাদত করতেন, যাতে এ অবস্থায় তাঁকে কেউ না দেখে এবং তাঁর বুযুর্গির সুনাম ছড়িয়ে না পড়ে।[144]

চারিত্রিক গুণাবলি

144 তারতীবুল মাদারিক, ১ম খণ্ড, ১৮০ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

ইমাম মালিক রহ. সেই সব সুন্দর গুণাবলি ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন যেগুলো সাহাবায়ে কেরাম ও তাবিঈনের মধ্যে বিদ্যমান ছিলো। এ সুন্দর গুণাবলি ও উত্তম চরিত্রের অধিকারীরা ছিলেন ইসলামী শিক্ষার আদর্শ ও দৃষ্টান্ত। ইমাম মালিকের আকীক উপত্যকায় যে বাসস্থান ছিলো তার দরজায় ما شاء الله (আল্লাহপাক যা চান) লিখে রেখেছিলেন। এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, কুরআন মাজীদে একটি ঘটনার প্রেক্ষিতে বলা আছেI

وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ

(তুমি যখন তোমার উদ্যানে প্রবেশ করলে তখন কেনো বললে না আল্লাহ যা চান তাই হয়। সূরা কাহ্‌ফ : আয়াত ৩৯)

আর আমার ঘরটিই হচ্ছে আমার বাগান।

ইমাম মালিক রহ.-এর আরেকটি থাকার স্থান ছিলো মদীনা মুনাওওয়ারায় হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা.-এর ঘর। ঐ ঘরটিতে তিনি ভাড়ায় থাকতেন। একবার খলীফা মাহদী ইমাম মালিককে তাঁর নিজস্ব ঘরের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, আমাকে বর্ণনা করা হয়েছে যে إن نسب المرأ داره (মানুষ তার বাসস্থানের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে থাকে)। অর্থাৎ মানুষের সম্পর্ক তার জায়গার সঙ্গে হয়ে থাকে। হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদের জায়গাটির সম্পর্কিত হওয়াই আমার জন্য যথেষ্ট। ইমাম মালিক রহ. তার বাসস্থান অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি করে রাখতেন। ভালো ভালো গদি, বালিশ ও বিছানা ছিলো। তিনি সেগুলো বিছিয়ে রাখতেন। তাই তাঁর ছোটো ঘরটিকে রাজকীয় মনে হতো। ইমাম মালিকের গায়ের কাপড়-চোপড়ও হতো খুব দামি ও উন্নত। তিনি বলতেন, 'এতে আল্লাহপাকের নিয়ামতের আলোচনা ও কাজের মাধ্যমে তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় হয়ে থাকে।

একবার এক ব্যক্তি বললো, আপনার ঘরে তো ছবি আছে। এ কথা শুনে তিনি বললেন, এখনো পর্যন্ত আমি তা দেখি নি। তারপর ঐ ব্যক্তিকে বললেন, তুমি ছবিটিকে নষ্ট করে ফেলো।

ইমাম মালিক রহ. মদীনা মুনাওওয়ারায় কখনো সওয়ারি ব্যবহার করতেন না। তিনি বলতেন, যে মাটিতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সমাহিত করা হয়েছে এবং যে মাটিতে তিনি চলাফেরা করেছেন

সেই মাটিতে সওয়ারিতে আরোহণ করা আদবের খেলাফ।

ইমাম শাফিঈ রহ. বর্ণনা করেন, আমি একবার ইমাম মালিক রহ.-এর দরজার সামনে ভালো ভালো খোরাসানী ঘোড়া ও মিসরীয় খচ্চর দেখতে পেলাম। আমি এগুলোর ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি সবগুলো তোমাকে দিয়ে দিলাম। আমি তাঁকে বললাম, কমসে কম একটি আপনি রাখুন। আমার কথা শুনে তিনি বললেনI

أنا استحي من الله أن أطأ تربة نبي الله بحافر دابة

'আমি আল্লাহর কাছে লজ্জাবোধ করি যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ভূমিকে আমি চতুষ্পদ জন্তুর খুর দিয়ে মাড়াবো।'

কোনো কোনো বর্ণনা থেকে জানা যায়, ইমাম মালিক মদীনা মুনাওওয়ারার বাইরে সওয়ারিতে আরোহণ করতেন। আবুস সামহ বর্ণনা করেন, আমি ইমাম মালিককে একটি স্বাস্থ্যবান খচ্চরের ওপর সওয়ার হতে দেখেছি। খচ্চরের গায়ে খুব দামি একটি গদি বসানো ছিলো। তার ওপর কাপড় ছিলো। তাঁর খাদেম পিছে পিছে চলছিলো। এভাবেই তিনি আকীক উপত্যকার বাসস্থানের দরজা পর্যন্ত গেলেন। ইমাম মালিকের পানাহারের ব্যবস্থা ছিলো খুব উন্নত।

ইমাম মালিক রহ.-এর ভাগনে ইসমাঈল বিন আবু উওয়াইস বলেন, তিনি প্রতিদিন দুই দিরহামের গোশত খরিদ করতেন। এর ব্যতিক্রম কখনো হতো না। এজন্য অনেক সময় ব্যবসার মালামালও বিক্রি করে দিতে হতো। তিনি তাঁর বাবুর্চি সালামাকে নির্দেশ দিতেন জুমার দিন যেনো বেশি করে খাবার পাকানো হয়। ইমাম মালিক তাঁর পানীয়তে গরমকালে চিনি এবং শীতকালে মধু ব্যবহার করতেন।

কলা ইমাম মালিক রহ.-এর খুব পছন্দনীয় ফল ছিলো। তিনি বলতেন এই ফলে মাছিও বসে না, কারো অপরিচ্ছন্ন হাতও লাগে না। এটা জান্নাতের ফলের মতো। শীতাকালেও পাওয়া যায়, গরমকালেও পাওয়া যায়। এটা জান্নাতী ফলের একটা বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ **أكلها دائم** মানে তা সবসময়ই খাওয়া যায়।

ইমাম মালিক নিজের সন্তান ও পরিবারের সঙ্গে খুবই ভালো আচরণ করতেন। তিনি বলতেন, পরিবারের সঙ্গে ভালো ব্যবহারের কারণে আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি অর্জিত হয়। তাছাড়া একারণে সম্পদও বৃদ্ধি পায় এবং দীর্ঘায়ু লাভ হয়। আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর

www.maktabatulabrar.com

কয়েকজন সাহাবীর বর্ণনা থেকে এমনটিই জেনেছি।

ইমাম মালিক রহ. বেশির ভাগ সময় নীরব থাকতেন এবং তিনি স্বল্পবাক ছিলেন। মুখ খুলে হাসতেন না। কিন্তু মুচকি হাসি হাসতেন। ইমাম মালিকের কাছে চারশো দীনার ছিলো। এগুলোর মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। আবার এগুলোর আয় দিয়েই জীবনজীবিকা ও যাবতীয় প্রয়োজন নির্বাহ করতেন। একবার তাঁকে তিন হাজার দীনার হাদিয়া দেওয়া হয়েছিলো; কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেন নি। সেটা দিয়ে তিনি জায়গাও কেনেন নি, ব্যবসাও করেন নি। আমারা আগেই জেনেছি যে, ইমাম মালিকের পিতা আনাস তীর-ধনুক বানাতেন। এসব বানিয়েই তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। তাঁর ভাই নযর বিন আনাস কাপড়ের ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনিও শুরুর দিকে তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে সেই ব্যবসায় শরীক ছিলেন।

ইমাম মালিক রহ.-এর বোধ ও বুদ্ধিমত্তা তাঁর শৈশবকাল থেকেই প্রসিদ্ধ ছিলো। তাঁর শৈশবকালীন উস্তাদ রবীয়া রায়ী যখন তাঁকে আসতে দেখতেন তখন বলে উঠতেন, এই তো বুদ্ধিমান চলে এসেছে। ইবনে মাহদী বলেন, আমি মালিক, সুফিয়ান ও শু'বার মধ্যে মালিককে সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিমান ও মেধাবী পেয়েছি। আমার চোখদুটি তাঁর চেয়ে বেশি ভাব্যাম্ভীর, বুদ্ধিমান, মুত্তাকী, ও উচ্চ মেধাবী আর কাউকে দেখে নি। ইবনে ওয়াহাব বলেন, আমরা ইমাম মালিক থেকে ইলমের চেয়ে আদব বেশি শিখতাম। স্বয়ং ইমাম মালিক বলেন, আমি কখনো নির্বোধ ও গণ্ডমুর্খ লোকের সঙ্গে ওঠাবসা করি না।

ইয়াহিয়া বিন ইয়াহিয়া মাসমুদী আন্দালুসী ইমাম মালিকের কাছে ইলম শিক্ষা করার পর তাঁর খেদমতে এক বছর থেকে ইসলামী আদব শেখেন। ইয়াহিয়া মাসমুদী বলেন, আমি ইমাম মালিকের অভ্যাস ও আখলাক শেখার জন্য তার কাছে অবস্থান করি। কারণ সাহাবা ও তাবিঈনের আখলাক-চরিত্রই ছিলো তার আখলাক-চরিত্র। এজন্যই ইমাম মালিককে 'বুদ্ধিমান' বলা হতো।[145]

সৎসাহস ও সত্য উচ্চারণ

---

[145] তারতীবুল মাদারিক, ১ম খণ্ড।

সৎসাহস ও সত্য উচ্চারণ উলামায়ে ইসলামের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যটিতেও ইমাম মালিক রহ. সালফে সালিহীনের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। কয়েকটি ঘটনা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি খলীফা ও আমীরদের সঙ্গে মিলিত হতেন এবং চূড়ান্ত সৎসাহসের সঙ্গে সত্য উচ্চারণ করতেন। একবার লোকেরা ইমাম মালিককে বললো, আপনি অত্যাচারী ও উৎপীড়ক শাসকদের কাছে যাওয়া-আসা করেন। ইমাম মালিক রহ. তাদেরকে বললেনÍ

يرحمك الله فأين التكلم بالحق

'আল্লাহপাক তোমাকে রহম করুন। তাহলে সত্য উচ্চারণের জায়গা কোথায়?'[146]

ইমাম মালিক রহ. বলেন, আমি কয়েক বার খলীফা আবু জাফর মানসুরের কাছে গিয়েছি। কিন্তু আমি কখনো তাঁর হাতে চুমু দিই নি। অথচ হাশেমী এবং হাশেমী নয়Íসব গোত্রের লোকই তাঁর হাতে চুমু খেয়েছে।[147]

১৫০ হিজরীতে খলীফা আবু জাফর মনসুর মদীনায় আমাদের এখানে এলেন। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তিনি আমাকে বললেন, মালিক, আপনার চুল তো অনেক বেশি সাদা হয়ে গেছে। আমি বললাম, আমীরুল মুমিনীন, যার বয়স বেশি হয়, তার চুলে শুভ্রতাও বেশি ছড়িয়ে পড়ে। এরপর তিনি বললেন, মালিক, আপনি সাহাবীদের মধ্য থেকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর হাদীসের ওপর বেশি নির্ভর করেন। এর কারণ কী? আমি বললাম, আমীরুল মুমিনীন, তিনি ছিলেন আমাদের এখানে জীবিত সর্বশেষ সাহাবী। প্রয়োজন হলেই মানুষ তাঁর থেকে দীনী মাসাআলা জিজ্ঞেস করতো এবং তিনি সেগুলোর উত্তর দিতেন। তাই আমি তাঁর কথার উপরে বেশি আমল করি। আবু জাফর মানসুর এ কথা শুনে বললেন, মালিক, কোনো সমস্যা নেই। আপনার কাছে সত্য রয়েছে।

ইমাম মালিক রহ. বর্ণনা করেন, একবার আবু জাফর মানসুর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, পৃথিবীর মাটিতে আপনার চেয়ে বড় কোনো আলিম আছেন কি? আমি বললাম, হ্যাঁ, আছেন। তিনি বললেন, আমাকে তাঁর নাম বলুন। আমি বললাম, তাঁর নাম আমার মনে নেই। এরপর মানসুর

146 তাকদিমাতুল জারহি ওয়াত তা'দীল, ৩০ পৃ.।

147 তাকদিমাতুল জারহি ওয়াত তা'দীল, ২৫ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

আমাকে বললেন, আমি চাচ্ছি যে আপনার ইলম (মুআত্তা) প্রচার-প্রসার করি। আমি সৈনিক, আমীর-উমারা ও শহরগুলোর বিচারকদের লিখে পাঠাবো যে তাঁরা যেনো মুআত্তা মুখস্থ করে এবং তার প্রচার-প্রসার করে। যে এর বিরোধিতা করবে আমি তার ঘাড় উড়িয়ে দেবো। আমি বললাম, আমীরুল মুমিনীন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই হলেন এই উম্মতের জন্য আদর্শ। তিনি যুদ্ধ ও জিহাদের জন্য সেনাবাহিনী প্রেরণ করতেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবদ্দশায় অনেক রাজ্য বিজিত হয় নি। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পর আবু বকর রা. এই খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। তখনও সব রাজ্য জয় করা যায় নি। এরপর উমর রা. খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁর হাতে অনেক রাজ্য বিজিত হয়। তিনি বিজিত রাজ্যগুলোতে সাহাবীদের শিক্ষক হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। মানুষ তাঁদের থেকেই দীনী ইলম হাসিল করতো। এমনকি এখনো সেই ধারা চালু আছে। আপনি যদি সাহাবায়ে কেরামের শিষ্য এবং প্রশিষ্যদের মাঝে একমাত্র আমার ইলমের প্রচার-প্রসার করেন তাহলে অন্যসব ইলম ও বর্ণনার তুলনায় আমার ইলম ও বর্ণনা অপ্রচলিত মনে হবে। এমতাবস্থায় ফিতনা ছড়িয়ে পড়বে। এ কারণে প্রত্যেক শহরের লোকদের সেই জায়গার ইলমের ওপরই আমল করতে দিন। আর আপনি নিজে আমার ইলমের ওপর আমল করুন। এসব কথা শুনে আবু জাফর মানসুর বললেন, এটা কতই না দূরদর্শিতার কথা! আপনি আমার পুত্র মুহাম্মদ মাহদীর জন্য এই ইলম (মুআত্তা) লিখে দিন।

হুসাইন বিন উরওয়া বর্ণনা করেন, খলীফা হারুনুর রশীদ হজের মওসুমে মদীনায় এলেন। তিনি ইমাম মালিকের খেদমতে পাঁচশো দীনারের একটি থলে পাঠিয়ে দিলেন। হজ শেষ করে তিনি আবার মদীনায় এলেন। ইমাম মালিকের কাছে সংবাদ পাঠালেন যে আমীরুল মুমিনীনের আগ্রহ এই যে মালিক বাগদাদ পর্যন্ত তাঁর সফরসঙ্গী হবেন। ইমাম মালিক তার জাবাবে খলীফার দূতকে বললেন, তুমি গিয়ে বলো যে তিনি এখানো দীনারের থলির মুখ বন্ধই রেখেছেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনÍ

و المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون

'মদীনাই তাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তারা জানতো।'

এই জবাব শুনতে পেয়ে হারুনুর রশীদ তার ইচ্ছা ও পরিকল্পনা থেকে

বিরত হলেন।

ইমাম মালিক রহ.-এর প্রতি যারা হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করতো তারা একবার খলীফা আবু জাফর মানসুরের কাছে গিয়ে বললো, মালিক আপনার হাতে বাইআত হওয়াকে বৈধ মনে করেন না। তিনি আব্বাসী খেলাফতকে অস্বীকার করেন। এসব কথা শুনে আবু জাফর মানসুর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো এবং ইমাম মালিকের গায়ের কাপড় খুলে তাঁকে চাবুকপেটা করলো। এতে তাঁর হাতের কব্জি পড়ে গিয়েছিলো। আবু জাফর বড় সীমালঙ্ঘন করেছিলো। কিন্তু এতে ইমাম মালিকের সম্মানই বৃদ্ধি পেয়েছিলো। চাবুকের এই আঘাতগুলো বুঝি তাঁর জন্য হয়ে যায় মর্যাদার অলঙ্কার। এই অন্যায় শাস্তির পর সাধারণ ও বিশেষ সব মানুষের কাছেই তাঁর মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতা বেড়ে গিয়েছিলো।[148]

হাদীস ও ফিকহের ইমামবৃন্দ ও সমকালীন আলিমগণের দৃষ্টিতে ইমাম মালিক

সুফিয়ান বিন উইয়াইনা ও আবদুর রাজ্জাক সানআনী বলেন, হযরত আবু হুরায়রা রা. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এই হাদীস বর্ণনা করেন।

يوشك ان يضرب الناس اكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون عالما اعلم من عالم المدينة

'অচিরেই মানুষ ইলম অর্জনের জন্য সওয়ারিতে আরোহণ করে সফর করবে। তারা মদীনার আলিম থেকে অধিক জ্ঞানী আলিম খুঁজে পাবে না।'

আমাদের কাছে হাদীসে 'মদীনার আলিম' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইমাম মালিক রহ.।

হাদীসের ইমামগণের কাছে مالك عن نافع عن ابن عمر (মালিক নাফি' থেকে, নাফি' ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেছেন) সনদটি হলো سلسلة الذهب বা স্বর্ণশৃঙ্খল যাতে কোনো খাদ নেই।

ইমাম শাফিঈ রহ. বলেন, যদি ইমাম মালিক এবং সুফিয়ান বিন উইয়াইনা না হতেন তাহলে হিজায থেকে ইলমে দীন নিঃশেষ হয়ে যেতো। যখন হাদীস ও আছার (সাহাবায়ে কেরামের কথা)-এর প্রসঙ্গ

148 তাকদিমাতুল জারহি ওয়াত তা'দীল, ২৯, ৩০ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

এলে ইমাম মালিকই তার নক্ষত্র। কোনো হাদীসের কিছু অংশে সন্দেহ হলে তিনি সেই হাদীসটিকে পরিত্যাগ করতেন।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বলেন, হাদীসের ক্ষেত্রে ইমাম মালিক সবচেয়ে দৃঢ় ব্যক্তি ছিলেন। ইমাম মালিক থেকে যাঁরা হাদীস বর্ণনা করেছেন, বিশেষ করে মদীনার আলিমগণ, তাদেরকে বিশ্বস্ত বা অবিশ্বস্ত সাব্যস্ত করা প্রসঙ্গে কোনো সমালোচনা বা প্রশ্ন উত্থাপন করো না।

বাশার বিন যাহরানী একজন রাবীর ব্যাপারে ইমাম মালিককে জিজ্ঞেস করলেন। ইমাম মালিক বললেন, তুমি কি আমার কিতাবে তার নাম দেখেছো? তিনি যদি বিশ্বস্ত রাবীই হতেন তাহলে অবশ্যই তুমি তাঁর নাম আমার কিতাবপত্রে দেখতে পেতে।

ইবনে লাহীয়া বলেন, মিসরে আমাদের এখানে বকর বিন সাওয়াদা আগমন করলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি হেজাযবাসীর জন্য কোন আলিমকে সেখানে রেখে এসেছেন? তিনি বললেন, যু আসবাহ গোত্রের সন্তান অর্থাৎ ইমাম মালিক বিন আনাসকে রেখে এসেছি।

ইয়াহিয়া বিন হাইয়ান বর্ণনা করেন, আমরা উহাইবের কাছে ছিলাম। তিনি একটি হাদীস عن ابن جريج و مالك بن انس عن عبد الرحمن بن القاسم (ইবনে জুরাইজ ও মালিক বিন আনাস থেকে, তাঁরা আবদুর রহমান বিন আল-কাসিম থেকে) সূত্রে বর্ণনা করলেন। এই হাদীস শুনে আমি আমার সঙ্গীকে বললাম, তুমি এখানে ইবনে জুরাইজের নাম লেখো এবং মালিক বিন আনাসের নাম ছেড়ে দাও। কারণ তিনি এখনো জীবিত আছেন। আমার এই কথা ইবনে উহাইব শুনে ফেললেন। তিনি আমাকে বললেন, তুমি বললে যে ইমাম মালিক বিন আনাসের নাম ছেড়ে দাও। কিন্তু আমাদের কাছে পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলে এই হাদীসের ব্যাপারে মালিক থেকে বেশি আর কেউ বিশ্বস্ত, গ্রহণযোগ্য ও নিরাপদ নন। ইমাম মালিকের সামনে 'আরয' মানে হাদীস পাঠ করা অন্যদের কাছ থেকে হাদীস শোনার চেয়ে অনেক বেশি উত্তম।

হারব বিন ইসমাঈল আহমদ বিন হাম্বলের কাছে জিজ্ঞেস করলেন, ইবনে শিহাব থেকে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে কে বেশি ভালো। মালিক বিন আনাস না কিন সুফিয়ান বিন উইয়াইনা? আহমদ বিন হাম্বল বললেন, মালিকের বর্ণিত হাদীস অধিক সহীহ। হারব বিন ইসমাঈল জিজ্ঞেস

করলেন, আর মা'মার? আহমদ বিন হাম্বল বললেন, তিনি ইবনে শিহাব যুহরী থেকে অনেক বেশি হাদীস বর্ণনা করেছেন।[149]

ইমাম যাহাবী লিখেছেন, ইমাম মালিকের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ছিলো যা অন্য কারো মধ্যে পাওয়া যায় নি : ১. দীর্ঘ জীবন ও সনদের উচ্চতা; ২. মেধার প্রখরতা ও ইলমের ব্যাপকতা; ৩. তাঁর দলীল ও বর্ণনা সহীহ হওয়ার ব্যাপারে হাদীসের ইমামগণের সম্মতি; ৪. তাঁর দীনদারি, ন্যায়পরায়ণতা ও সুন্নতে রসূলের অনুকরণের বিষয়ে আলিম-উলামার ঐকমত্য ৫. ফিকাহ ও ফতোয়া এবং সেগুলোর মূলনীতির ব্যাপারে বিশুদ্ধতা।[150]

আনন্দময় স্বভাব ও অন্তরের সজীবতা

ইমাম মালিক রহ. অত্যন্ত ভাবগাম্ভীর মানুষ ছিলেন। তাঁর সামনে কারো কথা বলার সাহস হতো না। কিন্তু এ কথার উদ্দেশ্য এই নয় যে তিনি একেবারেই শুষ্ক সাধক ছিলেন। বরং সময়-সুযোগমত কৌতুক ও আনন্দময় অভিব্যক্তি প্রকাশ করতেন। একবার কবি ইবনে সারজুন ইমাম মালিককে তাঁর কবিতা শোনার জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু ইমাম মালিক এই ভেবে কবিতা শুনতে অস্বীকৃতি জানালেন যে কবিতায় হয়তো অনর্থক কথা-বার্তা থাকবে। কিন্তু ইবনে সারজুন যখন অনেক পীড়াপীড়ি করলেন তখন ইমাম মালিক কবিতা শুনতে রাজি হলেন। সেই কবিতাটি ছিলো এরকমÍ

سلوا مالك المفتي عن الهوى والفتاء + وحب الحسان المعجبات العوارك

فيفتيكم أني مصيب وإنما + أسلي هموم النفس عني بذلك

فهل من محب يكتم الحب والهوى + أثام وهل في ضمة المتهالك

'মুফতী মালিককে প্রেম, যৌবন, সৌন্দর্যের কারণে ভালোবাসা যাবে কি না তা জিজ্ঞেস করো।

তিনি তোমাদের ফতোয়া দেবেন যে, এ ব্যাপারে আমি ভুল করবো না; আমি এই ভালোবাসা দিয়ে হৃদয়-যাতনা দূর করবো।

[149] তাকদিমাতুল জারহি ওয়াত তা'দীল, ১৩-২৩ পৃ.; তাহযীবুত তাহযীব ১ম খণ্ড, ৬-৮ পৃ.।

[150] তাযকিরাতুল হুফফায, ১ম খণ্ড, ১৯৮ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

যে প্রেমিক গোপন করে তার প্রেম, সে কি গোনাহগার এবং সে কি নিজেকে ধ্বংস করছে?'

এই কবিতা শুনে ইমাম মালিক অনেক হাসি হাসলেন। অথচ তিনি মুখ খুলে খুব কমই হাসতেন।

মুহাম্মদ বিন ফযল মক্কী বর্ণনা করেন, একবার ইমাম মালিক রহ. এক গায়িকার কণ্ঠে নিম্নের কবিতা শুনতে পেলেনÍ

أنت أختي وأنت حرمة جاري + وحقيق علي حفظ الجوار

أنا للجار ما تغيب عني + حافظ للمغيب في الأسرار

ما أبالي أكان بالباب ستر + مسبل أم بقي بغير ستار

'তুমি আমার বোন এবং আমার প্রতিবেশীর আব্রু; প্রতিবেশিত্বের অধিকার রক্ষা করা আমার কর্তব্য।

যতক্ষণ আমার প্রতিবেশী অনুপস্থিত থাকে ততক্ষণ আমি তার রক্ষক এবং তার অনুপস্থিতিতে আমি তার লেনদেনের হেফাযতকারী।

আমার প্রতিবেশীর ঘরের দরজায় পর্দা থাকুক বা নাই থাকুক - সর্বাবস্থায় আমি তার রক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক।'

ইমাম মালিক রহ. এই কবিতা শুনে বললেন, এই কবিতা কাবা শরীফের আশপাশে শোনানো হলেও জায়েয হবে। [মানে এগুলো মূল্যবান ও উত্তম কবিতা] তোমরা তোমাদের যুবকদের এই ধরনের কবিতা স্মরণ করিয়ে দাও। আবু হাযেম বলেন, আইয়ামে জাহেলিয়াতের মানুষেরা তোমাদের উত্তম প্রতিবেশী ছিলো। তাদের একজন কবি বলেছেনÍ

ناري ونار الجار واحدة + وإليه قبلي تنزل القدر

ما ضر جار لي أني أجاوره + أن لا يكون لبابه ستر

أعمى إذا ما جارتي برزت + حتى يواري جارتي الخدر

'আমার আগুন আর প্রতিবেশীর আগুন একই, আমার আগে তার ওখানেই পাতিল নামানো হয়।

আমি যে প্রতিবেশীর পাশে থাকি, তাঁর দরজায় পর্দা না থাকলে আমার কোনো সমস্যা নেই।

(কারণ) আমার প্রতিবেশিনী যখন ঘর থেকে বের হয় তখন আমি অন্ধ হয়ে থাকি যতক্ষণ না সে পর্দায় আবৃত হয়।'

এই ধরনের কবিতা শোনার মধ্যে কোনো সমস্যা নেই।

ইমাম মালিকের ভাগনে ইবনে আবি উওয়াইস বলেন, আমি আমার

মামার সঙ্গে যাচ্ছিলাম। এ সময়ে আমার পরিচারিকা মাথায় পানির পাত্র উঠিয়ে বলতে লাগলো।

ليتني أرض لسلمى + فتطأني قدماها

ليتني درع لسلمى + ترتديني من وراءها

ليتني خادم سلمى + قاعد حيث أراها

'হায়! আমি যদি সালমার ভূমি হতাম এবং তার পা দুটি আমাকে পদদলিত করতো।

হায়! আমি যদি সালমার কোর্তা হতাম, সে আমাকে পরিধান করে তার ওপর চাদর জড়িয়ে নিতো।

হায়! আমি যদি সালমার সেবক হতাম তাহলে আমি যেখান থেকে তাকে দেখা যেতো সেখানেই বসে থাকতাম।'[151]

এই কবিতা শুনে ইমাম মালিক বললেন, ইসমাঈল, এ কি পুরুষ না মহিলা? আমি বললাম, এ হলো বনু উমারার খাদেমা গায্যাল। তিনি বললেন, তার ভাষা বিশুদ্ধ ও অলঙ্কারপূর্ণ। তার আদব-কায়দাও চমৎকার।

ইমাম মালিক একবার এক যুবককে দেখলেন সে দম্ভ ভরে হাঁটছে। তিনি তার পেছনে গিয়ে সেভাবে হাঁটতে লাগলেন। তারপর সেই যুবককে জিজ্ঞেস করলেন, আমার চাল-চলন কি ঠিক আছে? যুবক বললো, না, এভাবে চলা তো ঠিক নয়। ইমাম মালিক বললেন, তাহলে তুমি কেনো ওভাবে চলছো? এ কথা শুনে যুবক তার চলনভঙ্গি ঠিক করে নিলো।

ইবনে মাহদী একবার ইমাম মালিককে বললেন, অনেক দিন হয়ে গেলো আমি মদীনায় আছি। জানি না আমার পরিবারের কী অবস্থা চলছে? তিনি মুচকি হেসে বললেন, ভাতিজা, আমার সন্তান-পরিবার কাছেই থাকে; কিন্তু আমি জানি না তাদের কী অবস্থা যাচ্ছে।

ইবনে আবু মারয়াম বলেন, একবার ইমাম মালিক আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে মিসরী, তোমাদের ওখানে মসজিদে কি দারওয়ান থাকে? আমি বললাম, হ্যাঁ, থাকে। তিনি বললেন, তাহলে ওটা মসজিদ নয়, জেলখানা।

ইমাম মালিক রহ. বর্ণনা করেন, একবার ইবনে শিহাব যুহরী মদীনায় এলেন। আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য খুব ভোরে চলে গেলাম। তিনি

151 কবিতা চারটির জন্য দ্রষ্টব্য : তারতীবুল মাদারিক ও তাকরীবুল মাসালিক, ১ম খণ্ড, ৭৬ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

তখন মসজিদের দিকে যাচ্ছিলেন। রাস্তার মধ্যেই তাঁর সঙ্গে দেখা হলো। সে সময়ে তাঁর সঙ্গে তার গোলাম আনাস ছিলো। ইবনে শিহাব ওর সঙ্গে তাঁর এক দাসীর বিয়ে দিয়েছিলেন। ইবনে শিহাব আনাসকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার স্ত্রীকে কেমন পেলে ? আনাস জবাব দিলো, জনাব, আমি তাকে জান্নাতের মতো পেয়েছি। ইবনে শিহাব তাঁর গোলামের মুখে এই কথা শুনে আল-হামদুলিল্লাহ বললেন। কিন্তু আমি তার কথার মতলব বুঝতে পেরে হেসে ফেললাম। ইবনে শিহাব আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি হাসলে কেনো? আমি বললাম, আপনার গোলামের কথার উদ্দেশ্য হলো তার স্ত্রী তার মনমত হয় নি। কারণ, জান্নাতে প্রশস্ততা ও শীতলতা আছে। ইবনে শিহাব তখন আনাসকে জিজ্ঞেস করলেন, ঘটনা তাই না কি? আনাস বললো, হ্যাঁ, ব্যাপার ঠিক তা-ই। ইবনে শিহাব আমার কথা শুনে অনেকক্ষণ পর্যন্ত হাসলেন।[152]

কয়েকজন সমকালীন আলিমের ব্যাপারে বক্তব্য

ইমাম মালিক রহ. হাদীস বর্ণনাকারী ও লিপিবদ্ধকারীদের ব্যাপারে ব্যাপক ও গ্রহণযোগ্য জ্ঞান রাখতেন। তাঁদের সমালোচনা ও পর্যালোচনার সময় তিনি প্রয়োজনে তাঁর মতামত ব্যক্ত করতেন। এ ধারায় ইলমে দীনের কয়েকজন ইমামের ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য পাওয়া যায়। এসব বক্তব্য থেকে সমসাময়িকতার ফিতনা (বিরোধ ও দূরত্ব) সম্পর্কে আঁচ করা যায়। ইমাম মালিক রহ.-এর শিষ্য মুহাম্মদ বিন ফালীহ বর্ণনা করেন, ইমাম মালিক আমাকে কুরাইশের দুইজন শায়খ থেকে হাদীস বর্ণনা করতে নিষেধ করেন। অথচ তিনি নিজেই তাঁর মুআত্তায় তাঁদের থেকে অনেকগুলো হাদীস বর্ণনা করেছেন। সেই দুইজন আবার শায়খে হুজ্জত (যাঁদের বর্ণিত হাদীস দিয়ে প্রমাণ পেশ করা হয়)।

এই ঘটনাটি বর্ণনা করে ইবরাহীম মুনযির বলেন, একে অপরের পারস্পরিক সমালোচনা করা থেকে অনেক মানুষই বেঁচে থাকতে পারেন না। যেমন, ইমাম শা'বীর ব্যাপারে ইবরাহীম নাখয়ীর বক্তব্য এবং ইকারামার ব্যাপারে স্বয়ং ইমাম শা'বীর বক্তব্য। সমকালীন ব্যক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক সমালোচনামূলক বক্তব্যগুলোর দিকে আলিম-উলামা তেমন

152 তারতীবুল মাদারিক, ১ম খণ্ড, ২৩৩ পৃ.।

দৃষ্টিপাত করেন নি। আর এসব সমালোচনামূলক বক্তব্যে তাঁদের গ্রহণযোগ্যতাও ক্ষুণ্ণ হবে না। তবে সমালোচনার সাথে প্রমাণ থাকলে তা গৃহীত হবে। অস্পষ্ট ও প্রমাণবিহীণ সমালোচনা ধর্তব্য নয়।[153]

ইমাম মালিক রহ. এবং ইবনে ইসহাক রহ.

ইমাম মালিক রহ. একবার মদীনার প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস যুদ্ধ-বিগ্রহ বিষয়ক হাদীসের ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসহাকের সমালোচনা করে বক্তব্য পেশ করেন। এ ব্যাপারে ইবনে আবদুল বার লিখেছেন যে ইমাম মালিকের এই বক্তব্য গ্রহণযোগ্য ও বিবেচ্য নয়। ইবনে আবদুল বার লেখেনÍ

و كذالك كلام مالك فى محمد بن اسحاق شيئ بلغه عنه تكلم به فى نسبه و علمه

'এমনিভাবে মুহাম্মদ বিন ইসহাকের ব্যাপারে ইমাম মালিকের বক্তব্যটি ইবনে ইসহাকের পক্ষ থেকে ইমাম মালিকের কাছে এমন কোনো সমালোচনামূলক বক্তব্য পৌঁছে থাকবে যা তাঁর বংশ ও ইলমের সঙ্গে সম্পর্কিত।'[154]

ইবনে ইদরীস বর্ণনা করেন, আমি ইমাম মালিকের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি বললো, আবু আবদুল্লাহ, আমি রায় শহরের উজির উবায়দুল্লাহর মজলিসে ছিলাম। ওখানে মুহাম্মদ বিন ইসহাকও ছিলেন। কথায় কথায় তিনি বললেন, 'আমার সামনে মালিকের ইলম (মুআত্তা) নিয়ে এসো। আমি হলাম তার ডাক্তার।' এ কথা শুনেই ইমাম মালিক বললেন, 'ও তো দাজ্জালগুলোর অন্তর্গত অন্যতম দাজ্জাল।' এরপর বললেন, তাকে আমার সামনে নিয়ে এসো।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, ইমাম মালিক বলেছিলেন, ও তো দাজ্জালগুলোর ভেতরে অন্যতম দাজ্জাল। এজন্যই আমরা তাকে মদীনা শহর থেকে বের করে দিয়েছি।

ইবনে হিব্বান বলেন, ইমাম মালিক এ কথা একবার বলেছিলেন। পরে তিনি ইবনে ইসহাকের ব্যাপারে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করেছিলেন। আর লক্ষ্মীয় বিষয় হচ্ছে- ইমাম মালিক নিজে কখনো হাদীসের ব্যাপারে ইবনে ইসহাকের সমালোচনা করেন নি। বরং তিনি ইবনে ইসহাকের যে বিষয়টি

153 তাহযীবুত তাহযীব, ৯ম খণ্ড, ৪১ পৃ.।

154 জামিউ ইলমিল বায়ান, ২য় খণ্ড, ৫৬ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তা হলোÍযে নওমুসলিম ইহুদীদের সন্তানরা খায়বার ও অন্যান্য যুদ্ধের ঘটনাবলি স্মরণ রাখতো তাদের কাছ থেকে তিনি (ইবনে ইসহাক) রসূল সা.-এর যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কিত বর্ণনা গ্রহণ করতেন। অথচ বাস্তবতা হলো ইবনে ইসহাক এ ধরনের বর্ণনাকে দলীল হিসেবে মানতেন না। অপর দিকে ইমাম মালিক হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে এতোটা কঠিন ছিলেন যে তিনি কেবল বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির রেওয়ায়েতকেই জায়েয মনে করতেন।

কেউ কেউ মনে করেন, ইবনে ইসহাকের ব্যাপারে ইমাম মালিকের এ ধরনের বক্তব্যের কারণ হলো তাঁকে [ইবনে ইসহাককে] শিয়া ও কাদরিয়া গোষ্ঠীর প্রতি সম্পর্কিত করা হতো। ইবনে ইসহাকের স্মৃতিশক্তি ও সত্যবাদিতা সম্পর্কে যতদূর জানা যায়– তিনি ছিলেন অত্যন্ত সত্যবাদী ও হাফেযে হাদীস। ইবনে শিহাব যুহরী, ইবনে ইসহাকের প্রশংসা করেছেন। শু'বা, সুফিয়ান সাওরী, সুফিয়ান বিন উয়াইনা এবং দীনী ইলমের অন্য ইমামগণ ইবনে ইসহাককে বিশ্বস্ত বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আরেকটি কথা বর্ণিত আছে, ইবনে ইসহাক ইমাম মালিকের ব্যাপারে বলতেন যে তিনি কুরাইশের গোত্র বনু তাইমের আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। কিন্তু ইমাম মালিক রহ. এ কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন।[155]

পারস্পরিক এসব সমালোচনা হয়েছিলো নির্দিষ্ট সময় ও সমকালীন প্রেক্ষাপটে। কিন্তু পরবর্তী আলিম-উলামা এসব কথার অনেক গুরুত্ব দিয়ে ফেলেছেন। এ উভয় বুযুর্গের অন্তরে ছিলো না এমন অনেক কথা বর্ণিত হয়েছে এবং এসব নিরর্থক সমালোচনা আলোচ্য বিষয় হয়ে কিতাবপত্রের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ জায়গা পেয়েছে।

প্রজ্ঞাপূর্ণ উক্তি

বড় ব্যক্তিদের কথা, তাঁদের অভিজ্ঞতাপূর্ণ জীবনের আয়না এবং অন্য মানুষের জন্য পথের দিশা। তাঁদের সাধারণ-স্বাভাবিক কথাই অনেক কাজে এসে থাকে। এসব কথার ওপর আমল করার মাধ্যমে জীবনও সুসজ্জিত করা যায়। ইমাম মালিক রহ.-এর এমন প্রজ্ঞাপূর্ণ উক্তি সংশ্লিষ্ট কিতাবসমূহে অনেক পাওয়া যায়। কিছু উক্তি নিম্নে তুলে ধরা হলো।

আলিম-উলামা কয়েক প্রকারের আছেন : ১. যে আলিম তাঁর ইলম

155 তাকদিমাতুল জারহি ওয়াত তা'দীল, ১৯, ২০ পৃ.; জামিউ বায়ানিল ইলমি, ২য় খণ্ড, ১৫৬ পৃ.; তাহযীবুত তাহযীব, ৯ম খণ্ড, ৪১, ৪২ পৃ.।

অনুযায়ী আমল করেন। তাঁর সম্পর্কে আল্লাহপাক বলেছেন, إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ 'বান্দাদের মধ্য থেকে আলিমগণই কেবল আল্লাহকে প্রকৃত ভয় করে।' [সূরা ফাতির : আয়াত ২৮] ২. যে আলিম ইলম শেখেন কিন্তু অপরকে শেখান না। তাঁর সম্পর্কে আল্লাহপাকের বাণী হলো إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ 'নিশ্চয় আমি যে সব স্পষ্ট নিদর্শন ও পথনির্দেশ অবতীর্ণ করেছি মানুষের জন্য কিতাবে তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পরও যারা তা গোপন রাখে আল্লাহ তা'আলা তাদের লানত দেন এবং অভিশাপদাতারাও তাদের অভিশাপ দেয়।' [সূরা বাকারা : আয়াত ১৫৯] ৩. যে আলিম ইলম শেখেন, তারপর অপরকে শেখান না এবং তার ওপর আমলও করেন না। তাঁর ব্যাপারে আল্লাহর বক্তব্য হলো إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا 'তারা তো চতুষ্পদ জন্তুর মতো; বরং তারা তার চেয়েও পথভ্রষ্ট।' [সূরা ফুরকান : আয়াত ৪৪]

যুবায়ের বলেন, আমি ইমাম মালিক রহ.-কে বললাম, আমি লোকদের সৎকাজের আদেশ করি তখন কিছু লোক আমার কথা মেনে নেয়। আবার কিছু লোক আমাকে কষ্ট দেয় এবং আমার অনিষ্ট সাধন করে। তারা আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহারও করে। এমতাবস্থায় আমি কী করতে পারি? তিনি বললেন, যদি তুমি আশঙ্কা করো ও বুঝতে পারো যে মানুষ তোমার কথা শুনবে না তাহলে তাদের ত্যাগ করো। মনে মনে তাদের মন্দ কাজের প্রতি অসন্তুষ্টি রাখো। এই সুযোগ তোমার আছে। আর যে লোকের ব্যাপারে তোমার ক্ষতি করার ভয় থাকবে না, তাকে সৎকাজের আদেশ করো এবং অসৎকাজে বারণ করো। তাকে আল্লাহর হুকুম আহকামের ওপর কীভাবে আমল করতে হয় তা বোঝাও। এ অবস্থায় তুমি কল্যাণ দেখতে পাবে। বিশেষ করে যখন তুমি এসব ক্ষেত্রে কোমল ও নরম থাকবে। আল্লাহপাক মুসা ও হারুন আ.-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁরা যেনো ফেরআউনের সঙ্গে নরমভাবে কথা বলেন। এভাবে কথা বললে শ্রোতা মনোযোগ দিয়ে তোমার কথা শুনবে এবং তা গ্রহণ করবে।

❖ বাতিলের নৈকট্যের মাঝে বিনাশ, বাতিল কথায় সত্য থেকে দূরে সরে যাওয়া হয়। দীন ও আত্মসম্মানবোধ নষ্ট করে দিয়ে অর্জিত দুনিয়াবী সম্পদের মাঝে কোনো কল্যাণ নেই। তা যত বিপুল মরিমাণই হোক না

www.maktabatulabrar.com

কেনো।

❖ আমি জেনেছি যে, কিয়ামতের দিন নবী-রসূলগণকে (আলাইহিমুস সালাম) যেসব প্রশ্ন করা হবে, আলিম-উলামাকেও সেসব প্রশ্ন করা হবে।

❖ মসজিদে মুনাফিকদের দৃষ্টান্ত হলো খাঁচার ভেতরে পাখির মতো; যখনই খাঁচার দরজা খুলে দেওয়া হয় তখনই পাখি উড়ে যায়।

❖ অধিক বর্ণনার মাধ্যমে ইলমে দীন অর্জিত হয় না। বরং তা হলো আলো যা আল্লাহপাক অন্তরে ঢেলে দেন। ইলম অর্জন করা খুব ভালো কাজ। অবশ্য তোমরা ভেবে দেখো যে এ ব্যাপারে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কী কর্তব্য রয়েছে তোমরা তা পালন করো।

❖ একবার ইমাম মালিক রহ. মুতাররিফকে জিজ্ঞেস করলেন, আমার ব্যাপারে লোকেরা কী বলে? মুতাররিফ বললেন, বন্ধুরা প্রশংসা করে আর দুশমনেরা নিন্দা করে। তিনি বললেন, মানুষের অবস্থা তো এ রকমই। তাদের বন্ধুও থাকে, শত্রুও থাকে। আল্লাহপাক আমাদেরকে মানুষের অর্থহীন সমালোচনা থেকে রক্ষা করুন।

❖ এই উম্মতের শেষ স্তরের লোকেরা ঐ কথা থেকেই সততা ও কল্যাণ লাভ করবে যার মাধ্যমে উম্মতের প্রথম স্তরের লোকেরা [সাহাবায়ে কেরাম] কামিয়াব হয়েছিলেন।

❖ অহংকার, হিংসা ও কৃপণতা থেকে পাপাচারের সূচনা হয়ে থাকে।

❖ তোমাদের ইচ্ছা হয় খেলা করো; কিন্তু দীন নিয়ে খেলা করো না।

❖ আল্লাহপাকের আরশে সমাসীন হওয়া আমাদের জানা, তার অবস্থা আমাদের অজানা এবং সে ব্যাপারে কথা বলা বিদআত।

❖ যদি তোমাদের দুটি কথায় সন্দেহ ও দ্বিধা হয়, হালে যে বিষয়টি তোমাদের জন্য বেশি অনুকূল সেটিই গ্রহণ করো।

❖ তোমরা ইলম অর্জনের আগে হিলম (সহনশীলতা ও শিষ্টতা) অর্জন করো।

❖ যে ব্যক্তি তার কথা-বার্তায় সত্য বলে, সে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তার বুদ্ধিমত্তা থেকে উপকারিতা হাসিল করবে। বার্ধক্য-অবস্থায় স্মৃতিভ্রষ্টতা ও নিকৃষ্টতম বয়স থেকে রক্ষা পাবে।

❖ আল্লাহপাকের আদব কুরআনে রয়েছে। তাঁর রসূলের আদব সুন্নত ও হাদীসের মাঝে। আর সালফে সালিহীনের আদব হলো তাঁদের ফিকহের মাঝে।

ইমাম মালিকের হুলিয়া ও পোশাক

ইমাম মালিক রহ.-এর গায়ের রং লালাভ সাদা ছিলো। চোখ দুটি ছিলো বড় বড়। সম্ভ্রান্ত, সৌন্দর্যময় ও সুন্দর গঠনের অধিকারী ছিলেন। দাড়ি ছিলো লম্বা, মোচ স্বাভাবিক। খেজাব ব্যবহার করতেন না। উত্তম পোশাক ব্যবহার করতেন এবং উত্তম খাবার খেতেন। আদন, খুরাসান, মারভ ও তারাযের উৎকৃষ্ট কাপড় ব্যবহার করতেন। সাধারণভাবে সাদা পোশাক পরতেন। কখনো কখনো হালকা হলুদ রঙের পোশাক পরতেন। তাঁর আংটিতে কালো রঙের নগীনা থাকতো। আংটিতে লেখা খোদিত থাকতো حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম তত্ত্বাবধায়ক)। ভালো মানের আতর ও সুগন্ধী ব্যবহার করতেন। সাধারণভাবে স্বাচ্ছন্দ্যময় অবস্থায় থাকতেন, যাতে ইলমী শান-শওকতে ত্রুটি না আসে। কেউ যখন এ ব্যাপারে প্রশ্ন করতো তিনি বলতেন, এটা আল্লাহপাকের নিয়ামতের বহিঃপ্রকাশ।

রচিত গ্রন্থাবলি

ইমাম মালিক রহ.-এর যুগে হাদীস ও ফিকাহ সংকলনের ধারা অব্যাহত ছিলো। ১৪০ থেকে ১৫০ হিজরী পর্যন্ত ইসলামী বিশ্বের বড় বড় শহরে ইসলামের আলিম-উলামা ফিকহী অধ্যায়সমূহের ধারা অনুযায়ী কিতাব লিপিবদ্ধ করেন। এর প্রায় তিরিশ বছর পর ১৭৯ হিজরীতে ইমাম মালিক মৃত্যুবরণ করেন। এই দীর্ঘ সময়ে বহু উলামায়ে কেরাম বিভিন্ন ধরনের কিতাব বিন্যাস ও লিপিবদ্ধ করেছেন। যাদের মধ্যে ইমাম মালিক রহ. উল্লেখযোগ্য অবস্থানে ছিলেন। তাঁর রচিত কিতাবগুলোর মধ্যে মুআত্তা মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়।

কাজী ইয়ায রহ. ইমাম মালিক রহ. রচিত কিতাবগুলোর মধ্যে এগুলোর নাম উল্লেখ করেছেনI

১. كتاب الموطأ

২. رسالته إلى ابن وهب في القدر والرد

৩. كتاب في النجوم وحساب مدار الزمان ومنازل القمر

৪. رسالة مالك فى الأقضية

৫. رسالته إلى أبي غسان محمد بن مطرف في الفتوى

৬. رسالته إلى هارون الرشيد المشهورة في الآداب والمواعظ

৭. التفسير لغريب القرأن

৮. كتاب السر

৯. رسالته إلى الليث في إجماع أهل المدينة।[156]

ইবনে নাদীম কেবল كتاب الموطأ ও رسالته إلى هارون الرشيد المشهورة في الآداب-এর নাম উল্লেখ করেছেন।[157]

মুআত্তা ইমাম মালিক

মুআত্তার ব্যাপারে ইমাম শাফিঈ’র বক্তব্য হলোI ما فى الأرض كتاب من العلم أكثر صوابا من مؤطأ مالك ‘পৃথিবীর বুকে মুআত্তার চেয়ে বিশুদ্ধ কোনো ইলমী কিতাব নেই।’

বলা হয়ে থাকে যে, ইমাম মালিক রহ. মুআত্তা খলীফা হারুনুর রশীদের অনুরোধে লিখেছিলেন। আতীক যুবায়রী বর্ণনা করেন, ইমাম মালিক দশ হাজার হাদীস থেকে বেছে নিয়ে মুআত্তার হাদীসগুলো বিন্যস্ত করেছেন। প্রতিবছরই তিনি হাদীসগুলোর তাহকীক ও যাচাই-বাছাই করতেন। এভাবে এর হাদীসসংখ্যা কমে যায়। এ কারণেই ইয়াহিয়া বিন সাঈদ কাত্তান বলেছেন, লোকদের ইলম দিন দিন বৃদ্ধি পায়; কিন্তু মালিকের ইলম হ্রাস পেয়েছে। তিনি যদি আরো কিছুদিন জীবিত থাকতেন তাহলে তা শেষই হয়ে যেতো। সুলাইমান বিন বেলাল বলেন, শুরুতে মুআত্তায় চার হাজার বা তার চেয়ে বেশি হাদীস ছিলো। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর সময় হাদীসের সংখ্যা দাঁড়ালো এক হাজার বা তার চেয়ে কিছু বেশি। ইমাম মালিক রহ. বছরের পর বছর হাদীসগুলো যাচাই-বাছাই করেছেন।

পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের অসংখ্য আলিমে দীন ইমাম মালিক রহ. থেকে মুআত্তা বর্ণনা করেছেন। তাঁদের পরে আরো রাবী মুআত্তা বর্ণনা করেছেন। এ কারণে মুআত্তার বহু নুসখা (কপি) পাওয়া যায় এবং সেগুলোর মাঝে অমিল লক্ষ করা যায়। কাজী ইয়ায এমন মুআত্তার নুসখার সংখ্যা বিশ বলে উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ তার সংখ্যা তিরিশটি বলেছেন। কোনো কোনো রাবী ইমাম মালিক রহ. থেকে মুআত্তা বর্ণনা

[156] তারতীবুল মাদারিক, ১ম খণ্ড, ২০৫, ২০৬, ২০৭ পৃ.।

[157] আল-ফিহরাসাত, ২৮১ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

করে তাতে সংযোজন-বিয়োজন করেছেন এবং নিজের বর্ণিত অন্য হাদীসগুলো এর অন্তর্ভুক্ত করে তাকে একটি আলাদা গ্রন্থের রূপ দিয়েছেন। যেমন, মুআত্তা ইমাম মুহাম্মদ; এটির মূল হচ্ছে মুআত্তা ইমাম মালিক। কিন্তু তা ভিন্ন একটি কিতাবের আদল নিয়েছে।

ইন্তেকাল

ইমাম মালিক রহ. জীবনের শেষ কয়েকটি বছর একেবারে নিঃসঙ্গ ও দুনিয়াত্যাগী হয়ে পড়েছিলেন। এমনকি তিনি জুমা ও জামাতে নামাযের জন্যও বাইরে বের হতেন না। এ ব্যাপারে তিনি বললেন, সব মানুষই তাদের ওজর-অজুহাত খুলে বলতে পারে না। এ সত্ত্বেও তাঁর গ্রহণযোগ্যতা এবং তাঁর প্রতি মানুষের আস্থাশীলতা একটুও কমে নি।[158]

এক বর্ণনায় আছে, শেষের দিকে তিনি বলেছিলেন, আমি বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হয়েছি। এ অবস্থায় আমি মসজিদে নববীতে যেতে চাই না। এতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সম্মান ও মর্যাদার হানি হবে। আর আমি এটাও চাই না যে, নিজের রোগশোকের কথা উল্লেখ করে আল্লাহপাক সম্পর্কে অভিযোগ করি।

ইমাম মালিক রহ. বাইশ দিন অসুস্থ ছিলেন। ১৭৯ হিজরী ১৪ই রবিউল আওয়াল বুধবারে তিনি ইন্তেকাল করেন। আল্লাহপাক তাঁর প্রতি রহম করুন। ইবনে কিনানা ও ইবনে যুবায়ের তাঁকে গোসল দেন। ইমাম সাহেবের পুত্র ইয়াহিয়া এবং তাঁর কাতেব (শ্রুতলিপিকর) হাবীব পানি ঢালেন। অসিয়ত মোতাবেল সাদা কাপড়ে কাফন পড়ানো হয়। মদীনার আমীর আবদুল আযীয বিন মুহাম্মদ বিন ইবরাহীম জানাযার নামায পড়ান। মৃত্যুর আগে তিনি কালিমায়ে শাহাদাত পড়েছিলেন এবং কুরআনের এই বাক্য পাঠ করেছিলেন لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ (পূর্বের ও পরের ফয়সালা আল্লাহরই। সূরা রূম : আয়াত ৪) তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে সমাহিত করা হয়।

ইমাম মালিকের ইন্তেকাল ইসলামী বিশ্বের জন্য ছিলো একটি বড় দুর্ঘটনা। আলিম-উলামা শোকবাণী প্রদান করেন। আখেরাতে তাঁর উচ্চ মর্যাদা হাসিল হয়েছে এ ধরনের স্বপ্ন দেখেন। কবিরা শোকগাথা আবৃত্তি

158 তাযকিরাতুল হুফফায, ১৯৬ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

করেন। যেখানে যেখানে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ পৌছেছে, সব জায়গাতেই শোক, বিষণ্নতা ও মর্মযাতনার করুণ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। আসাদ বিন খিরাত বর্ণনা করেন, আমরা বাগদাদে ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান শায়বানীর দরসী মজলিসে ছিলাম। একজন ব্যক্তি তখন হেলেদুলে তাঁর কাছে এগিয়ে গেলো। সে কিছু বলার পর ইমাম মুহম্মদ পড়লেন إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। এরপর তিনি বললেন।

مصيبة ما اعظمها مات مالك بن انس مات امير المؤمنين فى الحديث

‘কত বড় মুসিবত এসে পড়লো যে ইমাম মালিক বিন আনাস ইন্তেকাল করলেন; হাদীসের আমীরুল মুমিনীন ইন্তেকাল করলেন।’

যখন এই সংবাদ মসজিদে পৌছালো, চারদিকে বিষণ্ন ও শোকাবহ পরিবেশ সৃষ্টি হলো।

সন্তানাদি

ইবনে হাযম লিখেছেন, ইমাম মালিক রহ.-এর দুজন ছেলে ছিলেন ইয়াহিয়া ও মুহাম্মদ। এরা দুজনই মুহাদ্দিসগণের কাছে দুর্বল রাবী ছিলেন। ইমাম মালিকের এক নাতি ছিলেন আহমদ বিন ইয়াহিয়া বিন মালিক। ইমাম মালিক রহ.-এর তিন চাচা ছিলেন, উওয়াইস, আবু সাহল নাফি’ এবং রবী’। এই তিনজনই মালিক বিন আবু আমের নাফি’র পুত্র ছিলেন।[159]

اللهم ارحم على مالك بن انس و اغفر له و ارفع درجته فى عليين

آمين يا رب العالمين

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস শাফিঈ রহ.

নাম ও বংশ পরিচয়

159 জামহারাতু আনসাবিল আরব, ৪৩৬ পৃ.।

ইমাম শাফিঈ'র পূর্ণ নাম ও নসবI আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস ইবনে আব্বাস ইবনে উসমান ইবনে শাফি' ইবনে সায়িব ইবনে উবাইদ ইবনে আবদে ইয়াযিদ ইবনে হাশেম ইবনে মুত্তালিব ইবনে আবদে মানাফ কুরাইশি মুত্তালেবী হাশেমী রহ.। ইমাম শাফিঈ'র ধীমান শিষ্য রবী' ইবনে সুলাইমান মুরাদী এভাবেই ইমাম শাফিঈ'র সূত্রে তাঁর বংশধারা বর্ণনা করেছেন।[160]

সায়েব ইবনে উবাইদ রা. বদর যুদ্ধে বন্দি হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করেন। বনু হাশেমের ঝাণ্ডা তাঁর হাতে ছিলো। পরে মুক্তিপণ পরিশোধ করে তিনি মুসলমান হন। মানুষ এতে (মুক্তিপণ দেয়াতে) বিস্ময় প্রকাশ করলে তিনি বলেন, আমি মুসলমানদেরকে তাদের হক (প্রাপ্য) থেকে বঞ্চিত করা পসন্দ করি নি। এক বর্ণনা মতে তিনি (সায়েব) বাহ্য আকার আকৃতিতে রসূলুল্লাহ সা.-এর সদৃশ ছিলেন। একবার সায়েব ইবনে উবাইদ অসুস্থ হয়ে পড়লে হযরত উমর রা. তাঁকে দেখতে যান। শাফি' ইবনে ছায়েব সাবালক হওয়ার নিকটবর্তী বয়সে তার পিতার সাথে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুলাকাতের সৌভাগ্য অর্জন করেন। নবীজী তাকে দেখে ইরশাদ করেনI

من سعادة المرأ أن يشبه أباه

'মানুষের একটি সৌভাগ্য হলো আপন পিতার সদৃশ হওয়া।'[161]

ইমাম শাফিঈ'র মায়ের নাম ফাতিমা বিনতে আবদুল্লাহ ইবনে হাসান ইবনে আলী ইবনে আবি তালিব। কিন্তু খতীব বাগদাদী এবং কাজী ইয়াজ রহ. লিখেছেন যে, ইমাম শাফিঈ'র মা বনু আযদ গোত্রের ছিলেন। যে গোত্রের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন – 'আযদ' হচ্ছে আরবের মূল উৎস।[162]

জন্ম ও শৈশব

ইমাম শাফিঈ রহ. বলেন, আমি ১৫০ হিজরীতে সিরিয়ার গুয্যাহ শহরে জন্ম গ্রহণ করি। দুই বছর বয়সে আমাকে মক্কা শরীফে আনা হয়।

160 তারিখু বাগদাদ, ২খ., ৫৭ পৃ.।

161 আল ইসাবাহ, ৩খ., ৬০ পৃ.; ইবনে খাল্লিকান, ২খ., ১৯ পৃ.; জামহারাতু আনসাবিল আরব, ইবনে হাযম, ৭৩ পৃ.।

162 তারিখু বাগদাদ, ২খ., ৫৮ পৃ.; তারতীবুল মাদারিক, ১খ., ৩৮২ পৃ.; তাহযীবুত তাহযীব, ৯খ., ২৯ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

এই বর্ণনাটিই অধিক প্রসিদ্ধ। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'আমি আসকালানে জন্ম গ্রহণ করেছি। আমার বয়স দুই বছর হলে আমার মা আমাকে নিয়ে পবিত্র মক্কায় আগমন করেন।' অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেন, আমি ইয়ামানে জন্ম গ্রহণ করি। মায়ের আশঙ্কা হলো পাছে আমার বংশ ইয়ামানে বিলুপ্ত হয়ে যায়। সেজন্য দশ বছর বয়সে আমাকে পবিত্র মক্কায় নিয়ে আসেন। ইমাম শাফিঈ'র মায়ের বক্তব্য হলো, শাফিঈ গর্ভে থাকা অবস্থায় আমি স্বপ্নে দেখি 'মুশতারি' নক্ষত্রটি আমার দেহ থেকে বের হলো এবং মিশরে পতিত হলো। যার আলো প্রতিটি শহরে পৌঁছলো। স্বপ্নের তা'বীরকারকগণ জানালেন যে তার গর্ভ থেকে এমন একজন আলিম জন্ম গ্রহণ করবেন যার ইলম মিশর থেকে অন্য সব শহরেও ছড়িয়ে পড়বে।[163]

ইমাম শাফিঈ রহ. এতীম ছিলেন। তাঁর জন্মের পূর্বে অথবা জন্মের পরপরই তার পিতার মৃত্যু ঘটে। তার মা দুই বছর বয়সে তাকে মক্কা শরীফে আনেন। ইমাম শাফিঈ'র বক্তব্য হলো, শৈশবে আমার সমগ্র মনোযোগ দুটি বিষয়ের ওপর নিবদ্ধ ছিলো– তীর চালনা এবং ইলম অর্জন। তীর চালনায় আমার এতখানি দক্ষতা এসে গিয়েছিলো যে দশের মধ্যে দশটিই লক্ষ্যভেদী হতো। সেই কালেই অশ্বারোহণেরও আগ্রহ ছিলো। তীর চালনা ও অশ্বারোহণ বিষয়ে 'কিতাবুস সব্ক ওয়ার রম্য়ি' নামক একটি কিতাব লিপিবদ্ধ করি। যা ছিলো এ বিষয়ের প্রথম কিতাব।[164] সেই সাথে তিনি ইলম অর্জনেও পূর্ণ মনোযোগ রক্ষা করতেন এবং এতীম ও দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও দিনরাত পড়াশোনায় মশগুল থাকতেন।

শিক্ষার সূচনা

ইমাম শাফিঈ রহ. মক্কা মুকাররমায় মকতব থেকে শিক্ষার সূচনা করেন। তারপর মদীনা মুনাওওয়ারায় ইলম হাসিল করেন। মক্কা শরীফেই তীর চালনা ও অশ্বারোহণের পাশাপাশি মকতবি শিক্ষা অর্জনের পর বনু হুযাইল গোত্রে অবস্থান করে আরবী ভাষা ও আরবী কবিতায় দক্ষতা অর্জন করেন। সেই সাথে আপন চাচা মুহাম্মদ ইবনে শাফি' এবং মুসলিম ইবনে

163 তারিখু বাগদাদ, ২খ., ৬০ পৃ. তাহযীবুত তাহযীব, ৯খ., ২৬ পৃ.।

164 তাহযীবুত তাহযীব, ৯খ., ৩১ পৃ.।

খালেদ যিনজী প্রমুখ থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। ইমাম শাফিঈ রহ. তার ছাত্রজীবনের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমি এতীম ছিলাম। মা আমার অভিভাবকত্ব করতেন। আমার কাছে শিক্ষকের খেদমত করার জন্য অর্থ ছিলো না। কিন্তু এমন ব্যবস্থা হয়ে গেলো যে শিক্ষক বিনা সম্মানীতেই আমাকে পড়াতে রাজী হয়ে গেলেন। তিনি শিশুদেরকে যে সবক দিতেন আমি তা শুনে শুনেই মুখস্থ করে নিতাম এবং তার অনুপস্থিতিতে শিশুদেরকে পড়াতাম। আমার এই কাজে শিক্ষক খুবই খুশি হলেন এবং আমাকে বিনা সম্মানীতেই শিক্ষা দিতে রাজী হয়ে গেলেন।

মক্তবের শিক্ষা শেষ হয়ে গেলে ইমাম শাফিঈ বনু হুযাইল গোত্রে চলে যান। যে গোত্র ভাষা, সাহিত্য ও অলঙ্কারশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ ছিলো। তিনি সতের বছর পর্যন্ত এমনভাবে তাদের সাথে ছিলেন যে সফর ও আবাসে কখনও তাদের সঙ্গ ছাড়েন নি। পরে মক্কা মুকাররমায় এসে তিনি তাদের কবিতা শোনাতে লাগলেন। সে সময়টাতে আরবী ভাষা ও সাহিত্য এবং কবিতা ও কবিত্ব আমার রুচিতে প্রবল ছিলো। সেই সময়েই আমি আমার চাচা এবং মুসলিম ইবনে খালেদ প্রমুখ থেকে হাদীস বর্ণনা করতাম। আমি উলামাদের পাঠদানের মজলিসে হাদীস ও মাসআলা শুনে মুখস্থ করে ফেলতাম। যেহেতু আমার মায়ের কাছে এতটুকু অর্থ থাকতো না যার সাহায্যে কাগজ ক্রয় করতে পারবো, সেজন্য আশপাশ থেকে হাড্ডি, চাড়া ও খেজুরের পাতা খুঁজে এনে তার ওপর লিখে নিতাম। সাত বছর বয়সে এমনভাবে কুরআন শরীফ মুখস্থ করে নিয়েছিলাম যে এ গ্রন্থের সকল অর্থ ও মর্ম আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। অবশ্য দুটি স্থান বুঝে আসে নি, তার একটি হচ্ছে دساها । আর দশ বছর বয়সে মুয়াত্তা ইমাম মালিক মুখস্থ করে নিয়েছিলাম।[165]

[165] তারিখু বাগদাদ, ২খ., ৫৯-৬০ পৃ.; তারতীবুল মাদারিক, ১খ., ৩৩৮ পৃ.; তাহযীবুত তাহযীব, ৯খ., ২৭ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

ইমাম মালিকের দরসে

ইমাম শাফিঈ রহ.-এর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে তিনি পবিত্র মক্কা মুকার্‌রমায় মকতবি শিক্ষা অর্জনের পর হাদীস ও ফিকহের শিক্ষা ওখানকার ফকিহ ও মুহাদ্দিসগণের কাছ থেকে অর্জন করেছেন। তারপর কবিতা, সাহিত্য এবং আরবের ইতিহাস বিষয়ে পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করেন। যে দিনগুলোতে তিনি বনু হুযাইল গোত্রের কবিদের কবিতা আবৃত্তি করতেন, তার কোনো একদিন তিনি এক বুজুর্গের নেকদৃষ্টি ও নসীহতের ফলে মদীনা শরীফে ইমাম মালিকের সান্নিধ্যে পৌছেন।

ইমাম শাফিঈ রহ. বর্ণনা করেন যে সে সময়ে আলে যুবায়রের এক ব্যক্তি আমার কাছ দিয়ে গমন করেন এবং বলতে থাকেন যে একথা আমার কাছে অত্যন্ত কষ্টকর বোধ হচ্ছে যে তুমি এমন সাহিত্য-প্রতিভার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ধর্মীয় জ্ঞানে বিজ্ঞতা অর্জন করা থেকে বঞ্চিত থাকবে এবং তোমার ধর্মীয় নেতৃত্ব অর্জিত হবে না। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে ফিকাহ অর্জনের জন্য আমি কার কাছে যাবো? তিনি বললেনI

هذا مالك سيد المسلمين اليوم.

'ইমাম মালিক রহ. বর্তমান সময়ে (ধর্মীয় ক্ষেত্রে) মুসলমানদের ইমাম।' এরপর আমি নয় রাতের মধ্যে ইমাম মালিক রহ.-এর কিতাব মুয়াত্তা মুখস্থ করে নিলাম। তারপর মক্কা শরীফের আমীরের কাছ থেকে ইমাম মালিকের নামে একটি চিঠি এবং মদীনা শরীফের আমীরের নামে একটি চিঠি লিখিয়ে নিলাম এবং মদীনা তয়্যিবায় পৌছলাম। আমি মদীনার আমীরকে মক্কার আমীরের পত্র দিয়ে বললাম, আপনি এই পত্রটি কারোর মাধ্যমে ইমাম মালিক রহ. পর্যন্ত পৌছে দিয়ে তাকে আহ্বান করুন এবং আমার বিষয়ে সুপারিশ করে দিন। মদীনার আমীর বললেন, কতই না ভালো হয় যদি আমি নিজেই তোমার সাথে ইমাম মালিকের সান্নিধ্যে হাজির হই এবং তার দরজার কাছে এতক্ষণ অপেক্ষা করি, যাতে আকীক উপত্যকার ধূলা-বালু এসে আমাদের ওপর পড়ে, তারপর ভেতরে প্রবেশের অনুমতি মেলে। যাই হোক আছরের পর মদীনা শরীফের আমীর তার সেবক-সহচরদের নিয়ে বের হলেন। আমিও সঙ্গে ছিলাম। আমরা সকলে আকীক উপত্যকায় পৌছলাম, যেখানে ইমাম মালিকের ঘর ছিলো। আমরা প্রবেশের অনুমতি চাইলাম। ভেতর থেকে বাদী বললো, শায়খ বলেন,

আপনাদের যদি মাসআলা জানার প্রয়োজন থাকে তাহলে একটি কাগজে লিখে পাঠিয়ে দিন। আমি জবাব দিয়ে দিবো। মদীনার আমীর বললেন, একটি প্রয়োজনের সূত্রে মক্কার আমীর চিঠি লিখেছেন। বাদী একথা শুনে ভেতরে চলে গেলো। কিছুক্ষণ পর ইমাম মালিক নিজে বাইরে এলেন এবং মদীনার আমীর তাঁকে মক্কার আমীরের চিঠি প্রদান করলেন। ইমাম মালিক চিঠি হাতে নিয়ে পড়া শুরু করলেন এবং যখন সুপারিশমূলক বক্তব্য পর্যন্ত পৌছলেন, তখন বলে উঠলেনÍ

يا سبحان الله ! و صار علم رسول الله صلى الله عليه و سلم يؤخذ بالوسائل

'সুবহানাল্লাহ! কী আশ্চর্য ব্যাপার! রসূলুল্লাহ সা.-এর ইলম অসীলা ও সুপারিশের মাধ্যমে হাসিল করা হবে।' আমি দেখলাম যে, মদীনার আমীর ইমাম মালিক রহ.-এর সাথে কথা বলতে ভয় পাচ্ছেন। তখন আমি নিজেই এগিয়ে গিয়ে বললাম, আমি মুত্তালেবী বংশের এবং আমার ঘটনা হলা এই...। ইমাম মালিক রহ. আমার কথা শুনে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন এবং আমার নাম জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম, আমার নাম মুহাম্মদ। ইমাম ছাহেব বললেনÍ

يا محمد! اتق الله و اجتنب المعاصى فإنه سيكون لك شأن من الشأن

'হে মুহাম্মাদ, আল্লাহকে ভয় করো এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকো। কারণ অচিরেই তুমি অনেক মর্যাদার অধিকারী হবে।'

তারপর বললেন, ঠিক আছে, তুমি আগামী কাল এসো এবং তোমার সাথে এমন কাউকে নিয়ে এসো যে তোমার জন্য মুয়াত্তা পাঠ করবে। আমি বললাম, আমি নিজেই তা পাঠ করবো। এরপর থেকে আমি ইমাম মালিকের দরসে শামিল হয়ে মুয়াত্তা মুখস্থ পাঠ করতাম। আর 'মুয়াত্তা' আমার হাতে থাকতো। কখনও কখনও ইমাম মালিকের প্রতি প্রবল শ্রদ্ধাবোধজনিত ভীতির কারণে পড়া বন্ধ করে দিলে তিনি পড়ার আদেশ দিতেন। এভাবে আমি কয়েক দিনের মধ্যেই মুয়াত্তা পড়ে ফেলি। ইমাম মালিকের ইন্তেকাল পর্যন্ত মদীনায় অবস্থান করি।

এ বিষয়ের দ্বিতীয় বর্ণনাটি মুস'আব ইবনে সাবিত যুবাইরির। তিনি বলেন, শাফিঈ মদীনায় আসার পর মসজিদে বসে কবিতা শোনাতেন। একদিন আমার পিতা তাকে বললেন, তুমি তোমার কুরাইশিয়্যতের জন্য শুধু এতটুকুতেই সম্মত যে তুমি কবি হয়ে যাবে? ইমাম শাফিঈ বললেন,

www.maktabatulabrar.com

এছাড়া কী করবো। পিতা বললেন, তুমি ফিকহের শিক্ষা অর্জন করো। রসূল সা. ইরশাদ করেছেনÍ

من يرد الله به خيرا يفقه فى الدين

'আল্লাহ যার মঙ্গল চান তাকে দীনের ফকীহ (বিজ্ঞ আলিম) বানিয়ে দেন।' এরপর ইমাম শাফিঈ রহ. ইমাম মালিকের দরবারে পৌছেন এবং তার কাছ থেকে শিক্ষা অর্জন করেন। কিছুদিন পর আমার পিতা, ছাবিত ইবনে আবদুল্লাহ বিন যুবায়েরের কাছে বর্ণনা করেছেন, ইমাম মালিক বলেন যেÍ

أمرنا و الذى عليه بلدنا و الذى عليه أئمة المسلمين الراشدين المهديين.

'আমরা সেই মত ও পথের অনুসারী যে মত ও পথে রয়েছেন আমাদের শহরবাসিগণ [মদীনাবাসিগণ] এবং মুসলমানদের সঠিক পথ ও হেদায়েত প্রাপ্ত ইমামগণ।'

ইমাম মালিকের এই বক্তব্যের অর্থ কী? আমার সম্মানিত পিতা তাকে বললেন যে, দীনের বিষয়ে মানদণ্ড ও প্রমাণ হলেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তারপর আবু বকর রা. উমর রা. ও উসমান রা.। এরপর থেকে ইমাম শাফিঈ অত্যন্ত দ্বিধাহীন চিত্তে ইমাম মালিকের দরসে অংশ গ্রহণ করা শুরু করেন।[166]

ইয়ামানে সফর ও সরকারি পদ লাভ

ইমাম মালিক রহ.-এর মাদানী দরসে থেকে ইমাম শাফিঈ রহ. ধর্মীয় জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় দক্ষতা অর্জন করেন। তারপর সেখান থেকে মক্কায় ফিরে আসেন। তখন তার ইলমী ও দীনদারির খ্যাতি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এরইমধ্যে ইয়ামানের তৎকালীন আমীর মক্কায় এলেন। ইমাম শাফিঈ বলেন, তখন কুরাইশের গণ্যমান্য লোকেরা ইয়ামানের আমীরের সাথে আমার ব্যাপারে সুপারিশমূলক কথা বললেন, যাতে তিনি আমাকে তার সাথে ইয়ামানে নিয়ে যান। [তিনি সম্মত হলেন] কিন্তু আমার মায়ের কাছে এ পরিমাণ অর্থ ছিলো না, যার সাহায্যে আমি সফরের প্রস্তুতি নিতে পারি। আমি বাধ্য হয়ে মায়ের একটি চাদর ১৬ দীনারে বন্ধক রেখে

166 তারতীবুল মাদারিক, ১খ., ৩৮৪-৮৫ পৃ.।

সফরের সামানপত্রের ব্যবস্থা করি।

ইয়ামানে পৌঁছার পর ইয়ামানের আমীর আমাকে এক অঞ্চলের কর্মকর্তা নিযুক্ত করলেন। আমি অত্যন্ত দায়িত্বশীলতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালন করি। তিনি সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত হয়ে আমাকে পদোন্নতি দিলেন। কিছুদিন পরে আরও অতিরিক্ত পদোন্নতি দিলেন। আর আমি উত্তম কর্মব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করি। সে সময়ে ইয়ামানের একটি প্রতিনিধি দল উমরা করার জন্য রজব মাসে মক্কা শরীফে এলো। তারা এখানে এসে অত্যন্ত সুন্দর ভাষায় আমার [প্রশংসামূলক] কথা আলোচনা করলো। যার ফলে মক্কা মুকার্‌রমায় আমার প্রশংসা হতে লাগলো।

আমি যখন ইয়ামান থেকে মক্কায় এসে সালাম ইবনে আবি ইয়াহিয়ার সান্নিধ্যে পৌঁছলাম, এবং সালাম দিয়ে বসে পড়লাম, তখন তিনি কঠিন ভাষায় বললেন, 'তোমরা আমাদের ইলমের মজলিসে বসো আর যখন কোনো কাজ (চাকুরি) মিলে যায়, তখন তাতে লিপ্ত হয়ে পড়ো।' এ ধরনের আরও কথা বললেন। আমি তার ওখান থেকে চলে আসি। তারপর সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার কাছে গেলাম। আমি তাকে সালাম দিলাম। তিনি হাসিমুখে মারহাবা বললেন এবং আমার সঙ্গে হৃদ্যতা নিয়ে মিলিত হলেন। আর বললেন, 'আমরা, তোমার আমীর হওয়ার সংবাদ জানতে পেরেছিলাম। তুমি সেখানে ইলমে দীনের প্রচার-প্রসার করো নি এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যে দায়িত্ব রয়েছে তা পরিপূর্ণভাবে পালন করো নি। এখন সেখানে আর যেয়ো না। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার নসীহত আমার জন্য ইমাম ইবনে আবি ইয়াহিয়ার কথাবার্তার চেয়ে অধিক প্রভাবসঞ্চারী সাব্যস্ত হলো। [167]

বাগদাদে ইমাম মুহাম্মদের দরসে

ইয়ামান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ইমাম শাফিঈ রহ. সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা'র নসীহত অনুযায়ী বাগদাদে গিয়ে ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান শাইবানীর কাছে ফিকহের শিক্ষা পরিপূর্ণ করেন। ইমাম মুহাম্মদ রহ. ইমাম আবু হানীফার ধীমানতম শিষ্য এবং তার ইলম ও প্রজ্ঞার ভাষ্যকার ও

[167] জামিউ বায়ানিল ইলমি, ১খ., ৯৮ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

প্রচারক ছিলেন। ইমাম শাফিঈ রহ.-এর উক্তি হলো–

إني لأعرف الأستاذية على لمالك ثم لمحمد بن الحسن.

'আমি ইমাম মালিক রহ.-কে এবং তারপর ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-কে আমার উস্তাদ বলে স্বীকার করছি।'[168]

ইমাম শাফিঈ রহ. ইমাম মুহাম্মদের শিষ্যত্বের বিষয়টি নিম্ন লিখিত বাক্যে স্বীকার করেছেন–

سمعت من محمد بن الحسن وقر بعير.

'আমি মুহাম্মদ ইবনুল হাসান থেকে এক উটের বোঝা পরিমাণ হাদীস শ্রবণ করেছি।'[169]

ইমাম শাফিঈ আরও বলেন যে মানুষ যদি ফকীহগণের ব্যাপারে ন্যায় বিচার করে তাহলে তাদের জানা হয়ে যাবে যে তারা মুহাম্মদ ইবনুল হাসানের মত ফকীহ দেখতে পায় নি।[170] তিনি না হলে আমার ভাষা এতটা সাবলীল হতো না। ফকীহ সম্প্রদায়ের সকলে ফিকহের ক্ষেত্রে ইরাকবাসীর মুখাপেক্ষী আর ইরাকবাসী কুফাবাসীর মুখাপেক্ষী, আর কুফাবাসী ইমাম আবু হানীফার মুখাপেক্ষী। আমি মুহাম্মদ ইবনুল হাসানের চেয়ে অধিক সাবলীলভাষী ও অলঙ্কারময় মানুষ দেখি নি। আমি যখন তার কুরআন তিলাওয়াত শোনতাম তখন মনে হতো যেনো কুরআন তার ভাষায়ই নাযিল হয়েছে। আমি যেই আলিমের কাছেই কোনো ফিকহী বা ইলমী প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছি, তাদের চেহারায় বিরক্তির আলামত লক্ষ করেছি। কিন্তু মুহাম্মদ ইবনুল হাসান ছিলেন এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। আমি মুহাম্মদ ইবনুল হাসানের চেয়ে কিতাবুল্লাহর অধিক ইলমের অধিকারী কাউকে দেখি নি। পবিত্র কুরআন যেনো তার উপরই নাযিল হয়েছে।

ইমাম হাসান তার এই সুযোগ্য শিষ্যের প্রতি শুধু লক্ষ্যই করতেন না, তাকে সম্মানও করতেন। ইলমী সহায়তার পাশাপাশি বৈষয়িক সহায়তাও করতেন। আবু উবায়েদ বলেন, আমি মুহাম্মদ ইবনুল হাসানের দরসী মজলিসে ইমাম শাফিঈকে দেখেছি। লক্ষ করলাম তিনি ইমাম মুহাম্মদের

[168] আখবারু আবি হানীফা ওয়া আসহাবিহি, ১২৪ পৃ.।

[169] জামিউ বায়ানিল ইলমি, ১খ., ৯৯ পৃ.।

[170] আখবারু আবি হানীফা ওয়া আসহাবিহি, ১২৪ পৃ.।

কাছে একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করলেন এবং ইমাম মুহাম্মদের জবাব ইমাম শাফিঈ'র খুবই পসন্দ হলো। তিনি মাসআলাটি লিখে ফেললেন। ইমাম মুহাম্মদ তার এই ইলমী আগ্রহ লক্ষ্য করে তাকে একশত দিরহাম বখশিশ দিলেন এবং বললেন, الزم إن تشتهي العلم 'ইলমের প্রতি আগ্রহ থাকলে এখানে থেকে যাও।' এই ঘটনার পর আমি ইমাম শাফিঈ রহ.-কে বলতে শুনেছি যে ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান না হলে আমি ইলমের ভাষায় কথা বলতে পারতাম না। ইমাম শাফিঈ রহ. বলেন, আমি মুহাম্মদ ইবনুল হাসানের কিতাবপত্র ষাট দীনার খরচ করে সংগ্রহ করেছি। তার প্রতিটি মাসআলার পাশে দলীলের জন্য হাদীস লিপিবদ্ধ করেছি। আবু হিসান যিয়াদী বলেন, ইমাম শাফিঈ'র প্রতি আমি মুহাম্মদ ইবনুল হাসানকে যতটুকু সম্মান প্রদর্শন করতে দেখেছি, তা অন্য কারোর ক্ষেত্রে দেখি নি। একবার মুহাম্মদ ইবনুল হাসান কোথাও যাওয়ার জন্য সওয়ারীর ওপর বসে পড়েছিলেন, এমতাবস্থায় ইমাম শাফিঈ এসে পড়লেন। মুহাম্মদ ইবনুল হাসান তখনই সফর মুলতবি করে ঘরে এসে পড়লেন এবং গভীর রাত পর্যন্ত তার সাথে থাকলেন।[171] এর মধ্যে কোনো তৃতীয় ব্যক্তিকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেন নি। শিক্ষার জন্য ইমাম শাফিঈ'র শিক্ষা-সফর বাগদাদে ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান শাইবানীর দরস পর্যন্তই শেষ হয়েছে। এখানে ইমাম শাফিঈ রহ. তার ফিকহী অভিমত ও বক্তব্যসমূহ তৈরি ও বিন্যস্ত করেন, যাকে 'কওলে কাদীম' বা 'পুরাতন বক্তব্য' বলা হয়ে থাকে। কাজী ইয়াজ রহ. লিখেছেনI

و سمع الموطأ من مالك و سربه ثم سار الشافعي إلى العراق فلزم محمد بن الحسن و ناظره على مذهب أهل المدينة و كتب كتبه و رتب هناك قوله القديم و هو كتاب الزعفراني.

ইমাম শাফিঈ রহ. ইমাম মালিক রহ. থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন, এতে ইমাম মালিক রহ. খুশি হয়েছেন। তারপর ইমাম শাফিঈ রহ. ইরাকে গিয়ে মুহাম্মদ ইবনুল হাসানের সান্নিধ্যে থেকে যান। তিনি তার সান্নিধ্যে মদীনাবাসীর মাযহাব সম্পর্কে তার সাথে আলোচনা ও মতবিনিময় করেন এবং তার কিতাবসমূহ লিপিবদ্ধ করেন। সেখানেই তিনি ফিকহী বিষয়ে তার পুরাতন অভিমতগুলো তৈরি ও বিন্যাসের কাজ করেছিলেন, যা

171 ইবনে খাল্লিকান, ২য় খ, পৃ ১৯।

www.maktabatulabrar.com

যাফরানীর কিতাবে রয়েছে।[172]

প্রকৃতপক্ষে বাগদাদে আসার পরই ইমাম শাফিঈ'র ইলমী খ্যাতি ও গ্রহণযোগ্যতা ব্যাপকতা লাভ করে, এবং পৃথিবী তার ইলম ও ফয়য থেকে ধন্য হয়।

বাগাদাদে ইমাম শাফিঈ'র কাছ থেকে ইমাম আহমদ বিন হাম্বলসহ অন্যান্য আলিমগণের উপকার লাভ

বাগদাদে অবস্থান কালে ইমাম শাফিঈ'র কাছ থেকে সর্বস্তরের আলিমগণ উপকৃত হয়েছেন। ইমাম শাফিঈ রহ. দুইবার বাগদাদে যাতায়াত করেছেন। প্রথম বার গিয়েছিলেন ১৯৫ হিজরীতে।

হাসান বিন মুহাম্মদ যাফরানী বর্ণনা করেন, ইমাম শাফিঈ রহ. ১৯৫ হিজরীতে বাগদাদে আগমন করেন। তখন তার দাড়িতে খেযাব লাগানো ছিলো। সেবার দু'বছর পর্যন্ত আমাদের এখানে অবস্থান করেন। তারপর তিনি মক্কা শরীফে চলে যান এবং দ্বিতীয় বার ১৯৮ হিজরীতে আগমন করেন এবং আমাদের কাছে কয়েক মাস অবস্থান করে মক্কা শরীফে ফিরে যান। ইমাম শাফিঈ'র বাগদাদ অবস্থান কালে তার মজলিসে লেখক সাহিত্যিকগণ উপস্থিত হয়ে তার সাবলীল ও অলঙ্কারপূর্ণ ভাষা ও সুন্দর বক্তব্য শোনতেন। শুধু আমি নই, কেউ-ই সে কালে তার মত দ্বিতীয় কোনো আলিমের দেখা পান নি।

আবুল ফযল ঝাজ্জায রহ. বলেন, যে সময়ে ইমাম শাফিঈ রহ. বাগদাদে আগমন করেন সে সময়ে বাগদাদের জামে মসজিদে ইলমী পাঠদানের চল্লিশ-পঞ্চাশটি আসর চালু ছিলো। আর ইমাম শাফিঈ রহ. এক একটি আসরে বসে উপস্থিত শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য করে বলতেন, قال الله قال الرسول 'আল্লাহ তা'আলা বলেন, রসূল সা. বলেন' – আর অন্যসব পাঠদাতারা বলতেন, قال أصحابنا 'আমাদের সাথিগণ বলেন'। ফলাফল এই দাঁড়ালো যে কয়েকদিন পর মসজিদে তার দরসের আসর ব্যতীত আর কোনো আসর অবশিষ্ট থাকলো না। স্বয়ং ইমাম শাফিঈ রহ. বলেন, আমি বাগদাদে 'নাসিরুল হাদীস' বা হাদীসের সাহায্যকারী অভিধায় প্রসিদ্ধ হয়ে

172 তারতীবুল মাদারিক, পৃ. ৩৮৫।

গেলাম।

ইমাম শাফিঈ'র বাগদাদের জীবনে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল অত্যন্ত আদব ও সম্মানের সঙ্গে তাঁর কাছ থেকে ইলম হাসিল করতেন। একবার ইয়াহিয়া ইবনে মাঈন ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের পুত্র সালিহে'র কাছে বললেন, আপনার পিতার কি লজ্জা হয় না? আমি তাকে শাফিঈ'র সাথে এ অবস্থায় দেখলাম যে শাফিঈ সওয়ারীর ওপর রয়েছেন আর আপনার পিতা তার উটের রেকাব ধরে হেঁটে চলেছেন।[173] সালিহ এই কথা তার পিতা আহমদ বিন হাম্বলের কাছে বর্ণনা করলে তিনি জবাব দেন, 'তুমি তাঁকে (ইবনে মাঈনকে) বলে দিয়ো যে, আপনি যদি ফকীহ হতে চান তাহলে শাফিঈ'র সওয়ারীর দ্বিতীয় রেকাব ধরে চলুন।'[174] এক বর্ণনা মতে সালিহে'র বক্তব্য হলো, 'ইয়াহিয়া ইবনে মাঈন আমার পিতাকে ইমাম শাফিঈ'র সওয়ারীর সাথে যেতে দেখলেন। তখন তিনি এই বলে তার কাছে লোক পাঠালেন যে, আবু আবদুল্লাহ, আপনি শাফিঈ'র সওয়ারীর সাথে চলা পসন্দ করেন? পিতা তার জবাবে বললেন, আবু যাকারিয়া, আপনি যদি তার বাম পাশে হাঁটতেন তাহলে অধিক উপকৃত হতেন।'[175]

হাসান ইবনে মুহাম্মদ যাফরানী বলেন, ইমাম শাফিঈ রহ. বাগদাদ আগমন করেন। আমরা ছয়জন ছাত্র তার কাছে যাতায়াত শুরু করি। আহমদ বিন হাম্বল, আবু সওর, হারেছ নাক্কাল, আবু আবদুর রহমান শাফিঈ, আমি এবং অন্য আরেকজন তালিবে ইলম। আর আমরা যে কিতাব ইমাম শাফিঈ'র কাছে পড়তাম, সেখানে আহমদ বিন হাম্বল উপস্থিত থাকতেন।

ইমাম শাফিঈ'র কয়েকজন বিখ্যাত উস্তাদ

মোটকথা হলো ইমাম শাফিঈ রহ. মক্কা মুকার্‌রমা, মদীনা মুনাওওয়ারা এবং বাগদাদে ইলম হাসিল করেছিলেন এবং তাতে পূর্ণতা অর্জন করেছিলেন। তিনি ইলম ও দীনের সমকালীন বিখ্যাত ইমামগণের কাছ থেকে ফয়য হাসিল করেছেন। তাদের বিশেষ কয়েক জনের নাম হলো :

173 রেকাব হচ্ছে ঘোড়ার জিনের সঙ্গে সংলগ্ন পদদ্বয় রাখার জন্য তৈরি লোহার আংটি।

174 তারতীবুল মাদারিক, ১খ., ৩৮৭ পৃ.।

175 তারিখু বাগদাদ, ২খ., ৬৬ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

১. [চাচা] মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে শাফিঈ
২. মুসলিম ইবনে খালেদ ঝিনজী
৩. মালিক ইবনে আনাস
৪. সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ
৫. ইবরাহীম ইবনে সা'দ
৬. সাঈদ ইবনে সালেম আল-কর্‌রাহ
৭. আবদুল ওয়াহ্‌হাব ইবনে আবদুল মাজীদ ছাকাফী
৮. ইসমাঈল ইবনে উলাঈয়্যাহ
৯. আবু জামরাহ,
১০. হাতেম ইবনে ইসমাঈল
১. ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু ইয়াহিয়া
২. ইসমাঈল ইবনে জা'ফর
৩. মুহাম্মদ ইবনে খালেদ জুনদী
৪. উমর ইবনে মুহাম্মদ আলী ইবনে শাফিঈ
৫. ঈতাফ ইবনে খালেদ মাখযুমী
৬. হিশাম ইবনে ইউসুফ সানআন
৭. আবদুল আযীয ইবনে আবু ছালামা মাজিশুনী
৮. ইয়াহিয়া ইবনে হাস্‌সান
৯. মারওয়ান ইবনে মুয়াবিয়া
১০. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে আবু ফুদাইক
১১. ইবনে আবি মাসলামা কা'নবী
১২. ফুযাইল ইবনে ইয়াজ
১৩. মুহাম্মদ ইবনে হাসান শাইবানী
১৪. দাউদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর মুলাইকী
১৫. আবদুল্লাহ ইবনে মুয়াম্মাল মাখযুমী
১৬. ইবরাহীম ইবনে আবদুল আযীয বিন আবু মাহযুরাহ
১৭. আবদুল মাজীদ ইবনে আবদুল আযীয ইবনে আবু রাদ্দাদ,
১৮. মুহাম্মদ ইবনে উসমান ইবনে সাফওয়ান জুমহী
১৯. ইসমাঈল ইবনে জা'ফর
২০. মুতার্‌রিফ ইবনে মাযিন
২১. হিশাম ইবনে ইউসুফ

২২.ইয়াহিয়া ইবনে আবু হাসসান তিউনিসী প্রমুখ।[176] কয়েকজন শিক্ষকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নে তুলে ধরা হলো।

মুকরী ইসমাঈল ইবনে কুস্তুনতীন মক্কী রহ.

মক্কা মুকার্‌রমায় ইমাম শাফিঈ রহ. সাত বছর বয়সে কুরআন শরীফ হিফয করেছেন এবং তাজভীদ শিক্ষা করেছেন। তার উস্তাদ ছিলেন সেখানকার প্রসিদ্ধ কারী ইসমাঈল ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে কুসতুনতীন মক্কী রহ. [মৃত্যু : ১৯০ হি] যিনি বনু মাখযুমের গোলাম ছিলেন এবং 'কুস্‌ত' এর অভিধায় প্রসিদ্ধ ছিলেন। নব্বই বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। ইনি ইবনে কাছীর রহ. এর সর্বশেষ শিষ্য ছিলেন। [177]

মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে শাফি' মক্কী রহ.

মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে শাফি ইবনে ছায়েব ইবনে উবায়েদ ইবনে মুত্তালেবী মক্কী রহ. ইমাম শাফিঈ রহ.-এর চাচা। ইনি আবদুল্লাহ ইবনে আলী ইবনে ছায়েব ইবনে উবায়েদ ইবনে শিহাব ইবনে যুহরী রহ. থেকে হাদীস বর্ণনা করেছিলেন। ইমাম শাফিঈ রহ. তার কাছ থেকে মক্কা শরীফে শিক্ষার্জন করেছেন। বিশ্বস্ত মুহাদ্দিস ছিলেন।[178]

মুসলিম ইবনে খালেদ ইবনে জিনজী ফকীহ মক্কী

ইমাম শাফিঈ রহ.-এর মক্কী উস্তাদ ও শাইখগণের মধ্যে আবু খালেদ মুসলিম ইবনে খালেদ ইবনে ফারওয়াহ ঝিনজী মাখযুমী [মৃত্যু : ১৮১ হিজরী] ছিলেন পবিত্র মক্কার ফকীহ এবং হারাম শরীফের শাইখ। [মানে হারাম শরীফে হাদীস শরীফের দরস দিতেন। -অনুবাদক] তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন যায়েদ ইবনে আসলাম, আলাউদ্দীন ইবনে আবদুর রহমান, মুহাম্মদ ইবনে শিহাব যুহরী প্রমুখ থেকে। ইনি মক্কার ফকীহ আবদুল মালিক ইবনে আবদুল আযীয ইবনে জুরাইজ এর খেদমতে দীর্ঘকাল থেকে ফিকাহ ও ফতোয়ার শিক্ষা অর্জন করেছেন। ইনি বড় আবেদ ও

[176] তারিখু বাগদাদ, ২খ., ৫৬ পৃ.; তারতীবুল মাদারিক, ১খ., ৩৮২; তাযকিরাতুল হুফফায, ১খ, ৩২০ পৃ.; তাহযীবুত তাহযীব, ১০খ., ২৫ পৃ.।

[177] আল ইবার ফি খাইরি মান গবার, ১খ., ৩০৫ পৃ.।

[178] তাহযীবুত তাহযীব, ৯খ., ৩৫৩ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

দুনিয়াত্যাগী ছিলেন। সারা বছর রোযা রাখতেন। ইমাম শাফিঈ রহ. এই শাইখের কাছ থেকে ধর্মীয় বিজ্ঞতা অর্জন করেন এবং তার অনুমতিক্রমেই ফতোয়ার মসনদে আরোহন করেন। ইবনে হাজার আসকালানী রহ লেখেনĨ و منه تعلم الشافعي الفقه قبل أن يلقى مالكا 'ইমাম মালিক রহ.-এর মুলাকাত লাভের পূর্বে ইমাম শাফিঈ রহ. তাঁর কাছ থেকেই ফিকহের শিক্ষা অর্জন করেন।[179] শামসুদ্দীন দাউদী লিখেছেনĨ

و تفقه بعلم الزنجي و غيره

'ইমাম শাফিঈ রহ. মুসলিম ইবনে ঝিনজী প্রমুখ থেকে ফিকহের শিক্ষা অর্জন করেছেন।'[180] আর হাফেয যাহাবী রহ. লেখেনĨ

و هو الذي أذن للشافعي فى الإفتاء

'মুসলিম ঝিনজীই ইমাম শাফিঈ রহ.-কে ফতোয়া দেওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন।'[181] ছামআনী রহ. লিখেনĨ

و منه تعلم أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي العلم و الفقه و إياه كان يجالس قبل أن يلقى مالك بن أنس.

'মুসলিম ঝিনজীর কাছে ইমাম শাফিঈ রহ. ইলমে হাদীস ও ফিকাহ শিক্ষা করেছেন। ইমাম মালিক ইবনে আনাছের মুলাকাতের পূর্বে ইমাম শাফিঈ রহ. তার দরসেই বসতেন।' [আল আনসাব, ৬ খ. ৩৩০ পৃ.]

ইবরাহীম ইবনে আবু ইয়াহিয়া আছলামী মাদানী রহ.

আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবনে আবু ইয়াহিয়া ছাম'আনী আছলামী মাদানী রহ.ও [মৃত্যু : ১৮৪ হিজরী] ইমাম শাফিঈ'র মাদানী শাইখগণের অন্তর্ভুক্ত। তিনি ইমাম মালিক রহ.-এর মুয়াত্তা গ্রন্থের চেয়ে কয়েকগুণ বড় কিতাব الموطأ সংকলিত করেছেন। মুহাদ্দিসগণের কাছে ইনি অভিযুক্ত ও সমালোচিত। ইবনে হিব্বানের বক্তব্য হলোĨ

و أما الشافعي فإنه كان يجالس إبراهيم في حداثته.

[179] তাহযীবুত তাহযীব, ১খ., ১২ পৃ.।

[180] তাবাকাতুল মুদাররিসীন, ২খ, ৯৯ পৃ.।

[181] তাযকিরাতুল হুফফায, ৩২৫ পৃ.।

' ইমাম শাফিঈ রহ. বালক বয়সে তার দরসে বসতেন।'

আর মুহাদ্দিস শাযির বক্তব্য হলোÍ

'ইমাম لم يخرج الشافعي عنه حديثا في الفرض و إنما أخرج فى الفضائل. শাফিঈ রহ. তার কাছ থেকে কোনো ফরয বিধান সম্পর্কিত হাদীস গ্রহণ করেন নি। বরং শুধু ফাযায়েল সম্পর্কিত হাদীস গ্রহণ করেছেন।'

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা মক্কী রহ.

ইমাম শাফিঈ রহ.-এর মক্কী শাইখগণের মধ্যে হরম শরীফের মুহাদ্দিস সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা মক্কী রহ. (মৃত্যু ১৯৮ হি.) অতি উঁচু মর্যাদার অধিকারী। তার সম্পর্কে ইমাম শাফিঈ রহ. বলেন,

لولا مالك و سفيان بن عيينة لذهب علم الحجاز.

'মালিক এবং সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ না হলে হিজাজের ইলম হারিয়ে যেতো।' তিনি একথাও বলেন যে, সুফিয়ান হিজাজে বর্ণিত হাদীসসমূহের সবচেয়ে বড় আলিম ছিলেন। আমি তার চেয়ে উত্তম হাদীস ব্যাখ্যাতা দেখি নি। আমি ইমাম মালিকের সান্নিধ্যে তিরিশটি বাদে আহকাম সম্বলিত সকল হাদীস পেয়েছি। আর সেই বাদ পড়া তিরিশটি হাদীসের ছয়টি ব্যতীত বাকি সব হাদীস সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার কাছে পেয়েছি।[182]

ইমাম মালিক ইবনে আনাস রহ.

দারুল হিজরতের ইমাম মালিক ইবনে আনাস আসবাহী রহ. (মৃত্যু : ১৭৯ হিজরী) ইমাম শাফিঈ'র মাদানী শাইখগণের মধ্যে সবচেয়ে বড়। যার মাধ্যমে ইমাম শাফিঈ সীমাহীন ফয়য লাভ করেন। ইমাম শাফিঈ রহ. বলেন, ইমাম মালিক উলামাদের উজ্জ্বল নক্ষত্র। পৃথিবীতে পবিত্র কুরআনের পর ইমাম মালিকের মুয়াত্তার চেয়ে বিশুদ্ধতম কোনো কিতাব নেই। ইমাম মালিক ও সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ যদি না হতেন তাহলে হিজাজ থেকে ইলমে দীন খতম হয়ে যেতো। কোনো হাদীসের ব্যাপারে সন্দেহ হলে তারা সেই হাদীসটিকেই পরিত্যাগ করতেন। ইমাম শাফিঈ রহ. মক্কা শরীফে থাকতেই যৌবনকালে মাত্র কয়েক দিনে পূর্ণ মুয়াত্তা

[182] মুকাদ্দামাতুল জারহি ওয়া ওয়াত্ তা'দীল, ৩২-৩৩ পৃ.; তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ১খ, ২৪২ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন এবং মদীনা শরীফে গিয়ে ইমাম মালিকের সামনে তা পড়েছেন।

মুহাম্মদ ইবনে হাসান শাইবানী রহ.

ইমাম শাফিঈ রহ.-এর বাগদাদবাসী উস্তাদ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান শাইবানী কুফী [মৃত্যু : ১৮৯ হিজরী] ইমাম আবু হানীফার কনিষ্ঠ ছাত্রদের অন্যতম। পাশাপাশি তিনি [ইমাম মুহাম্মদ] কাজী আবু ইউসুফ এবং ইমাম মালিক রা. থেকেও শিক্ষা অর্জন করেন। ইমাম মুহাম্মদ রহ. একই সাথে শাফিঈ'র উস্তাদ ও ছাত্রভাই। ইনি হাদীস ও ফিকহের সমন্বিত ব্যক্তি ছিলেন। পূর্বের আলোচনা থেকে উস্তাদ ছাত্রের সম্পর্কের ধরন জানা গেছে।

ইসমাঈল ইবনে উলাইয়্যাহ বিসরী বাগদাদী রহ.

বিচার শাস্ত্র ও হাদীস শাস্ত্রের সৌরভ বলে খ্যাত আবু বিশর ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম ইবনে মিকছাম আসাদি, বিছরী [মৃত্যু : ১৯৪ হিজরী] আপন মাতা উলাইয়্যা বিনতে হিসানের দিকে সম্পৃক্ত হয়ে ইবনে উলাইয়্যা উপনামে প্রসিদ্ধ হয়েছেন। ইনি ইমাম শাফিঈ'র বিখ্যাত উস্তাদগণের অন্যতম। তার দাদা মিকছাম সিন্ধুর কাইকান অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন। তাকে যুদ্ধবন্দি বানিয়ে আরবে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো। ইবনে সা'দ তার তাবাকাত গ্রন্থে যা বিশদভাবে উল্লেখ করেছেন।

তারুণ্যই সকল বিষয়ে যোগ্যতা প্রমাণের সময়

ইমাম শাফিঈ রহ. তরুণ বয়সেই ফিকাহ, ফতোয়া, হাদীস, তাফসীর, স্বপ্নের ব্যাখ্যা, আরবের ইতিহাস, আরব কাব্য, আরবী ব্যাকরণ ও ভাষা, তীর চালনা ও অশ্বারোহণ প্রভৃতি বিষয়ে এমন দক্ষতা অর্জন করেন, যার ফলে খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন। এবং তার উস্তাদবর্গ, সাথিবর্গ এবং সমসাময়িকগণ তার ইলম ও যোগ্যতার স্বীকৃতিদাতা হয়ে যান। বিশ বছরের চেয়ে কম বয়সে মুসলিম ইবনে খালেদ ঝিনজী তাকে ফতোয়া দানের এজাযত প্রদান করেছিলেন। আবদুর রহমান ইবনে মাহদী সাক্ষ্য দেন যে শাফিঈ একজন বুদ্ধিমান দূরদর্শী তরুণ। বিশর মুরাইছি হজের সফর থেকে প্রত্যাবর্তনকালে বাগদাদ এসে বন্ধুবান্ধবদেরকে বলেছেন,

আমি মক্কায় এক কুরাইশী তরুণকে দেখেছি তার যোগ্যতা ও গুণাবলি দেখে ভয় হয়। এই কুরাইশী তরুণ বলে ইমাম শাফিঈ রহ.-কে বোঝানো হয়েছে।

আরবী কবিতা ও ইতিহাসের বিখ্যাত ব্যক্তি আসমাঈ'র বক্তব্য হলো : আমি গ্রাম্য কবিদের কবিতা শোধরানোর কাজ এক কুরাইশী তরুণের দ্বারা করিয়েছি যার নাম মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস শাফিঈ। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ বলতেন, শাফিঈ তার যুগের সব তরুণের চেয়ে উত্তম। ইবনে উয়াইনার কাছে যখন তাফসীর অথবা স্বপ্ন-ব্যাখ্যার কোনো প্রসঙ্গ আসতো তখন তিনি বলে দিতেন বিষয়টি ঐ তরুণের (শাফিঈ'র) কাছ থেকে জেনে নাও।

ইমাম শাফিঈ রহ. যখন তরুণ তখন আবদুর রহমান ইবনে মাহদী তাঁকে লিখলেনI 'আপনি আমার জন্য এমন একটি কিতাব লিখুন যার মধ্যে হাদীসের সকল শাস্ত্র, ইজমা এবং কিতাবুল্লাহ ও সুন্নতের রহিতকারী ও রহিত বিষয়ের বিবরণ থাকবে।' তখন ইমাম শাফিঈ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আর-রিসালাহ' লিপিবদ্ধ করেন।[183]

মিশরে সফর এবং ইবনে আবদুল হাকামের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক

ইমাম শাফিঈ রহ. বাগদাদে প্রথমবার যান ১৯৫ হিজরীতে। দুই বছর সেখানে অবস্থান করে মক্কা মুকাররমায় চলে আসেন। তারপর দ্বিতীয়বার বাগদাদ যান ১৯৮ হিজরীতে। কয়েক মাস সেখানে অবস্থান করে ১৯৯ অথবা ২০১ হিজরীরে মিশরে গমন করেন। আজীবন সেখানে অবস্থান করে সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। এরই মধ্যে 'গোয্যাহ' অঞ্চলে যাওয়ার বিষয়টিও প্রমাণিত রয়েছে।[184] ইবনে নাদীম ইমাম শাফিঈ'র মিশরে আগমনের সন ২০০ হিজরী বলে উল্লেখ করেছেন।[185]

183 তারিখু বাগদাদ, ২খ., ৬৪ পৃ.; তারতীবুল মাদারিক, ১খ., ৩৮৬ পৃ.; তাহযীবুত তাহযীব, ১০খ., ২৭ পৃ.; তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ১খ, ৩৩৯ পৃ.।

184 ইবনে খাল্লিকান, ২খ., ২০ পৃ.।

185 আলফিহ্রিসাত, ২৯৫ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

মিশরে যাওয়ার সময় ইমাম শাফিঈ রহ. নিম্নলিখিত কবিতাগুলো পাঠ করেছিলেনI

أخى أرى نفسى تنوق إلى مصر   و من دونها المفاوز و الفقر

فو الله ما أدرى للحفظ و الغنى   أساق إليها أم أساق إلى قبر

'ভাই, আমার প্রাণ মিশরে যেতে আগ্রহী, অথচ এই সফরে রয়েছে নানাবিধ মুশকিল। আল্লাহর শপথ, আমি জানি না সেখানে স্বস্তি ও সচ্ছলতার জন্য যাচ্ছি, না কবরে গমনের জন্য।'

বস্তুত ইমাম শাফিঈ'র দুটি কথাই সেখানে সত্যে পরিণত হয়েছে। সেখানে তিনি সচ্ছলতা লাভ করেছেন এবং মৃত্যুও বরণ করেছেন।

সাঈদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল হাকামের বক্তব্য হলো, যখন ইমাম শাফিঈ রহ. আমাদের এখানে মিশরে আগমন করেন, তখন কঠিন অভাব ও দারিদ্র্যের মধ্যে ছিলেন। আমার ভাই মুহাম্মদ কিছু সংখ্যক সম্পদশালী ব্যক্তির কাছ থেকে পাঁচশত দীনার সংগ্রহ করেন এবং আমার পিতা পাঁচশত দীনার প্রদান করেন। এভাবে একহাজার দীনার ইমাম ছাহেবের দরবারে পেশ করেন। এক বর্ণনা মতে, আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল হাকাম নিজেও একহাজার দীনার দেন এবং আপন বন্ধু-বান্ধব থেকে দু'হাজার উসূল করে মোট তিন হাজার দীনার ইমাম ইমাম শাফিঈ'র খেদমতে পেশ করেন। মিশরে ইবনে আবদুল হাকামের সাথে ইমাম শাফিঈ'র বিশেষ সম্পর্ক ছিলো। এমনকি ইবনে আবদুল হাকামের ঘরেই তিনি ইন্তেকাল করেন। প্রতিদিন প্রভাতে ইমাম শাফিঈ তাঁর কাছে গমন করতেন। আর তিনি না থাকলে কখন আসবেন তা জেনে পুনরায় তার কাছে যেতেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল হাকাম ছিলেন মিশরের বিখ্যাত আলিম এবং ইমাম মালিক রহ.-এর মাযহাবের বিজ্ঞ ব্যক্তি। তাঁর পুত্র মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ'র বর্ণনা হলো : ইমাম শাফিঈ প্রতিদিন আমাদের বাড়ি থেকে ইমাম মালিক রহ.-এর কিতাব দুই খণ্ড নিয়ে যেতেন এবং দ্বিতীয় দিন তা ফেরৎ দিয়ে অন্য দুই খণ্ড নিয়ে যেতেন।[186]

তিনি [মুহাম্মদ] আরও বর্ণনা করেন : আমি যে দিনগুলোতে ইমাম

186 তারতীবুল মাদারিক, ১খ., ৩৯২ পৃ.।

শাফিঈ'র সান্নিধ্যে অধিক যাতায়াত শুরু করি, তার কোনো একদিন মালিকী মাযহাবের ইমামগণ আমার পিতার কাছে সমবেত হলেন। আমার পিতা মালিকী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। ঐ ইমামগণ বললেন : আবু মুহাম্মদ, আপনার সাহেবজাদা মুহাম্মদ ঐ ব্যক্তির [ইমাম শাফিঈ'র] কাছে যাতায়াত করে এবং তার সাথে বিশেষ সম্পর্ক রাখে। লোকেরা মনে করে যে, এ বিষয়টি মালিকী মাসলাক থেকে তার মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার কারণেই হচ্ছে। তাদের কথা শুনে আমার পিতা নম্রতার সাথে তাদেরকে বুঝিয়ে বললেন : এই ছেলে এখনও নওজোয়ান, উলামাদের বিভিন্ন অভিমত জানার এবং তা নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা করার প্রতি তার আগ্রহ রয়েছে। আবার একান্তে আমাকে বলতেন, বৎস, তুমি তার কাছে যেতে থাকো এবং তার সান্নিধ্য লাভ করতে থাকো।

ইমাম শাফিঈ রহ.-ও তার এই প্রতিভাবান শিষ্যের সাথে অত্যন্ত হৃদ্যতা ও স্নেহের আচরণ করতেন। মুযানী রহ. বলেন, আমরা ইমাম শাফিঈ'র দরবারে হাদীস শ্রবণের জন্য গিয়ে প্রথমে তার দরজায় বসতাম। তারপর ভেতরে প্রবেশের অনুমতি পাওয়া যেতো। আর মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল হাকাম এসে উপরে চলে যেতেন এবং দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত ইমাম শাফিঈ'র কাছে থাকতেন। কখনও তার সাথে খানা খেতেন। তারপর ইমাম সাহেব নিচে এসে আমাদেরকে দরস দান করতেন। দরস শেষ হলে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আপন সওয়ারির দিকে যেতে থাকলে ইমাম ছাহেব অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতেন এবং আকাঙ্ক্ষা করতেন, আমারও যদি এমন একটি পুত্র সন্তান থাকতো![187]

ইমাম শাফিঈ রহ. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহর বাড়িতে যেতেন। তার ভাই সা'দ বিন আবদুল্লাহর বর্ণনা হলো : প্রায়শই ইমাম ছাহেব সওয়ারিতে আরোহণ করে আমাদের বাড়িতে আসতেন এবং আমাকে বলতেন মুহাম্মদকে ডাকো। আমি তাকে ডেকে আনলে ইমাম ছাহেব তার সাথে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত তার সাথে থাকতেন এবং সেখানেই মধ্যাহ্নের বিশ্রাম করতেন।[188]

[187] ইবনে খাল্লিকান, ২খ., ৩০ পৃ.।

[188] তারিখু বাগদাদ, ১৪খ., ৩০০ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

ফিকহী বিষয়ে ইমাম শাফিঈ'র পুরাতন ও নতুন অভিমতসমূহের বর্ণনাকারিগণ

ইমাম শাফিঈ রহ.-এর ইলম তিনটি কেন্দ্রীয় শহরে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে। মক্কা, বাগদাদ, মিশর- এই শহরত্রয়ে তার দরসী মজলিস অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাগদাদে ইমাম শাফিঈ রহ. যখন দুই বছর কয়েক মাস অবস্থান করেন তখন সেখানকার আলিমগণ তার কাছ থেকে ফয়য লাভ করেন। আর মিশরে বিভিন্ন বর্ণনামতে চার বছর, পাঁচ বছর অথবা ছয় বছর অবস্থান করেন। সেখানকার আলিমগণ ইমাম ছাহেব থেকে এতটা ফয়য হাসিল করেন যে তার ইলম ও প্রজ্ঞার প্রচারক ও ভাষ্যকার হয়ে যান। বাগদাদে ইমাম ছাহেব তার যে সকল ফিকহী অভিমত ও বক্তব্য বর্ণনা করেছেন তাকে 'পুরাতন কওল' বলা হয়ে থাকে। যার বর্ণনাকারী ও মুখপাত্র চার ছাত্র : ১. আবু আলী মুহাম্মদ ইবনে হাসান যা'ফরানী ২. আবু সওর ইবরাহীম ইবনে খালেদ ৩. আহমদ বিন হাম্বল ৪. হুসাইন ইবনে আলী কারাবিছী। আর মিশরে যে সকল বক্তব্য ও অভিমত বর্ণনা করেছেন সেসবকে 'আকওয়ালে জাদীদাহ' বা নতুন বক্তব্য বলা হয়ে থাকে। এই নতুন বক্তব্যসমূহের বর্ণনাকারী হলেন ছয়জন ছাত্র

১. আবু ইবরাহীম ইসমাঈল ইবনে ইয়াহিয়া মুযানী
২. আবু মুহাম্মদ রবী ইবনে সুলাইমান মারাভী
৩. আবু মুহাম্মদ রবী ইবনে সুলাইমান ইবনে দাউদ জীযী
৪. আবু ইয়াকুব ইউসুফ ইবনে ইয়াহিয়া বুয়াইতী
৫. আবু হাফ্স হারমালা ইবনে ইয়াহিয়া
৬. আবু মূসা ইউনুস ইবনে আবদুল আ'লা[189]

ইমাম শাফিঈ রহ.-এর ফিকহী মাসলাক

ইমাম শাফিঈ রহ.-এর যুগে হাদীস-ফিকাহ এবং ফতোয়ার দুটো প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিলো হেজাজ ও ইরাক। এই দুই কেন্দ্রের মধ্যে কিছু শাখাগত ও চিন্তাগত ভিন্নতা ছিলো। ইমাম শাফিঈ রহ. উভয় কেন্দ্র থেকেই উপকৃত হয়েছেন। উভয় কেন্দ্রের উলামায়ে কেরামের দলীল-প্রমাণ

[189] ইবনে খাল্লিকান, ১খ., ১৪১ পৃ.; যিকর— হাসান ইবনে মুহাম্মদ যাফরানি।

সম্পর্কেই পূর্ণ অবগতি লাভ করেছেন। মক্কা মুকাররমায় ইমাম মুসলিম ইবনে খালেদ যান্‌জী থেকে ফিকহী বিষয়ের শিক্ষা অর্জন করেছেন। যিনি আতা ইবনে আবি রবাহ-এর শিষ্য ইবনে জুরাইজের ফিকহী ধারার প্রচার-প্রসারকারী ছিলেন। ইমাম শাফিঈ মদীনা তয়্যিবায় ইমাম মালিক রহ.-এর কাছে শিক্ষা লাভ করেন। যিনি ছিলেন মদীনাবাসীর ইলম ও ইলমী মতামতের মুখপাত্র। তারপর বাগদাদ গিয়ে ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান শাইবানীর শিষ্যত্ব লাভের গৌরব অর্জন করেন, যিনি ছিলেন ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর গবেষণা বলয়ের আহ্বায়ক ও ভাষ্যকার। পাশাপাশি ইমাম মালিক রহ.-এরও ফয়য লাভ করেছিলেন। ইমাম শাফিঈ – ইমাম মালিক ও ইমাম মুহাম্মদকে নিজের উস্তাদ বলে স্বীকার করতেন। বিশেষত, ইমাম মালিক রহ.-এর মাসলাককে প্রাধান্য দিতেন এবং তার বক্তব্য ও অভিমতের ওপর আমল করতেন। অবশ্য সেই যুগে অন্যান্য শাইখের শিষ্যগণ যেমন তাদের শাইখগণের সঙ্গে ইলমী বিষয়ে মতানৈক্য করতেন, ইমাম শাফিঈও তেমন ইমাম মালিক রহ.-এর সাথে মতবিরোধ করতেন। এ বিষয়ে মানুষ ইমাম শাফিঈ রহ.-এর প্রতি অভিযোগ আনলে তিনি এ বিষয়ে কিতাব লিপিবদ্ধ করেন।

আবু ইসহাক সিরাজী বলেন, এই মতভিন্নতা সত্ত্বেও আমরা ইমাম শাফিঈকে ইমাম মালিক রা.-এর শিষ্যদের মধ্যে গণ্য করতাম। ইমাম মালিক রহ.-এর সঙ্গে ইমাম শাফিঈ'র মতভিন্নতার বিষয়গুলি যদি গণনা করা হয় তাহলে ইমাম মালিক রহ.-এর শিষ্যদের মধ্যে আবদুল মালিক ও অপরাপর শিষ্যগণ যে পরিমাণ মতবিরোধ করেছেন তার চেয়ে অনেক কমই হবে। অন্য একজন আলিম বলেছেন, ইমাম আবু হানীফা রহ. ও কাজী আবু ইউসুফ রহ.-এর মধ্যে যে পরিমাণ মতপার্থক্য রয়েছে ইমাম শাফিঈ ও ইমাম মালিক রহ.-এর মধ্যকার মতপার্থক্যসমূহ তার চেয়ে কম।**190**

ইমাম শাফিঈ রহ. ফিকহী দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে হিজাজ ও ইরাক উভয় অঞ্চলের ফুকাহায়ে কেরামের মূলনীতি ও শাখা-প্রশাখাকে সামনে রেখে

190 তারতীবুল মাদারিক, ১খ., ৩৮৬ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করেছেন। তিনি কুরআনের প্রকাশ্য অর্থকে প্রমাণ বলে মান্য করেন যতক্ষণ না এমন কোনো প্রমাণ লাভ করেন যার মাধ্যমে বোঝা যায় যে প্রকাশ্য অর্থটি উদ্দেশ্য নয়। তারপর তিনি রসূলের সা. সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণ দিয়ে থাকেন এমনকি খবরে ওয়াহেদ পর্যায়ের হাদীসকে আমলযোগ্য বলেন। যদিও তার বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত না হন। এবং কোনো আমলের সমর্থনে ইমাম মালিকের মতই মদীনাবাসীর কার্যধারাকে মান্য করেন এবং গ্রহণ করেন। তারপর ইজমার ওপর আমল করেন, যদি তার জানামতে ব্যতিক্রম কোনো ইজমা না থাকে। ইমাম শাফিঈ'র মতে সার্বজনীন ইজমার জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব। সর্বশেষে এমন কিয়াসের ওপর আমল করেন, কিতাব ও সুন্নাহর মাধ্যমে যার সমর্থন পাওয়া যায়।

ইমাম শাফিঈ রহ. ফকীহ, মুফতী এবং বিচারকগণের জন্য যে সকল গুণাবলির কথা বর্ণনা করেন তার আলোকে তার ফিকহী মাসলাক সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে। তিনি বলেনÍ

إن القاضى و المفتى لا يجوز أن يقضى أو يفتى حتى يكون عالما بالكتاب و ما قال أهل التأويل فى تأويله و عالما بالسنن و الأثار و عالما باختلاف العلماء حسن النظر صحيح الأود ورعا مشاورا فيما اشتبه عليه

'কাজী ও মুফতীর পক্ষে ফয়সালা ও ফতোয়া দেওয়া ততক্ষণ পর্যন্ত জায়েয নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত সে কিতাবুল্লাহ ও তার তাফসীর সম্পর্কে আলিম না হয় এবং সুন্নাহ, আছার ও উলামাদের ইখতিলাফ সম্পর্কে অবগত না হয়। তাদের মধ্যে উত্তম চিন্তাশক্তি, বিশুদ্ধ বোধশক্তি, তাকওয়া এবং অস্পষ্ট মাসায়িলে পরামর্শ করার রীতি থাকা চাই।'**191**

সাহাবায়ে কেরামের মতবিরোধ প্রসঙ্গে ইমাম শাফিঈ রহ. বলেন, সাহাবিগণের যে সকল বক্তব্য কিতাব, সুন্নাহ এবং উম্মতের ইজমা ও কিয়াসের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল হয় আমি তা গ্রহণ করি। আর কিতাব, সুন্নাহ এবং ইজমার সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কোনো দলীল না পেলে তাদের কোনো একজনের অভিমত গ্রহণ করি।

191 জামিউ বায়ানিল ইলমি ২খ. ৮২পৃ.।

দরস-তাদরীসের মজলিস

ইমাম শাফিঈ রহ.-এর ইলমের আসর সে যুগের ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণের ইলমী আসরসমূহের মতই অনুষ্ঠিত হতো। সেই স্নেহ, ভালোবাসা, নিষ্ঠা, সেবা ও উত্তম নিয়তের সঙ্গে নিজের সাথি ও ছাত্রদেরকে পড়াতেন। যেমনটি তার পূর্বসূরি আলিমগণের রীতি ছিলো। এ প্রসঙ্গে আমাদের মুদাররিস সম্প্রদায়ের জন্য ইমাম শাফিঈ রহ. কর্তৃক তার শিষ্য রবী সুলাইমান মুরাদী সম্পর্কে প্রদত্ত বক্তব্যটি শিক্ষণীয় ও উপদেশময়। তিনি বলেন।

يا ربيع لو أمكنني أن أطعمك العلم لأطعمتك

'হে রবী, তোমাকে ইলম খাইয়ে দেওয়া যদি আমার সাধ্যাধীন হতো, তাহলে অবশ্যই তা তোমাকে খাইয়ে দিতাম।[192]

ইমাম শাফিঈ রহ. তার সহচরদের মিজাজ বুঝতেন এবং তাদের মানসিক ঝোঁক সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। কখনও কখনও তাদের কাছে তা প্রকাশও করতেন। বাগদাদের ইলমী আসরের ছাত্রদের কাছে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল সম্পর্কে বলতেন : বাগদাদ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময়ে আমি আহমদ বিন হাম্বল থেকে অধিক পূতপবিত্র, মুত্তাকী ফকীহ ও আলিম আর কাউকে রেখে যাই নি। ইমাম শাফিঈ রহ. একবার বলেন, তিনজন আলিম সমকালের বিস্ময়। তাদের প্রথমজন হলেন আরব, যিনি একটি শব্দও ঠিকমত উচ্চারণ করতে পারেন না। ইনি হলেন আবু সওর। দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন অনারব, যিনি এক শব্দও ভুল করেন না। ইনি হলেন হাসান জা'ফরানী। আর তৃতীয়জন বয়ঃকনিষ্ঠ ব্যক্তি। সে কোনো কথা বললে আলিমগণ তার সত্যায়ন করেন। ইনি আহমদ বিন হাম্বল রহ.। ইমাম শাফিঈ রহ. আরেকবার বলেন, আমি দুই ব্যক্তির চেয়ে বুদ্ধিমান কাউকে দেখি নি। আহমদ বিন হাম্বল এবং সুলাইমান ইবনে দাউদ হাশেমী।[193] উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ সকলেই ইমাম শাফিঈ রহ.-এর ছাত্র।

---

[192] ইবনে খাল্লিকান, ১খ., ২০৩ পৃ.।

[193] মানাকিবুল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ইবনু জাযারী, ১০৮ পৃ।

www.maktabatulabrar.com

ইমাম শাফিঈ রহ. তার ধীমান শিষ্য মুযানী সম্পর্কে বলেন, المزني ناصر مذهبي মুযানী আমার মাযহাবের সাহায্যকারী।[194] আর রবী মুরাদী সম্পর্কে বলেন, الربيع روايتي রবী আমার কিতাবসমূহের বর্ণনাকারী।[195]

বাগদাদের দরসী আসরে ইমাম শাফিঈ রহ.-এর কিতাবপত্র হাসান জাফরানী পড়তেন। আর ছাত্ররা তা শুনে শুনে লিখতো। ইমাম শাফিঈ রহ. হাদীস ও ফিকহের গভীর ইলমের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আহমদ বিন হাম্বল এবং আবদুর রহমান ইবনে মাহদীকে বলতেন, তোমরা আমার চেয়ে অধিক হাদীসের ইলম রাখো। সহীহ হাদীস হলে আমাকে বলবে। আমি তা অবলম্বন করবো।[196]

রবী' মুরাদীর বর্ণনা : ইমাম শাফিঈ রহ.-এর ইন্তেকালের সময়ে আমি উপস্থিত ছিলাম। তাঁর কাছে বুয়াইতী, মুযানী ও ইবনে আবদুল হাকামও উপস্থিত ছিলেন। ইমাম ছাহেব আমাদের দিকে লক্ষ করে বললেন : হে আবু ইয়াকুব (বুয়াইতী), তুমি লোহার জিঞ্জির ও বেড়ির মধ্যে ইন্তেকাল করবে। আর হে মুযানী, তোমাকে নিয়ে মিশরে কানাঘুষা হবে। তবে পরবর্তীকালে ফিকহী কেয়াসের ক্ষেত্রে তুমি তোমার সমকালের সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি হবে। আর তুমি হে মুহাম্মদ [ইবনে আবদুল হাকাম], ইমাম মালিকের মাযহাব অবলম্বন করে নিবে। আর আমাকে বললেন, হে রবী', তুমি আমার কিতাবসমূহের প্রচার-প্রসারে আমার উপকারকারী ও কল্যাণসাধক হবে। হে আবু ইয়াকুব, ওঠো এবং আমার দরসের হাল ধরো। রবী' মুরাদী বলেন, ইমাম শাফিঈ'র মৃত্যুর পর আমাদের প্রত্যেকে তাই হয়েছে যা ইমাম শাফিঈ বলেছিলেন। মনে হয় যে তিনি সূক্ষ্ম পর্দার অন্তরালের অদৃশ্য কিছু দেখতে পাচ্ছিলেন।[197]

বাগদাদের চার শিষ্য

ইমাম শাফিঈ রহ. মিশরে যাওয়ার পূর্বে দু'বছরের অধিক সময় পর্যন্ত

---

[194] ইবনে খাল্লিকান, ১খ., ৭৫ পৃ.।

[195] ইবনে খাল্লিকান, ১খ., ২৪৫ পৃ.।

[196] তারতীবুল মাদারিক, ১খ., ৩৯০ পৃ.।

[197] ইবনে খাল্লিকান, ১খ., ২০৩ পৃ.।

বাগদাদে নিজের ইলমী আসর চালু রেখে ওখানকার উলামা, মুহাদ্দিসবৃন্দ, ফকীহবৃন্দ ও কবি-সাহিত্যিকগণকে নিজের শিষ্যত্ব-বলয়ে আবদ্ধ করেন। যাদের মধ্যকার চার ব্যক্তি তাঁর ইলম, ফিকাহ ও ফতোয়ার বিশেষ ধারক-বাহক ও ভাষ্যকার ছিলেন। এবং তাদের মাধ্যমে ইমাম শাফিঈ'র 'আকওয়ালে কাদীমাহ' তথা পুরাতন অভিমতসমূহ সংরক্ষিত থাকে। তারা হলেন যা'ফরানী, আবু সওর, আহমদ বিন হাম্বল এবং কারাবিছী। আমরা এই চারজনের অতি সংক্ষিপ্ত জীবনকথা তুলে ধরছি।

হাসান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে যা'ফরানী বাগদাদী রহ.

আবু আলী হাসান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে যা'ফরানী বাগদাদী রহ. [মৃত্যু : ২৫৯ হিজরী]-এর মূল জন্মভূমি ছিলো বাগদাদের নিকটবর্তী 'যা'ফরানিয়্যা' গ্রাম। ইনি ফিকাহ ও হাদীস শাস্ত্রের অনেক বড় ইমাম ও আলিম ছিলেন। এই দুই বিষয়ে তিনি অনেক কিতাব রচনা করেছেন। ইমাম শাফিঈ রহ.-এর সান্নিধ্যে থেকে দীনী ইলমে প্রাজ্ঞতার পর্যায়ে উপনীত হন। যা'ফরানী রহ. বলতেন : মুহাদ্দিসগণ নিদ্রিত ছিলেন ইমাম শাফিঈ তাদেরকে জাগ্রত করেছেন। যে ব্যক্তিই হাদীস লিপিবদ্ধ করার জন্য দোয়াত ও কলম নিয়েছে তার প্রতি ইমাম শাফিঈ'র ইহসান রয়েছে। এই যা'ফরানী রহ.-ই ইমাম শাফিঈ রহ.-এর পাঠদানের মজলিসে তার কিতাব পাঠ করতেন এবং শিক্ষার্থীরা শোনতো। যা'ফরানীর বর্ণনা : আমি ইমাম শাফিঈ'র সামনে তাঁর কিতাব 'আররিসালাহ' পাঠ করলে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি আরবের কোন গোত্রের? আমি জবাব দিলাম, আমি আরব নই। বরং 'যা'ফরানিয়্যাহ' নামক এক গ্রামের বাসিন্দা। একথা শুনে ইমাম শাফিঈ রহ. মন্তব্য করলেন, انت سيد هذه القرية। 'তুমি এই গ্রামের সরদার।'

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ও আবু সওরের উপস্থিতিতেই যা'ফরানী ইমাম শাফিঈ'র সামনে তাঁর কিতাব পাঠ করতেন। ইনি ইমাম আবু হানীফার পুরাতন কওলসমূহের বর্ণনাকারী ছিলেন। প্রথমত, ইরাকীদের ফিকহী মাসলাকের অনুসারী ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি ফিকহে শাফিঈ'র

www.maktabatulabrar.com

আলিম ও প্রচারক হন।[198]

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল শাইবানী বাগদাদী রহ.

আবু আবদুল্লাহ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল শাইবানী বাগদাদী রহ. [মৃত্যু : ২৬৬ হিজরী] ইমাম শাফিঈ'র বাগদাদবাসী শিষ্যদের মধ্যে ইমামের মর্যাদা রাখেন। ইমাম শাফিঈ রহ. বলেন : আমি বাগদাদ থেকে যখন বেরিয়ে যাই তখন আল্লাহভীরুতায়, ফিকহে এবং ইলমে আহমদ বিন হাম্বলের চেয়ে অগ্রগণ্য কাউকে রেখে যাই নি। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বলেন, ইমাম শাফিঈ'র দরসে বসার আগ পর্যন্ত আমি নাসিখ ও মানসুখ [রহিতকারী ও রহিত] সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলাম। ইমাম আহমদ রহ. তার উস্তাদ ইমাম শাফিঈ'র জন্য অনেক বেশি দু'আ করতেন। একবার তার পুত্র আবদুল্লাহ নিবেদন করলেন : এই শাফিঈ কোন ব্যক্তি যার জন্য আপনি এত বেশি দু'আ করেন। ইমাম আহমদ বললেন, বাবা! শাফিঈ রহ. ছিলেন পৃথিবীর জন্য সূর্যতুল্য এবং দেহের জন্য সুস্থতাতুল্য। এ দুয়ের বিকল্প হতে পারে কি? আমি তিরিশ বছর ধরে শয়নের সময়ে ইমাম শাফিঈ'র জন্য দু'আ ও ইসতিগফার করে আসছি।[199]

ইবনে জাওযী লিখেছেনI

و كان من اصحاب الامام الشافعي و خواصه و لم يزل يصاحبه إلى أن ارتحل الشافعي إلى مصر[200]

'ইমাম আহমদ ইমাম শাফিঈ'র বিশিষ্ট শিষ্যগণের অন্যতম ছিলেন এবং ইমাম শাফিঈ'র মিশর গমন পর্যন্ত তিনি বরাবর তাঁর সাহচর্যে ছিলেন।'

আবু সওর ইবরাহীম ইবনে খালেদ বাগদাদী রহ.

আবু সওর ইবরাহীম ইবনে খালেদ ইবনে আবুল ইয়ামান কালবী বাগদাদী রহ. [মৃত্যু : ২৪০ হিজরী] প্রথমে ইরাকবাসীদের মাসলাকের

---

198 তাহযীবুত তাহযীব, ২খ. ৩১৮ পৃ.; ইবনে খাল্লিকান, ১খ., ১৪১ পৃ.।

199 ইবনে খাল্লিকান, ২খ., ১৯ পৃ.।

200 মানাকিবুল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ইবনু জাযারী, ৮৪ পৃ.।

অনুগামী ছিলেন। ইমাম শাফিঈ'র দরসে পৌঁছে তিনি সে মাসলাক থেকে ফিরে আসেন। তিনি তার সমকালে বাগদাদের শীর্ষস্থানীয় ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণের সারিতে ছিলেন। ফিকহী বিষয়ে আবু সওরের এমনকিছু ভিন্নমত ও অপ্রচলিত মাসআলা রয়েছে যে বিষয়ে তিনি অধিকাংশ উলামা থেকে পৃথক।[201]

আবু সওর ইমাম শাফিঈ'র পুরাতন অভিমতসমূহের বর্ণনাকারী। তা সত্ত্বেও তিনি কয়েকটি মাসআলায় ইমাম শাফিঈ'র সাথে ভিন্নমত পোষণ করে নিজের পৃথক ফিকহী মাসলাক চালু করেছেন। ইমাম শাফিঈ'র রচিত কিতাবসমূহকে আশ্রয় করে অনেক বড় একটি কিতাবও লিপিবদ্ধ করেছেন। আজারবাইজান ও আর্মেনিয়ার অধিকাংশ অধিবাসী আবু সওরের ফিকহী মাসলাকের অনুগামী ছিলো।[202]

হুসাইন ইবনে আলী কারাবিছি বাগদাদী রহ.

আবু আলী হুসাইন ইবনে আলী ইবনে ইয়াযিদ কারাবিছি বাগদাদী রহ. [মৃত্যু : ২৪৫ হিজরী] ইমাম শাফিঈ'র বাগদাদবাসী ছাত্রদের মধ্যে খুবই প্রসিদ্ধ। ইনিও প্রথমে ইরাকী উলামাদের ফিকহী মাসলাকের অনুগামী ছিলেন। ইমাম শাফিঈ'র শিষ্যত্ব গ্রহণের পর তাঁর মাসলাক অবলম্বন করেন। তিনি ছিলেন বহু গ্রন্থপ্রণেতা, আলিম, ফকীহ, মুহাদ্দিস ও ইসলামী আকীদা শাস্ত্র বিশেষজ্ঞ। বাগদাদে তাঁর মাহাত্ম্য সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলো। কারাবিছি রহ. ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ.-এর মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ছিলো। কিন্তু খলকে কুরআন [কুরআনকে অন্যান্য মাখলুকের মতই একটি নশ্বর মাখলুক বলা এবং এর চিরন্তনতা অস্বীকার করা]-এর কারণে উভয়ের বন্ধুত্ব শত্রুতায় পরিণত হয়।[203]

মিশরের ছয় শিষ্য

শেষ জীবনে ইমাম শাফিঈ রহ. মিশরে গমন করেন এবং সেখানে তার

[201] তাহযীবুত তাহযীব, ১খ. ১১৮ পৃ.।

[202] আল ফিহিরিছাত ২৯৭ পৃ.।

[203] তাহযীবুত তাহযীব, ২খ. ৩৬০ পৃ.; ইবনে খাল্লিকান, ১খ., ১৫৮ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

ইলমের খুব প্রচার হয়। মিশরীয় শিষ্যগণ তার ফিকহী বক্তব্য ও অভিমতসমূহ সংকলিত করেন। তাদের মধ্যকার ছয়জনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তারা হলেন : মুযানী, রবী' জিযী, রবী' মুরাদী, বুয়াইতী, হারমালা ও ইউনুস ইবনে আবদুল আ'লা। এসকল শিষ্য, তাদের ছাত্রবৃন্দ ও কিতাবসমূহের মাধ্যমে ইমাম শাফিঈ'র মাসলাক ব্যাপকতা লাভ করে। আমরা এই ছয়জনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরছি:-

ইসমাঈল ইবনে ইয়াহিয়া মুযানী মিসরী রহ.

আবু ইবরাহীম ইসমাঈল ইবনে ইয়াহিয়া ইবনে ইসমাঈল মুযানী মিসরী রহ. [মৃত্যু : ২৬৪ হিজরী] সম্পর্কে ইবনে খাল্লিকান লিখেছেন।

و هو إمام الشافعيين اعرفهم بطرقه و فتاويه و ما ينقل عنه

'তিনি ছিলেন শাফিঈগণের ইমাম, ইমাম শাফিঈ'র ফিকহী রীতি-নীতি এবং তার ফতোয়া ও তার বর্ণিত বিষয়াদির সবচেয়ে বড় আলিম।'

ইমাম শাফিঈ রহ. তাঁর সম্পর্কে বলেছেন : মুযানী আমার মাযহাবের সাহায্যকারী। অত্যন্ত আবিদ ও দুনিয়াত্যাগী আলিম ছিলেন। সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম মাসআলায় গভীর দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন। নিজের উচ্চ মর্যাদা থাকা সত্ত্বেও ইমাম শাফিঈ'র যে সকল মাসআলা তাঁর কাছে ছিলো না, রবী' মুরাদীর গ্রন্থাবলি থেকে তা গ্রহণ করেছেন। ইনি ইমাম শাফিঈ'র মৃত্যুর পর তাকে গোসল দিয়েছেন এবং দাফন সম্পন্ন করেছেন। ইয়াহিয়া মুযানী ২৬৪ হিজরীর রমযান মাসে ইন্তেকাল করেন এবং মুকাত্তাম পর্বতের কাছে ইমাম শাফিঈ'র কবরের নিকট সমাহিত হন।[204]

রবী' ইবনে সুলাইমান জীযী মিসরী

আবু মুহাম্মদ রবী' ইবনে সুলাইমান ইবনে দাউদ ইযদি জীযি মিসরী রহ. ২৫৬ হিজরী সালে মৃত্যুবরণ করেছেন। কায়রোর পশ্চিমে নীল দরিয়ার তীরে জীয অঞ্চল অবস্থিত। এ অঞ্চলেরই তিনি বাসিন্দা ছিলেন। মৃত্যুর পর তিনি এখানেই সমাহিত হন। ইনি ইমাম শাফিঈ'র শিষ্যদের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তিনি ইমাম শাফিঈ রহ. থেকে খুব কমই হাদীস বর্ণনা

[204] ইবনে খাল্লিকান, ১খ., ৭৪ পৃ.; তাহযীবুত তাহযীব, ২খ. ২৪৬ পৃ.।

করেছেন। অবশ্য ইমাম শাফিঈ'র শিষ্য আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল হাকামের মাধ্যমে ইমাম শাফিঈ'র ইলম অর্জন করেছেন। ইমাম আবু দাউদ, ইমাম নাসায়ী, ইমাম তাহাবী প্রমুখ রবী' ইবনে সুলাইমান থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। বিশ্বস্ত, নেককার এবং অনেক হাদীসের অধিকারী আলিম ছিলেন।[205]

রবী' ইবনে সুলাইমান মুরাদী মিসরী রহ.

আবু মুহাম্মদ রবী' ইবনে সুলাইমান ইবনে আবদুল জাব্বার মুরাদী মিসরী [মৃত্যু : ২৭০ হিজরী] ইমাম শাফিঈ রহ.-এর অধিকাংশ কিতাব বর্ণনা করেছেন। ইমাম শাফিঈ রহ. বলতেন, রবী' আমার রাবী [বর্ণনাকারী]। রবী' আমার কাছ থেকে যত বেশি ইলম হাসিল করেছে তা অন্য কেউ করে নি। ইলমের প্রতি রবী'র আগ্রহ লক্ষ্য করে ইমাম শাফিঈ রহ. বলতেন : রবী'! আমার সাধ্যে থাকলে আমি তোমাকে ইলম গিলিয়ে দিতাম। রবী' মুরাদী ছিলেন মিশরে ইমাম শাফিঈ'র সর্বশেষ শিষ্য। তিনি 'আলমুয়ায্যিন' অভিধায় প্রসিদ্ধ।[206]

হারমালা ইবনে ইয়াহিয়া মিসরী রহ.

আবু আবদুল্লাহ হারমালা ইবনে ইয়াহিয়া ইবনে আবদুল্লাহ তুজিবী মিশরী রহ. [মৃত্যু : ২৪৪ হিজরী] ইমাম শাফিঈ'র ইলমী আসরে উপস্থিত বিশেষ ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন। ছিলেন হাফেযে হাদীস। ইমাম মুসলিম রহ. তার কাছ থেকে অধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আবদুল আযীয ইবনে উমর মিসরীর বর্ণনা হলো ইমাম শাফিঈ'র ইন্তেকালের পর আমি হারমালাকে বললাম : আপনি ইমাম শাফিঈ রহ. থেকে যে সকল কিতাব শ্রবণ করেছেন তার ফিরিস্তি দেখান। আমি এও প্রশ্ন করলাম যে, আপনি ইমাম শাফিঈ'র কাছ থেকে কোন কোন কিতাবের শ্রবণ হাসিল করেছেন? তখন তিনি সাত অথবা আট কিতাবের নাম উল্লেখ করলেন এবং বললেন : আমাদের কাছে ইমাম শাফিঈ'র কিতাবপত্রের

[205] ইবনে খাল্লিকান, ১খ., ১০৩ পৃ.; তাহযীবুত তাহযীব, ৩খ. ২৪৫ পৃ.।
[206] ইবনে খাল্লিকান, ১খ., ২০৩ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

মধ্যে এগুলিই আছে। যা আমরা তার কাছ থেকে শ্রুতির পন্থায় অথবা মতন পঠনের মাধ্যমে পেয়েছি। আর আবু আবদুল্লাহ বুশবাখীর বক্তব্য হলো : তিনি ইমাম শাফিঈ'র সূত্রে সওরটি কিতাব বর্ণনা করেছেন।[207]

ইউনুস ইবনে আবদুল আ'লা মিসরী রহ.

আবু মুসা ইউনুস ইবনে আবদুল আ'লা মিসরী রহ. [মৃত্যু : ২৬৪ হিজরী] আপন শাইখ ইমাম শাফিঈ'র ব্যাপারে বলেছেন যে যদি সমগ্র উম্মত একত্র হয়, তাহলে ইমাম শাফিঈ'র বিবেক তাদের জন্য যথেষ্ট হবে। ইনি কিরাত শাস্ত্রের ইমাম ছিলেন। অভাব-অনটনের জীবন-যাপন করতেন। অত্যন্ত পরহেযগার ও আল্লাহভীরু আলিম ছিলেন। তার দু'আর মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করা হতো। ইয়াহিয়া ইবনে হাস্সানের বক্তব্য হলো : তোমাদের এই ইউনুস ইলমের স্তম্ভ। ইউনুস ইমাম শাফিঈ রহ. ব্যতীত সুফিয়ান ইবনে ইবনে উয়াইনাহ, ওলীদ ইবনে মুসলিম, আশহাব প্রমুখ থেকেও হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর তাঁর সূত্রে বর্ণনা করেছেন ইমাম মুসলিম, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ প্রমুখ।[208]

ইউসুফ ইবনে ইয়াহিয়া বুয়াইতী রহ.

আবু ইয়াকুব ইউসুফ ইবনে ইয়াহিয়া বুয়াইতী মিসরী [মৃত্যু : ২৩১ হিজরী] ইমাম শাফিঈ রহ.-এর শিষ্য ও ছাত্রবর্গের মধ্যে বন্ধন রচনাকারী ছিলেন। অত্যন্ত আবেদ, যাহেদ, মুত্তাকী ও নেককার আলিম ছিলেন। খলকে কুরআনের ফিতনায় মিশর থেকে গ্রেপ্তার করে তাকে বাগদাদ আনা হয়। খলকে কুরআনের বিষয়টি অস্বীকার করলে খলীফা ওয়াসেক তাকে কারাবন্দী করে। কারাগারেই তিনি ইন্তেকাল করেন। কারাগারে শুক্রবার দিন জুমার আযান শুনে পোশাকাদি ধৌত করতেন, গোসল করতেন এবং জেলখানার দরজা পর্যন্ত এসে বলতেন।

اللهم انك تعلم انى قد أجبت داعيك فمنعونى

'হে আল্লাহ, আপনি নিশ্চয় জানেন আমি আপনার আহ্বায়কের ডাকে

[207] তাহযীবুত তাহযীব, ২খ. ২৩১ পৃ.; ইবনে খাল্লিকান, ১খ., ১৩৯ পৃ.।
[208] তাহযীবুত তাহযীব, ১১খ. ৪৪১ পৃ.; আল ইবার, ১খ. ৩৪৪ পৃ.।

সাড়া দিয়েছি আর ওসব লোক আমাকে বাধা দিয়েছে।'[209]

অন্যান্য ছাত্র ও শিষ্যবৃন্দ

বাগদাদে ও মিশরে আলোচিত এই দশজন ছাত্র, ইমাম শাফিঈ'র বিশিষ্ট শিষ্য, যাদের মাধ্যমে ইমাম শাফিঈ'র মাযহাব দুনিয়াতে বিস্তৃত হয়েছে এবং তার ইলম ও মা'রিফাতের আলো দূর দূরান্তে পৌঁছেছে। এছাড়াও অনেক শিষ্য রয়েছেন যারা ইমাম শাফিঈ'র ইলমী ও দীনী আমানতসমূহ অন্যদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। তাদের মধ্যকার কয়েকজনের নাম

১. সুলাইমান ইবনে দাউদ হাশেমী
২. আবু বকর আবদুল্লাহ বিন যুহাইরী হুমাইদী মক্কী
৩. ইবরাহীম ইবনে মুনযির হাযামী
৪. ইবরাহীম ইবনে খালেদ
৫. আবু তাহের ইবনে ছিরাজ আমর ইবনে ছাওয়াদ আমেরী
৬. আবুল ওলীদ মূসা ইবনে আবুল জারুদ মক্কী
৭. আবু ইয়াহিয়া মুহাম্মদ ইবনে সাঈদ ইবনে গালিব আত্তার
৮. আবু উবাইদ আহমদ ইবনে সিনান ওয়াছেতী
৯. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ বিন আবদুল হাকাম হারুন আইলী প্রমুখ ছাড়াও অনেক ফকীহ ও মুহাদ্দিস ইমাম শাফিঈ'র কাছ থেকে শিক্ষা অর্জন করেছেন।

মেধা, বোধ ও দূরদর্শিতা

ইমাম শাফিঈ রহ. অত্যন্ত মেধাবী, প্রতিভাবান, বোধশক্তিসম্পন্ন ও দূরদর্শী ব্যক্তি ছিলেন। পাশাপাশি তিনি সাহিত্য ও অলংকার শাস্ত্রেও প্রসিদ্ধ ছিলেন। আবু উবায়দের বর্ণনা হলো : আমি ইমাম শাফিঈ'র চেয়ে বুদ্ধিমান কাউকে দেখি নি এবং তার চেয়ে যোগ্য ও গুণবান মানুষ দেখি নি। হারুন ইবনে সাঈদ আইলী বলেন, ইমাম শাফিঈ যদি পাথরের এই

[209] ইবনে খাল্লিকান, ২খ., ৫১৭ পৃ.; তাহযীবুত তাহযীব, ৯খ. ২৫ পৃ.; তারিখে বাগদাদ, ২য়. ৫৭ পৃ.; তারতীবুল মাদারিক, ১খ., ৩৮২ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

স্তম্ভগুলিকে লাকড়ি বলে প্রমাণ করতে চান তা প্রমাণ করতে সক্ষম হবেন। মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল হাকামের বক্তব্য হলো : ইমাম শাফিঈ না হলে আমি কিছুই জানতাম না। তিনি আমাকে কিয়াস শিখিয়েছেন। তিনি ছিলেন শুদ্ধভাষী, সঠিক বিবেকসম্পন্ন এবং গুণ ও মর্যাদার অধিকারী। ইউনুস ইবনে আবদুল আ'লার বক্তব্য হলো : (সমকালীন) সকল মানুষের বিবেক যদি ইমাম শাফিঈ'র বিবেকের সাথে মেলানো হয় তাহলে মানুষের বিবেক চিহ্নহীন হয়ে পড়বে। যে ব্যক্তি তার বক্তব্য বুঝে ফেলে সে অত্যন্ত বুদ্ধিমান। ইমাম শাফিঈ রহ. মানুষের সাথে তাদের বিবেক অনুপাতে কথা বলতেন। মুযানী বলেন, ইমাম শাফিঈ রহ. যা কিছু বলতেন তার সবকিছু যদি আমরা বুঝে রাখতে পারতাম তাহলে আমরা নানাবিধ জ্ঞান ও শাস্ত্র অবহিত হতে পারতাম। এ পর্যায়ের বুদ্ধি-বিবেক থাকা সত্ত্বেও তিনি কখনো দীনী বিষয়ে যুক্তি ও বিবেকের ওপর মোটেই নির্ভর করতেন না। তিনি বলতেন

إذا رويت حديثا صحيحا فلم أخذ به فاشهدوا ان عقلى قد ذهب

'তুমি যদি আমার কাছে কোনো সহীহ হাদীস বর্ণনা করো, আর আমি তা গ্রহণ না করি তাহলে সাক্ষ্য দিয়ো যে আমার বিবেক নষ্ট হয়ে গেছে।'[210]

অমুখাপেক্ষিতা ও দানশীলতা

দুনিয়াবিমুখতা, অমুখাপেক্ষিতা এবং দুনিয়াদারদের কাছ থেকে দূরত্ব অবলম্বনের পাশাপাশি দানশীলতা ও বদান্যতা, হৃদয়ের প্রশস্ততা উলামায়ে কেরামের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য ছিলো। এসব গুণের ক্ষেত্রে ইমাম শাফিঈ রহ. তাঁর পূর্বসূরিদের প্রতিচ্ছবি ছিলেন।

বাগদাদে অবস্থানকালে হারুনুর রশিদ তার প্রহরী ফযল বিন রবী'কে নির্দেশ দিয়েছিলেন এখনই মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস হেজাজীকে [ইমাম শাফিঈকে] আমার কাছে উপস্থিত করো। ঐ সময় হারুনুর রশিদ তার

[210] তারতীবুল মাদারিক, ১খ., ৩৮৬ পৃ.; তারিখে বাগদাদ ২খ. ৬৭ পৃ.; তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ১খ. ২৩০ পৃ.।

বিশেষ পরিষদের সভায় ছিলেন। সামনে তলোয়ার রাখা ছিলো। ফযলের বর্ণনা হলো : আমি ভয়ে ভয়ে ইমাম সাহেবের সান্নিধ্যে উপস্থিত হলাম। সে সময়ে তিনি নামাযে মশগুল ছিলেন। নামায শেষ হলে আমি বললাম, আপনাকে আমীরুল মুমিনীন স্মরণ করেছেন। তখনই তিনি বলে উঠলেন : বিসমিল্লাহ। তারপর দু'আ পাঠ করতে করতে আমার সাথে রওনা দিলেন। আমি আগে আগে ছিলাম আর তিনি পিছে পিছে চলছিলেন। রাজপ্রাসাদের দরোজার কাছে পৌঁছে আমি ভেতরে প্রবেশ করলাম। আমার ধারণা ছিলো হারুনুর রশিদ অভ্যর্থনার জন্য দরজায় দাঁড়িয়ে থাকবেন। আমি তাকে ইমাম শাফিঈ'র আগমনের সংবাদ দিলাম। তিনি বললেন : তুমি সম্ভবত তাকে [ইমাম শাফিঈকে] আতঙ্কের মধ্যে ফেলে দিয়েছো। যখন ইমাম ছাহেব ভেতরে প্রবেশ করলেন তখন তাকে দেখে হারুনুর রশিদের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। এগিয়ে মুসাফাহা ও মুআনাকা করলেন এবং বললেন : হে আবু আবদুল্লাহ! আপনাকে দূত পাঠিয়ে ডাকার অধিকার আমাদের ছিলো না। বরং আমার নিজেরই আপনার কাছে উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন ছিলো। আমরা এ ব্যাপারে দুঃখ প্রকাশ করছি। আমরা আপনার জন্য চার হাজার দীনার [অন্য বর্ণনায় দশ হাজার দীনার] উপঢৌকনের নির্দেশ দিয়েছি। ইমাম শাফিঈ রহ. তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। হারুনুর রশিদ বললেন : আমি আপনাকে অনুরোধ করে বলছি : এই অর্থ গ্রহণ করে নিন। [তারপর খাদেমকে ডেকে বললেন,] ফযল ! এই অর্থ ইমাম শাফিঈ'র সাথে পাঠিয়ে দাও।[211]

ইমাম শাফিঈ'র দারিদ্র্য ও অমুখাপেক্ষিতার মহিমা এই ছিলো যে বাগদাদে আমীরুল মুমিনীনের দেওয়া এই বিপুল অর্থ গ্রহণ করেন নি। আর যখন বাগদাদ থেকে মিশরে গেলেন তখন তার শুভার্থী ও অনুরক্তগণ তাৎক্ষণিকভাবে তিন হাজার দীনারের ব্যবস্থা করলে তিনি তা অত্যন্ত আনন্দের সাথে গ্রহণ করেন। কারণ এটা ছিলো ইলম ও তাকওয়ার অধিকারীদের পক্ষ থেকে ইলমী ও দীনী সাহায্য। আর ওটা ছিলো সরকারি সাহায্য।

ইমাম শাফিঈ রহ. ইয়ামানের সরকারি চাকুরি ছেড়ে মক্কা মুকাররমায় এলেন। সে সময়ে তার নিকট দশ হাজার দীনার ছিলো। শহরের বাইরে

[211] তারতীবুল মাদারিক, ১খ., ৩৯৫ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

তিনি তাঁবু ফেললেন এবং লোকজন তার সাথে সাক্ষাতের জন্য এলো। যাদের মধ্যে অভাবগ্রস্ত মানুষও ছিলো। ইমাম শাফিঈ সম্পূর্ণ অর্থ তাদের মাঝে বিতরণ করে দেন এবং মক্কা মুকাররমায় এসে ঋণ গ্রহণ করেন।

রবী'র বর্ণনা হলো, ইমাম শাফিঈ রহ. প্রতিদিন সদকা করতেন এবং রমযানে নিঃস্ব ও দরিদ্রদেরকে অনেক পোশাক ও অর্থ দান করতেন।

একবার এক ব্যক্তি তার জুতার ফিতা ঠিক করে দিলে তিনি তাকে এক দীনার দিয়ে দেন আর দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে আমার কাছে এছাড়া আর কিছু নেই। এক ব্যক্তি তার চাবুক তুলে দিলে তিনি তাকে দীনারের থলি দিয়ে দেন। আমরা আমাদের শহর মিশরে অনেক দানশীল মানুষ দেখেছি। কিন্তু ইমাম শাফিঈ'র মত কাউকে দেখি নি। কোনো ব্যক্তি যখন তার কাছে কোনো কিছু চাইতো, এবং তার নিজের কাছে কিছু থাকতো না তখন তার চেহারা লজ্জায় বিবর্ণ হয়ে যেতো। একবার তিনি কারোর গোসলখানায় গোসলের জন্য গেলেন, গোসলের পর তার মালিককে অনেক কিছু দিয়ে দিলেন।[212]

সচ্চরিত্র ও লৌকিকতামুক্ত আচরণ

ইমাম শাফিঈ রহ. ছিলেন জিন্দাদিল বুজুর্গ এবং রসিক চিত্তের আলিম। নিজের ছাত্র ও সংশ্লিষ্টদের হৃদয় জয় করে চলতেন। তাদের সাথে অত্যন্ত স্নেহ-ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করতেন। কবিতার ভাষায় বলতেনI

أهين لهم نفسي لإكرامهم بها + و لنا تكرم النفس التي لا تهينها

'আমি শিক্ষার্থীদের সম্মানার্থে তাদের কাছে নিজেকে খুব নগণ্য রাখি। আর যে ব্যক্তি নিজেকে নিচু করে না সে সম্মানপ্রাপ্ত হয় না।'

একবার ছাত্ররা কোনো বিষয়ে তাকে অনুরোধ করলে তিনি বলেন, তোমরা এমন করো না, যার কারণে আমি সে কথা বলতে বাধ্য হই যা ইবনে সিরীন রহ. এক অনুরোধকারীর জবাবে বলেছিলেন ! আর তা হলো, 'তোমরা যদি আমাকে এমন কাজের জন্য বাধ্য করো, যার সাধ্য আমার নেই, তাহলে আমার যে চরিত্র তোমাকে আনন্দিত করতো, সে চরিত্রই তোমাকে নিরানন্দে ফেলবে।'

কাছের লোকদের সাথে তিনি যে লৌকিকতামুক্ত আচরণ করতেন তার

[212] তারতীবুল মাদারিক, ১খ., ৩৯১ পৃ.।

একটি দৃষ্টান্ত হলো – ইমাম শাফিঈ'র সপ্রতিভ শিষ্য যা'ফরানি প্রথমে ইমাম শাফিঈ'র খানা আপন গৃহে পাকাতেন। তিনি ইমাম সাহেবের পসন্দের খাদ্যসমূহ খাদেমাকে লিখে দিতেন। একদিন ইমাম শাফিঈ খাদেমাকে ডেকে খাদ্যের সূচিটি দেখলেন এবং তাতে নিজের পসন্দের একটি খাদ্য যোগ করে দিলেন। খানা দস্তরখানে পরিবেশিত হলে এক নতুন খাদ্য দেখে যা'ফরানি এই বলে বিস্মিত হলেন যে আমার সম্মতি ছাড়া এই খানা দস্তরখানে কী করে এলো। তিনি খাদেমাকে ডেকে খাদ্যসূচি নিরীক্ষণ করে দেখতে পেলেন তাতে ইমাম শাফিঈ'র কলমের সংযোজন বিদ্যমান। ইমাম শাফিঈ'র এই লৌকিকতামুক্ত আচরণ ও ঘনিষ্ঠতায় যা'ফরানী এতটাই আনন্দিত হলেন যে তখনই সেই দাসিটিকে আযাদ করে দিলেন। বুয়াইতি বলেনÍ

إنما الشافعي ليتبع أخلاق رسول الله صلى الله عليه و سلم

'ইমাম শাফিঈ রহ. রসূলুল্লাহ সা.-এর উত্তম চরিত্রের অনুসরণ করতেন।'[213]

ইমাম শাফিঈ রহ. বর্ণনা করেন, আমি মক্কায় এক কুরাইশি নারীকে বিবাহ করেছিলাম। আমি ঠাট্টাচ্ছলে তাকে বলতামÍ

ومن البلية أن تحب ... فلا يحبك من تحبه

'এটা বড় বিপদের কথা যে তুমি কাউকে ভালোবাসো। কিন্তু যাকে ভালোবাসো সে তোমাকে ভালোবাসে না।'

আর ঐ নারী জবাবে বলতেনÍ

و ليصد عنك بوجهه ... و تلح أنت فلا تغبه

'এবং সে তোমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় আর তুমি অনুরোধ নিয়ে সর্বদা তার কাছে থাকো।'[214]

একবার ইমাম শাফিঈ, ইয়াহিয়া ইবনে মাঈন এবং আহমদ বিন হাম্বল রহ. পবিত্র মক্কায় এলেন। এবং এসকল মহান ব্যক্তি একই স্থানে অবস্থান করলেন। রাতের বেলা ইমাম শাফিঈ এবং ইয়াহিয়া ইবনে মাঈন শুয়ে পড়লেন। আর আহমদ বিন হাম্বল রহ. নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। প্রভাতে

213 তারতীবুল মাদারিক, ১খ., ৩৯৩ পৃ.।

214 ইবনে খাল্লিকান, ২খ., ২০ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

ইমাম শাফিঈ বললেন, আমি রাতে মুসলমানদের জন্য দুইশত মাসআলার সমাধান করেছি। ইয়াহিয়া ইবনে মাঈনকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কী করেছেন? তিনি বললেন : আমি রসূলুল্লাহ সা.-এর হাদীসকে দুই মিথ্যুক রাবী থেকে হিফাযত করেছি। আহমদ বিন হাম্বল রহ.কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন : আমি নফল নামাযে এক খতম কুরআন শরীফ পড়েছি।[215]

ইবাদত, আধ্যাত্ম সাধনা, দুনিয়াবিমুখতা ও তাকওয়া

রবী'র বর্ণনা হলো ইমাম শাফিঈ রহ. প্রতি রাতে এক খতম কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন। আর রমযানে রাত দিনে দুই খতম পড়তেন। এক বর্ণনায় রয়েছে যে রমযান মাসে নামাযেই ষাট খতম পড়তেন।

বাহার বিন নছর বলেন, যখন আমরা কাঁদতে চাইতাম, তখন পরস্পরে বলতাম ঐ মুত্তালেবি তরুণের (শাফিঈ'র) কাছে চলো, আমরা কুরআন পড়বো। আর আমরা যখন তার কাছে যেতাম, তখন তিনি কুরআন তিলাওয়াত শুরু করতেন। তখন আমাদের এই অবস্থা হতো যে তার সামনে ক্রন্দন শুরু করে দিতাম এবং কান্নার আওয়াজ উচ্চ হতে থাকতো। ইমাম শাফিঈ রহ. এই অবস্থা দেখে কুরআন শরীফ পড়া বন্ধ করে দিতেন। এ ছিলো কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে তার সুমধুর আওয়াজের ফল। হুসাইন ইবনে আলী কারাবিছী বলেন, আমি ইমাম শাফিঈ'র সাথে কয়েক রাত কাটিয়েছি। তিনি রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত নফল নামাযে পঞ্চাশ থেকে একশত আয়াত তিলাওয়াত করতেন এবং প্রত্যেক আয়াতের শেষে মুসলমানদের জন্য দু'আ করতেন। আযাবের আয়াত এলে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।[216]

ইমাম শাফিঈ রহ. বর্ণনা করেন : আমি স্বপ্নে দেখলাম হযরত আলী রা. আমাকে সালাম দিয়ে আমার সাথে মুসাফাহা করলেন এবং আপন আংটি খুলে আমাকে পরিয়ে দিলেন। আমি আমার চাচার কাছে স্বপ্নটি ব্যক্ত করলাম। তিনি বললেন, হযরত আলীর সাথে মুসাফাহা করার অর্থ হলো

215 মানাকিবুল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ইবনু জাযারী প্রণীত, ২৮৭ পৃ.।

216 তারিখু বাগদাদ, ২য়, ৬৩০৬৪ পৃ.।

আযাব থেকে নিরাপদ হওয়া। আর আংটি লাভের অর্থ হলো, পৃথিবীতে যতদূর পর্যন্ত হযরত আলীর নাম পৌঁছেছে তোমার নামও ততদূর পর্যন্ত পৌঁছাবে।[217]

হযরত আলীর ভালোবাসা এবং শিয়া হওয়ার অপবাদ

হযরত আলী রা. এবং হযরত উসমান রা.-এর ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন দুটি দল ছিলো। একদলের নামা 'আলাভী' আর অপর দলের নাম 'উসমানী'। ইমাম শাফিঈ'র যুগেও 'আলাভী' চিন্তা-চেতনার এবং 'উসমানী' চিন্তা-চেতনার পৃথক পৃথক দুটি দল ছিলো। প্রত্যেক বড় ব্যক্তি সম্পর্কেই তারা তাদের সেই চিন্তা-চেতনার আশ্রয়ে সাধারণ সাধারণ ব্যাপারে নিজেদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করতো। ফলে ইমাম শাফিঈ'র মধ্যেও কিছু লোক শিয়াদের গন্ধ খুঁজে পায়। কারণ তিনি হযরত আলী রা. এবং নবী পরিবারের প্রতি ভালোবাসা ও সম্পর্ক প্রকাশ করতেন। ইমাম শাফিঈ রহ. হাশেমী মুত্তালেবী ছিলেন। সম্পর্কে তিনি রসূলুল্লাহ সা.-এর চাচাতো ভাই হন। স্বপ্নে ইমাম শাফিঈ হযরত আলী রা.-এর সাথে মুসাফাহা ও মুআনাকা করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন এবং তার আংটি পরিধান করেছেন। এসব কারণে তিনি হযরত আলী রা. আবু তালেব পরিবার এবং নবী পরিবারের বিশেষ সম্মান করতেন। এই বিষয়টি কিছু লোককে সংশয়ে নিপতিত করে এবং তারা সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী তার ব্যাপারে শিয়া হওয়ার ধারণা করে বসে।

একবার ইমাম শাফিঈ রহ. এক মজলিসে গেলেন, সেখানে আবু তালিব পরিবারের কিছুসংখ্যক আলিমও ছিলেন। ইমাম শাফিঈ রহ. বলেন : আমি এসব মহান ব্যক্তিদের সামনে কথা বলবো না। এঁরা জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি। একদিন এক ব্যক্তি ইমাম শাফিঈকে কোনো মাসআলা জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাব দেন। প্রশ্নকারী বললেন : আপনি হযরত আলী রা.-এর বক্তব্যের বিপরীত ফতোয়া দিয়েছেন। ইমাম শাফিঈ রহ. বললেন : তুমি এই মাসআলাটি হযরত আলী রা.-এর বক্তব্যের অনুকূলে প্রমাণ করো। আমি আমার চেহারা মাটিতে রেখে দেবো এবং আমার বক্তব্য প্রত্যাহার

[217] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০।

www.maktabatulabrar.com

করবো।[218]

কাজী ইয়ায লিখেছেন : একবার কিছু লোক ইমাম শাফিঈ রহ.কে বললো : আপনার মধ্যে শিয়াবাদের গন্ধ রয়েছে। আপনি নবী পরিবারের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করে থাকেন। ইমাম শাফিঈ রহ. তখন বললেন : রসূলুল্লাহ সা. কি বলেন নিI

لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب أليه من نفسه وولده وماله والناس أجمعين

'তোমাদের কেউ (যথার্থ) মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা-সন্তান ও সকল মানুষের চেয়ে প্রিয় হবো।' পাশাপাশি রসূলুল্লাহ সা. একথাও বলেছেন যে মুত্তাকী মানুষ আমার বন্ধু এবং আত্মীয়। আর মুত্তাকী ও সৎ আত্মীয়দের সাথে ভালোবাসা রাখার নির্দেশ রয়েছে। এমতাবস্থায় আমি রসূলুল্লাহ সা.-এর সৎ আত্মীয়দের সাথে ভালোবাসা রাখবো না কেনো? তারপর তিনি কবিতা শুনিয়ে দিলেনI

يا راكباً قف بالمحصب من منى * واهتف لساكن خبيها والناهض

سحراً إذا فاض الحجيج إلى منى * فيضاً كملتطم الخليج الفائض

إن كان رفضاً حب آل محمد * فليشهد الثقلان إني رافضي

'হে যাত্রী! প্রভাতবেলা যখন হাজিগণ উপত্যকার স্রোতের মত মুযদালিফা থেকে মিনার দিকে ছুটে চলে, তখন তুমি মুহাস্সাব উপত্যকায় দাঁড়িয়ে প্রত্যেক চলন্ত ও অবস্থানরত ব্যক্তিকে ডেকে বলো : নবী পরিবারের ভালোবাসর নাম যদি হয় 'রাফেযী হওয়া', তাহলে সকল জ্বিন ও মানব সাক্ষী থাকুক আমি রাফেযী।' [219]

দীনের ইমামবৃন্দ ও সমসাময়িকদের অভিমত

[218] আল ফিহিরসাত, ইবনে নাদীম, ২৯৫ পৃ.।

[219] তারতীবুল মাদারিক, ১খ., ৩৯০ পৃ.।

রসূলুল্লাহ সা. থেকে নিম্নলিখিত দোয়াটি বর্ণিত রয়েছে।

اللّهُمَّ اهْدِ قُرَيْشاً فإنّ عالِمَها يَمْلأُ طباق الأَرْضِ عِلْماً اللّهُمَّ كما أذَقْتَهُمْ عذاباً فَأَذِقْهُمْ نَوالاً

'হে আল্লাহ, কুরাইশকে হেদায়েত দান করো। কারণ কুরাইশের আলিমগণ ভূপৃষ্ঠকে ইলম দিয়ে ভরে দিবে। হে আল্লাহ, তুমি যেভাবে তাদেরকে আযাব আস্বাদন করিয়েছো সেভাবে তাদেরকে নিয়ামতের স্বাদ আস্বাদন করাও।'

আবু নুয়াইম আবদুল মালিক ইবনে মুহাম্মদ এর বক্তব্য হলো : এই দু'আয় কুরাইশের আলিম বলতে ইমাম শাফিঈ রহ. উদ্দেশ্য। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ.-এর বক্তব্য হলো : আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক শতাব্দীর মাথায় একজন এমন আলিমে দীন তৈরি করেন যিনি মানুষকে সুন্নাহর শিক্ষা দান করেন এবং রসূলুল্লাহ সা.-এর পক্ষ হয়ে কুসংস্কার প্রতিরোধ করেন। [ইমাম আহমদের বক্তব্য একটি হাদীসেরই মর্মার্থ। দেখুন : মিশকাত শরীফ] আমরা দেখেছি যে প্রথম শতাব্দীর মাথায় হযরত উমর বিন আবদুল আযীয এবং দ্বিতীয় শতকের মাথায় ইমাম শাফিঈ রহ. এই খেদমত সমাধা করেছেন।[220]

ইসহাক ইবনে রাহভয় বলেন, ইমাম শাফিঈ'র মক্কা অবস্থানকালে একবার আমি সেখানে যাই। আহমদ বিন হাম্বল আগে থেকেই উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, আবু ইয়াকুব! এ ব্যক্তির (ইমাম শাফিঈ'র) পাঠদানের আসরে বসুন। আমি বললাম : আমি তার কাছে বসে কী করবো? আমার ও তার বয়স কাছাকাছি। আমি কি তার জন্য সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা ও মুকরি'র দরস ছেড়ে দিবো? আহমদ বিন হাম্বল বললেন, ইবনে উয়াইনার দরস পরেও পাওয়া যাবে, কিন্তু ইমাম শাফিঈ'র দরস পাওয়া যাবে না। আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর হুমাইদী বর্ণনা করেন : আহমদ বিন হাম্বল আমাদের এখানে মক্কায় সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার বাসায়

220 তারিখু বাগদাদ, ২য়. ৬১-৬২ পৃ.; তাহযীবুত তাহযীব, ৯খ. ২৭ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

থাকতেন। আহমদ বিন হাম্বল আমাকে একদিন বলতে লাগলেন : এখানে এক কুরাইশি আলিম রয়েছেন। আমি নাম জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস শাফিঈ। ইমাম আহমদ বাগদাদে (ইমাম শাফিঈ'র) দরসে বসেছিলেন। তার অনুরোধে আমরা ইমাম শাফিঈ'র দরসে যাই। কয়েকটি মাসআলার ওপর আলাপ-আলোচনা হলো। আমরা উঠে এলে আহমদ বিন হাম্বল জিজ্ঞেস করলেন : আপনি তাকে কেমন পেলেন? আপনি কি ঐ কুরাইশি আলিমের ইলম ও বর্ণনা-পদ্ধতিতে খুশি হন নি? এ কথাটি আমার অন্তরে বসে গেলো। আর আমি ইমাম শাফিঈ'র মজলিসে বসতে লাগলাম। আর ইমাম শাফিঈ'র তুলনায় তার উস্তাদ সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার মজলিস মজাহীন হতে লাগলো। তারপর আমিও ইমাম শাফিঈ'র সাথে মিশরে চলে গেলাম। মুহাম্মদ ইবনে ফযল বাযযার তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন : একবার আমি আহমদ বিন হাম্বলের সাথে হজ করেছি। মক্কা শরীফে আমরা একই ঘরে থেকেছি। আমি সকাল বেলা আহমদ বিন হাম্বলের সন্ধানে মসজিদুল হারামের একটি দরসী মজলিসে গেলাম। গিয়ে দেখি আহমদ বিন হাম্বল এক গ্রাম্য তরুণের কাছে বসে আছেন। আমি তার কাছে গিয়ে বললাম : আবু আবদুল্লাহ! আপনি সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার মজলিস ছেড়ে এখানে বসে আছেন! অথচ ওখানে ইবনে শিহাব যুহরী, আমর ইবনে দীনার, যিয়াদ ইবনে আলাকা প্রমুখ তাবিঈগণ উপস্থিত রয়েছেন। আহমদ বিন হাম্বল বললেন : চুপ থাকো। কারণ যদি উচ্চ সনদের কোনো হাদীস তোমাদের হাতছাড়া হয়ে যায় তাহলে নিম্ন সনদে তা পেতে পারো। এতে দীনদারী ও বুদ্ধিমত্তায় তোমাদের কোনো লোকসান হবে না। আর যদি ঐ তরুণের 'বুদ্ধিমত্তা' তোমরা না পাও, তাহলে আমার মতে কিয়ামত পর্যন্ত তোমরা তা আর পাবে না। আমরা পবিত্র কিতাবুল্লাহর জ্ঞানে তার চেয়ে বিজ্ঞ ও অধিক সমজদার আমরা কাউকে দেখি নি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? আহমদ বিন হাম্বল জবাব দিলেন, ইনি মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস শাফিঈ রহ.।[221]

221 আলজারহু ওয়াত্ তা'দীল, ১খ. ৩৮৮ পৃ.।

আবু সওর বলেন, আমার মতে সুফিয়ান সওরি এবং ইবরাহীম নাখঈ'র চেয়ে বড় ফকীহ হলেন ইমাম শাফিঈ রহ.। এক রাবীর বর্ণনা : মুহাম্মদ ইবনে হাসান ইমাম শাফিঈ'র যতটা সম্মান করতেন অন্য কোনো আলিমের ততটা করতেন না । হেলাল ইবনে আলার বক্তব্য : ইমাম শাফিঈ ইলমের ঘরের তালা খুলে দিয়েছেন। ইবনে হিশামের বক্তব্য হলো ইমাম শাফিঈ ভাষার ক্ষেত্রেও প্রামাণ্য ব্যক্তি।[222]

দৈহিক আকার আকৃতি

মুযানী বলেন : ইমাম শাফিঈ'র চেয়ে অধিক সুদর্শন মানুষ আমি দেখি নি। তাঁর উভয় গণ্ডদেশ পাতলা ছিলো। তিনি যখন দাড়ির ওপর হাত রাখতেন, তখন তা এক মুষ্টির চেয়ে বেশি হতো না। মেহেদির খেজাব ব্যবহার করতেন। আতর ও সুগন্ধি খুবই পছন্দ করতেন। যে স্তম্ভে হেলান দিয়ে দরসের মজলিসে বসতেন এক কর্মচারী তাতে সুগন্ধি মেখে দিতো। স্বভাবে ছিলো পরিচ্ছন্নতা ও লাজুকতাবোধ। খাদ্য ও পোশাক ব্যবহারে বিশেষভাবে যত্নবান ছিলেন। স্মৃতিশক্তির জন্য অধিক পরিমাণে লোবান ব্যবহার করতেন। সে কারণে একবার তিনি নাক দিয়ে রক্ত ঝরার রোগে আক্রান্ত হয়ে একবছর ভুগেছেন।[223]

প্রজ্ঞাবান ও সাহিত্যিকসুলভ উক্তিসমূহ

ইমাম শাফিঈ রহ. ইলম ও মর্যাদা, বিবেক ও বুদ্ধিমত্তা, হাদীস-ফিকাহ, কাব্য ও সাহিত্য এবং ইতিহাস ও বংশধারা শাস্ত্রে স্বতন্ত্র অবস্থান ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। কাব্য ও সাহিত্য এবং ভাষাতত্ত্ব ও আরবী ভাষাতত্ত্বে বিশেষ রুচি ছিলো। কিন্তু যেহেতু তিনি উলামাদের জন্য কাব্য চর্চার বিষয়টিকে ভালো মনে করতেন না, সে কারণে দীনী জ্ঞান-বিজ্ঞানের

[222] তারতীবুল মাদারিক, ১খ., ৩৮৮ পৃ.।

[223] আলইবার, ৩৪৩ পৃ.; তাযকিরাতুল হুফফায, ১খ. ৩২৯ পৃ.; তারিখু বাগদাদ ২খ. ৬৮ পৃ.; তারতীবুল মাদারিক, ১খ., ৩৯৩ পৃ. ।

www.maktabatulabrar.com

বিপরীতে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করতেন না। তিনি নিজেই বলেনI

لو لا الشعربالعلماء يزرى لكنت اليوم أشعر من لبيد

'কাব্য যদি উলামাদের জন্য দোষণীয় না হতো, তাহলে আমি আজ লবীদ ইবনে রবী'আর চেয়েও বড় কবি হতাম।'

তিনি একথাও বলেন যে আমি আরবী কবিতা এবং আরবী ভাষা ও সাহিত্য দীনের সাহায্যের জন্য শিখেছি। ইমাম শাফিঈ'র প্রজ্ঞাদীপ্ত উক্তিসমূহের মধ্যে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের মিষ্টতা বিদ্যমান। প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার পাশাপাশি তাতে সাহিত্য ও অলংকারের স্বাদ আস্বাদন করা যায়।

এক ব্যক্তি ইমাম শাফিঈকে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছেন? তিনি উত্তর দিলেনI

كيف اصبح من يطلبه الله بالقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم بالسنة، والحفظة بما ينطق، والشيطان بالمعاصي، والدهر بصروفه، والنفس بشهواتها، والعيال بالقوت، وملك الموت بقبض روحه

'সে ব্যক্তির অবস্থা আর কেমন হবে যার কাছ থেকে আল্লাহ চান কুরআন, নবী সা. চান সুন্নাহ, ফেরেশতারা চান উচ্চারিত বক্তব্যসমূহ, শয়তান চায় পাপাচার, কাল চায় দুর্যোগ, নফস চায় প্রবৃত্তি-চর্চা, পরিবার চায় জীবিকা, মৃত্যুর ফেরেশতা চায় প্রাণ সংহার করতে।'

আবার এক ব্যক্তির সুন্দর গুণাবলি প্রকাশ করেন এভাবেI

أما و الله لقد كان يملؤ العيون جمالا و الأذان بيانا

'আল্লাহর শপথ, ঐ ব্যক্তি চোখ ভরে দেয় শোভা ও সৌন্দর্যে আর কান ভরে দেয় সাহিত্য ও অলংকারে।'

সাহিত্যের রাজ পংক্তিগুলো শুনে এক ব্যক্তি ইমাম শাফিঈকে তার পুনরাবৃত্তির জন্য অনুরোধ করলে তিনি বলেনI

أعيده و الله عليك بلا تهاتر و لا إسكات و لا تزكية له

'হ্যা, আমি তোমাদের সামনে তার পুনরাবৃত্তি করছি, তাতে না আছে

কোনো ভুল বক্তব্য, না আছে কাউকে থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা এবং না আছে কোনো আত্মপ্রশংসা।’[224]

ইলম হাসিল প্রসঙ্গে বলেনÍ

لا يطلب هذا العلم أحد بالمال و عز النفس لا يفلح و لكن من طلبه بذلة النفس و ضيق العيش وحرمة العلم...

‘এই ইলমে দীন কোনো ব্যক্তি বিত্ত ও আত্মগরিমার সঙ্গে অর্জন করে সফলকাম হতে পারবে না। বরং যে ব্যক্তি আত্মতুচ্ছতা, অভাব-অনটন ও ইলমের মর্যাদাবোধ নিয়ে ইলম হাসিল করবে সে সফলকাম হবে।’[225]

মুফতী ও মুজতাহিদ ভুল করলেও উত্তম নিয়তের কারণে আল্লাহর নিকট প্রতিদানপ্রাপ্ত হবে। এ প্রসঙ্গে ইমাম শাফিঈ রহ. বলেনÍ

أفلح ومن قال بقوله يوجرولكنه لا يوجر على الخطاء في الدين لم يؤذن به أحد و إنما يوجر لارادته الحق فيما أخطأه

‘ফতোয়াদানকারী আলিম প্রতিদানপ্রাপ্ত হবেন। অবশ্য ধর্মীয় বিষয়ে ভুল করার কারণে প্রতিদান লাভ করবেন না। (সজ্ঞানে) এমন ভুল করার অনুমতি কারোর জন্য নেই। বরং তিনি প্রতিদান লাভ করবেন এ কারণে যে ভুলকৃত বিষয়টির ক্ষেত্রে তিনি সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ইচ্ছা করেছিলেন।’[226]

কোনো এক প্রসঙ্গে বলেনÍ

الطبع أرض والعلم بذر ولا يكون العلم إلا بالطلب ففذا كان الطبع قابلاً زكا مربع العلم وتفرعت معانيه

‘স্বভাব হলো জমি, ইলম হলো বীজ, ইলম অর্জিত হয় না অনুসন্ধান ছাড়া। স্বভাব উপযোগী হলে ইলমের ফসল সজীব হয়ে ওঠবে এবং তার

224 তারতীবুল মাদারিক, ১খ., ৩৯৪ পৃ.।
225 জামিউ বায়ানিল ইলমি, ৯৮ পৃ.।
226জামিউ বায়ানিল ইলমি, ২খ. ৭২ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

অর্থ ও মর্ম শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত হবে।’

আরেকবার প্রমাণ দানের পদ্ধতি সম্পর্কে বলেছেনÍ

أحسن الاحتجاج ما أشرقت معانيه و أحكمت مبانيه و ابتهجت له قلوب سامعيه

‘সর্বোত্তম প্রমাণ দান হলো, যে প্রমাণের অর্থ হয় উজ্জ্বল, মূলনীতি হয় সুদৃঢ়, এবং যা শুনে শ্রোতাদের হৃদয় হয় আনন্দিত।’[227]

আর প্রয়োজনীয় বস্তু লাভ করার ক্ষেত্রে ইমাম শাফিঈ’র নিম্নলিখিত দু’আ উলামা সম্প্রদায়ের মাঝে পরীক্ষিত এবং এর কবুলিয়তের বিষয়টি প্রসিদ্ধ। দু’আটি হলোÍ

اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرت به المقادير[٢٢٨]

এই দু’আ পাঠে হারানো বস্তু খুঁজে পাওয়া যায়।

রচনাবলি

ইমাম শাফিঈ রহ. বহু রচনার অধিকারী ইমামগণের অন্যতম। তরুণ বয়সেই উসূলে ফিকাহ বিষয়ে ‘কিতাবুর রিসালাহ’-এর মত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেছেন। সে সময়েই তিনি তীর চালনা ও অশ্বারোহণ বিষয়েও গ্রন্থ রচনা করেন। স্বতন্ত্র রচনাশৈলীর অধিকারী বড় বড় কবি সাহিত্যিক ইমাম শাফিঈ’র রচনার সৌন্দর্যের সাক্ষ্য দিতেন। সেসব সাক্ষ্য ও স্বীকৃতির তিনি মোটেও মুখাপেক্ষী ছিলেন না। কারণ, তার অবস্থান ও মর্যাদা তার চেয়ে অনেক উর্ধ্বে ছিলো। আল্লামা জাহিয বলেনÍ

نظرت في كتب الشافعي فإذا در منظوم لم أر أحسن تأليفا منه

‘আমি ইমাম শাফিঈ’র কিতাবপত্র দেখেছি। মনে হচ্ছিলো তা সুতোয় গাথা মুক্তোরাশি। আমি তাঁর চেয়ে উত্তম গ্রন্থকার দেখি নি।’[229]

227 তারতীবুল মাদারিক, ১খ., ৩৯৩ পৃ.।
228 ইবনে খাল্লিকান, ২খ., ২০ পৃ.।
229 তাহযীবুত তাহযীব, ৯খ. ২৯ পৃ.।

ইবনে নাদীম লিখেছেন, ফিকাহ বিষয়ে ইমাম শাফিঈ'র একটি বিস্তৃত গ্রন্থ রয়েছে, যা তাঁর কাছ থেকে রবী' ইবনে সুলাইমান ও যা'ফরানী বর্ণনা করেছেন। অমুক অমুক কিতাব এই কিতাবের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। তারপর তিনি প্রায় একশত চারটি কিতাবের নাম লিপিবদ্ধ করেন।[230]

ইমাম শাফিঈ'র ওসব গ্রন্থের সমন্বয়ে রচিত সে গ্রন্থটির নাম হচ্ছে 'কিতাবুল উম্ম'। এছাড়াও রয়েছে মুসনাদে শাফিঈ ও অন্যান্য গ্রন্থ।

ইন্তেকাল

ইমাম শাফিঈ রহ. ১৫০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং রজব মাসের শেষ তারিখে জুমার রাতে মিশরে ইন্তেকাল করেন। সে সময়ে তার বয়স ছিলো চুয়ান্ন বছর। ইমাম শাফিঈ রহ. আপন অসিয়ত মুতাবেক অসুস্থতার দিনগুলি আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল হাকাম এর গৃহে অবস্থান করেন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। ইমাম শাফিঈ'র পুত্ররা তার কাফন-দাফনের সৌভাগ্য লাভ করেন। আর মিশরের আমীর জানাযার নামাযে ইমামতি করেন। জাবালে মুকাত্তামের নিকটে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

রবী' ইবনে সুলাইমান মুরাদীর বর্ণনা হলো : আমি দাফনের কাজ সম্পন্ন করে প্রত্যাবর্তনের পথে শা'বানের চাঁদ দেখেছিলাম। রাতের বেলা ইমাম শাফিঈকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করি, আল্লাহ আপনার সাথে কী আচরণ করেছেন? ইমাম শাফিঈ রহ. বললেন : আল্লাহ আমাকে নূরের সিংহাসনে বসিয়েছেন। ইমাম শাফিঈ'র পুত্র উসমান বলেন, ইন্তেকালের সময়ে পিতার বয়স হয়েছিলো আটান্ন বছর।[231]

রবী' ইবনে সুলাইমান বলেন : ইমাম শাফিঈ'র মৃত্যুর পর আমরা তার দরস (ইলমের আসর) চালিয়ে নিচ্ছিলাম। এক গেঁয়ো ব্যক্তি এসে বলেI

أين قمر هذه الحلقة و شمسه

'এই বলয়ের সূর্য ও চন্দ্র কোথায়?' আমরা জবাব দিলাম, তার

[230] আল ফিহিরসাত, ইবনে নাদীম, ২৯৫-২৯৬ পৃ.।

[231] তারিখু বাগদাদ, ২খ. ৭০ পৃ.; ইবনে খাল্লিকান, ২খ. ২০ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

ইন্তেকাল হয়ে গেছে। একথা শুনে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলো এবং নিম্নলিখিত কথাগুলো বলে চলে গেলো।

رحمه الله و غفر له ما كان يفتح له ببيانه مغلق الحجة و يهدي خصمه واضح

الحجة و يغسل من العار وجوها مسودة و يوسع من الراى أبوابا منسرة

'আল্লাহ তাকে রহম করুন এবং ক্ষমা করুন। কতই না সুন্দরভাবে তিনি প্রমাণাদি খুলে খুলে বর্ণনা করতেন। সুস্পষ্ট দলীল দিয়ে প্রতিপক্ষকে দিক নির্দেশনা দিতেন। আপন ইজতিহাদ দ্বারা মাসআলা-মাসাইলের বদ্ধ দুয়ার খুলে দিতেন।'[232]

সন্তান-সন্ততি

ইমাম শাফিঈ রহ.-এর সন্তানাদি সম্পর্কে ইবনে হাযম লিখেছেন : ইমাম শাফিঈ'র দুই সন্তান ছিলো। একজন আবুল হাসান মুহাম্মদ, তিনি কান্নাছরীন ও আওয়াসিম অঞ্চলের বিচারপতি ছিলেন। তিনি কোনও সন্তান রেখে যান নি। অপরজন হলেন উসমান। যিনি ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের কাছ থেকে ইলম হাসিল করেন। উসমান থেকেও বংশধারা চালু হয় নি।[233]

আল্লামা সুবকী 'তব্‌কাতুশ শাফিঈয়্যাহ' গ্রন্থে লিখেছেন যে ইমাম শাফিঈ'র দুই পুত্র ছিলো। একজন হলেন কাজী উসমান মুহাম্মদ আর দ্বিতীয়জন হলেন আবুল হাসান মুহাম্মদ। আবু উসমান ছিলেন বড়। ইনি ইমাম সাহেবের ইন্তেকালের সময়ে পবিত্র মক্কায় ছিলেন। তিনি আপন পিতা ইমাম শাফিঈ রহ. থেকে, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা থেকে, আবদুর রাজ্জাক এবং আহমদ বিন হাম্বল রহ. থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি জাযীরাহ ও অন্যান্য অঞ্চলের কাজী ছিলেন। হলব অঞ্চলেও বিচারকের পদে ছিলেন। তার তিন সন্তান ছিলো। দুই ছেলে আব্বাছ ও আবুল হাসান – শৈশবে যাদের মৃত্যু হয়েছে। আর ফাতেমা নাম্নী এব মেয়ে ছিলো, যার

[232] তারতীবুল মাদারিক, ১খ., ৩৯৬ পৃ.।

[233] জামহারাতু আনছাবিল আরব, ৭৩ পৃ.।

থেকে সন্তানের ধারা চালু হয় নি। আবু উসমান ২৪০ হিজরীতে জাযীরা অঞ্চলে ইন্তেকাল করেন।

দ্বিতীয় পুত্র আবুল হাসান মুহাম্মদ 'দানানীর' নাম্নী এক বাদীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ইনি শৈশবে আপন পিতা ইমাম শাফিঈ'র সঙ্গে মিশরে এসেছিলেন এবং সেখানেই ২৩১ হিজরীর শা'বান মাসে ইন্তেকাল করেন।[234]

ইমাম শাফিঈ রহ.-এর যয়নাব নাম্নী এক কন্যা ছিলো। যার গর্ভে আবু মুহাম্মদ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাছ ইবনে উসমান ইবনে শাফি' জন্মগ্রহণ করেন। ইনি আপন পিতার সূত্রে আপন দাদা ইমাম শাফিঈ রহ. থেকে হাদীস বর্ণনা করেছিলেন। কথিত আছে শাফি' বংশে ইমাম শাফিঈ'র পরে আবু মুহাম্মদের চেয়ে বড় কোনো আলিম জন্ম নেন নি। ইনি তাঁর দাদার বরকত লাভ করেছিলেন।[235]

اللهم ارحم على الشافعي و اغفر له و ارفع درجته في عليين

آمين يا رب العالمين

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল শায়বানী রহ.

নাম ও বংশ পরিচয়

ইমাম আবু আবদুল্লাহ আহমদ বিন হাম্বল বিন হেলাল বিন আসাদ বিন ইদরীস বিন আবদুল্লাহ বিন হাইয়্যান বিন আবদুল্লাহ বিন আনাস বিন আউফ বিন কাসেত বিন ছা'লাবা বিন উক্কাবা ইবনে সা'ব বিন আলী বিন

234 তবকাতুশ শাফিঈয়্যাহ আল কুবরা, ২খ. ৭১-৭৩ পৃ.।

235 প্রাগুক্ত, ২খ. ১৮৬ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

বকর বিন ওয়ায়িল শায়বানী মারুজী বাগদাদী রহ.।[236]

হিজরী ১৪ সনে তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের খলীফা হযরত উমর রা.-এর দিক-নির্দেশনায় উতবা ইবনে গজওয়ান রা. বসরায় বসতি স্থাপন করেন। সেখানে আরবের আরো অনেক গোত্র বসবাস করতো। তাদের মধ্যে বনু শায়বান ইবনে জাহালের শাখাগোত্র বনু মাজেনও ছিলো, যার সাথে ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের বংশীয় সম্পর্ক ছিলো।

পরবর্তীতে তিনি যখন বসরায় আসতেন তখন অধিকাংশ সময়ই তাঁর গোত্রীয় মসজিদে নামায আদায় করতেন। আবদুল্লাহ ইবনে রুমী বর্ণনা করেন, 'বসরায় থাকাকালে অধিকাংশ সময় আহমদ বিন হাম্বলকে আমি বনু মাজেনের মসজিদে নামায পড়তে দেখতাম।'

একবার আমি তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন, 'এটা আমার পূর্বপুরুষের আবাদকৃত মসজিদ, তাই।'[237]

এরপর খোরাসান বিজিত হলে আরবের বিভিন্ন গোত্র খোরাসানের প্রসিদ্ধ শহর মারভে চলে আসে। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তাদেরকে সেখানে জায়গীরও প্রদান করা হয়। তখন ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের বংশের লোকজনও মারভে চলে আসেন এবং সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

আবু জুরআ রাজী রহ. বর্ণনা করেন, 'আহমদ বিন হাম্বল রহ.-এর আদি নিবাস ছিলো বসরায়, আর বসতি ছিলো মারভে।'[238]

তাঁর দাদা হাম্বল ইবনে হেলাল ছিলেন সারাখসের প্রতাপশালী শাসক। তিনি তৎকালীন সময়ে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। বুখারার আমীর মুসাইয়্যাব ইবনে যুহাইর দব্বী একবার তাঁকে এবং আবু নজম ইসহাক ইবনে ঈসা সা'দীকে এই অভিযোগে শাস্তি দিয়েছিলেন যে, তারা সুকৌশলে সেনাবাহিনীর মধ্যে ভয়াবহ গোলযোগ

236 তারিখে বাগদাদ, ৪ খ. ৪১৪ পৃ.; মানাকিবুল ইমামি আহমদ বিন হাম্বল, ১৬ পৃ.; তবকাতুশ শাফিঈয়্যাহ আল কুবরা, ২ খ. ২৭ পৃ.।

237 মানাকিবুল ইমামি আহমদ বিন হাম্বল, ১৯ পৃ.।

238 মানাকিবুল ইমামি আহমদ বিন হাম্বল, ১৪ পৃ.।

বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন।[239]

আহমদ বিন হাম্বলের মাতামহও বনু শায়বান গোত্রের অন্তর্গত ছিলেন। নাম ছিলো তাঁর সাফিয়্যা বিনতে মায়মুনা বিনতে আবদুল মালিক শায়বানী। নানার নাম আবদুল মালিক ইবনে সাওয়াদা ইবনে হিনদ। ইনি শায়বান গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোকজন তার অঞ্চল মারভে আসতো। তিনি তাদের দাওয়াত দিতেন এবং আপ্যায়ন ও আতিথেয়তা করতেন। ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের পিতাও মারভে এসে তাদের এখানেই থাকতেন। পরে তিনি তার কন্যার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।[240]

বিভিন্ন পুস্তকে হযরতের বংশীয় লোকদের সেনাপতিত্ব ও নেতৃত্বের বীরত্বগাথা ও বিবরণ পাওয়া যায়। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তারা সেনা নেতৃত্বের অনেক উচ্চ পর্যায়ে নিযুক্ত ছিলেন।

জন্ম ও শৈশব

কোনো কারণে ইমাম আহমদের পরিবার মারভ ছেড়ে বাগদাদে চলে আসেন। ঐ সময়ে তিনি মাতৃগর্ভে ছিলেন। বাগদাদে আসার কিছুদিন পর ১৬৪ হিজরীর রবিউল আওয়াল মাসে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের অল্প কিছুদিন পরই তিনি পিতৃ-স্নেহ থেকে বঞ্চিত হন। মৃত্যুর সময়ে তাঁর পিতার বয়স হয়েছিলো মাত্র ৩০ বছর। ইমাম আহমদ তখন কোলের শিশু। এ-প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বর্ণনা করেন, 'আমি না আমার পিতাকে দেখেছি, না দেখেছি দাদাকে। মা-ই আমার লালন-পালন করেছেন।[241]

মা সাফিয়্যাহ অত্যন্ত স্নেহ-মমতা, ভালোবাসা ও গুরুত্বসহকারে ইয়াতিম শিশু আহমদকে শিক্ষা-দীক্ষা দান করেন। সন্তানও আপন মায়ের সাথে অত্যন্ত আনুগত্য ও ভক্তি-শ্রদ্ধার আচরণ করতেন। তাঁর জীবনে ঘটে যাওয়া বহু ঘটনা এর সাক্ষ্য বহন করে। ১৮৬ হিজরীতে – তাঁর বয়স

[239] তারিখে বাগদাদ, ৪ খ. ৪১৪ পৃ.; মুখতাসার তারিখে ইবনে আসাকির, ২ খ, ২৯ পৃ.।

[240] মানাকিবুল ইমামি আহমদ বিন হাম্বল, ১৯-২০ পৃ.।

[241] মানাকিবুল ইমামি আহমদ বিন হাম্বল, ১৪-১৫ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

তখন বাইশ বছর – দজলা নদীতে এক বিশাল প্লাবন এসেছিলো। সেই দুর্যোগঘন মুহূর্তে 'রায়' অঞ্চলের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস জারীর ইবনে আবদুল হামীদ বাগদাদে এসেছিলেন। ইমাম আহমদের সহপাঠী প্লাবন পাড়ি দিয়ে সেই মুহাদ্দিসের দরবারে উপস্থিত হয়েছিলেন হাদীস শ্রবণের জন্য। কিন্তু তিনি আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও শুধু মায়ের নিষেধাজ্ঞার কারণে সেখানে উপস্থিত হতে পারেন নি।

অনেক শায়খ ভোররাতে হাদীসের দরস দিতেন। তিনি সেই দরসে শরীক হতে চাইলে তার মা অতি স্নেহ ও ভালোবাসার কারণে সেখানে যেতে বারণ করতেন। তিনি নিজেই বলেন, 'কখনও কখনও আমি অতি প্রত্যুষে হাদীসের দরসে যেতে চাইতাম। তখন মা আমার পোশাক টেনে ধরে বলতেন, 'আযান দেয়া কিংবা প্রভাত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো।' তা সত্ত্বেও আমি কখনও কখনও ভোররাতে আবু বকর ইবনে আইয়্যাশের মজলিসে চলে যেতাম।'[242]

উপর্যুক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রতীয়মান হয়, ইমাম আহমদের আম্মা দীর্ঘদিন বেঁচে ছিলেন এবং খুব স্নেহ-মমতা দিয়ে তাঁকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন।

মকতবের শিক্ষা ও আত্মিক পবিত্রতা

শৈশবকাল থেকেই তিনি মকতবে শিক্ষার্জন শুরু করেন। ঐ সময়েই তিনি ভদ্রতা, মহত্ত্ব ও আত্মিক পবিত্রতায় প্রসিদ্ধি লাভ করেন। আবু আফীফ রাবী রহ. বর্ণনা করেন, 'মকতবে তিনি আমাদের সাথেই ছিলেন। অতি অল্প বয়সেই তিনি মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বে আমাদের মাঝে পরিচিতি লাভ করেন।'

ঐ সময়ে তৎকালীন খলীফা রিক্কা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। বাগদাদের নেতৃস্থানীয় ও অভিজাত ব্যক্তিবর্গও তার সাথে ছিলো। বিভিন্ন সময়ে তারা বাড়িতে পত্র প্রেরণ করতো আর বাড়ির মহিলারা মকতবের শিক্ষকের কাছে বলে পাঠাতো আহমদ বিন হাম্বলকে যেনো পাঠানো হয়।

[242] মানাকিবুল ইমামি আহমদ বিন হাম্বল, ২৬ পৃ.।

সে আমাদের পত্রের উত্তর লিখে দিয়ে যাবে। আহমদ বিন হাম্বল দৃষ্টি অবনত করে তাদের ঘরে প্রবেশ করতেন এবং চিঠির উত্তর লিখে দিয়ে আসতেন। কখনও অনুপযোগী কোনো প্রসঙ্গ চলে এলে তিনি তা এড়িয়ে যেতেন।

একবার এক আমীর (গভর্নর) তাঁর চাচার কাছে পত্র লিখলেন। চাচা চিঠির উত্তর লিখে এই বলে তাকে সোপর্দ করলেন যে, সরকারি দূত আসলে তাকে এই চিঠি দিয়ে দিবে। কিছুদিন পর দূত এসে চাচার কাছে উত্তরপত্র দেয়ার তাগাদা দিলো। তিনি বললেন, 'আমি পত্র লিখে আহমদকে দিয়ে দিয়েছি। সেটা তোমার কাছে পৌঁছে দেয়ার কথা। আহমদ বিন হাম্বলকে ডেকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, পত্রে অমুক কথাটি অসঙ্গত ছিলো, তাই আমি তা তাকে রেখে দিয়েছি।'

খলীফা রিক্কা অঞ্চলে অবস্থানকালে দাউদ ইবনে বিসতাম ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের চাচার কাছে এই বলে পত্র লিখলেন যে ইদানীং বাগদাদের খবর পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ আমি খলীফার কাছে বাগদাদের বিভিন্ন সংবাদ তুলে ধরতে চাই। এই পত্র পেয়ে ইমাম আহমদের চাচা দাউদ ইবনে বিসতামের বরাবরে পত্র লিখে তা ভাতিজা আহমদ বিন হাম্বলের কাছে দিলেন। পরে যখন ভাতিজাকে ডেকে তিনি পত্রের খোঁজ নিলেন, তখন আহমদ বিন হাম্বল বললেন, 'এমন খবরাদি আমি ওখানে পৌঁছাবো– এটা হতে পারে? (কারণ এগুলো ছিলো গোয়েন্দা তথ্যমূলক, যা সর্বক্ষেত্রে বৈধ নয়।) আমি ঐ চিঠি পানিতে ফেলে দিয়েছি। ইবনে বিসতাম বিষয়টি জানতে পেরে বললেন, هذا غلام يتورع فكيف نحن 'এই বালক আল্লাহকে ভয় করে, তাহলে আমাদের কী করা কর্তব্য?'

আবু দিরাজ বলেন, আমার পিতা আহমদ বিন হাম্বলের চারিত্রিক সৌন্দর্য ও ভদ্রতার প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করে বলতেন, আমি আমার সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষায় যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ ব্যয় করে থাকি, তাদের জন্য শিক্ষক ও আদবদাতা নিয়োগ করে থাকি, কিন্তু তবুও তাদেরকে কৃতকার্য দেখতে পাচ্ছি না। আর এই আহমদ বিন হাম্বল এতিম বালক দেখো কত সুন্দরভাবে চলছে।

হাদীস শিক্ষার জন্য বিদেশ ভ্রমণ

www.maktabatulabrar.com

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি হাদীস অধ্যয়ন শুরু করেন। তখন তাঁর বয়স ষোলো বছর। কাজী আবু ইউসুফের দরসেই তাঁর হাদীস অধ্যয়নের সূচনা। তিনি নিজেই বলেন, أول من كتبت عنه الحديث أبو يوسف 'আমি যার থেকে সর্বপ্রথম হাদীস সংগ্রহ করেছি তিনি ইমাম আবু ইউসুফ রহ.।'[243] তিনি আরও বলেন, যে সময়ে আমরা কাজী আবু ইউসুফের মজলিসে যেতাম সে সময়ে বিশর বিন মুরাইসী নামক এক ব্যক্তি এসে সবার পেছনে বসতো। আর সেখান থেকে হট্টগোল বাঁধিয়ে বলতো, আবু ইউসুফ, এ তুমি কী বলছো? এভাবে সে চিৎকার করতে থাকতো। ওদিকে আবু ইউসুফ রহ. ছাত্রদেরকে বলতেন, তোমরা তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। কিন্তু সে আসতো না। একদিন সে এসে এভাবে হৈ চৈ শুরু করে দিলো। তখন আবু ইউসুফ রহ. তাকে কাছে ডাকলেন। সে তাঁর কাছে গিয়ে বসলো। বিশর বিন মুরাইসী একটি মাসআলা নিয়ে আলোচনা শুরু করলো। আমি তাদের কাছেই ছিলাম। তবুও তাদের কথা স্পষ্টভাবে বুঝলাম না। তাই সামনে বসা সাথিকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইমাম আবু ইউসুফ তাকে কী বললেন? সে বললো, তিনি বলেছিলেন, তুমি কি বিশৃঙ্খলার অনল জ্বালিয়েই কেবল ক্ষান্ত হবে?

বাগদাদের প্রসিদ্ধ মাশায়েখ ও মুহাদ্দিসগণের কাছ থেকে শিক্ষা লাভের পর ইমাম আহমদ বিন হাম্বল উচ্চ শিক্ষার জন্য কুফা, বসরা, মক্কা, মদীনা, ইয়ামান, সিরিয়া, আবাদান উপদ্বীপসহ আরও অনেক দেশ ভ্রমণ করেন এবং সেখানকার মাশায়েখদের কাছ থেকে হাদীস শ্রবণ করে বর্ণনা করেন। তাঁর শিক্ষা সফর-সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন তাঁরই পুত্র এবং ছাত্রগণ। যার সারসংক্ষেপ নিম্নে উদ্ধৃত হলো।

আহমদ রহ. বলেন, ১৭৯ হিজরীতে আমি আলী ইবনে হাশেম ইবনে বুরাইদ থেকে হাদীস শ্রবণ করি। এটা ছিলো আমার হাদীস শিক্ষার প্রথম বছর। এই বছরই আমি প্রথম হুশাইম বিন বশীর থেকেও হাদীস শ্রবণ করি। এই বছর আবদুল্লাহ বিন মুবারক শেষবারের মতো বাগদাদে এসেছিলেন। আমি তার দরসের মজলিসে গিয়ে জানতে পারলাম তিনি

243 মানাকিবুল ইমামি আহমদ বিন হাম্বল, ২০-২১ পৃ.।

তারতুস চলে গেছেন। ১৮১ হিজরীতে তার ইন্তেকাল হয়।[244] তখন আমার বয়স ছিলো ষোলো বছর। আর হুশাইম বিন বশীরের ইন্তেকালের সময়ে আমার বয়স ছিলো বিশ বছর। একই বছর হাম্মাদ বিন যায়েদ এবং মালিক বিন আনাসও ইন্তেকাল করেন। ১৮৩ হিজরী পর্যন্ত আমি হুশাইমের দরসে ছিলাম। সে বছরই তার ইন্তেকাল হয়। আমরা তাঁর থেকে এক হাজার হাদীস-সম্বলিত হজ্ব অধ্যায় লিখে নিয়েছিলাম। এমনকি কিতাবুল কাজা, (আইন ও বিচার অধ্যায়) কতিপয় তাফসীর এবং সংক্ষিপ্ত কিছু কিতাবও লিখেছিলাম। প্রায় তিন হাজার হাদীস তাঁর থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিলো। হুশাইম আমাদের জানাযা অধ্যায় লিপিবদ্ধ করাচ্ছিলেন। এমন সময়ে আমাদের কাছে হাম্মাদ বিন যায়দের মৃত্যুসংবাদ পৌঁছে। হুশাইমের ইন্তেকালের পূর্বে আমি আবদুল মুমিন বিন আবদুল্লাহ বিন খালেদ ঈসা থেকে হাদীস শ্রবণ করি। ১৮২ হিজরীতে রায় অঞ্চলের প্রসিদ্ধ আলিম আবু মুজাহিদ আলী বিন মুজাহিদ কাবুলী থেকেও হাদীস বর্ণনা করি। এটাই আমার রায় অঞ্চলে প্রথম সফর। ১৮৩ হিজরীতে আমি প্রথম বসরায় গমন করি এবং ১৮৭ হিজরীতে মক্কায় সুফিয়ান বিন উয়াইনার দরবারে উপস্থিত হই। মক্কা পৌঁছার কিছুদিন পূর্বেই ফুজাইল বিন ইয়াজের ইন্তেকাল হয়। এই বছরই আমি প্রথম হজ করি। সেখানে ইবরাহীম বিন সা'দের কাছ থেকে হাদীস সংগ্রহ করি। তাঁর পেছনে কয়েক ওয়াক্ত নামাযও পড়ি।

১৮৬ হিজরীতে আবাদান গেলাম। একই বছর মু'তামির বিন সুলাইমানের দরবারেও গেলাম। ১৯৮ হিজরীতে আমরা যখন ইয়ামানে আবদুর রাজ্জাক রহ.-এর দরবারে ছিলাম, তখন সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা, আবদুর রহমান ইবনে মাহদী এবং ইয়াহিয়া ইবনে সাঈদ কাত্তানের মৃত্যুসংবাদ পাই। ১৯৪ হিজরীতে বসরার সুলাইমান ইবনে হারব, আবু নুমান আরেম এবং আবু উমার হাউজী থেকে হাদীস শ্রবণ করি। এ সময়ে আমার সমুদয় অর্থ শেষ হয়ে যায়। আমার কাছে যদি আর পঞ্চাশটি দিরহামও থাকতো তাহলে আমি রায় অঞ্চলের জারির বিন আবদুল

[244] তারিখে বাগদাদ, ৪ খ. ৪১৬ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

হামীদের দরবারে যেতাম। আমার কতিপয় সাথি অবশ্য সেখানে গিয়েছিলো, কিন্তু আমার যাওয়া সম্ভব হয় নি।

কুফায় গেলাম। সেখানে এমন স্থানে ঠাঁই হলো যেখানে বালিশ ছিলো ইটের। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই ঠাণ্ডা লেগে গেলো। ফলে বাড়িতে ফিরে এলাম। হাদীস শিক্ষার জন্য আমি পাঁচবার বসরায় গিয়েছি।১৮৬ হিজরীর রজব মাসে প্রথমবারের মতো সেখানে গিয়ে মু'তামির বিন সুলাইমানের কাছ থেকে হাদীস শ্রবণ করি। ১৯০ হিজরীতে দ্বিতীয়বার, ১৯৪ হিজরীতে তৃতীয়বার। সে সময় গুনদারের ইন্তেকাল হয়েছিলো। ফলে ইয়াহিয়া বিন সাঈদের কাছে ছয়মাস অবস্থান করি। তার কাছ থেকে ওয়াসিতে ইয়াজিদ বিন হারুনের দরবারে গেলাম। তিনি [ইয়াহিয়া] যখন জানতে পারলেন আমি ইয়াযিদ বিন হারুনের দরবারে গিয়েছি, তখন বললেন, সে ওয়াসিতে ইয়াযিদ বিন হারুনের দরবারে কী করবে। তার বক্তব্যের উদ্দেশ্য ছিলো একথা বুঝানো যে, আহমদ বিন হাম্বল ইলমের ময়দানে ইয়াযিদ বিন হারুনের চেয়ে এগিয়ে আছেন।

ইবরাহীম বিন হাশেম বর্ণনা করেন, একবার জারীর বিন আবদুল হামীদ রায় থেকে বাগদাদ এসে বনু মুসায়্যাব গোত্রে অবস্থান নিলেন। সেখান থেকে তিনি চলে এলেন পূর্ব বাগদাদে। ঐ সময় দজলা নদীতে বিশাল প্লাবন এসেছিলো। আমি আহমদকে বললাম, চলো, আমরা নদী পার হয়ে জারীর বিন আবদুল হামীদের কাছ থেকে হাদীস শ্রবণ করে আসি। তিনি বললেন, আমার আম্মা তো আমাকে অনুমতি দিচ্ছেন না। ফলে আমি একাই হাদীস শ্রবণ করে এলাম। ১৮৬ হিজরীতে সেই ভয়ংকর প্লাবন এসেছিলো। ঐ সময়ে বাদশাহ হারুনুর রশীদের পক্ষ থেকে সিন্দী ইবনে শাহেক ছিলো বাগদাদের গভর্নর। সে আমাদেরকে দজলা পার হতে বাধা প্রদান করতো।

ইয়াকুব বিন ইসহাক বিন ইসরাঈল বর্ণনা করেন, আমার আব্বা এবং আহমদ রহ. ইলম অন্বেষণের উদ্দেশ্যে একসাথে সফর করেছেন। একবার সমুদ্রে তাঁদের জাহাজ ভেঙে ডুবে যায়। তখন তাঁরা একটি দ্বীপে আশ্রয় নেন।

স্বীয় পুত্র আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন, 'আমার পিতা পায়ে হেঁটে সুদূর তারসুস সফর করেছেন।'

আহমদ রহ. বলেন, আমি একবার ইয়ামানের ইবরাহীম বিন আকীলের দরবারে পৌঁছলাম। তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর স্বভাবের আলিম। তাঁর দরবারে প্রবেশ করা অনেক কঠিন ব্যাপার ছিলো। দু'একদিন তাঁর দরজায় দাঁড়িয়ে থেকে পরে তাঁর দরবারে পৌঁছা সম্ভব হতো। তিনি আমাকে মাত্র দুটি হাদীস শোনালেন। অথচ তার কাছে ইবনে মুনাব্বিহের সূত্রে হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ রা.-এর অনেক হাদীস ছিলো। কিন্তু তার কঠিন স্বভাবের কারণে তাঁর থেকে হাদীসগুলো শোনা সম্ভব হলো না। এমনকি তার ছাত্র ইসমাঈল বিন আবদুল করীমের কাছ থেকেও না। কারণ তখনও ইবরাহীম বিন আকীল জীবিত ছিলেন।

খাশনাম ইবনে সা'দ একবার আহমদ বিন হাম্বলকে জিজ্ঞাসা করলো, ইয়াহিয়া বিন ইয়াহিয়া কি ইমাম ছিলেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমার দৃষ্টিতে তিনি বড় মাপের ইমাম ছিলেন। আমার কাছে যদি সফরের খরচ থাকতো তাহলে আমি তার কাছে যেতাম।

ইলম অন্বেষণের পথে বিপদাপদ ও দুঃখ-দারিদ্র্য

আহমদ বিন ইবরাহীম দাওরাকী বর্ণনা করেন, আহমদ বিন হাম্বল রহ. যখন আবদুর রাজ্জাকের দরবার থেকে মক্কা শরীফে এলেন তখন তাকে একেবারে ক্লান্ত-শ্রান্ত দেখলাম। আমি তাকে বললাম, হে আবু আবদুল্লাহ, এই সফরে আপনি অনেক কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করেছেন। শরীরে আপনার ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট। তিনি বললেন, আমি আবদুর রাজ্জাকের কাছ থেকে যা অর্জন করেছি তার তুলনায় এটা খুবই নগণ্য। আমরা তার কাছ থেকে الزهری عن سعید بن المسیب عن এবং الزهری عن سالم عن عبد الله عن ابیه ابی هریرة -এর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছি। একবার আহমদ বিন হাম্বল রহ. এবং ইয়াহিয়া ইবনে মাঈন রহ. একসাথে হজ্ব করলেন। আহমদ রহ. ইয়াহিয়াকে বললেন, আমরা হজ্ব শেষ করে সানআ গিয়ে আবদুর রাজ্জাকের কাছ থেকে হাদীস শ্রবণ করে আসবো।

আহমদ রহ. বলেন, একথা আলোচনার পর তাওয়াফ করছিলাম। হঠাৎ আবদুর রাজ্জাকের সাথে তাওয়াফের মাঝেই আমাদের সাক্ষাৎ হয়ে গেলো। পূর্ব-পরিচিতির সূত্রে ইবনে মাঈন তাঁকে চিনে ফেললেন। তাওয়াফ ও নামায শেষে তিনি মাকামে ইবরাহীমের পেছনে গিয়ে বসলেন। যখন আমাদের তাওয়াফ ও নামায শেষ হলো তখন ইবনে মাঈন তার কাছে গিয়ে সালাম দিয়ে আমার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, ইনি আপনার ভাই আহমদ বিন হাম্বল। আবদুর রাজ্জাক আমার জন্য দোয়া করে বললেন, আমি এঁর ব্যাপারে অনেক উত্তম কথা শুনেছি। আহমদ বিন হাম্বল বললেন, আমরা আগামীকাল আপনার দরবারে উপস্থিত হয়ে হাদীস শ্রবণ করবো। ইবনে মাঈন আমাকে বললেন, আপনি কেন আবদুর রাজ্জাকের সঙ্গে ওয়াদাবদ্ধ হলেন? ইমাম আহমদ বললেন, আমরা তাঁর কাছ থেকে হাদীস শ্রবণ করবো, এজন্য। ইবনে মাঈন বললেন, আল্লাহ তো আপনাকে মক্কা থেকে সানআ যাওয়ার দুই মাসের সফর ও পথখরচ থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

আমি বললাম, ما كان الله يرانى و قد نويت نية افسدها بما تقول نمضى فنسمع منه 'আল্লাহ যেন আমাকে এ অবস্থায় না দেখেন যে আমি শুধু আপনার কথার কারণেই আমার কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করছি। আমি বরং তার কাছে গিয়েই হাদীস শ্রবণ করে আসবো।'

যেই কথা সেই কাজ। হজ শেষে তিনি ইয়ামানের সানআয় গিয়ে আবদুর রাজ্জাকের কাছে হাদীস পড়ে আসেন। অথচ ঐ সময়ে তিনি দারিদ্র্যের কষাঘাতে বিপর্যস্ত ছিলেন।

ইসহাক বিন রাহওয় বলেন, আবদুর রাজ্জাকের দরবার থেকে ফেরার পথে আহমদ বিন হাম্বলের সমস্ত অর্থ ফুরিয়ে যায়। ফলে তিনি ছারবানু এলাকায় মজদুরি করেন। স্বয়ং আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেন, 'আহমদ বিন হাম্বল আমাদের এখানে দুই বছর ছিলো। তার দুঃখ-দুর্দশা দেখে আমি তাকে বললাম, হে আবু আবদুল্লাহ, আমাদের ইয়ামান রাজ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের তেমন ব্যবস্থা নেই। অর্থ উপার্জনের তেমন কর্মক্ষেত্রও নেই। সুতরাং, তুমি এই সামান্য কিছু দীনার গ্রহণ করো। কিন্তু সে তা গ্রহণ করলো না।' পরবর্তীতে তিনি এই ঘটনা বর্ণনা করে কাঁদতেন।

আহমদ বিন হাম্বল রহ. প্রচণ্ড শীতকালে ওয়াসিতে ইয়াযিদ বিন হারুনের কাছে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি অর্থনৈতিক সঙ্কটে পতিত হন। ফলে গায়ের জুব্বা এক সাথির কাছে বিক্রি করে দেন। সে ইয়াযিদ বিন হারুনের কাছে সবকিছু খুলে বলে। সাথে সাথে ইয়াযিদ বিন হারুন ২০০ দিরহাম বের করে আহমদ বিন হাম্বলের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু

www.maktabatulabrar.com

তিনি তা এই বলে ফিরিয়ে দিলেন যে, আমি অভাবগ্রস্ত মুসাফির ঠিক আছে। কিন্তু আমি নিজেকে দান-দক্ষিণা গ্রহণে অভ্যস্ত করতে রাজি নই। সে সময়ে আহমদ বিন হাম্বল রহ. মক্কায় সুফিয়ান বিন উয়াইনার কাছ থেকে ইলম অর্জন করছিলেন। ঐ সময়ে তাঁর কাপড়-চোপড় ও অন্যান্য জিনিস-পত্র চুরি হয়ে যায়। যখন তিনি বিষয়টি জানতে পারলেন তখন তিনি সাথিদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার খাতাগুলোর কী হবে যাতে অনেক হাদীস লেখা আছে? তারা বললো, সেগুলো তাকে সংরক্ষিত আছে। এ ঘটনার পর তিনি কিছুদিন দরসে উপস্থিত হতে পারলেন না। অনুসন্ধান করে জানা গেলো তার শুধু দুটি পুরনো জামা আছে। এছাড়া আর কোনো জামা নেই। পরে তিনি এক সাথীর কাছ থেকে এক দীনার ধার নিয়ে কাপড় ক্রয় করেন।[245]

দোয়াত কলমসহ কবরের পথে

যখন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ.-এর ইলম ও ধার্মিকতার খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিলো এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব জ্ঞান, ধার্মিকতা ও আত্মশুদ্ধির ব্যাপক আলোচনা চলছিলো, সেই সময়ে একদিন একব্যক্তি দেখতে পেলো যে, আহমদ বিন হাম্বল দোয়াত-কলম নিয়ে এক মুহাদ্দিসের দরসে যাচ্ছেন। লোকটি তাকে বললো, হে আবু আবদুল্লাহ, আপনি ইলমের উচ্চ শিখরে পৌঁছে ইমামুল মুসলিমীন উপাধিতে ভূষিত হয়েও অন্যের দরবারে ইলম শিখতে যাচ্ছেন!

উত্তরে তিনি বললেন, مع المحبرة إلى المقبرة 'মৃত্যু পর্যন্ত কলম ও কালির সঙ্গ লাভ করবো।'

মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল সানে' বর্ণনা করেন, আমি একবার বাগদাদে গেলাম। আহমদ বিন হাম্বল রহ. জুতা হাতে নিয়ে আমাদের সামনে দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছেন। আমার আব্বা তাঁর পোশাক টেনে ধরে বললেন, আর কতকাল শিক্ষা অর্জন করবেন। এ-সকল ছোটো বাচ্চাদের সাথে দৌড়াতে কী আপনার লজ্জা লাগে না? ইমাম আহমদ যেতে যেতে বললেন, 'মৃত্যু

[245] তারিখে ইবনে আসাকির, ২ খ, ৩৬-৩৭ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

পর্যন্ত।'[246]

ওকী ইবনুল জাররাহ প্রায় রাতেই আহমদ রহ.-এর কাছে আসতেন এবং দুজনে হাদীসের আলোচনা-পর্যালোচনা করতেন। একরাতে তিনি এসে আহমদ রহ.-এর দরজার চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন। ইমাম আহমদও ভেতর থেকে বাহিরে এলেন। এরপর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে উভয়ে হাদীসের আলোচনা শুরু করলেন। ওকী বললেন, আমি আপনার সামনে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার হাদীস পেশ করছি। তিনি বললেন, ঠিক আছে বলুন। তিনি সুফিয়ান থেকে সালামা ইবনে কুহাইলের সূত্রে অনেকগুলো হাদীস বর্ণনা করলেন। আহমদ রহ. বললেন, এই হাদীসগুলো আমার এভাবেই স্মরণ আছে। এরপর তিনি ওকী রহ.-কে বললেন, আপনার কি সালামা ইবনে কুহাইলের হাদীসগুলো স্মরণ আছে? এভাবে তারা হাদীস নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা করতে থাকলেন। এক পর্যায়ে ফজরের আযান শুরু হয়ে গেলো।[247]

হাদীস অনুযায়ী আমলের চর্চা

আহমদ বিন হাম্বল রহ. ছাত্র যামানাতেই প্রতিটি হাদীসের উপর আমল করতেন। তিনি নিজেই বলেন, আমি যে হাদীসই লিখেছি তার উপর আমল করেছি। এমনকি যখন এই হাদীসটি জানতে পারলাম যে রসূল সা. সিঙ্গা লাগিয়েছিলেন এবং আবু তায়বা নামক হাজ্জামকে এক দীনার পারিশ্রমিক দিয়েছিলেন। তখন আমিও সিঙ্গা লাগিয়ে এক দীনার পারিশ্রমিক দিলাম।[248]

উস্তাদবৃন্দের দৃষ্টিতে আহমদ বিন হাম্বল রহ.

ইলমের অন্বেষায় আহমদ বিন হাম্বল রহ. যখন ইবনে উলাইয়্যার খেদমতে উপস্থিত হয়েছিলেন তখন তার বয়স তিরিশের চেয়ে কম ছিলো।

[246] মানাকিবুল ইমামি আহমদ বিন হাম্বল, ২৩ পৃ.।
[247] তবকাতুশ শাফিঈয়্যাহ আল কুবরা, ২ খ. ২৮ পৃ.।
[248] মানাকিবু ইমাম আহমদ, ১৭৯ পৃ.।

তা সত্ত্বেও ইবনে উলাইয়্যার বংশের লোকেরা তাঁকে অনেক সম্মান করতো এবং সকল কাজেই তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতো। একবার ইবনে উলাইয়্যার দরসে কোনো এক ছাত্রের কথার সূত্র ধরে সব ছাত্র হেসে উঠলো। আহমদ বিন হাম্বল রহ.-ও সেই দরসে উপস্থিত ছিলেন। ইবনে উলাইয়্যা ছাত্রদের ওপর রুষ্ট হয়ে বললেন, এখানে আহমদ বিন হাম্বল উপস্থিত রয়েছে আর তোমরা হাসাহাসি করছো![249]

তেমনিভাবে তিনি যখন ইয়াযিদ বিন হারুনের দরবারে যান তখন তিনিও তার প্রতি খুব সম্মান প্রদর্শন করেন। সেখানে একবার আহমদ বিন হাম্বল অসুস্থ হয়ে পড়লে ইয়াযিদ ইবনে হারুন নিজে তাঁকে দেখতে আসেন এবং ফিরে গিয়ে তাঁর জন্য বাহন পাঠিয়ে দেন।

ইয়াযিদ বিন হারুন রহ. একদিন দরসে একটি হাস্যকর কথা বলে ফেললেন। আহমদ বিন হাম্বলও সেই দরসে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সেই কৌতুকপূর্ণ কথা শুনে কাশি দিয়ে উঠলেন। ইয়াযিদ বিন হারুন রহ. বললেন, কে? সবাই আহমদ বিন হাম্বলের নাম বললেন। তখন তিনি বললেন, যদি জানতাম এখানে আহমদ বিন হাম্বল উপস্থিত আছে তাহলে আমি হাস্যকর কথা বলতাম না।[250]

উস্তাদবৃন্দ

আহমদ বিন হাম্বল রহ. তাঁর শহর বাগদাদের উলামায়ে কেরাম থেকে শিক্ষালাভের পর কুফা, বসরা, মক্কা, মদীনা, ইয়ামান, সিরিয়া, জাযিরা, আব্বাদান, ওয়াসিত ও অন্যান্য অঞ্চলের বড় বড় মাশায়েখ থেকে ইলম অর্জন করেন। তাঁদের সংখ্যা অনেক। ইবনুল জাওযী রহ. মানাকিবে আহমদ বিন হাম্বল গ্রন্থের ৩৩ পৃষ্ঠা থেকে ৫৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বর্ণক্রম অনুসারে তাদের নাম উল্লেখ করেছেন। খতীব বাগদাদী 'তারিখে বাগদাদ' গ্রন্থে নিম্নবর্ণিত উস্তাদদের নাম উল্লেখ করেছেন :

১. ইসমাঈল বিন উলাইয়্যা রহ.
২. হুশাইম বিন বশীর রহ.

249 মুখতাছার তারিখু ইবনে আসাকির, ২ খ. ৩০ পৃ।
250 মানাকিবু ইমাম আহমদ, ১৮০ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

৩. হাম্মাদ বিন খালেদ খাইয়্যাত রহ.
৪. মানসুর বিন সালামা খুজায়ী রহ.
৫. মুজাফফার ইবনে মুদরিক রহ.
৬. উসমান বিন উমর বিন ফারেস রহ.
৭. আবু নজর হাশেম ইবনে কাসেম রহ.
৮. আবু সাঈদ মাওলা বনী হাশেম রহ.
৯. মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ ওয়াসেত রহ.
১০. ইয়াযিদ বিন হারুন ওয়াসেতি রহ.
১১. মুহাম্মদ ইবনে আবু আদী রহ.
১২. মুহাম্মদ ইবনে জাফর গুনদার রহ.
১৩. ইয়াহিয়া বিন সাঈদ কাত্তান রহ.
১৪. আবদুর রহমান ইবনে মাহদী রহ.
১৫. বিশির বিন মুফাজ্জল রহ.
১৬. মুহাম্মদ বিন আবু বকর খুরাসানি রহ.
১৭. আবু দাউদ তওয়ালিসী রহ.
১৮. রুহ ইবনে উবাদা রহ.
১৯. ওকী ইবনে জাররাহ রহ.
২০. আবু মুয়াবিয়া জারীর রহ.
২১. আবদুল্লাহ ইবনে নুমায়ের রহ.
২২. আবু উসামা রহ.
২৩. সুফিয়ান বিন উয়াইয়ানা রহ.
২৪. ইয়াহিয়া বিন সুলাইম তায়েফী রহ.
২৫. মুহাম্মদ বিন ইদরীস শাফিয়ী রহ.
২৬. ইবরাহীম বিন সা'দ জুহরী রহ.
২৭. আবদুর রাজ্জাক বিন হাম্মাম সানআনী রহ.
২৮. আবু কররা মুসা বিন তারেক রহ.
২৯. ওলিদ বিন মুসলিম রহ.
৩০. আবু মিসহার দিমাশকী রহ.
৩১. আবুল ইয়ামান আলী ইবনে আইয়াশ রহ.
৩২. বিশর বিন শুয়াইব বিন আবু হামযা রহ.।

এরপর খতীব বাগদাদী রহ. লিখেছেন, এছাড়াও তিনি আরো অনেক

শায়খ থেকে হাদীস শিক্ষা লাভ করেছেন। যাদের নাম উল্লেখ করলে তালিকা অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। তাদের নাম গণনা করাও কষ্টাসাধ্য বিষয়।[251]

ইমাম শাফিঈ'র বিশেষ শিষ্যত্ব গ্রহণ

আহমদ বিন হাম্বল রহ. তাঁর মাশায়েখদের মধ্যে ইমাম শাফিঈ'র সবচেয়ে নিকটতম ছিলেন। ইবনে খাল্লিকান লিখেছেন, আর তিনি ইমাম শাফিয়ীর বিশেষ ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইমাম শাফিয়ী রহ. তাঁর সম্পর্কে বলেন, আমি বাগদাদে আহমদ বিন হাম্বলের চেয়ে অধিক পরহেযগার ও বড় ফকীহ আর কাউকে দেখি নি।[252] ইমাম শাফিঈ'র শিষ্যত্ব প্রসঙ্গে স্বয়ং আহমদ বিন হাম্বল বলেন, শাফিঈ'র মজলিসে বসার পর আমি হাদীসের নাসেখ ও মানসুখ সম্পর্কে জানতে পেরেছি। একবার তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, শাফিয়ী কে ছিলেন? আমি আপনাকে তার জন্য খুব বেশি দোয়া করতে দেখি। উত্তরে তিনি বললেন, হে বৎস, শাফিয়ী পৃথিবীর জন্য সূর্য এবং দেহের জন্য সুস্থতার মত ছিলেন। এদুটি বস্তুর কী কোনো তুলনা হতে পারে? কখনও না। যার হাতেই কাগজ ও কলম আছে তার ঘরেই ইমাম শাফিঈ'র অনুগ্রহ আছে। [ইলমের ময়দানে যারই পদচারণা আছে তার উপরই ইমাম শাফিঈ'র অনুগ্রহ আছে। তাইতো আমি দীর্ঘ তিরিশ বছর যাবৎ তাঁর জন্য দোয়া-এস্তেগফার করছি।]

ইয়াহিয়া বিন মাঈন বলেন, আহমদ বিন হাম্বল আমাদেরকে শাফিঈ'র মজলিসে যেতে বাধা প্রদান করতেন। একদিন দেখি ইমাম শাফিঈ খচ্চরের উপর বসে আছেন। আর আহমদ তার পিছে পিছে যাচ্ছেন। আমি তাঁকে বললাম, আপনি আমাদেরকে তার কাছে যেতে নিষেধ করেন অথচ আজ আপনি নিজেই তার খচ্চরের পিছে পিছে যাচ্ছেন। আহমদ বিন হাম্বল রহ. বললেন, চুপ থাকো। আমি যদি তার খচ্চরের সাথে থাকি তবুও উপকৃদত হবো।

মাহফুজ বিন আবু তাওবা বাগদাদী বলেন, একবার আমি আহমদকে

[251] তারিখে বাগদাদ, ৪ খ. ৪১২-৪১৩ পৃ.।

[252] ইবনে খালিণ্ঢকান, ১খ., ১৬-১৭ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

শাফিঈ'র মজলিসে দেখতে পেয়ে বললাম, মসজিদের এক কোণায় সুফিয়ান বিন উয়াইনা দরস দিচ্ছেন। আপনি তাতে শরীক হবেন না? উত্তরে তিনি বললেন, শাফিঈ'কে তো আর পাওয়া যাবে না, তাঁকে [সুফিয়ানকে] তো পাওয়া যাবে।[253]

ইমাম শাফিঈ ১৯৫ হিজরীতে প্রথম বারের মতো বাগদাদে আগমন করেন। দীর্ঘ দুই বছর পর্যন্ত এখানে অবস্থান করেন। ১৯৮ হিজরীতে তিনি দ্বিতীয়বার এখানে আগমন করেন এবং অল্প কয়েক মাস অবস্থান করে মিসরে চলে যান। এই সময়েই আহমদ বিন হাম্বল ইমাম শাফিঈ থেকে পুরোপুরি উপকৃত হন। একবার দরসের মজলিসে ইমাম শাফিঈ রহ. ইয়ামানের বিচারকার্যের জন্য ইমাম আহমদকে নির্বাচিত করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। মিশরে উপকৃত হওয়ার আগেও তিনি মক্কাতে হজের মওসুমে শাফিঈ রহ. থেকে শিক্ষা লাভ করেন। ইমাম সুবকী 'তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাতুল কুবরা' গ্রন্থে আহমদ রহ.কে শাফিঈ'র ছাত্রদের মধ্যে গণ্য করেছেন।

উস্তাদ ও বড়দের সম্মান প্রদান

ইয়াহিয়া ইবনে মাঈন একবার বাগদাদে আহমদ রহ.কে ইমাম শাফিঈ'র বাহনের সাথে সাথে হেঁটে যেতে দেখলে তাঁর পুত্রকে বললেন, তোমার বাবার কি লজ্জা-শরম নেই। এত বড় আলিম হয়েও শাফিঈ'র বাহনের পিছে পিছে হাঁটেন। বিষয়টি আহমদ বিন হাম্বলের সামনে উত্থাপন করা হলে তিনি বললেন, বৎস, তুমি ইবনে মাঈনকে বলে দিয়ো, তোমরা তার [শাফিঈ'র] বাম পাশে হাঁটলেও ইলম পাবে।

ইদরীস বিন আবদুল করীম খালাফ থেকে বর্ণনা করেন, আহমদ বিন হাম্বল একবার আবু আওয়ানার হাদীস শোনার জন্য আমার এখানে এলেন। আমার খুব ইচ্ছা ছিলো তাঁকে যথাযথ সম্মান করার, কিন্তু তিনি বললেনÍ

لا أجلس إلا بين يديك أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه

'আমি আপনার সামনেই বসবো। আমরা যাদের থেকে ইলম শিখি

[253] ইবনে খালিণ্ঢকান, ২খ., ১৯-২০ পৃ.।

তাদের সাথে বিনয় অবলম্বনের ব্যাপারে আদিষ্ট হয়েছি।'

ইসহাক শহীদ বর্ণনা করেন, আমি দেখতাম প্রতিদিন আছরের পর ইয়াহিয়া বিন সাঈদ কাত্তান মসজিদের মিম্বারের সাথে টেক লাগিয়ে বসে যেতেন আর আলী ইবনে মাদানী, সাযকুনী, আমর ইবনে আলী, আহমদ বিন হাম্বল, ইয়াহিয়া ইবনে মাঈন প্রমুখ বড় বড় মুহাদ্দিস দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর হাদীস শ্রবণ করতেন। মাগরিব পর্যন্ত তারা এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতেন। কেউ কাউকে বসতে পর্যন্ত বলতেন না। বরং সবাই তার গাম্ভীর্য ও মহত্ত্বের কারণে দাঁড়িয়ে থাকতেন।

কুতাইবা ইবনে সাঈদ বলেন, আমি একবার আহমদ বিন হাম্বলের সাথে সাক্ষাতের জন্য বাগদাদে গেলাম। তিনি ইয়াহিয়া বিন মাঈনের সাথে আমার কাছে আসলে আমরা হাদীসের আলোচনা শুরু করলাম। যতক্ষণ আমাদের আলোচনার মজলিস অব্যাহত ছিলো ততক্ষণ তিনি আমার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। যখন আমি তাকে বললাম, হে আবু আবদুল্লাহ, আপন জায়গায় বসে পড়ুন। তিনি বললেন, আপনি আমাকে নিয়ে ব্যস্ত হবেন না। আমি ইলমকে তার নিজ অবস্থানে রেখে শিখতে চাচ্ছি।

আমর নাকেদ বর্ণনা করেন, আমরা ওকী বিন জাররাহ-এর মজলিসে ছিলাম। এমন সময়ে আহমদও এসে চুপ করে বসে পড়লেন। আমি তাকে বললাম, হে আবু আবদুল্লাহ, শায়খ তো আপনাকে অনেক মূল্যায়ন করেন। আপনি কথা বলছেন না কেনো? উত্তরে তিনি বললেন, যদিও তিনি আমাকে সম্মান করেন, কিন্তু আমার উচিত হলো তাঁকে সম্মান করা।[254]

হাদীস বর্ণনা ও ফতোয়া প্রদান

দীর্ঘ চল্লিশ বছর ইলম অর্জনের পেছনে অতিবাহিত করার পর তিনি ধারাবাহিকভাবে দরসের মজলিস প্রতিষ্ঠা করেন এবং ফতোয়া দেয়া শুরু করেন। এর আগেও তিনি বিশেষ প্রয়োজনে হাদীস বর্ণনা ও ফতোয়া প্রদান করেছেন। তবে ধারাবাহিক ইলমী মজলিস কায়েম করেন চল্লিশ বছর বয়সে পদার্পণ করার পর।

নূহ ইবনে হাবীব কুলসী বলেন, ১৯৮ হিজরীতে আমি আহমদ বিন

[254] মানাকিবুল ইমামি আহমদ বিন হাম্বল, ৫৬-৫৭ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

হাম্বলকে মসজিদুল খায়ফে ছাত্রদেরকে হাদীস ও ফিকাহ শিক্ষা দিতে এবং জনসাধারণকে হজ্বের কার্যাবলি সম্পর্কে ফতোয়া প্রদান করতে দেখলাম। ইতোপূর্বে তাঁর সাথে আমার পরিচয় ছিলো না। এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম, ইনি আহমদ বিন হাম্বল। তার নাম শুনে আমি থমকে গেলাম। লোকজন চলে গেলে আমি সালাম দিয়ে তাঁর সাথে মুসাসাফা করলাম। তখন থেকেই আমাদের দুজনের মধ্যে পরিচয়।[255]

উপর্যুক্ত ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ধারাবাহিক দরসের মজলিস প্রতিষ্ঠা ও ফতোয়া প্রদানের পূর্বেই তিনি সমকালীন উলামাদের মাঝে মর্যাদার উচ্চস্তরে পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং আলিমগণও তাঁর জ্ঞান ও ইলম দ্বারা উপকৃত হতেন। কিন্তু তিনি নিজেকে গোপন রাখতে সচেষ্ট ছিলেন।

হাজ্জাজ বিন শায়ের বর্ণনা করেন, ২০৩ হিজরীতে আমি আহমদ বিন হাম্বলের দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁকে হাদীস বর্ণনা করার অনুরোধ করি। কিন্তু তিনি আমার আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে আমি ইয়ামানে আবদুর রাজ্জাক সানআনীর কাছে চলে যাই। ২০৪ হিজরীতে আমি আবার ফিরে আসি এবং দেখি আহমদ বিন হাম্বল রহ. দরস দেয়া শুরু করেছেন। আর জনস্রোত এসে আছড়ে পড়ছে তাঁর দরবারে। ঐ সময়ে তাঁর বয়স হয়েছিলো চল্লিশ বছর।

উস্তাদের জীবদ্দশায় তাঁর বর্ণিত হাদীস বর্ণনা থেকে বিরত থাকার প্রতি গুরুত্বারোপ

মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান ছয়রাফী বর্ণনা করেন, একবার আমি আহমদ বিন হাম্বল রহ.-এর কাছে ছিলাম। তিনি আবদুর রাজ্জাকের একটি হাদীস বর্ণনা করলেন। আমি তাঁকে বললাম, হাদীসটি আমাকে লিখে দিন। তিনি আমাকে বললেন, এখনও আবদুর রাজ্জাক জীবিত আছেন। সুতরাং এই হাদীসটি তুমি আমার থেকে বর্ণনা করে কী করবে? আমি বললাম, বিশ্বাস করুন, আল্লাহর কসম করে বলছি, যদি হাদীসটি আপনি আমার কাছে বর্ণনা করেন আর আমি এখান থেকে বের হওয়ার পর আবদুর

[255] মুখতাসার তারিখে ইবনে আসাকির, ২ খ, ৩৫ পৃ.; তাহযীবুত তাহযীব, ১খ. ৪ পৃ.।

রাজ্জাকের সাথে রাস্তায় সাক্ষাৎও হয়ে যায় তবুও আমি তাকে এই হাদীস সম্পর্কে কিছুই জিজ্ঞাসা করবো না।

তিনি নিজেই দরসের মজলিস প্রতিষ্ঠা করা সত্ত্বেও জীবিত উস্তাদবৃন্দ ও মাশায়েখগণের সূত্রে হাদীস বর্ণনা করতে পছন্দ করতেন না। উল্টো তিনি ছাত্রদেরকে বলতেন, তোমরা বরং সরাসরি ঐ সকল উলামায়ে কেরামের কাছে গিয়ে হাদীসগুলো শুনে বর্ণনা করো।

হামদান ইবনে আলী বর্ণনা করেন, ২১৩ হিজরীতে আমরা তার কাছে গিয়ে হাদীস বর্ণনা করার আবেদন করলাম। তিনি বললেন, আবু আসেমের মতো এত বড় আলিম জীবিত থাকতে তোমরা আমার থেকে হাদীস শ্রবণ করবে? এর চেয়ে ভালো তোমরা তাঁর কাছে চলে যাও।[256]

যৌবনকালেই নির্ভরযোগ্যতা ও খ্যাতি

যৌবনকালেই ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ.-এর প্রজ্ঞা ও প্রতিভা, নেতৃত্ব ও ধার্মিকতার খ্যাতি দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিলো। তাঁর বন্ধু-বান্ধব, সমকালীন উলামা-মাশায়েখ সকলেই তাঁর ব্যাপারে উত্তম আশা ব্যক্ত করতেন এবং তাঁর জ্ঞান ও শ্রেষ্ঠত্ব, ত্যাগ ও তাকওয়ার স্বীকৃতি প্রদান করতেন। কুতাইবা ইবনে সাঈদের বক্তব্য ছিলো : **خير أهل زماننا ابن المبارك ثم هذا الشاب يعنى أحمد بن حنبل**, 'আমাদের যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হলেন আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক। এরপরে শ্রেষ্ঠত্বের স্থান দখল করে আছে এই যুবক অর্থাৎ আহমদ বিন হাম্বল রহ.।'

একবার লোকেরা আবু মুসহারকে জিজ্ঞাসা করলো, আপনার দৃষ্টিতে কি এমন কোনো ব্যক্তিত্ব আছেন যিনি এই যুগ ও পরিবেশে জাতির ধর্মীয় বিষয়াদি একাই সংরক্ষণ করতে পারবেন? উত্তরে তিনি বললেন, বাগদাদের পূর্বাঞ্চলের এক যুবক অর্থাৎ আহমদ বিন হাম্বল ছাড়া আমি আর কাউকে এমন দেখি না।[257]

শাফিঈ রহ. সর্বশেষ ১৯৮ হিজরীতে বাগদাদে আসেন এবং কয়েক

[256] মানাকিবুল ইমামি আহমদ বিন হাম্বল, ১৮৮ পৃ.।

[257] তবকাতুশ শাফিঈয়্যাহ আল কুবরা, ২ খ. ২৯ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

মাস অবস্থান করে মিসরে চলে যান। তখন আহমদ বিন হাম্বল রহ.-এর বয়স হয়েছিলো প্রায় ৩৪ বছর। সেই সময়েই ইমাম শাফিঈ রহ. তাঁর ব্যাপারে বলেছিলেন, আমি বাগদাদে আহমদ বিন হাম্বলের চেয়ে অধিক জ্ঞানী, ত্যাগী ও মুত্তাকী কাউকে রেখে আসি নি।[258] ওকী ইবনুল জাররাহ এবং হাফছ ইবনে গিয়াস বলতেন, সেই যুবক অর্থাৎ আহমদ বিন হাম্বলের মতো এত বড় আলিম ইতিপূর্বে কখনও কুফায় আসে নি।[259] এত বড় বড় উলামা-মাশায়েখের দৃষ্টিতে নির্ভরযোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা পাওয়া সত্ত্বেও সেই মহৎ যুবক আহমদ বিন হাম্বল চল্লিশ বছরের আগে দরস ও ফতোয়ার মজলিস কায়েম করেন নি। আর যখন দরস শুরু করলেন, সমগ্র পৃথিবী সমবেত হয়ে তাঁর দরবারে ছুটে এলো।

দরসের মজলিসে

ইবনে জাওযি ও অন্যান্য উলামায়ে কেরাম বর্ণনা করেছেন, চল্লিশ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর আহমদ বিন হাম্বল রহ. হাদীস ও ফতোয়া প্রদানের আসনে সমাসীন হন এবং অত্যন্ত দৃঢ়তা, সতর্কতা, একনিষ্ঠতা ও আন্তরিকতার সাথে এই দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। তাঁর ছাত্রদের মনোরঞ্জন ও কল্যাণকামিতায় কোনো প্রকার ত্রুটি করতেন না তিনি। আবুল কাসেম ইবনে মানি' বর্ণনা করেন, আমি সুয়াইদ ইবনে সাঈদের ক্লাসে বসার জন্য আহমদ বিন হাম্বলের কাছে প্রশংসাপত্র চাইলাম। পত্রে তিনি আমার ব্যাপারে লিখে দিলেন যে, 'সে এমন একজন লোক যে হাদীস লেখে।' আমি তাঁর কাছে আবেদন করলাম, হযরত, আমি আপনার দরবারে এতদিন যাবৎ আছি। আপনি যদি পত্রটা এভাবে লিখে দিতেন যে এই লোকটি মুহাদ্দিসদের অন্তর্ভুক্ত তাহলে খুব ভালো হতো। একথা শুনে তিনি বললেনÍ **صاحب الحديث عندنا من يستعمل الحديث** 'আমাদের দৃষ্টিতে মুহাদ্দিস তারাই যারা হাদীস অনুযায়ী আমল করেন।'

তিনি তাঁর ছাত্রদেরকে উচ্চ সনদ সংগ্রহের উপদেশ দিতেন এবং

[258] ইবনে খাল্লিকান, ১খ., ১৭ পৃ.।

[259] তাহযীবুত তাহযীব, ৭৩ পৃ.।

এটাকে পূর্ববর্তীদের সুন্নত বলেও অভিহিত করতেন। একবার উচ্চ সনদ সন্ধানী এক ছাত্র সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, এটা [উচ্চ সনদ সন্ধান] পূর্ববর্তীদের সুন্নত। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের ছাত্ররা কুফায় তার কাছে হাদীস শ্রবণ করে মদীনা চলে যেতেন এবং সেখানে আবার উমর রা. থেকে সেই হাদীস শ্রবণ করতেন। হাম্বল বিন ইসহাক রহ. বর্ণনা করেন, একবার আহমদ বিন হাম্বল রহ. আমাকে ক্ষুদ্রবর্ণে চিঠি লিখতে দেখে বললেন, এত ছোটো করে লিখো না। তাহলে প্রয়োজনের মুহূর্তে সেটা কোনো কাজেই আসবে না।

তিনি ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে রিয়া থেকে বেঁচে থাকার জোর তাকিদ প্রদান করতেন। এমনকি তিনি দোয়াত ও কলম প্রদর্শনকেও রিয়ার মধ্যে গণ্য করতেন। কারণ এর দ্বারা লোকেরা বুঝতে পারে যে এই লোক হাদীস লেখেন।

দরসী মজলিসে ছাত্রসংখ্যা

আহমদ বিন হাম্বল রহ.-এর মজলিসে উলামা ও সাধারণ জনতা উভয় শ্রেণীর বহু সংখ্যক লোকের সমাগম ঘটতো। উলামায়ে কেরাম তার থেকে হাদীস শিক্ষা করতেন। আর সাধারণ জনতা শিষ্টাচার শিক্ষা করতো।

হাসান বিন ইসমাঈল তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের মজলিসে পাঁচ হাজারেরও বেশি লোক সমবেত হতো। এদের মধ্যে পাঁচশ'র মতো লোক হাদীস লিখতো। বাকিরা উত্তম শিষ্টাচার ও উন্নত চরিত্রের শিক্ষা লাভ করতো।

আবু বকর ইবনে মাতুঈ রহ. বর্ণনা করেন, আমি দীর্ঘ বারো বছর আহমদ বিন হাম্বল রহ.-এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। তিনি তাঁর সন্তানদেরকে মুসনাদে আহমদ শিক্ষা দিতেন। কিন্তু আমি তখন কোনো হাদীস লিপিবদ্ধ করতাম না। বরং তাঁর উত্তম আদর্শ ও উন্নত চরিত্রের প্রতি লক্ষ রাখতাম।

মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আনমাতি বর্ণনা করেন, একবার আমি ইমাম আহমদ রহ.-এর দরসে ছিলাম। আমার কাছে তখন দোয়াত ও কলম ছিলো না। তিনি যখন একটি হাদীস বর্ণনা করতেন তখন আমি তাঁর সামনে রাখা দোয়াতের কালি দিয়ে লেখার অনুমতি চাইতাম। তিনি এই বলে অনুমতি দিলেন, 'লিখে নাও। এটা তো অন্ধ তাকওয়া।'

www.maktabatulabrar.com

ছাত্রদের সম্মান ও সুবিধার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি

মুহাম্মদ ইবনে দাউদ বলেন, একবার আমরা ইবনে হাম্বলের মজলিসে হাদীসের আলোচনা করছিলাম। আলোচনার এক পর্যায়ে মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহিয়া একটি দুর্বল হাদীস বর্ণনা করলেন। এজন্য তিনি তাকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন, এ ধরনের হাদীস আর কখনও বর্ণনা করবে না। একথা শুনে মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহিয়া লজ্জা পেলেন। তাই ইমাম আহমদ তার মনোরঞ্জনের জন্য বললেন, হে আবু আবদুল্লাহ, আমি তোমার সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য একথা বলেছি।[260]

আহমদ বিন হাম্বল তাঁর ছাত্রদের শান্তি ও সুবিধার প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি রাখতেন। অন্যদেরকেও এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখতে জোর তাকিদ দিতেন। হারুন ইবনে আবদুল্লাহ হাম্মাল বর্ণনা করেন, এক রাতে আহমদ বিন হাম্বল আমার বাড়িতে এলেন। সালাম বিনিময়ের পর আমি তাকে অসময়ে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। উত্তরে তিনি বললেন, আজকেও তো আপনি আমার হৃদয়ে অস্থিরতা সৃষ্টি করে রেখেছিলেন। আমি বললাম, হে আবু আবদুল্লাহ, এ কেমন কথা! তিনি বললেন, আমি আপনার দরসের মজলিসের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম, আপনি ছায়ায় বসে হাদীস বর্ণনা করছেন আর ছাত্ররা রোদের মধ্যে কলম-খাতা নিয়ে বসে আছে। এরপর তিনি বললেন, দ্বিতীয়বার আপনি এরকম করবেন না। যখন বসবেন তখন লোকদের সঙ্গে (একই জায়গায়) বসবেন।[261]

ছাত্রদের সঙ্গে হাস্যরস

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. ছাত্রদের খুশি ও আনন্দে নিজেও আনন্দিত হতেন। ইসহাক ইবনে হানী বলেন, একবার আমরা আহমদ রহ.-এর দরবারে ছিলাম। আমাদের সাথে আবু বকর মারুজী এবং মিহান্না ইবনে ইয়াহিয়াও ছিলো। এমন সময়ে এক ব্যক্তি দরজায় করাঘাত করে বললো, একানে কী মারুজী আছে? ঐ সময়ে তার সাথে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা মারুজীর ছিলো না। বিষয়টি আঁচ করতে পেরে মিহান্না বিন ইয়াহিয়া

[260] মানাকিবুল ইমামি আহমদ বিন হাম্বল, (মাকামাত থেকে)।

[261] তাযকিরাতুল হুফফায, ২খ. ৫৭ পৃ. ।

একটি কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি হাতের তালুর উপর আঙ্গুল রেখে তালুর দিকে ইশারা করে ভেতর থেকে লোকটিকে উদ্দেশ করে বললেন, মারুজী এখানে (হাতের তালুর উপর) নেই। এখানে তিনি কী করবেন? এই কাণ্ড দেখে ইমাম আহমদ হেসে ফেললেন। আর কিছু বললেন না।

আহমদ বিন হাম্বল রহ.-এর এক প্রতিবেশী ছিলো। অন্যায়-অনাচারে তার জুড়ি ছিলো না। একদিন সে ইমাম আহমদের মজলিসে এসে তাঁকে সালাম দিলো। তিনি সংকোচে উত্তর দিলেন। সে বললো, হে আবু আবদুল্লাহ, এখন আর আমার সাথে আপনার সংকোচ করা উচিত নয়। কারণ, একটি স্বপ্ন দেখে আমি আমার জীবন আমূল পরিবর্তন করে ফেলেছি। তিনি বললেন, তুমি কী স্বপ্নে দেখেছো। লোকটি বললো, দেখি নবী সা. একটি উঁচু আসনে বসে আছেন। অনেক লোক তাঁর সামনে বসা। সমবেত লোকদের থেকে একজন একজন দাঁড়িয়ে তাঁর কাছে দোয়া প্রার্থনা করছে আর তিনি তাদের জন্য দোয়া করছেন। অবশেষে যখন আমার ওঠার পালা এলো তখন গোনাহের কারণে উঠতে আমার লজ্জাবোধ হলো। তখন রসূল সা. আমার নাম ধরে ডেকে বললেন, তুমি আমার কাছে দোয়া চাইতে দাঁড়াচ্ছো না কেনো? আমি বললাম, অতীত জীবনের কৃত গোনাহের কারণে আমি লজ্জাবোধ করছি। তিনি বললেন, তুমি আমার কাছে দোয়া চাও। আমি তোমার জন্য দোয়া করবো। কারণ, তুমি আমার কোনো সাহাবীর সমালোচনা করো না। এরপর আমি দাঁড়িয়ে দোয়া প্রার্থনা করলাম। ঘুম থেকে উঠে আমি অতীত ভুলের জন্য তওবা করে ফেলেছি।

এই ঘটনা শুনে আহমদ বিন হাম্বল রহ. সমবেত লোকদের নাম ধরে ডেকে বললেন, তোমরা এই ঘটনা ভালোভাবে স্মরণ রেখো এবং লোকসমাজে প্রচার করো। এতে লোকদের উপকার হবে।

শান-শওকত ও ভাবগাম্ভীর্য

মুহাম্মদ বিন মুসলিম রহ. বলেন, আমরা আহমদ বিন হাম্বলের মর্যাদা এবং তাঁর ইলমী ও দীনী শান-শওকতের কারণে তাঁর কোনো কথার উত্তর দিতে কিংবা তাঁর সাথে কোনো বিষয়ে আলোচনা করতে ভয় পেতাম।

আবদুস সালাম নামক এক ব্যক্তি বলেন, একদিন তিনি আমাকে হাসতে দেখেছিলেন, যার কারণে আজ পর্যন্তও লজ্জায় তাঁর সামনে আমার

www.maktabatulabrar.com

মাথা নিচু হয়ে আসে।[262]

আবু উবায়দা কাসেম বিন সাল্লাম বলেন, আমি কাজী আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ বিন হাসান শায়বানী, ইয়াহিয়া বিন সাঈদ কাত্তান, আবদুর রহমান বিন মাহদীর মজলিসে বসেছি। কিন্তু আমার মধ্যে তাদের কারও ভীতি ও গাম্ভীর্য এতটা প্রভাব ফেলতে পারে নি যতটা আহমদ বিন হাম্বলের ভীতি ও গাম্ভীর্য আমার মধ্যে কাজ করেছে। আবু দাউদ রহ. বর্ণনা করেন, ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের মজলিস ছিলো আখেরাতের মজলিস। সেখানে তিনি কখনও দুনিয়ার আলোচনা করতেন না। আমি কখনও তাঁকে দুনিয়ার নাম উচ্চারণ করতে শুনি নি। আমি দুইশত মাশায়েখের সাথে সাক্ষাৎ করেছি। কিন্তু তাঁর মতো কাউকে দেখি নি। সাধারণ মানুষ যে সকল দুনিয়াবী কথায় লিপ্ত থাকে আমি তাকে কখনও সেসব কথায় লিপ্ত হতে দেখি নি। তবে ইলমী আলোচনার প্রয়োজনে তিনি সব পরিষ্কারভাবে বলে দিতেন।[263]

ইমাম শাফিঈ রহ. বলেন, বাগদাদে এক তরুণ আছে। হাদীস বর্ণনার সময় সে যখন 'حدثنا' [আমাদেরকে বর্ণনা করেন] বলে তখন সমবেত জনতা সমস্বরে বলে ওঠে 'صدق'। ইনি হলেন আহমদ বিন হাম্বল।[264]

ব্যক্তিগত চিন্তা ও মতামত লিখতে নিষেধাজ্ঞা

আহমদ বিন হাম্বল রহ. ছাত্রদেরকে হাদীস ছাড়া তাঁর নিজস্ব চিন্তা ও মতামত লিখে রাখার ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন।

হাম্বল বিন ইসহাক বলেন, তিনি এটা মোটেও পছন্দ করতেন না যে তার নিজস্ব মতামত ও প্রদত্ত ফতোয়া লিখে রাখা হোক। একবার তিনি জানতে পারলেন যে ইসহাক কাওসাজ নামক এক ব্যক্তি খোরাসানে ইমাম আহমদের প্রদত্ত ফতোয়া ও মাসায়িল বর্ণনা করে বেড়াচ্ছেন। তখন সমবেত লোকদের উদ্দেশ করে বললেন, তোমরা সাক্ষী থেকো আমি ঐ সকল মাসআলা প্রত্যাহার করে নিলাম।

আবু বকর মারুজী রহ. বলেন, একবার খোরাসানের একলোক

---

262 মানাকিবুল ইমামি আহমদ বিন হাম্বল, (বিভিন্ন পৃষ্ঠা থেকে)।

263 তারিখে ইবনে আসাকির, ২ খ, ৩৩-৩৪ পৃ.।

264 তারিখে ইবনে আসাকির, ২ খ, ৩১ পৃ.।

আহমদ বিন হাম্বলকে একখণ্ড কিতাব প্রদান করলো যাতে ইমাম আহমদের বক্তব্য ও মতামত লিপিবদ্ধ ছিলো। বইটি দেখে রাগান্বিত হয়ে তিনি তা রেখে দিলেন।

ইবনে জাওযীর ভাষ্যমতে, বিনয়ের প্রবলতার কারণে আহমদ রহ. তাঁর মতামত লিখে রাখার প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। তবুও আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে তাঁর সবকিছুই লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং দেশ থেকে দেশান্তরে এবং যুগ থেকে যুগান্তরে বিস্তার লাভ করেছে।[265]

স্মৃতি থেকে বর্ণনার পরিবর্তে কিতাব থেকে বর্ণনা

আহমদ বিন হাম্বল রহ. লাখ লাখ হাদীসের হাফেজ ছিলেন। তাঁর মস্তিষ্ক ছিলো ইলমে হাদীসের ভাণ্ডার। তা সত্ত্বেও তিনি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে এতটাই সতর্কতা ও নিশ্চয়তা অবলম্বন করতেন যে সর্বদা কিতাব নিয়ে দরস দিতেন। কখনও স্মৃতির ওপর নির্ভর করতেন না।

তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন, আমি কখনও আব্বাজানকে কিতাববিহীন শুধু স্মৃতি থেকে হাদীস বর্ণনা করতে দেখি নি। কেবল শতেকের মতো হাদীস তিনি স্মৃতি থেকে বর্ণনা করেছেন। আলী ইবনে মাদানী রহ.-এর ভাষ্যমতে আমাদের সাথিদের মধ্যে আহমদ বিন হাম্বলের চেয়ে অধিক হাদীস মুখস্থকারী দ্বিতীয়জন নেই। অথচ আমি জানতে পারলাম, তিনি কিতাব ছাড়া হাদীস বর্ণনা করেন না। নিশ্চয় তাঁর মাঝে আমাদের জন্য আদর্শ নিহিত আছে।

ইবরাহীম ইবনে জাবের মারুজী বলেন, আমরা আহমদ বিন হাম্বলের দরসে বসে হাদীস মুখস্থ করতাম এবং তা নিয়ে আলোচনা করতাম। তখন তিনি বলতেন, কিতাব অধিক নির্ভরযোগ্য এবং নিরাপদ। এরপর তিনি উঠে গিয়ে ভেতর থেকে কিতাব নিয়ে আসতেন [এবং সেখান থেকে আমাদের লেখাতেন।][266]

তিনি হাদীস মুখস্থ করার চেয়ে লিপিবদ্ধকরণের পন্থাকেই প্রাধান্য দিতেন। কারণ, এই পদ্ধতিতে ভুলের আশঙ্কা খুবই কম থাকে। তবে তিনি ক্ষুদ্র লিখন থেকে বারণ করতেন। কারণ, প্রয়োজনের মুহূর্তে তাতে ভুল

[265] মানাকিবুল ইমামি আহমদ বিন হাম্বল, ১৪৩ পৃ.।

[266] মানাকিবুল ইমামি আহমদ বিন হাম্বল, ২৬০ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

হওয়ার আশঙ্কা অধিক। আহমদ বিন হাম্বল এবং ইয়াহিয়া ইবনে মাঈন উভয়ের বক্তব্য হলো। كل من لم يكتب العلم لا يؤمن عليه الغلط 'যারা হাদীস লিখে রাখে না তাদের ক্ষেত্রে ভুল থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় না।'

ইসহাক বিন মানসুর বলেন, আমি আহমদ বিন হাম্বলকে জিজ্ঞাসা করলাম, উলামায়ে কেরামের মধ্যে কারা হাদীস লিপিবদ্ধ করা অপছন্দ করেন। তিনি বললেন, উলামাদের একাংশ বিষয়টাকে অপছন্দ করেন। আরেক অংশ অনুমোদন করেন। আমি বললাম, যদি হাদীস না লিখে রাখা হয় তাহলে তো হারিয়ে যাবে। তিনি বললেন, হাঁ, যদি ইলম লিখে রাখা না হতো, তাহলে আমরা কিছুই হতে পারতাম না।[267]

আহমদ বিন হাম্বল রহ. তাঁর উস্তাদ আবদুর রাজ্জাকের সূত্রে মুহাম্মদ ইবনে শিহাব যুহরীর এ বক্তব্য নকল করেছেন।

كنا نكره كتاب العلم حتى أكرهنا عليه هؤلاء الأمراء فرأينا ألا نمنعه أحدا من المسلمين

'আমরা হাদীস লিখে রাখা পছন্দ করতাম না। অবশেষে এসকল শাসক [উমর বিন আবদুল আযীয ও তাঁর গভর্নরগণ] আমাদেরকে হাদীস লিখতে বাধ্য করলো। এখন আমরা মুসলমানদেরকে লিখতে বাধা প্রদান করা সঙ্গত বলে মনে করি না।'[268]

আহমদ বিন হাম্বল রহ. হাদীস লিখে রাখতেন। সাথে সাথে মুখস্থও করে নিতেন। তাঁর ইলম একই সাথে হৃদয়ের পাতায় ও কাগজের খাতায় সংরক্ষিত ছিলো। ইমাম আবু জুরআ রাজী রহ. বলেন, একলাখ হাদীস আহমদ বিন হাম্বল রহ.-এর ঠোঁটস্থ ছিলো। তিনি আরও বলেন, আহমদ বিন হাম্বলের মৃত্যুর পর তাঁর কিতাবগুলো একত্র করা হলে সেগুলো বারোটি বোঝায় পরিণত হলো। সেগুলোর কোনো পৃষ্ঠাতেই একথা লেখা ছিলো না যে, এগুলো অমুক মুহাদ্দিসের হাদীস, ওগুলো অমুক শায়খ বর্ণনা করেছেন।

[267] জামিউ বায়ানিল ইলমি, ১খ. ৭৫ পৃ.।

[268] মুসান্নাফু আবদুর রাজ্জাক, ১১ খ, ২৫৯ পৃ.; জামিউ বায়ানিল ইলমি, ১খ. ৭৭ পৃ.।

কিতাবের সবকিছু তিনি মুখস্থও রাখতেন। তাঁর মাযহাবে হাদীস লিখন ও মুখস্থকরণ উভয় পদ্ধতিরই চর্চা ছিলো। ছাত্রদেরকে তিনি এ-ই শিক্ষা দিতেন।[269]

ছাত্রবৃন্দ

আহমদ বিন হাম্বল রহ.-এর ছাত্রদের নামের তালিকা কয়েক হাজার পর্যন্ত পৌঁছে যায়। যাদের মধ্যে মুসলিম বিশ্বের নানা প্রান্তের শিক্ষার্থী রয়েছেন। শুধু ছোটোরাই নন, বড় বড় আলিম এমনকি তাঁর উস্তাদবৃন্দও তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে আবদুর রাজ্জাক সানআনী, ইসমাঈল ইবনে উলাইয়্যাহ, ওকী বিন জাররাহ, আবদুর রহমান বিন মাহদী, মুহাম্মদ বিন ইদরীস শাফিঈ, মারুফ কারখী, আলী ইবনে মাদানীর নাম উল্লেখযোগ্য।

ইবনে জাওযী রহ. মানাকিবে ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের ৯০ পৃষ্ঠা থেকে ২০৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত আরবী বর্ণের ধারাক্রম অনুযায়ী তাঁর ছাত্রদের বিরাট তালিকা উপস্থাপন করেছেন। যাদের মধ্যে পাঁচজন মহিলাও আছেন। প্রসিদ্ধ কয়েকজন ছাত্রের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

১. তাঁর দুই পুত্র সালেহ ও আবদুল্লাহ
২. চাচাতো ভাই হাম্বল বিন ইসহাক
৩. হাসান বিন সাব্বাহ বায্যার
৪. মুহাম্মদ বিন ইসহাক সাগানী
৫. আব্বাস বিন মুহাম্মদ দুরী
৬. মুহাম্মদ বিন উবায়দুল্লাহ মুনাদী
৭. মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী
৮. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ নিসাপুরী
৯. আবু জুরআ রাজী
১০. আবু হাতেম রাজী,
১১. আবু দাউদ সিজিস্তানী
১২. আবু বকর আল-আসরাম

[269] তবকাতুশ শাফিঈয়্যাহ আল কুবরা, ২ খ. ২৭ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

১৩. আবু বকর মারুজী,
১৪. ইয়াকুব বিন শায়বাহ
১৫. আহমদ বিন আবু খায়সামা
১৬. আবু জুরআ দিমাশকী
১৭. ইবরাহীম হারবী
১৮. মুসা বিন হারুন
১৯. আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বাগভী
২০. ইয়াহিয়া বিন আদম কুরাশী
২১. ইয়াযিদ বিন হারুন
২২. কুতাইবা বিন সাঈদ
২৩. দাউদ বিন আমর,
২৪. খালফ বিন হিশাম
২৫. আহমদ বিন আবি হাওয়ারী,
২৬. হুসাইন বিন মানসুর
২৭. জিয়াদ বিন আইয়ুব,
২৮. আবদুর রহীম
২৯. আবু কুদামা সারাখসী
৩০. মুহাম্মদ বিন রাফি'
৩১. মুহাম্মদ বিন ইয়াহিয়া বিন আবু ছামীনা
৩২. হারব কিরমানী
৩৩. বাকী বিন মুখাল্লাদ
৩৪. শাবীন বিন সুমাইদা
৩৫. হুবাইশ বিন সিন্দী
৩৬. আবু বকর সিন্দী
৩৭. খাওয়াতেমী (রাহিমাহুমুল্লাহ)।

এঁদের মধ্যে আবুল কাসেম বাগভী রহ. তাঁর সর্বশেষ ছাত্র ছিলেন। তারীখু বাগদাদে উল্লেখ আছে, আহমদ বিন হাম্বল রহ. থেকে যিনি সর্বশেষ

হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি হলেন আবুল কাসেম বাগভী রহ.।[270]

আহমদ বিন মুনাদী রহ. বলে, আহমদ বিন হাম্বল থেকে সবচেয়ে বেশি হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁরই সন্তান আবদুল্লাহ। তিনি তাঁর পিতা থেকে ৩০ হাজার হাদীস সংবলিত মুসনাদ এবং ২০ হাজার হাদীস সংবলিত তাফসীরে সুন্নী বর্ণনা করেছেন।

সিন্ধুর এক উস্তাদ ও দুই ছাত্র

আহমদ বিন হাম্বলের উস্তাদদের মধ্যে ইবনে উলাইয়্যাহ এবং ছাত্রদের মধ্যে হুবাইশ বিন সিন্দী এবং আবু বকর সিন্দীর নাম পাওয়া যায়। তাঁরা আমাদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সিন্ধুর অন্তর্গত ছিলেন। এক সিন্দী থেকে তিনি ইলম অর্জন করেছেন এবং দুই সিন্দী তাঁর ইলমের আমানত অন্যদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে তুলে ধরা হলো।

ইবনে উলাইয়্যাহ বাগদাদী

আহমদ বিন হাম্বলের বিশেষ উস্তাদদের মধ্যে আমাম আবু বিশর ইসমাঈল বিন ইবরাহীম বিন মাকসাম আসাদী বসরী বাগদাদীর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৯৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। দাদা মিকসাম সিন্ধুর কাইকান অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন। এক যুদ্ধে বন্দি হয়ে তিনি কুফায় গমন করেন। সেখানে আবদুর রহমান বিন কুতবা আছাফি'র অধীনে তিনি জীবন অতিবাহিত করেন। তার পুত্র ইবরাহীম কাপড়ের ব্যবসায়ী ছিলেন। ব্যবসায়িক সূত্রে তিনি মাঝে মাঝেই বসরায় আসা-যাওয়া করতেন। এক পর্যায়ে সেখানেই তিনি উলাইয়্যাহ বিনতে হাসসানকে বিবাহ করেন। যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম। ইবনে উলাইয়্যাহ তাঁর উপনাম। পরবর্তীতে এ-নামেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর যুগে তিনি হাদীসের অনেক বড় ইমাম ছিলেন। আহমদ বিন হাম্বল রহ. ছাড়াও আরও অনেক বড় বড় আলিম তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাদের মধ্যে ইবনে জুরাইজ, শুবা, হাম্মাদ বিন জায়েদ, আবদুর রহমান বিন মাহদী, ইয়াহিয়া বিন মাঈন, আলী ইবনে মাদিনীর নাম উল্লেখযোগ্য।

তিরিশ বছর বয়সে আহমদ বিন হাম্বল রহ. তাঁর দরবারে গমন

[270] তারিখে বাগদাদ, ৪ খ. ৪১৩ পৃ.; তাহযীবুত তাহযীব, ১খ. ৭২ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

করেন। ইবনে উলাইয়্যাহ এবং তাঁর পরিবারের লোকেরা তাঁকে যথাযথ মূল্যায়ন করতেন। তাঁর উপস্থিতিতে ইবনে উলাইয়্যার দরসে গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশ বজায় থাকতো।[271]

হুবাইশ বিন সিন্ধী বাগদাদী

হুবাইশ বিন সিন্ধী বাগদাদী ইমাম আহমদের দরসে বিশেষ ছাত্রদের একজন ছিলেন। খতীব বাগদাদী তারীখু বাগদাদ এবং ইবনে জাওযী মানাকিবে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল-এ তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন। ইবনে আবী ইয়ালা তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'তাবাকাতুল হানাবেলা'য় তাকে ইমাম আহমদের বিশেষ ছাত্রদের মধ্যে গণ্য করেছেন।

তিনি লিখেছেন, আবু খাল্লাল, হুবাইশ বিন সিন্ধীর প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি আবু আবদুল্লাহর প্রধান ছাত্রদের অন্যতম ছিলেন। বাগদাদের 'কাতীয়া' অঞ্চলে তিনি বসবাস করতেন। তিনি আবু আবদুল্লাহ [ইমাম আহমদ] থেকে প্রায় বিশ হাজার হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি অনেক উঁচু মাপের আলিম ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে আবু আবদুল্লাহর গুরুত্বপূর্ণ মাসায়িল দুই খণ্ডে লিপিবদ্ধ ছিলে, যা অন্য কোনো ছাত্রের কাছে ছিলো না।

আমি সেই কিতাবের মাসায়িল শোনার জন্য তার কাছে গিয়েছিলাম, কিন্তু তিনি এই বলে অস্বীকৃতি জানালেন যে, আবু বকর মারুজী এখনও জীবিত আছেন। সুতরাং আমি তা বর্ণনা করতে পারবো না। তিনি আপন সহযাত্রী আবু বকর মারুজীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। এ-বিষয়ে তাঁর সাথে অনেক কথা হলো। কিন্তু, কাজের কাজ কিছুই হলো না। তবে আমি এই বাসনা নিয়ে তার মাধ্যমে সুপারিশ করাবো, যাতে তিনি মাসআলাগুলো বর্ণনা করে শোনান। কিন্তু অর্থাভাবে তার কাছে যাওয়া আর সম্ভব হলো না। এরই মধ্যে তার এন্তেকাল হয়ে হয়ে গেলো। পরবর্তীতে হুবাইশ বিন সিন্ধীকে আমি মুহাম্মদ বিন হারুন ওয়াররাকের কাছে পেলাম এবং সেই মাসআলাগুলো শ্রবণ করে নিলাম।

হুবাইশ বিন সিন্ধীর ব্যাপারে কী বলবো। তিনি তো অনেক সম্মান আর

[271] ইবনে উলাইয়্যা সম্পর্কে জানতে রিজালুস সিন্দি ওয়াল হিন্দ দ্রষ্টব্য।

অগাধ ইলমের অধিকারী ছিলেন। কুতাইআ অঞ্চলের আলিমদের মধ্যে তিনিই সর্বক্ষেত্রে অগ্রগণ্য ছিলেন।

হুবাইশ সিন্দী ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ.-এর কতিপয় বক্তব্যও বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আহমদ বিন হাম্বলকে প্রশ্ন করা হলো, যারা খালকে কুরআনের ফিতনায় অবিচল থাকতে পারে নি আমরা কি তাদের থেকে হাদীস বর্ণনা করবো? শোনা যাচ্ছে আপনি কাওয়ারীরী থেকে হাদীস বর্ণনার অনুমতি প্রদান করেছেন। তিনি অনুমোদনের বিষয়টি অস্বীকার করে বললেন, আমি নিজেই তার থেকে হাদীস বর্ণনা করি না তাহলে অন্যকে কীভাবে বর্ণনা করার অনুমতি দিবো?

তিনি আরও বর্ণনা করেন, একবার আহমদ বিন হাম্বলকে হামযার উচ্চারণ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, হামযার শক্ত উচ্চারণ আমার পছন্দ নয়। লোকেরা এর কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন, এটা নতুন কেরাত (পদ্ধতি), ইতোপূর্বে কেউ এরকম পড়ে নি। এটা শুধু এহ এবং ওহ হবে।[272]

আহমদ বিন হাম্বলের সাথে সিন্ধুর উলামাদের ইলমী ও দীনী সম্পর্কের আলোচনার ধারাবাহিকতায় এটাও উল্লেখযোগ্য যে, ইমাম আবুল হাসান বিন আবদুল হাদী তাতুভী সিন্ধী মাদানী মুসনাদে আহমদের উৎকৃষ্টমানের টীকা লিপিবদ্ধ করেছেন যা মূল কিতাবের সঙ্গে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আবু বকর সিন্ধী খাওয়াতেমী বাগদাদী

আবু বকর সিন্ধী খাওয়াতেমী বাগদাদীর জীবনী লেখকগণ তার নাম সিন্ধী আবু বকর বাগদাদী লিখেছেন। ইবনে জাওযী তাকেও আহমদ বিন হাম্বলের ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। ইবনে আবি ইয়ালা তাবাকাতুল হানাবিলা গ্রন্থে তার ব্যাপারে আবুল খাল্লালের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেনI

هو من جوار أبي الحارث مع أبي عبد الله فكان داخلا مع أبي عبد الله ومع أولاده في حياة أبي عبد الله

'তিনি আবুল হারেসের প্রতিবেশী ছিলেন এবং আবু আবদুল্লাহ অর্থাৎ ইবনে হাম্বলের জীবদ্দশায় তাঁর সন্তানাদির সাথেই থাকতেন এবং তাঁর

272 রিজালুস সিন্দি ওয়াল হিন্দ, ৮৮-৮৯ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

পারিবারিক বিষয়াদির সাথেও সম্পৃক্ত ছিলেন।'

তিনি তাঁর পরিবারের সাথে এতটাই ঘনিষ্ঠ ছিলেন যে, মনে হতো তিনি আহমদ বিন হাম্বলের পরিবারেরই একজন। তিনি আহমদ বিন হাম্বলের বিভিন্ন কার্যাবলি, বক্তব্য ও মতামত বর্ণনা করতেন এবং তাঁর থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু মাসায়িলও শুনেছেন। তার মধ্যে কতিপয় নিম্নে উদ্ধৃত হলো :

ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে প্রশ্ন করা হলো, নখ ও নাভির নিচের পশম কতদিনের মধ্যে কাটা ও পরিষ্কার করা উচিত? তিনি বললেন, এই বিষয়ে বর্ণিত হাদীসের আলোকে বোঝা যায়, এর (সর্বোচ্চ) সময় চল্লিশ দিন। তবে ইমাম আওযাঈ রহ. মহিলাদের জন্য পনেরো দিন এবং পুরুষদের জন্য বিশ দিনের কথা বলেছেন। আর মোচ প্রতি সপ্তাহেই কাটা উচিত। কারণ, এক সপ্তাহের বেশি হলে তা বিশ্রী রূপ ধারণ করে।

এক লোক আহমদ বিন হাম্বল রহ.-কে বললো, আমার পিতা আমার স্ত্রীকে তালাক দিতে বলছেন। এখন আমি কী করবো?

তিনি বললেন, তুমি তাকে তালাক দিও না। লোকটি বললো, হযরত উমর রা. তাঁর পুত্র আবদুল্লাহকে তার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার আদেশ দিয়েছিলেন এবং পুত্র তার আদেশ পালন করেছিলেন। উত্তরে তিনি বললেন, তোমার পিতা যদি উমরের মতো মহান ব্যক্তিত্ব অর্জন করতে পারেন তাহলে তুমিও তার কথা মেনে নেবে।

আবু বকর সিন্ধী বলেন, একবার আমি দেখলাম, এক ব্যক্তি আহমদ বিন হাম্বলকে বসতে দেয়ার জন্য তার আসন থেকে উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু ইমাম আহমদ সেখানে বসতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন, তুমি তোমার আসনে বসে পড়ো। লোকটি বসলে তিনি তার সামনে বসে পড়লেন।

ইমাম ইবনে কাইয়ুম তাঁর গ্রন্থ আহকামুজ জিম্মায় আবু বকর সিন্ধী থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার আহমদ বিন হাম্বলকে প্রশ্ন করা হলো, যে জিম্মি ব্যবসায়িক পণ্য নিয়ে উশর আদায়কারীর পাশ দিয়ে গমন করে তার কী পরিমাণ সম্পদ থাকলে উশর উসুল করতে হবে?

তিনি জবাব দিলেন, যদি তার এ পরিমাণ ব্যবসায়িক পণ্য থাকে যার অর্ধেকের ক্ষেত্রে মুসলমানদের উশর আদায় করতে হয়, তাহলে তার থেকে উশর উসুল করতে হবে। তবে পরবর্তী বছর আর তার থেকে উশর নেয়া

যাবে না। হাদীসেও এমনটি আছে।[273]

273 রিজালুস সিন্দি ওয়াল হিন্দ, ১৩৫ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

শিক্ষকমণ্ডলী ও সমকালীন উলামাদের দৃষ্টিতে ইমাম আহমদ রহ.

শৈশব থেকে আহমদ বিন হাম্বল রহ. ত্যাগ ও তাকওয়া, ইলম ও ফজল, আদব ও আখলাকে প্রসিদ্ধ ছিলেন। মক্তবের জীবন থেকেই তার মাঝে বুজুর্গির বিভিন্ন আলামত প্রকাশ পাচ্ছিলো। তেমনিভাবে হাদীস শিক্ষাকালে দুঃখ-দারিদ্র্যে ধৈর্য ও দৃঢ়তা, সততা ও অখাপেক্ষিতার কারণে শিক্ষকমণ্ডলী এবং মাশায়েখদের দৃষ্টিতে শ্রদ্ধা ও শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন হন।

অন্যদিকে অধ্যাপনার মসনদে তার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, বর্ণনার স্পষ্টতা এবং দলীলের অকাট্যতা, হাদীস ও ফিকহের ময়দানে সূক্ষ্মদর্শিতা, সর্বোপরি সকল ক্ষেত্রে কঠোর সতর্কতার প্রসিদ্ধি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

সাথে সাথে খালকে কুরআনের মহাপরীক্ষায় তাঁর অবিচলতা ও দৃঢ়তা সারা বিশ্বমুসলিমের কাছে তাঁকে জনপ্রিয় করে তোলে। সারা বিশ্ব তাকে ইসলামী বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে এবং তার শ্রেষ্ঠত্বে কালিমা লেপনকারীদেরকে ধর্মচ্যুত আখ্যায়িত করে। আসলে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের বিবরণ দিতে গেলে কিতাবের কলেবর বিশাল আকার ধারণ করবে। নিম্নে আমরা তার ব্যাপারে কতিপয় বরেণ্য ব্যক্তির বক্তব্য উপস্থাপন করছি :

ইমাম যাহাবী রহ. কতিপয় ইমামের বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন, ইমাম আবু দাউদ আচরণ ও উচ্চারণে, সূরত ও সীরাতে আহমদ বিন হাম্বলের মতো ছিলেন। আর ইমাম আহমদ ছিলেন ওকী রহ.-এর মতো। আর ওকী রহ. ছিলেন সুফিয়ান রহ.-এর মতো। সুফিয়ান রহ. ছিলেন মানসুর রহ.-এর মতো। মানসুর রহ. ছিলেন ইবরাহীম নাখঈ'র মতো। ইবরাহীম নাখঈ ছিলেন আলকামা রহ.-এর মতো। আলকামা রহ. ছিলেন আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা.-এর মতো আর আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. ছিলেন স্বয়ং রসূল সা.-এর মতো।[274]

ইদরীস বিন আবদুল করীম মুকরী রহ. বলেন, আমি অনেক বড় বড় উলামা-মাশায়েখকে দেখেছি, তারা ইমাম আহমদকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও

274 তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ২খ. ১৫৩ পৃ. ।

সম্মান করতেন এবং তাঁকে সালাম করার জন্য তার কাছে যেতেন। এদের মধ্যে হুশাইম বিন খারেজা, মুসআব বিন জুবায়ের, ইয়াহিয়া বিন মাঈন, আবু বকর বিন আবু শায়বা, উসামা বিন আবু শায়বা, আবদুল আলা বিন হাম্মাদ নাসরী, মুহাম্মদ বিন আবদুল মালিক, আলী ইবনে মাদানী, উবায়দুল্লাহ বিন উমর কাওয়ারীরী, আবু খায়সামা, জুহাইর বিন হারব, আবু মা'মার কুতাইরী, মুহাম্মদ বিন জাফর ওরাকানী, আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন আইয়ুব, মুহাম্মদ বাক্কার, উমর বিন মুহাম্মদ নাকেদ, ইয়াহিয়া বিন আইয়ুব মাকাবীরী, আবেদ, শুরাইহ বিন ইউনুস, খালফ বিন হিশাম বাযযার, আবু রাবী জুহরানী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

মুহাম্মদ বিন আলী বিন শুয়াইব তাঁর পিতার বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, আহমদ বিন হাম্বল রহ. রসূল সা.-এর নিম্নবর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণ প্রতিচ্ছবি ছিলেনÍ

كائن في أمتي ما كان في بني إسرائيل حتى إن المنشار ليوضع على مفرق رأسه ما يصرفه ذلك عن دينه

'বনী ইসরাঈলের নবীদের উপর যে-নির্যাতন হয়েছে আমার উম্মতের উপর সেই নির্যাতন করা হবে। এমনকি আমার উম্মতের এক ব্যক্তির ওপর করাত চালোনো হবে তবুও সে দীন থেকে চুল পরিমাণ পদস্খলিত হবে না।' [275]

যদি আহমদ রহ. খালকে কুরআনের ফিতনায় অটল ও অবিচল না থাকতেন তাহলে কেয়ামত পর্যন্ত আমাদের গায়ে কলঙ্কের দাগ লেগে থাকতো। একদল লোককে সেই বিশৃঙ্খলার অনলে প্রজ্জ্বলিত করা হয়, কিন্তু আহমদ বিন হাম্বল ছাড়া আর কেউ ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন নি।

কুতাইবা বিন সাঈদ বলেন, যদি সুফিয়ান সাওরী না থাকতেন তাহলে পৃথিবী থেকে তাকওয়া ও খোদাভীতি হারিয়ে যেতো। আর যদি আহমদ বিন হাম্বল না থাকতেন তাহলে লোকেরা নির্দ্বিধায় ধর্মের ভেতর বেদআত ও কুপ্রথা ঢুকিয়ে বসে থাকতো। তার কথা শুনে আবদুল্লাহ বিন আহমদ বললেন, আপনি আহমদ রহ.-কে একজন তাবিঈর সাথে তুলনা করলেন?

[275] তাবাকাতুল হানাবেলা ইবনে আবি ইয়ালা, ১১ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

উত্তরে তিনি বললেন, আমি তাঁকে বড় তাবেয়ীদের সমপর্যায়ের মনে করি। তিনি আমাদের ইমাম।

ইয়াহিয়া বিন সাঈদ কাত্তানের মজলিসে এক ব্যক্তি আহমদ বিন হাম্বলের আলোচনা উত্থাপন করলো। তখন ইবনে সাঈদ বললেন, তুমি তো জাতির শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীদের একজনের নাম উল্লেখ করেছো।

আবু আসেমের মজলিসে একবার ফিকহের আলোচনা উঠলো। তখন তিনি বললেন, বাগদাদে এক ব্যক্তি আছেন, যিনি ফিকহের ময়দানে অদ্বিতীয়। তাঁর চেয়ে বড় ফকীহ বাগদাদ থেকে কখনো আমাদের এখানে আসে নি। পরবর্তীতে সেই আলোচনা যখন ইয়াহিয়া বিন মাদিনীর মজলিসে করা হলো তখন অকপটে তিনি তার সত্যায়ন করলেন।

আহমদ বিন ইবরাহীম দাওরাকী বলেন, তোমরা যদি কাউকে আহমদ বিন হাম্বলের নিন্দা করতে দেখো তাহলে ধরে নিও তার মুসলমানিত্বে সন্দেহ আছে।

সুফিয়ান বিন ওকী বলেন, আহমদ বিন হাম্বল আমাদের কাছে সত্যের মাপকাঠির মতো। যে তার দোষচর্চা করে সে আমাদের দৃষ্টিতে ফাসেক।

আবু জুরআ রাজী রহ. বর্ণনা করেন, আহমদ বিন হাম্বলের একলাখ হাদীস মুখস্থ ছিলো। তাকে প্রশ্ন করা হলো এটা আপনি কিভাবে জানলেন। তিনি বললেন, আমি তাঁর সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করে তা জানতে পেরেছি।

আবু বকর সাগানী রহ. বলেন, একবার আমি ইসহাক বিন আবু ইসরাঈলকে বলতে শুনলাম, 'এই অঞ্চলে এমন কিছু লোক আছে যারা ইবরাহীম বিন সা'দ থেকে হাদীস শ্রবণ করার দাবী করে থাকে। এর দ্বারা সে আহমদ বিন হাম্বলের প্রতি ইঙ্গিত করেছিলো। তখনই বুঝে ফেললাম, অচিরেই আল্লাহ ইসহাক বিন ইসরাঈলকে পদস্খলিত করবেন। সত্যি সত্যি কিছুদিন পরই আমার ধারণা সত্য প্রমাণিত হলো। আল্লাহ তাআলা তাকে অপদস্থ করে দিলেন এবং আহমদ বিন হাম্বলকে উপরে উঠিয়ে দিলেন।'

আহমদ বিন সাঈদ দারেমী বলেন, আমি সেই কালোচুলওয়ালার [অর্থাৎ আহমদ বিন হাম্বলের] চেয়ে হাদীসের বড় হাফেজ ও ফিকহের বড় আলিম কখনও দেখি নি।

ইবরাহীম বিন হারবীর ভাষ্যমতে, সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব, সুফিয়ান সাওরী এবং আহমদ বিন হাম্বল রহ. আপন আপন যুগের সবচেয়ে বড় আলিম ও বুযুর্গ ছিলেন।

একবার আবদুল্লাহ বিন দাউদ খুরাইবী বললেন, ইমাম আওযাঈ তাঁর যুগের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। এরপর আবু ইসহাক তার যুগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। তার এ বক্তব্য শুনে নাসর বিন আলী বললেন, আর আমি বলছি, আহমদ বিন হাম্বল রহ. তাঁর যুগের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন।

মুহাম্মদ বিন হুসাইন আনমাতী বর্ণনা করেন, একবার আমরা ইয়াহিয়া বিন মাঈন, আবু খায়সামা, জুহাইর বিন হারবসহ আরো অনেক বড় বড় উলামায়ে কেরামের মজলিসে ছিলাম। সেখানে তাঁরা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ.-এর জ্ঞানগরিমা ও শ্রেষ্ঠত্বের আলোচনা করে তার প্রশংসা করতে লাগলেন। এমন সময় উপস্থিত জনতার মধ্য থেকে একজন বলে উঠলো, এ বিষয়ে আর কথা না বাড়ানোই উচিত। এ কথা শুনে ইয়াহিয়া বিন মাঈন বললেন, তোমরা আহমদ বিন হাম্বলের প্রশংসা করা অপছন্দ করছো। অথচ আমরা যদি তাঁর জ্ঞান-গরিমা ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনার জন্য স্বতন্ত্র মজলিস কায়েম করি তবুও তা পূর্ণাঙ্গরূপে বর্ণনা করা সম্ভব হবে না।

ইমাম শাফিঈ রহ. বলেন, তিন ব্যক্তি তাদের সমকালের বিস্ময় ছিলেন। প্রথমজন- এক আরব যিনি একটি আরবী শব্দও শুদ্ধরূপে উচ্চারণ করতে পারেন না। তিনি হলে আবু সওর। দ্বিতীয়জন- এক অনারব যিনি একটা আরবী শব্দেও ভুল করেন না। তিনি হলে হাসান জাফরানী। তৃতীয়জন- একজন অল্পবয়সী মানুষ যে কোনো কথা বললে বড়রা শোনে। সে হলো আহমদ বিন হাম্বল। সারা বাগদাদে আমি তার চেয়ে বড় আলিম, ফকীহ ও মুত্তাকী পাই নি।[276]

আবু বকর আবদুল্লাহ বিন জুবাইর মক্কী বলেন, যতক্ষণ আমি হেজাজে, আহমদ বিন হাম্বল ইরাকে এবং ইসহাক বিন রাহওয়াই খুরাসানে আছেন ততক্ষণ আমাদের উপর কোনো ভ্রান্ত ব্যক্তি বিজয়ী হতে পারবে না।

একবার বিশর বিন হাফীকে আহমদ বিন হাম্বল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বললেন, তোমরা আমার কাছে তার বিষয়ে জানতে চাচ্ছো। তিনি তো এমন ব্যক্তি ছিলেন, যদি তাকে ভাটার উনুনে দেয়া হতো তাহলে সেখান থেকে খাঁটি স্বর্ণ বেরিয়ে আসতো।

276 তারিখে বাগদাদ, ৪ খ. ১৭ পৃ.; মুখতাসার তারিখে ইবনে আসাকির, ২ খ, ৩০ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

আহমদ বিন হাম্বলের ছাত্র আবু বকর মারুজী একবার জিহাদের উদ্দেশে বাড়ি থেকে বের হলেন। বহু লোক তাকে বিদায় জানানোর জন্য সামেরা নামক জায়গা পর্যন্ত চলে এলো। একাধিকবার ফিরে যেতে বলার পরও তারা ফিরে গেলো না। অনুসন্ধান করে দেখা গেলো ফিরে যাওয়া লোক ছাড়াই সেখানে পঞ্চাশ হাজার মানুষ আছে। এত লোকের সমাগম দেখে কেউ কেউ আবু বকর মারুজীকে বললো, এটা আপনার ইলমের প্রচার ও প্রসারের বরকত। তখন তিনি কেঁদে কেঁদে বললেন, আমার নয়, আহমদ বিন হাম্বলের।[277]

ইবনে জাওযী রহ. মানাকিবে ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের ১০৬ পৃষ্ঠা থেকে ১৩৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত শুধু তাঁর গুণাবলি ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা বর্ণনা করেছেন।

ফিকাহ ও ফতোয়ার ক্ষেত্রে তাঁর নীতিমালা

إعلام الموقعين গ্রন্থে ইবনুল কাইয়্যিম বর্ণনা করেছেন, ফিকাহ ও ফতোয়ার ক্ষেত্রে আহমদ বিন হাম্বলের পাঁচটি মূলনীতি আছে।

এক. কুরআন ও হাদীসের অকাট্য দলীল। কোনো বিষয়ে নস পাওয়া গেলে তিনি অন্য কারও বক্তব্য গ্রহণ করেন না।

দুই. সাহাবাদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। যদি তিনি কোনো বিষয়ে সাহাবাদের এমন কোনো সিদ্ধান্ত বা ফতোয়া পেয়ে যেতেন – যাতে কারো মতানৈক্য নেই – তাহলে তিনি সে অনুযায়ী আমল করতেন। অন্য কারো আমল, মতামত কিংবা গবেষণাকে গ্রহণ করতেন না।

তিন. কোনো বিষয়ে সাহাবাদের মাঝে মতানৈক্য থাকলে যে মত ও পথ কুরআন ও সুন্নাহর সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ হতো তিনি সেটাই গ্রহণ করতেন। আর যদি তাতে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারতেন তাহলে শুধু তাদের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়েই ক্ষান্ত হতেন।

চার. কোনো বিষয়ে যদি উল্লিখিত তিন মূল উৎসের কোনোটাতেই স্পষ্ট বক্তব্য না পাওয়া যেতো তাহলে তিনি মুরসাল ও জঈফ হাদীস গ্রহণ করতেন এবং তাকে কিয়াসের উপর প্রাধান্য দিতেন। জঈফ দ্বারা উদ্দেশ্য

277 কিতাবুল আনসার সামআনী, ১২ খ., ২০২ পৃ.।

হলো যেটা বাতিল ও মুনকার নয় এবং যার বর্ণনাকারী অপবাদদুষ্ট নন। তাঁর মতে সহীহের বিপরীতে যেটা আসে সেটাই জঈফ, যা হাসানের এক প্রকার। যদি কোনো মাসআলায় হাদীস কিংবা সাহাবীর বক্তব্য না পাওয়া যেতো এবং বিপরীতে ইজমাও না থাকতো তাহলে সেক্ষেত্রে তিনি কিয়াসের পরিবর্তে দুর্বল হাদীসকে প্রাধান্য দিতেন।

পাঁচ. কোনো বিষয়ে 'নস' তথা কুরআন-হাদীসের স্পষ্ট বর্ণনা, সাহাবীর উক্তি, অথবা মুরসাল ও জঈফ হাদীস না পাওয়া যেতো উপর্যুক্ত কোনো মূল দলীল পাওয়া না যেতো তাহলে তিনি কিয়াসের পন্থা অবলম্বন করতেন।

আহমদ বিন হাম্বলের ছাত্র রশীদ খাল্লাল তাকে কিয়াস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, প্রয়োজনের মুহূর্তে কিয়াসের সাহায্য নিতে হয়।

ইবনে হানী বর্ণনা করেন, একবার আমি আহমদ বিন হাম্বলকে নিম্নের হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলামI

أجركم على الفتيا أجرأكم على النار

'তোমাদের মধ্যে ফতোয়া দেয়ার ব্যাপারে যে বেশি দুঃসাহস দেখায় সেই আগে জাহান্নামে যাবে।'

তিনি বললেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ঐ ব্যক্তি যে এমন বিষয়ে ফতোয়া দেয় যা সে কখনই শোনে নি। আমি আবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, যে ব্যক্তি এমন বিষয়ে ফতোয়া দেয় যাতে সমস্যা আছে, কিন্তু এর সমাধান তার জানা নেই, তার কী হবে? তিনি বললেন, এক্ষেত্রে যে গুনাহ হবে তা ফতোয়া প্রদানকারীর উপর বর্তাবে।

আবু দাউদ বলেন, আমি অগণিত বার মতানৈক্যপূর্ণ মাসআলায় আহমদ বিন হাম্বলকে বলতে শুনেছি, আমি জানি না। তিনি বলেন, ফতোয়ার ক্ষেত্রে আমি সুফিয়ান বিন উয়াইনার চেয়ে বড় আলিম আর দেখি নি। তাঁর পক্ষে 'আমি জানি না' বলে দেয়াটা খুবই সহজ ছিলো। তিনি আরও বলেন, মালিক বিন আনাসকে এক পূর্বাঞ্চলীয় লোক একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করেছিলো। উত্তরে তিনি বললেন, আমি জানি না। সে বিস্মিত হয়ে বললো, হে আবু আবদুল্লাহ, আপনিও বললেন, আমি জানি না? মালিক বিন আনাস বলেন, অবশ্যই। তুমি লোকদেরকে বলে দাও যে 'আমি জানি না' বলেছি।

www.maktabatulabrar.com

তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ বলেন, আমি আমার পিতাকে অনেক মাসআলার ক্ষেত্রে 'আমি জানি না' বলতে শুনেছি। আর মতভেদপূর্ণ মাসআলায় তিনি নির্দিষ্ট কোনো আলিমের নাম উল্লেখ না করে বলতেন– অন্য কারোর থেকে জেনে নাও।[278]

ফতোয়া ও মাসায়িল সংকলন

আহমদ বিন হাম্বল রহ. কিতাব সংকলনের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তবে তিনি হাদীস সংকলনের বিষয়টি পছন্দ করতেন। তিনি ছাত্রদেরকে তার নিজস্ব মতামত, ফতোয়া ও চিন্তাভাবনা লিখে রাখতে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। এমনকি কতিপয় ছাত্রের কাছে তাঁর মতামত ও ফতোয়ার সংকলন দেখে তিনি খুব অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং ঐ সকল মাসআলা প্রত্যাহার করে নেন। লিখতে নিষেধ করার কারণেই জীবদ্দশায় তাঁর ফতোয়াগুলো প্রসার লাভ করতে পারে নি। পরবর্তীতে তাঁর ছাত্ররা সেগুলো সংকলিত করেন। যেমন তাঁর বিশেষ ছাত্র আবু বকর খাল্লাল বিশ খণ্ডের বিখ্যাত 'আল-জামিউল কাবীর' গ্রন্থে তাঁর প্রদত্ত ফতোয়া ও মাসায়িলগুলো সংকলন করেছেন। অপর ছাত্র হুবাইশ বিন সিন্ধী দুই খণ্ডে তাঁর সূক্ষ্ম ও বিরল মাসআলাগুলো সন্নিবেশিত করেছেন।

তাঁর আরেক ছাত্র হাফেজ আসরাম আসকফীও 'কিতাবুস সুনান ফিল ফিকহী আলা মাযহাবি আহমদ ও শাওয়াহিদিহী মিনাল হাদীস' নামে বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেছেন। (২২৬ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।)[279]

আহমদ বিন হাম্বলের বিশেষ শিষ্যদের একজন, আহমদ বিন মুহাম্মদ ফকীহ মারুজী বাগদাদী (মৃত্যু : ২৭৫ হিজরী)। তিনি দীর্ঘদিন তাঁর কাছে থেকে ইলম ও আমলে শিক্ষা ও দীক্ষা লাভ করেছেন। তিনি 'কিতাবুস সুনান বিশাওয়াহিদীল হাদীস' নামক গ্রন্থ রচনা করেছেন।[280]

ফকীহ আবুল হাসান মাইমুনীও ইমাম আহমদ রহ.-এর বিশেষ ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁর শহরের প্রধান মুফতী ও ফকীহ

278 আ'লামুল মুকিয়ীন, ১ খ., ২৩-২৭ পৃ.।
279 আ'লামুল মুকিয়ীন, ১ খ., ২৩ পৃ.; আল-ফিহরিসত, ইবনে নাদীম, ৩২১
280 আল-ফিহরিসত, ইবনে নাদীম, ৩৩১ পৃ.; তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ২খ. ১৮৬ পৃ. ।

ছিলেন।[281]

হাফেজ হাম্‌দানী বাগদাদী রহ. (মৃত্যু : ২৭২ হিজরী) আহমদ রহ.-এর শ্রেষ্ঠ ছাত্রদের একজন ছিলেন। তিনি সত্য ও সততায় এবং ইলম ও আমলে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

দামেস্কের বিখ্যাত মুহাদ্দিস আবু ইসহাক ইবরাহীম জুরজানী রহ. (মৃত্যু : ১৫৬ হিজরী) আহমদ বিন হাম্বল রহ. থেকেই ইলমের গভীরতা অর্জন করেছিলেন। তিনি দামেস্কের এক মসজিদে হাদীস শিক্ষা দিতেন এবং চিঠির মাধ্যমে আহমদ বিন হাম্বল রহ.-এর সাথে যোগাযোগ রাখতেন। আহমদ রহ. উত্তরপত্রে যা লিখে পাঠাতেন তিনি ছাত্রদেরকে পড়ে শোনাতেন। হাফেজ হারব বিন ইসমাঈল (মৃত্যু : ২৮০ হিজরী)-ও তাঁর বিশেষ ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

এসকল মহান ব্যক্তিবর্গ ও অন্যান্য ছাত্রবৃন্দ আহমদ বিন হাম্বলের ফিকহী মতামত ও মাসায়িল তাঁর গ্রন্থাদি ও দরসের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেন। আহমদ রহ.-এর জীবদ্দশায় তাঁর গবেষণালব্ধ মাসায়িল ও ফতোয়াসমূহ ধারাবাহিক ও সুবিন্যস্তভাবে লিপিবদ্ধ ছিলো না। কারণ তিনি ও তাঁর ছাত্ররা হাদীস বর্ণনা ও চর্চায় অধিক মনোযোগী ছিলেন এবং ফকিদের পন্থায় ফিকহী বিষয়ে গবেষণায় এবং বিধি-বিধান উদ্‌ঘাটনে ততটা উৎসাহী ছিলেন না। ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের ফিকহী মাসায়িল সংকলনের ক্ষেত্রে আবু বকর খাল্লাল-এর কিতাবসমূহ অত্যন্ত ব্যাপক ও সামগ্রিক।

ত্যাগ, তাকওয়া ও অমুখাপেক্ষিতা

ত্যাগ, তাকওয়া ও দুনিয়াবিমুখতা আহমদ রহ.-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিলো। এসকল উৎকৃষ্ট গুণাবলিতে তিনি সমকালীন সকল উলামা-মাশায়েখ ও সমমতাবলম্বীদেরকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, মোটকথা, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি সাদাসিধা ও অনাড়ম্বর ছিলেন। অল্পে তুষ্টি, ত্যাগ ও তাকওয়ার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। দুনিয়া ও দুনিয়াদারদের থেকে অমুখাপেক্ষিতার অবস্থা এই ছিলো যে, সরকার ও সরকারি কর্মকর্তাদের দিকে তিনি চোখ তুলেও

[281] তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায, ২খ. ১৬২ পৃ.; তাবাকাতুল হানাবেলা ইবনে আবি ইয়ালা, ১২৬ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

তাকাতেন না। এমন কি তাদের দেয়া হাদিয়া তোহফাও গ্রহণ করতেন না। কতিপয় উলামা ও মুহাদ্দিস তাঁর তাকওয়া পরহেযগারীর ওপর স্বতন্ত্র কিতাব রচনা করেছেন।

আয়ের উৎস

আহমদ বিন হাম্বল রহ.-এর পিতা মৃত্যুর সময় একটি বাড়ি এবং কাপড়ে ছাপ দেয়ার একটি কারখানা রেখে যান। আহমদ রহ. সেই বাড়িতে থাকতেন আর কারখানার ভাড়া উঠিয়ে দিনাতিপাত করতেন। বাড়ির আঙ্গিনা বেশ প্রশস্ত ছিলো। তিনি সেখানে সারা বছর আনাজ-তরকারি আবাদ করতেন। সেই উৎপাদিত ফসল থেকে তিনি উমর রা. কর্তৃক ইরাকের উপর নির্ধারিত উশর প্রদান করতেন। একবার এক ব্যক্তি সেই বাড়ির মালিকানার ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো। তিনি বললেন, এটা আমি পিতা থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। যদি কেউ দাবি করে যে এ বাড়ি তার এবং তার দাবীর পক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারে, তাহলে আমি এ বাড়ি তার কাছে হস্তান্তর করবো।[282]

ইদরীস হাদ্দাদ বর্ণনা করেন, আহমদ বিন হাম্বলের এলাকায় তাঁত শিল্পের প্রচলন ছিলো। অভাব যখন প্রকটাকার ধারণ করতো তখন তিনি সেখানে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন।

হাদিয়া-তোহফার ব্যাপারে সতর্কতা

খলকে কুরআন [কুরআনকে অন্যান্য মাখলুকের মত নশ্বর একটি মাখলুখ বলে বিশ্বাস করা] মতবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের কারণে তিনি সরকারের হাতে বন্দি হন। কারামুক্তির পর তিনি ভীষণ অভাব-অনটনে নিপতিত হন। ঐ সময়ে এক লোক তাঁকে বড় অঙ্কের হাদিয়া প্রদান করে। কিন্তু তিনি পূর্ণ অর্থই তাকে ফেরত পাঠিয়ে দেন। চাচা ইসহাক সন্ধান নিয়ে জানতে পারলেন তাতে পাঁচশত দিরহাম ছিলো। আহমদ রহ.-কে বললেন, তুমি অর্থগুলো ফেরত পাঠিয়ে দিলে, অথচ পরিবারে প্রকট সঙ্কট চলছে। উত্তরে তিনি বলেন

يا عم، لو طلبنا لم يأتنا. وإنما أتانا لَمَّا تركناه.

[282] মানাকিবুল ইমামি আহমদ বিন হাম্বল, ১২৩ পৃ.।

'চাচা, যদি আমরা অর্থের পিছে দৌড়াতাম তাহলে অর্থ আমাদের থেকে দৌড়ে পালাতো। আমরা অর্থের দিকে ফিরে তাকাই না বলেই অর্থ আমাদের পিছু ছোটে।'[283] (আর এটাই দুনিয়ার নীতি।)

তাঁর পুত্র সালিহ বর্ণনা করেন, যে সময়ে আমরা ভয়াবহ অর্থনৈতিক সঙ্কটে নিপতিত ছিলাম সে সময়কার ঘটনা। একদিন আছরের নামাযের জন্য আব্বাজান বৈঠকখানা থেকে উঠে গেলেন। আমি বৈঠকখানার চাটাই উঠাতে গিয়ে দেখি নিচে একটি চিঠি পড়ে আছে। যাতে লেখা ছিলো, হে আবদুল্লাহ, আমি আপনার দারিদ্র্য ও ধার্মিকতার কথা জানতে পেরেছি, তাই অমুক ব্যক্তির মাধ্যমে আমি আপনার কাছে চার হাজার দিরহাম পাঠাচ্ছি। এটা দিয়ে আপনি আপনার ঋণ পরিশোধ করবেন আর বাকি টাকা দিয়ে প্রয়োজন পূরণ করবেন। এটা যাকাত কিংবা সদকার মাল নয় বরং এ অর্থ আমি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি।' পত্র পড়ে আমি সেখানেই রেখে দিলাম। আব্বা ঘরে আসলে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কিসের চিঠি? পত্রের বক্তব্য শুনে তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন, এখনই তুমি এর উত্তর নিয়ে যাও। এই বলে তিনি তার নামে পত্র লিখলেন। 'আপনার পত্র পৌঁছেছে। আমরা স্বাচ্ছন্দ্যেই আছি। আমাদের কাঁধে যাদের ঋণ আছে তারা আমাদের তাড়া দিয়ে বিপদে ফেলে রাখে নি। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের পরিবারও আল্লাহর অনুগ্রহে সুখে ও স্বাচ্ছন্দ্যেই আছে।'

লোকটি দ্বিতীয়বার অর্থসহ সেই পত্র প্রেরণ করলো। কিন্তু আব্বাজান একই উত্তর দিয়ে সমুদয় অর্থই ফেরত পাঠিয়ে দিলেন।

হাসান বিন আবদুল আজীজ এক হাজার দীনারের তিনটি থলে এই বলে তাঁর কাছে প্রেরণ করে যে, এটা মিরাসের পবিত্র সম্পদ। দয়া করে আপনি তা গ্রহণ করে পরিবারের জন্য ব্যয় করবেন। কিন্তু তিনি প্রয়োজন নেই বলে থলেগুলো ফেরত পাঠিয়ে দেন।

একবার খলীফা মামুন তার প্রহরীকে কিছু অর্থ দিয়ে বললেন, এগুলো মুহাদ্দিসদের মাঝে বণ্টন করে দাও। কারণ, তারা সাধারণত দারিদ্র্যপীড়িত হয়ে থাকেন। আহমদ বিন হাম্বল রহ. ব্যতীত সবাই সেই অর্থ গ্রহণ করেছিলেন। আহমদ বিন হাম্বলের উস্তাদ ইয়াযিদ বিন হারুন একবার

[283] জাইলু তাবাকাতিল হানাবেলা, ১৮০ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

তাঁকে পাঁচশত দিরহাম হাদিয়া দেন। কিন্তু তিনি আদবের সাথে তা প্রত্যাখ্যান করেন। পরে ইয়াযিদ বিন হারুন তা আবু মুসলিম ও ইয়াহিয়া বিন মাঈনকে দিয়ে দেন।

তাঁর পুত্র সালিহ বলেন, আব্বাজানের দরসে এক মুদ্রা-ব্যবসায়ীর পুত্র আসতো। একদিন তিনি তাকে একটি দিরহাম দিয়ে কাগজ কিনতে পাঠালেন। ছাত্রটি কাগজ ক্রয় করে তাঁর ভেতরে পাঁচশত দীনার গুঁজে দিলো। আহমদ বিন হাম্বল রহ. যখন কাগজ খুললেন তখন দীনারগুলো ছড়িয়ে পড়লো। তিনি ছাত্রটির সামনে কাগজ ও দীনারগুলো রেখে বললেন, এ সবকিছু নিয়ে যাও। সে বললো, কাগজ তো আপনার অর্থ দিয়ে কেনা, সুতরায় এটা গ্রহণ করুন। কিন্তু তিনি সেটা গ্রহণ করতেও অস্বীকৃতি জানালেন।[284]

আবু বকর মারুজী বলেন, আমি আহমদ বিন হাম্বল রহ.-কে বলতে শুনেছি, 'আমি কোনোকিছুকে অভাব ও দারিদ্র্যের সমতুল্য মনে করি না। বহু নেককার লোককে আমি দারিদ্র্যপীড়িত দেখেছি। আমি আবদুল্লাহ বিন ইদরীসকে দেখেছি বৃদ্ধ বয়সেও তিনি পশমের জুব্বা পরিধান করতেন। আবু দাউদকে দেখেছি এমন ফাটা জুব্বা পড়তে যার ভেতর থেকে তুলা বেরিয়ে আসছিলো। তখন তিনি মাগরিব ও এশার মাঝামাঝি সময়ে নামাজ পড়ছিলেন আর ক্ষুধার তাড়নায় নিস্তেজ হয়ে পড়ছিলেন। মক্কায় আমি আবু আইয়ুবকে দেখেছি, যিনি স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপন করতেন। পরে তিনি সবকিছু ত্যাগ করে আল্লাহর ইবাদতে নিজেকে বিলিয়ে দেন।

বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি

যে সময়ে ইমাম শাফিঈ রহ. বাগদাদে ছিলেন, আর আহমদ রহ. তাঁর দরসে অংশগ্রহণ করতেন, সে সময়ে বাদশাহ হারুনুর রশীদ ইমাম শাফিঈ রহ.কে বললেন, ইয়ামানে একজন বিচারক প্রয়োজন। আপনার ছাত্রদের মধ্যে যাঁকে উপযুক্ত মনে করেন তাকে পাঠিয়ে দিন। পরের দিন দরসে ইমাম শাফিঈ রহ. আহমদ রহ.-কে বললেন, ইয়ামানের বিচারক নিয়োগের ব্যাপারে খলীফা আমার সাথে কথা বলেছেন এবং লোক নির্বাচনের দায়িত্ব

[284] তারিখে ইবনে আসাকির, ২ খ, ৩৮-৩৯ পৃ.।

আমার উপর ছেড়ে দিয়েছেন। আমি সেই কাজের জন্য তোমাকেই বেশি উপযুক্ত মনে করছি। সুতরাং তুমি প্রস্তুত হয়ে যাও। যাতে খলীফার সামনে তোমার নাম পেশ করতে পারি। আহমদ বিন হাম্বল রহ. বললেন, আমি আপনার দরস থেকে ইলম অর্জন করতে চাচ্ছি আর আপনি আমাকে বাদশাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণের পরামর্শ দিচ্ছেন। উত্তর শুনে ইমাম শাফিঈ রহ. নীরব হয়ে গেলেন।

খলীফা আমীন ইমাম শাফিঈ'র বড় ভক্ত ছিলেন। একদিন তিনি তাকে বললেন, আমার এমন একজন লোকের প্রয়োজন যিনি অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং সুন্নতের অনুসরণে অভ্যস্ত। শাফিঈ রহ. বললেন, আমার সন্ধানে এমন এক ব্যক্তি আছে যে আপনার কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির চেয়েও উৎকৃষ্ট; সুন্নাতে অভ্যস্ত, ফিকহে প্রাজ্ঞ এবং হাদীসে দক্ষ।

আমীন তার নাম জিজ্ঞাসা করলে বললেন, 'সে হলো আহমদ বিন হাম্বল। ইমাম আহমদ যখন শাফিঈ রহ.-এর এই মন্তব্য শুনতে পেলেন তখন তিনি বললেন, আপনি নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ত, সুন্নতে অভ্যস্ত অন্য কোনো মুহাদ্দিসকে বাদশা আমীনের কাছে পাঠিয়ে দিন। আর দয়া করে আমাকে ক্ষমা করুন। অন্যথায় আমি এই শহর ছেড়েই চলে যাবো।'[285]

পানাহার ও পোশাক পরিচ্ছদ

আহমদ বিন হাম্বল রহ. পানাহার ও পোশাক-পরিচ্ছদে অনাড়ম্বরতা ও মিতব্যয়িতা অবলম্বন করতেন। অহংকার প্রকাশ পায় কিংবা দীনী ও ইলমী মর্যাদাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এমন কোনো পোশাক কখনো পরতেন না।

মুহাম্মদ বিন আব্বাস বিন ওলীদ নাহভী তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আমি আহমদ বিন হাম্বল রহ.-কে দেখেছি, তিনি অত্যন্ত সুন্দর ও মাঝারি গড়নের লোক ছিলেন। প্রায় সবগুলো দাড়িই ছিলো তার সাদা। তাতে তিনি হালকা লাল খেজাব ব্যবহার করতেন। আমি তার কাপড়ও দেখেছি। তা ছিলো হালকা মোটা ও সাদা। তিনি পাগড়িও পরতেন। মাঝে মাঝে শরীরে চাদরও জড়িয়ে রাখতেন।[286] তাঁর কাপড় সাধারণত সাদা

[285] মানাকিবুল ইমামি আহমদ বিন হাম্বল, ২৭০ পৃ.; তারিখে ইবনে আসাকির, ২ খ, ৩১ পৃ.।

[286] তারিখে বাগদাদ, ৪ খ. ৪১৬ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

পশমের হতো। যা বেশি মোটাও নয় আবার বেশি পাতলাও নয়। তবে শেষ বয়সে যখন ছেলেরা স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে তখন তিনি ভালো পোশাক পরিধান করেছেন।

একবার তিনি খলীফা মুতাওয়াক্কিলের দরবারে গেলেন। খলীফা তার মাকে বললেন, আহমদের আগমনে আমাদের ঘর আলোকিত হয়ে গেছে। তখন তিনি কেঁদে কেঁদে বললেন, সারা জীবন এসকল লোক থেকে দূরে থেকেছি আর মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে এখন এদের ধোঁকায় পড়ে গেলাম। এরপর তিনি বাইরে এসে সেই পোশাক খুলে ফেলেন।

একসময় আহমদ বিন হাম্বলের আম্মার কাছে যাকাতের কিছু অর্থ আসে। কিন্তু তিনি তা এই বলে ফেরত পাঠিয়ে দেন যে, মানুষের মালের ময়লা পরিধান করার চেয়ে বিবস্ত্র থাকাই উত্তম।[287]

ইয়াহিয়া নামক এক বুযুর্গ মৃত্যুর সময় অসিয়ত করেছিলেন, মৃত্যুর পর আমার কাপড় যেনো আহমদ বিন হাম্বলের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়। পরে যখন সেই কাপড় তাঁর কাছে পৌঁছে তখন তিনি তা এই বলে ফেরত পাঠিয়ে দেন যে, এটা আমার [মত নগণ্য লোকদের] পোশাক নয়।[288]

আহমদ বিন হাম্বলের খাবার খুবই সাধারণ ছিলো। তবে তা অত্যন্ত পবিত্র ছিলো। যার দ্বারা শারীরিক, আত্মিক ও ইলমী শক্তি সচল থাকতো।

তাঁর পুত্র সালিহ বর্ণনা করেন, আমি আমার পিতাকে দেখতাম, অধিকাংশ সময় তিনি রুটি হাতে নিয়ে ময়লা পরিষ্কার করে পানিতে ভিজিয়ে নরম করতেন। এরপর লবণ দিয়ে তা খেয়ে ফেলতেন। আমি তাকে সাধারণতঃ ফল ক্রয় করতে দেখি নি। তবে তিনি মাঝে মাঝে তরমুজ, আঙ্গুর এবং খেজুর কিনে রুটি দিয়ে খেতেন।

আহমদ বিন হাম্বল রহ. যখন খলীফা মুতাওয়াক্কিলের দরবারে ছিলেন তখন তার সুহৃদগণের একটি দল সেখানে আসেন। তিনি তাদের আপ্যায়ন ও আতিথেয়তায় নিজের সমুদয় অর্থ ব্যয় করে ফেলেন এবং পনেরো দিন পর্যন্ত সাধারণ খাবার খেয়ে দিন যাপন করেন। অবশেষে বাগদাদ থেকে

[287] তাবাকাতুশ শা'রানী, ১খ. ১৭১, ১৭৪ পৃ.।

[288] তারিখে ইবনে আসাকির, ২ খ, ৩৯ পৃ.।

তাঁর খরচের অর্থ আসে।

ইবাদত ও সাধনা

পূর্ববর্তী বুজুর্গানে দীন ইলম ও আমলের একটাকে অপরটার জন্য অপরিহার্য মনে করতেন। **ইবাদত ও সাধনা** ছিল তাদের ইলমের প্রতীক। আহমদ বিন হাম্বল রহ. শৈশবেই এক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। ইবরাহীম বিন সাম্মাস রহ. বর্ণনা করেন, আমি আহমদ রহ. কে শৈশব থেকেই চিনি। সেই বয়সেও তিনি রাত জেগে ইবাদত করতেন। তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেন, আব্বাজান প্রতিদিন তিনশত রাকাত নফল নামাজ পড়তেন, আর খলকে কুরআনের আন্দোলনে প্রহৃত হওয়ার পর অসুস্থ হয়ে পড়লে দেড়শ' রাকাত নফল পড়তেন। তখন তার বয়স হয়েছিল প্রায় আশি বছর। তিনি প্রতিদিন সাত পারা কুরআন তিলাওয়াত করতেন এশার পর অল্প একটু ঘুমিয়ে ভোর পর্যন্ত নামাজ পড়তেন। একবার ইমাম শাফিঈ, ইয়াহিয়া বিন মাঈন এবং আহমদ রহ.এক সাথে মক্কা শরীফ গেলেন এবং সবাই একই বাড়িতে উঠলেন। রাতে ইমাম শাফিঈ এবং ইয়াহিয়া রহ. ঘুমিয়ে পড়লেন আর আহমদ রহ. নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন। সকাল বেলায় ইমাম শাফিঈ রহ. বললেন, আমি আজ রাতে দুইশত মাসআলার সমাধান বের করেছি। ইয়াহিয়া রহ. বললেন, আমি দুইশত হাদীস মিথ্যাবাদীদের কবল থেকে উদ্ধার করেছি। আহমদ বিন হাম্বল রহ. বললেন, আমি নামাজে এক খতম কুরআন তিলাওয়াত করেছি।

খলকে কুরআনের ভয়াবহ ফিতনা যখন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল তখন তিনি কঠোরভাবে এর বিরোধিতায় অবতীর্ণ হন। ফলে সরকার তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে। ঐ সময়ে তিনি অল্প কিছু দিন ইবরাহীম বিন হানির কাছে আত্মগোপন করে ছিলেন। তিনি বলেন, আমি আবু আব্দুল্লার চেয়ে বড় ত্যাগী আবেদ ও সাধক কখনও দেখি নি। দিনের বেলায় তিনি রোজা রাখতেন, সন্ধ্যায় দ্রুত ইফতার করতেন, এশার পর অল্প কিছু নফল পড়ে শুয়ে পড়তেন। কিছুক্ষণ পর উঠে অজু করে বাকি রাত নফল নামাজ পড়তেন, সব শেষে এক রাকাত বিতির পড়তেন।

www.maktabatulabrar.com

যতদিন তিনি আমাদের এখানে ছিলেন ততদিন তার কর্মসূচি অভিন্ন ছিল। কোন দিন আমি এর ব্যতিক্রম দেখি নি। এর মধ্যে একদিন তিনি ইনজেকশন গ্রহণ করেছিলেন, ফলে ঐ দিন আর রোজা রাখেন নি।

পুত্র আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেন, একবার আবু জুর'আ আমাদের বাড়িতে এলেন। উভয়ের মাঝে দীর্ঘক্ষণ ইলমী আলোচনা চলতে থাকে। পরে আব্বাজান বললেন, আজকে আমি শুধু ফরজ নামাজ পড়েছি, আর নফল নামাজের উপর আবু জুরআর সাথে ইলমী আলোচনাকেই প্রাধান্য দিয়েছি।

হজ ও জিয়ারত

আহমদ বিন হাম্বল রহ. পাঁচবার হজ করেছেন। এর মধ্যে তিনবারই করেছেন পদব্রজে। একবার হজের সফরে তিনি মাত্র বিশ দিরহাম ব্যয় করেন। আবু বকর মারুজী বলেন, একদা আহমদ বিন হাম্বল রহ. বললেন, কিছু লোক এমন আছে যারা বাগদাদ থেকে সুদূর মক্কা পর্যন্ত হজের সফরে মাত্র চৌদ্দ দিরহাম খরচ করেছে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, সে কে ? তিনি বললেন, আমি নিজেই এমনটি করেছি।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের পুত্র আব্দুল্লাহ বলেন, আমি আমার পিতাকে দেখেছি তিনি রাসুল সা. এর চুল মোবারক চোখে মুখে লাগাতেন এবং রোগমুক্তির জন্য পানিতে ভিজিয়ে সেই পানি পান করতেন। আমি আরও দেখেছি যে, তিনি রসূল সা. এর পাত্র মোবারক ধুয়ে সেই পানি পান করতেন। আরোগ্য লাভের জন্য তিনি জমজমের পানিও পান করতেন, মুখে ও দেহে ছিটিয়ে দিতেন। আরেক পুত্র সালিহ বলেন, আমি অসুস্থ হলে আব্বা পাত্রে পানি নিয়ে তাতে কিছু পড়ে দম করতেন এবং সেই পানি আমাকে পান করতে এবং তা দিয়ে চেহারা ও হাত ধুতে বলতেন।[289]

খলকে কুরআনের ফিতনা এবং আহমদ বিন হাম্বল রহ. এর ভূমিকা

যুগ যুগ ধরে ইরাকের মাটি ফিতনা ও বিশৃঙ্খলার উৎসস্থল হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। ইরাকের বাগদাদ আবিষ্কার হওয়ার পূর্বে কুফা ও

[289] মানাকিবুল ইমামি আহমদ বিন হাম্বল, (বিভিন্ন পৃষ্ঠা থেকে)।

বসরা ছিল ইসলামবিরোধী স্নায়ুবিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিশৃঙ্খলার কেন্দ্রস্থল। যখন বাগদাদ প্রতিষ্ঠিত হল এবং ক্রমান্বয়ে এটি সমৃদ্ধ হতে লাগলো তখন পৃথিবীর সকল ফিতনা ও বিশৃঙ্খলাও দলবেধে এখানে এসে একিভুত হতে লাগলো। ইমাম আহমদ রহ. এর যুগে মু'তাযিলা, জাহমিয়া, কাদরিয়া, জাবরিয়া, মুরজিয়া, সিফাতিয়্যাহ, মুশাব্বিয়্যাহ, মুয়াত্তিলা প্রভৃতি ভ্রান্ত দলগুলো মুসলিম সমাজে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল, যারা কিতাব-সুন্নাহ ও সালফে-সালিহীনের চিন্তা-চেতনা বিরোধী আকিদা ও বিশ্বাস পোষণ করত এবং ইসলাম ও মুসলমানদের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়াতো। বাদশা মামুনের পূর্ববর্তী খলীফাদের শাসনামলে এ সকল ফিতনা ও ফিতনাবাজরা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার সাহস পায় নি। সে সময়ে হক্কানী আলিম, ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণ সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ভ্রান্তমত ও তার অনুসারীদেরকে কঠোরভাবে দমন করতেন এবং তাদেরকে সমুচিৎ শিক্ষা দিতেন।

২১৮ হিজরীতে কাজী আহমদ বিন আবু দাউদ মু'তাযিলী বাদশা মামুনকে ফুসলিয়ে খলকে কুরআনের ফিতনা আবিষ্কার করে এবং সারা মুসলিম বিশ্বে বিশৃঙ্খলার আগুন জ্বালিয়ে দেয়। বাদশা মামুনের পর মু'তাছিম এবং ওয়াছিকও সরকারিভাবে সেই বিশৃঙ্খলার অনলে ইন্ধন যোগায়। অবশেষে ২৩৪ হিজরীতে বাদশা মুতাওয়াক্কিল সেই বিশৃঙ্খলার আগুন নির্বাপিত করেন। আর এই দীর্ঘ ১৬টি বছর উলামায়ে কেরাম, ফুকাহা ও মুহাদ্দিসগণ সেই অনলে জ্বলতে থাকেন। হাজার হাজার দৃঢ়প্রত্যয়ী আলিম সেই মতাদর্শের বিরোধিতা করার কারণে কারা-বরণ করেন এবং কঠোর শাস্তি হাসিমুখে সহ্য করেন। আবার কেউ কেউ তাতে নিজের প্রাণ পর্যন্ত বিলিয়ে দেন। ইমাম আহমদ রহ. পূর্ণ ঈমানী শক্তি নিয়ে এর বিরোধিতায় অবতীর্ণ হন এবং ইসলাম ও মুসলমানদের মর্যাদা রক্ষা করেন।

'খলকে কুরআন' ফিতনার প্রেক্ষাপট

বাদশা মামুন, মু'তাসিম এবং ওয়াসিকের শাসনামলে দেশের উলামা ও মুহাদ্দিসদের পরিবর্তে দার্শনিক, মু'তাযিলা ও বিকৃতকারীদের প্রভাব ও প্রতাপ বেশি ছিল। তারা সরকারের ছত্র-ছায়া ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতো। বাদশা মামুন পারস্য ও হিন্দুস্তান থেকে মানতিক, দর্শন ও

www.maktabatulabrar.com

থিলথিয়া শাস্ত্রের বহু গ্রন্থ একত্রিত করে সেগুলো অনুবাদ করিয়ে জন-সমাজে ছড়িয়ে দেয়। ফলে সমাজের সর্বশ্রেণির মানুষের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের সংশয় দানা বাঁধতে থাকে। উলামায়ে কেরাম নিজ নিজ অবস্থান থেকে এগুলো প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সরকারের দমন-নীতির মুখে তাদের প্রতিরোধব্যবস্থা ধুলোর বাধের মত উড়ে যায়। ঐ সময়েই খলকে কুরআনের ফিতনা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এবং কাজী আহমদ বিন দাউদ ও খলীফা মামুন আঁতাত করে এ বিষয়টিকে স্বতন্ত্র আন্দোলনে রূপ দেয়। কাজী আহমদ বিন আবু দাউদ অনেক বড় মাপের আলিম ছিল, পাশাপাশি সে বাকপটু ও বিশুদ্ধভাষীও ছিল। সে মু'তাযিলার প্রধান নেতা ওয়াসেল বিন আতার ছাত্র হিয়াজ বিন আলা সুলামীর কাছ থেকে ই'তিযাল মতবাদের শিক্ষা লাভ করে। পরবর্তীতে নিজের যোগ্যতা ও বাকনিপুণতার বলে তৎকালীন বাদশা মামুনের মগজ ধোলাই করে কুরআন মাখলুক হওয়ার আকীদা ও বিশ্বাস প্রচার প্রসারে তাকে উদ্বুদ্ধ করে। যেই বিশ্বাসের উৎস ইয়াহুদী-নাসারা সম্প্রদায় পর্যন্ত গিয়ে পৌছে। ওয়াছেল, বিশর মুরাইছি থেকে এই বিশ্বাসের ধারণা লাভ করে, সে জাহাম বিন সফওয়ান থেকে, সে জা'দ বিন দিরহাম থেকে, সে আবান বিন সামআন থেকে, সে লাবিদ বিন আ'সম নামক ইয়াহুদীর ভাগিনা ও জামাতা তালুতের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করে। এ-সেই লাবিদ যে রাসুল সা. এর উপর যাদু করিয়েছিল। সে তাওরাতের ব্যাপারেও মাখলুক হওয়ার বিশ্বাস পোষণ করত। তালুত এক ধর্মদ্রোহী নাস্তিক ছিল। সেই সর্বপ্রথম এই বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করে।[290]

ক্ষত-বিক্ষত বন্দি আহমদ বিন হাম্বল

ইসলামী বিশ্বাস অনুপাতে আল্লাহ তাআলা যেমন অবিনশ্বর তেমনি তার বাণীও চিরন্তন। কিন্তু আহমদ বিন আবু দাউদ রাষ্ট্রীয়ভাবে মুসলিম সমাজে একথা প্রচার করে যে, আল্লাহর কথা আল্লাহর মত অবিনশ্বর নয়, বরং তা সৃষ্ট বস্তু যা নশ্বর। সাথে সাথে সে একথাও বলে বেড়াত, এর

290 কামেলে ইবনে আসীর, ২২৬ পৃ.।

উদ্দেশ্য হলো নির্ভেজাল একত্ববাদ শিক্ষা দেয়া। ২১৮ হিজরীতে তৎকালীন বাদশা মামুন সারা ইসলামী বিশ্বের গভর্নরদের উপর এই আদেশ জারি করে যে, তারা যেন দেশের আলিমদের সকলের কাছ থেকে এ বিষয়ে স্বীকারোক্তি আদায় করে। অস্বীকৃতি জানালে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করে এবং বাদশার দরবারে পাঠিয়ে দেয়।

সেই আদেশ সম্বলিত একটি পত্র বাগদাদের পুলিশ অফিসার ইসহাক বিন ইবরাহীম এর কাছে প্রেরণ করা হয়। সে বাগদাদের গণ্যমান্য আলিম ও মুহাদ্দিসগণকে এক বৈঠকে আহ্বান করে, যেখানে আহমদ বিন হাম্বল রহ. ও ছিলেন। পুলিশ অফিসার তাদের সামনে খলীফা মামুনের পত্র পাঠ করে খলকে কুরআনের স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা করে। সে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলল, এ ব্যাপারে আপনাদের অভিমত কী ? আহমদ বিন হাম্বল রহ. বললেন, 'কুরআন আল্লাহর কালাম'। সে আবার জিজ্ঞাসা করল, এটা কি মাখলুক ? তিনি বললেন, তা আল্লাহর কালাম, এর থেকে বেশি কিছু আর বলতে পারব না। স্বীকারোক্তি আদায়ে ব্যর্থ হয়ে ইসহাক বিন ইবরাহীম তাকে জেলখানায় বন্দি করে রাখে। তার সাথে আরও তিনজন মুহাদ্দিস ছিলেন। দ্বিতীয় দিন সে তাদেরকে বের করে আবার সেই প্রশ্ন করে, তখন তাদের একজন খলকে কুরআনের স্বীকারোক্তি দিয়ে ফেলে। বাকি তিনজনকে আবার জেলে পাঠিয়ে দেয়া হয়। তৃতীয় দিন আবার তাদেরকে ডেকে একই প্রশ্ন করা হলে তাদের আরেকজন স্বীকারোক্তি প্রদান করেন। এরপর আহমদ বিন হাম্বল এবং অপর সঙ্গী মুহাম্মদ বিন নূহকে তারসুস পাঠিয়ে দেয়া হয়। পথিমধ্যে 'রাহবায়ে তুক' নামক স্থানে গিয়ে মুহাম্মদ বিন নূহ ইন্তেকাল করেন। আহমদ রহ. তার কাফন দাফনের ব্যবস্থা করেন। ইসহাকের সামনে যারা খলকে কুরআনের স্বীকারোক্তি দিয়েছিল বাদশা মামুনের কাছে তাদের ব্যাপারে বলা হল যে, এরা সবাই পীড়াপীড়ির পর স্বীকারোক্তি দিয়েছেন। বাদশা তাদেরকে নিজের কাছে নিয়ে আসতে বললো। ঐ সময় বাদশা রোমের বিদানদানি নামক অঞ্চলে ছিলো। যখন শিকলাবদ্ধ মুহাদ্দিসগণ রিক্কা নামক স্থানে পৌঁছলেন তখন সংবাদ এলো যে, বাদশা মামুন মৃত্যু বরণ করেছে। ঐ সময় আহমদ রহ. রিক্কার এক জেলখানায় ছিলেন। মৃত্যুর সময় মামুন পরবর্তী খলীফাকে এ বিষয়ে জোর তাকীদ প্রদান করে যায়।

www.maktabatulabrar.com

মামুনের ইন্তেকালের পর মু'তাসিম খলীফা নির্বাচিত হলে, আহমদ রহ. কে শিকলাবদ্ধ করে বাগদাদ নিয়ে আসা হয়। এখানে ইয়াছির নামক স্থানে কিছুদিন রাখার পর 'কেরায়া'র একটি ঘরে বন্দি করে করা হয়। এর পর সাধারণ জেলখানায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। সেখানে তিনি কয়েদীদের ইমামতি করতেন। অবশেষে ২১৯ হিজরীর রমজান মাসে তাকে ইসহাক বিন ইবরাহীমের বাড়ির কাছে নিয়ে আসা হয়। প্রায় আড়াই বছর তিনি জেলখানায় ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে মু'তাসিম মাঝে মাঝে তাকে জেলখানা থেকে বের করে খলকে কুরআনের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করত, এরপর আবার জেলে পাঠিয়ে দিত। খলকে কুরআনের বিরুদ্ধে অটল ও অবিচল থাকার অপরাধে তাকে দোররা মারা হয় এবং বাদশা মু'তাসিম এর সামনে তারই নির্দেশে জল্লাদ তাকে লোহার দণ্ড দিয়ে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলে। আরও অনেক কঠোর থেকে কঠোরতর শাস্তি প্রদান করা হয়। শাস্তির ভয়াবহতা আর আহমদ রহ. এর অবিচলতা দেখে মু'তাসিমের হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হয়। সে তাকে ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, কিন্তু কাজী আহমদের প্ররোচনায় সে এ সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়।

আহমদ রহ. বর্ণনা করেন, তারসুস যাওয়ার সময় রাতের বেলায় আমরা যখন 'রাহবায়ে তুক' নামক স্থানে পৌঁছি তখন এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করলো, তোমাদের মধ্যে আহমদ বিন হাম্বল কে ? লোকেরা আমাকে দেখিয়ে দিলো। লোকটি আমাকে বলল, 'কোন চিন্তা নাই, যদি এখানে আপনাকে হত্যা করে ফেলা হয় তাহলে জান্নাতে চলে যাবেন'। পরে তিনি বললেন, সে ছিল রাবিয়া গোত্রের পল্লীকবি জাবের বিন আমের, সর্বত্র যার সুনাম ছিল। ঐ সময়েই আরেক গ্রাম্য লোক এসে আহমদ রহ. কে বলেছিল, 'হে আহমদ! যদি সত্যের পথে অবিচল থেকে মারা যাও তাহলে শাহাদাতের মর্যাদা পাবে। আর যদি বেঁচে থাক তাহলেও সুনামের সাথে জীবন কাটাতে পারবে'। আহমদ রহ. বলেন, সেই গ্রাম্য লোকের কথায় আমার অন্তর আরো দৃঢ় ও মজবুত হয়ে যায়। আবু হাতেম রাজী বলেন, গ্রাম্য লোকটির সেই ভবিষ্যৎবাণী সঠিক প্রমাণিত হয়। সত্যি সত্যি খলকে কুরআনের মহা পরীক্ষার পর আল্লাহ তাআলা আহমদ রহ. এর মর্যাদা বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেন। ছোট-বড়, গণ্য-নগণ্য সর্বস্তরের মানুষের মাঝে তিনি ইজ্জত ও সম্মানের আসন দখল করে নেন।

যে সময়ে আহমদ রহ. কে মু'তাসিমের সামনে উপস্থিত করা হয় ঐ সময়ে সেখানে কাজী আহমদ বিন আবু দাউদ এবং আবু আব্দুর রহমান শাফিঈও ছিল। উপস্থিত জনতা আহমদ রহ. এর ব্যাপারে শঙ্কিত ছিল, কারণ এর পূর্বে আরও দুই ব্যক্তির শিরচ্ছেদ করা হয়েছিল। কিন্তু আহমদ রহ. এর চেহারায় বিন্দু পরিমাণ ভীতির ছাপ ছিলো না। তিনি বরং উল্টো আবু আব্দুর রহমানকে দেখে প্রশ্ন করে বসলেন, মাসেহের ব্যাপারে শাফিঈ'র মতামত কী আপনার জানা আছে ? তার প্রশ্ন শুনে কাজী ইবনে আবু দাউদ বলে উঠলো, দেখ এই লোকের অবস্থা, মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে আবার মাসআলার আলোচনা জুড়ে দিয়েছে।

আহমদ রহ. বলেন, জেলখানায় সবচেয়ে ভয়ানক লৌহদণ্ড দিয়ে আমাকে প্রহার করা হত। এমন হাজারও রকমের শাস্তির কারখানা ছিল জেলখানা। একবারে মেরে ফেলা সাময়িকভাবে কষ্টের কারণ হলেও কষ্ট স্থায়ী হয় না, পক্ষান্তরে চাবুকের আঘাত আমার কাছে অসহ্য লাগত। কিন্তু জেলখানায় একলোক আমাকে বলল, এতে ভয় পাবার কিছু নেই, কারণ কোড়ার দুই আঘাতের পর আপনার আর কোন খবরই থাকবে না যে, বাকি আঘাতগুলো কোথায় পড়ছে। মু'তাসিম অত্যন্ত নির্দয়ভাবে তাকে দোররা লাগায়, তখন তিনি রোজা অবস্থায় ছিলেন। সারা দেহ তার রক্তে রঞ্জিত হয়ে গিয়ে ছিল। এখানে তার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা সম্ভব নয়। এই মর্মান্তিক ঘটনা ২২০ হি. রমজানের শেষ দশকে ঘটেছিল।

আহমদ বিন হাম্বল রহ. বর্ণনা করেন যখন আমাকে দোররা মারা হয়, তখন দেহে বিশাল ক্ষতের সৃষ্টি হয়। এরপর আমাকে তরবারির হাতল দিয়ে পেটানো হয়, শাস্তির ভয়াবহতায় আমার মনে হতো এখনই বুঝি কাঙ্খিত শান্তির সময় ঘনিয়ে আসছে। মৃত্যুর সাঁকো পার করিয়ে হয়ত এখনই আমাকে জীবন-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেয়া হবে। উপস্থিত জনতার মাঝ থেকে ইবনে সিমা'আ নামক এক ব্যক্তি বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি তাকে হত্যা করে ফেলুন। এর সকল দায়ভার আমি বহন করব। কিন্তু ইবনে দাউদ বলে উঠল, বাদশা! ভুলেও আপনি এমনটি করবেন না। কারণ তাকে যদি এখানে মেরে ফেলা হয় কিংবা সে নিজেই এখানে মারা যায় তাহলে লোকেরা বলবে, আহমদ রহ. অত্যন্ত ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে স্বীয় মতবাদের উপর অটল থেকে জীবন বিসর্জন দিয়ে

www.maktabatulabrar.com

গেছেন। এমনকি তারা তাকে আদর্শ বানিয়ে তার চিন্তা-চেতনা ও মতবাদের পক্ষে শীশাঢালা প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। এর চেয়ে ভালো আপনি তাকে এখনই এখান থেকে বের করে দেন। বাহিরে গিয়ে সে মারা গেলে বিষয়টি মানুষের কাছে অস্পষ্ট ও সন্দেহযুক্ত হয়ে যাবে। বাদশা মু'তাসিম তার মতামতের উপর ভিত্তি করে আহমদ রহ. এর চাচাকে ডেকে আনলো এবং উপস্থিত জনতাকে লক্ষ্য করে বলল, তোমরা কি তাকে চেন? সবাই বলল, হাঁ, তিনি আহমদ বিন হাম্বল। সে আবার বলল, তার দৈহিক অবস্থা কী ভালো না মন্দ ? সমবেত সরকারি দালালরা ইতিবাচক উত্তর দিল। এই ঘটনার বর্ণনাকারী আবু যুরআ রাযী বলেন, মু'তাসিম যদি এভাবে তাঁকে ছেড়ে না দিতো তাহলে রাষ্ট্রে এমন বিশৃঙ্খলা দেখা দিতো যা প্রতিহত করা তার পক্ষে সম্ভব হতো না। তাকে ছেড়ে দেয়ার কারণে জনতার রোষ অনেকটা প্রশমিত হয়েছিল।

আহমদ বিন হাম্বল রহ. এর পক্ষ থেকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা

ইমাম আহমদ রহ. দীন ও ঈমান রক্ষার আন্দোলনে ধৈর্য ও দৃঢ়তার উত্তম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন এবং সকল শাস্তি ও আঘাত চোখ বুঝে সহ্য করেছেন। এসবকিছু তিনি শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করেছেন। এজন্যই তো পরবর্তীতে তিনি শত্রুদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, আমার শাস্তিদাতাদের মধ্যে যারা মরে গেছে আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। আমি যখন এই আয়াত পড়লাম।

فمن عفى واصلح فاجره على الله

"সুতরাং যে ক্ষমা করে দেবে এবং শুধরে দেবে তার প্রতিদান আল্লাহর হাতে সংরক্ষিত থাকবে"। এবং এর ব্যাখ্যায় হাসান বসরী রহ. এর একটি বক্তব্যের উদ্ধৃতি দেখতে পেলাম যে, কিয়ামতের দিন সকল মানুষকে আল্লাহর সামনে নিয়ে যাওয়া হবে, এবং ঘোষণা করা হবে, আল্লাহর দায়িত্বে যাদের প্রতিদান সংরক্ষিত আছে তারা দাঁড়াও। তখন শুধু ঐ সকল লোকেরাই দাঁড়াবে যারা দুনিয়ায় অপরকে ক্ষমা করে দিয়েছে। এ জন্য আমিও আমার প্রহারকারীদের যারা মারা গেছে তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। তিনি আরও বলেন, এতে মানুষের কিইবা ক্ষতি, যদি তার কারণে অন্যকে আজাব থেকে মুক্তি দেওয়া হয়! বাদশা মু'তাসিম যেদিন বাবেল

অথবা আমু দরিয়া অঞ্চল জয় করে সেদিন আহমদ রা. বললেন, আমি তাকেও ক্ষমা করে দিলাম।

এক বর্ণনায় পাওয় যায়, বাদশা ওয়াসিক আহমদ বিন হাম্বল রহ. এর নিকট এই বলে লোক পাঠিয়েছিলো যে, তিনি যেন মু'তাসিমকে ক্ষমা করে দেন। উত্তরে তিনি বলে পাঠালেন, আমি তো তাকে তার দরবার থেকে বের হওয়ার পূর্বেই মাফ করে দিয়েছি। মু'তাসিমের ইন্তেকালের পর ২২৭ হিজরীতে ওয়াসিক খলীফা নির্বাচিত হয়। কাজী আহমদ বিন দাউদ তাকেও খলকে কুরআনের বিষয়ে প্ররোচিত করে। তার উস্কানিতে ওয়াসিকও উলামা ও মুহাদ্দিসদের উপর নির্যাতন করে, কিন্তু সে আহমদ রহ. এর পিছু নেয় নি। কারণ, সে আহমদ রহ. এর ধৈর্য ও দৃঢ়তার প্রত্যক্ষদর্শী ছিল। ফলে সে বুঝতে পেরেছিল, তাকে শাস্তি দেয়ার পরিণাম ভালো হবে না। তবে সে আহমদ রহ. কে তার শহরে অবস্থান না করার অনুরোধ করে। ফলে আহমদ রহ. ওয়াসিকের খেলাফতকালে বিভিন্ন শহরে আত্মগোপন করে জীবন কাটান। সর্বশেষ তিনি নিজ বাড়িতে গৃহবন্দী অবস্থায় থাকেন। ওয়াসিকের ইন্তেকালের আগ পর্যন্ত তিনি এ অবস্থাতেই ছিলেন। এই সময়ে তিনি অবস্থা অনুপাতে প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে হাদীসের দরস দিতে থাকেন। এমনকি জেলখানাতেও তিনি হাদীসের দরস অব্যাহত রাখেন।

বিশৃঙ্খলার পরিসমাপ্তি

খলীফা ওয়াসিকের মৃত্যুর পর ২৩২ হিজরীতে মুতাওয়াক্কিল খলীফা নির্বাচিত হন। তিনি খলকে কুরআনের সেই ভয়ংকর বিশৃঙ্খলা নির্মূল করে মু'তাযিলা, জাহমিয়াসহ অন্যান্য ভ্রান্ত দলগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং দেশের আলিম-উলামাদেরকে সাহস ও অভয় দান করেন। শুধু তাই নয় ২৩৪ হিজরীতে তিনি আলিম-উলামাদেরকে ডেকে তাদের জন্য ভাতা নির্ধারণ করে দেন এবং বহু উপঢৌকন দিয়ে তাদেরকে দরসের মজলিস প্রতিষ্ঠা করে জন-সাধারণকে হাদীস শিক্ষা দান এবং ভ্রান্ত দলসমূহকে প্রতিহত করার নির্দেশ প্রদান করেন। ২৩৭ হিজরীতে আহমদ রহ. এর কয়েকজন শত্রু বাদশা মুতাওয়াক্কিলকে মিথ্যা সংবাদ প্রদান করে যে, ইমাম আহমদের বাড়িতে শিয়া নেতৃবর্গ আত্মগোপন করে আছে। ফলে খলীফা তাকে ডেকে পাঠান। কিন্তু আল্লাহ তাকে দুশমনের চক্রান্ত

www.maktabatulabrar.com

থেকে রক্ষা করেন।

বিশিষ্টজনদের স্বীকৃতি

খলকে কুরআনের এই কঠিন পরীক্ষা আহমদ বিন হাম্বলকে ইমামুল মুহাদ্দসীন, দীন ও সুন্নাহ জীবিতকারী, দলনেতা ও জাতির আদর্শে পরিণত করে। সে যুগের ইলম ও দীনের ইমামগণ তাকে যুগের মহান ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন। আলী বিন মাদিনী বলেন, রসূলের পর দীন রক্ষার আন্দোলনে আহমদ রহ. এর মত আর কেউ ভূমিকা রাখেন নি। একথা শুনে মায়মুনী জিজ্ঞাসা করলেন, আবুল হাসান, আবু বকরও নন? ইবনে মাদিনী বললেন, হাঁ আবু বকরও নন। আবু বকরের সাথে তো অনেক সহযোগী ও সাহায্যকারী ছিল কিন্তু আহমদ রহ. এর সাথে কোন সহযোগী বা সাহায্যকারী ছিল না।[291]

রবী' বিন সোলায়মান বর্ণনা করেন, ইমাম শাফিঈ রহ. মিশরে থাকাকালে আমাকে একটি চিঠি দিয়ে বললেন, বাগদাদে গিয়ে আবু আব্দুল্লাহকে এই পত্র দিয়ে তার জওয়াব নিয়ে এসো। আমি সেই চিঠি নিয়ে বাগদাদ পৌঁছলাম এবং ফজরের নামাজের সময় আহমদ রহ. এর সাথে সাক্ষাৎ করে বললাম, আপনার ভাই শাফিঈ এই পত্র পাঠিয়েছেন? তিনি বললেন, আপনি কি এই পত্র পড়েছেন? আমি নেতিবাচক উত্তর দিলাম। এরপর তিনি চিঠির সিল-মহর ছিড়ে ফেললেন। পত্র পড়ে তার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। আমি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, চিঠিতে কী লেখা আছে? তিনি বললেন, শাফিঈ লিখেছেন, 'আমি রাসুল সা. কে স্বপ্নে দেখেছি, তিনি আমাকে বললেন, তোমরা আবু আব্দুল্লাহকে আমার সালাম পৌঁছে দিও। আর শুনে রাখ অতিসত্তর তোমরা এক পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। তোমাদেরকে খলকে কুরআনের মতাদর্শে বিশ্বাসী হওয়ার আহ্বান করা হবে। তোমরা সে আহ্বানে সাড়া দিও না। তাহলে আল্লাহ কেয়ামত পর্যন্ত তোমাদের ঝাণ্ডা উঁচু রাখবেন'।

---

291 বিস্তারিত জানতে দেখুন : মানাকিবুল ইমামি আহমদ, তারীখু বাগদাদ, তবকাতুশ শাফিঈয়্যাহ আল কুবরা ইত্যাদি।

রবী বিন সোলায়মান বলেন, চিঠির ভাষ্য শুনে আমি বললাম, আপনার জীবন ধন্য হোক। এরপর আহমদ রহ. শরীর থেকে কাপড় খুলে আমাকে দিয়ে দিলেন। আমি পত্রের উত্তর নিয়ে মিশর চলে এলাম এবং ইমাম শাফিঈ'কে তার পত্র পৌঁছে দিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আহমদ বিন হাম্বল তোমাকে কী দিয়েছে ? আমি বললাম, তার গায়ের জামা। তিনি বললেন, তুমি জামাটি পানিতে ভিজিয়ে সেই পানি আমাকে দিও, আমি তা দিয়ে বরকত লাভ করবো।[292]

ইন্তেকাল

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. ২৪১ হি. ১২ রবিউল আউয়াল শুক্রবার মৃত্যু বরণ করেন। রবিউল আউয়ালের ২ তারিখ বুধবার অসুস্থতার সূচনা হয়। ৯ দিন অসুস্থ থাকার পর তিনি মহান প্রভুর সান্নিধ্যে চলে যান। ঐ সময় লোকজন আহমদ রহ. কে সালাম ও শুশ্রূষা করার জন্য দলে দলে আগমন করতো। তিনি তাদের সালামের উত্তর দিতেন। অসুস্থতার সংবাদ যত ছড়িয়ে পড়ছিল লোকের ভিড়ও তত বাড়ছিল, একপর্যায়ে সরকার তার বাড়ির গেটে ও রাস্তায় পুলিশ মোতায়েন করে। ফলে আগত ভক্তবৃন্দ মসজিদ এবং রাস্তায় সমবেত হতে থাকে। এতে ব্যবসায়ীদের ব্যবসায় বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। অনেকে আবার দেয়াল টপকে তার সাক্ষাতে ছুটে যায়। বাগদাদের গভর্নর ইবনে তাহের নিজের প্রহরীর মাধ্যমে ইমাম আহমদকে সালাম পেশ করে এবং তাঁর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে। কিন্তু ইমাম আহমদ বিন হাম্বল সাক্ষাৎদানে অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন, তাকে আমার ভালো লাগেনা। আমীরুল মু'মিনীনও এ ব্যাপারে আমাকে মুক্তি দিয়েছেন। বনু হাশেমের নেতৃস্থানীয় লোকজন তার সাথে সাক্ষাৎ করতে এলে তিনি তাদেরকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দান করেন। বিচারকদের একটি দলও তাঁর সাক্ষাতে এসেছিল কিন্তু তারাও ভেতরে প্রবেশের অনুমতি পায় নি। ঐ সময়ে এক বুযুর্গ এসে তাকে বললেন, হে আবু আব্দুল্লাহ! আল্লাহর দরবারে উপস্থিতির কথা স্মরণ করুন। একথা শুনে তিনি কাঁদতে

[292] মানাকিবুল ইমামি আহমদ বিন হাম্বল, ৪৫৪-৪৫৫ পৃ.; তবকাতুশ শাফিঈয়্যাহ আল কুবরা, ২ খ. ৩৬ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

লাগলেন।

মৃত্যুর এক কিংবা দু'দিন পূর্বে তিনি আস্তে আস্তে বললেন, সন্তানদেরকে আমার সামনে নিয়ে আসো। ছেলেরা এক এক করে তার কাছে যাচ্ছিল আর তিনি অশ্রু সজল নয়নে তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন। চৌকির নিচে পেশাবের জন্য পাত্র রাখা ছিল, তাতে পেশাবের চিহ্নও ছিল না, ছিল শুধু রক্ত। চিকিৎসক দেখে বললেন, অধিক চিন্তা ও পেরেশানির কারণেই এমনটি হয়েছে। বৃহস্পতিবার রোগ বেড়ে যায়। রাতে আরো প্রচণ্ড আকার ধারণ করে। অবশেষে শুক্রবার সকালে প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে যান পরপারে। তার মৃত্যুর সংবাদে সারা বাগদাদে কান্নার রোল পড়ে যায়। জুমআর নামাজের পর জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় লোকের অস্বাভাবিক ভিড় হয়। মাঠে জায়গা না পেয়ে মানুষ দজলা নদীতে নৌকায় আরোহণ করে, আশপাশের বাজারে এমনকি অলি-গলির চিপায় দাঁড়িয়ে জানাজায় শরীক হয়। শুধু মাঠের লোকদের মধ্যে জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে ছয় লাখের চেয়ে বেশি মানুষ আছে। অন্যান্য জায়গায় দাঁড়ানো লোকের পরিসংখ্যান করা সম্ভব হয় নি।

তাঁর মৃত্যুতে মুসলমানদের মত ইয়াহুদী নাসারা ও অগ্নিপূজকরাও শোকাহত ও মর্মাহত হয়ে পড়েছিল। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর।[293] এক সপ্তাহ পর্যন্ত লোকজন তার কবরের সামনে জানাজা পড়তে থাকে।

সন্তান সন্ততি

আহমদ রহ. চল্লিশ বছর বয়সে আয়েশা বিনতে ফজল নাম্নী এক মহিলাকে বিবাহ করেন। তার গর্ভে সালিহ জন্ম গ্রহণ করেন। আয়েশার মৃত্যুর পর তিনি রায়হানা নাম্নী এক মহিলাকে বিবাহ করেন। তার এক চোখে জখম ছিল। তার গর্ভে আব্দুল্লাহ জন্ম গ্রহণ করেন। আহমদ রহ. হুসনা নাম্নী এক বাদী ক্রয় করেছিলেন। তার গর্ভে যয়নব নাম্নী এক কন্যা-সন্তান জন্ম গ্রহণ করেছিল। এর পর তার গর্ভে হাসান ও হুসাইন নামক

[293] মানাকিবুল ইমামি আহমদ বিন হাম্বল; তারীখু বাগদাদ; তারীখু ইবনে আসাকির; তবকাতুশ শাফিঈয়্যাহ আল কুবরা।

দুটি জমজ সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই সন্তান দুটি মৃত্যুবরণ করে। এরপর হাসান, মুহাম্মাদ ও সাঈদ নামক আরও তিনটি সন্তান জন্ম লাভ করে।

সালিহ, আহমদ রহ. এর সবচেয়ে বড় সন্তান ছিলেন। তিনি ২০৩ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই সংসারের দায়িত্ব তার কাঁধে এসে পড়ে। আহমদ রহ. ছাড়াও তিনি আরও কতিপয় মুহাদ্দিস থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ইস্পাহানের বিচারক ছিলেন। ২৬৫ হিজরীর রমজান মাসে তিনি ইন্তেকাল করেন। তার এক ছেলের নাম জুহাইর। তিনি ৩০৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। আরেক ছেলে আহমদ, যার ঔরষে জন্ম গ্রহণ করেন সেই মহান ব্যক্তি আবু জা'ফর মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন সালিহ। তিনি ৩৩০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

আহমদ রহ. এর অপর ছেলে আব্দুল্লাহ। ইনিই পিতা থেকে সবচেয়ে বেশি হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তার অধিকাংশ কিতাব শ্রবণ করেছেন। ২৯০ হিজরীতে তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

তৃতীয় সন্তান সাঈদ, তিনি আহমদ রহ. এর মৃত্যুর প্রায় ২ মাস পূর্বে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি কুফার বিচারক ছিলেন। হাসান এবং মুহাম্মদ সম্পর্কে কিছু জানা যায় নি।

এসকল ঔরষজাত সন্তান ছাড়াও তার হাজার হাজার রুহানী সন্তান ছিল যারা তাঁর ইলমের উত্তরাধিকার পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছে।

গ্রন্থসমূহ

ইমাম আহমদ রহ. মৌলিক গ্রন্থ রচনার বিরোধী ছিলেন। তিনি তার নিজস্ব মতামত, ফতোয়া ও মাসায়িল লিপিবদ্ধ করতে ছাত্রদেরকে নিষেধ করতেন। তার গ্রন্থাবলি সাধারণত হাদীস ও আসার (সাহাবীদের উক্তি ও ঘটনা) সম্বলিত ছিল। কিতাবুল মুসনাদ, কিতাবুত তাফসীর, কিতাবুন-নাসেখ ওয়াল মানসুখ, কিতাবুত-তারিখ, কিতাবু হাদীসি শূ'বা, কিতাবুল মুকাদ্দাম ওয়াল মুয়াখখার ফিল কুরআন, কিতাবু জাওয়াবাতিল কুরআন, কিতাবুল মানাসিখিল কাবীর, কিতাবুল মানাসিখিস সগীর ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এছাড়াও তিনি ছোট ছোট অনেক পুস্তক রচনা করেছেন। কিতাবুল মুসনাদ ত্রিশ হাজার হাদীস সম্বলিত এক বিশাল গ্রন্থ। কিতাবুত তাফসীরে এক লাখ বিশ হাজার হাদীস রয়েছে।[294]

www.maktabatulabrar.com

ইবনে নাদীম, আহমদ রহ. এর আরও কিছু কিতাবের নাম উল্লেখ করেছেন। যথা : কিতাবুল ইলাল, কিতাবুত তাফসীর, কিতবুন নাসিখ ওয়াল মানসুখ, কিতাবুয যুহদ, কিতাবুল মাসায়িল, কিতাবুল ফাযায়েল, কিতাবুল ফারায়েজ, কিতাবুল আশরিবাহ, কিতাবু তা'আতির রসূল সা. কিতাবুর রাদ্দি আলাল জাহমিয়্যাহ। কিতাবুল মুসনাদ যা ৪০ হাজারেরও বেশি হাদীস সম্বলিত এক বিশাল গ্রন্থ।[295]

মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের ব্যাপারে আহমদ রহ. নিজেই তার ছেলে আব্দুল্লাহকে বলেন, তোমরা মুসনাদকে সংরক্ষিত রেখো, এটা মুসলমানদের পথ ও পাথেয় হিসেবে পরিগণিত হবে। তাতে মোট চল্লিশ হাজার হাদীস আছে। এর মধ্যে দশহাজার পুনরাবৃত্ত। এগুলো বাদ দিলে তিরিশ হাজার অবশিষ্ট থাকে। এতে তিনশত সুলাছিয়্যাত আছে। সুলাছিয়্যাত হলো ঐ সকল হাদীস যার বর্ণনা সূত্রে রসূল পর্যন্ত পৌছতে মাত্র রাবী থাকেন।

একবার তাঁকে একটি হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তখন তিনি বললেন, দেখো! হাদীসটি যদি আমার মুসনাদে না থাকে তাহলে তা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে তিনি কখনো স্পষ্টভাবে একথা বলেন নি যে, মুসনাদে যে হাদীস আছে সেটাই দলীল, অন্যটা নয়। বুখারী, মুসলিমে এমন কিছু হাদীস আছে যা মুসনাদে আহমদে নেই। ইবনে জাওযী রহ. মুসনাদে আহমদের ১৫ টি হাদীস মওজু হওয়ার বিষয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। হাফেজ ইরাকি এমন হাদীসের সংখ্যা ৯ বলে উল্লেখ করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার স্বীয় গ্রন্থ আল কওলুল মুসাদ্দাদ ফিয যাব্বি আনিল মুসনাদ গ্রন্থে মাত্র তিনটি অথবা চারটি হাদীসকে ভিত্তিহীন বলেছেন।

শায়েখ আবুল হাসান বিন আব্দুল হাদি সিন্ধী মাদানী রহ. মুসনাদে আহমদের ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন। পরে শায়েখ জয়নুদ্দিন উমর বিন আহমদ শাম্মা' হালাবি রহ. সেটাকে সংক্ষেপন করে নাম দিয়েছেন,

[294] মানাকিবুল ইমামি আহমদ বিন হাম্বল, ১৯১ পৃ.।

[295] আল-ফিহরিসত, ইবনে নাদীম, ৩২০ পৃ.।

'আদদুররুল মুনাদ্দাদ মিন মুসনাদিল ইমামি আহমদ।' এছাড়া শায়েখ সিরাজুদ্দিন উমর বিন আলীও তা সংক্ষেপনের প্রয়াস চালিয়েছেন।

কতিপয় প্রজ্ঞাপূর্ণ উক্তি

বুজুর্গদের সাদাসিধা কথার মধ্যেও অনেক তত্ত্ব লুকায়িত থাকে। তাদের হৃদয় নিসৃত বাণী মানুষের অন্তরে গভীরভাবে রেখাপাত করে। ইমাম আহমদ রহ. এর কতিপয় জ্ঞানগর্ভ বাণী নিম্নে উদ্ধৃত হলো।

❖ দর্শন শাস্ত্রের পণ্ডিত ব্যক্তি কখনো ধর্মীয় বোধের ক্ষেত্রে সফল হতে পারে না। তোমরা যাকে দর্শন শাস্ত্রের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত দেখবে, ধরে নিবে তার অন্তরে ধর্মের ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয় নিশ্চিতরূপে বিদ্যমান।

❖ আমরা সাহাবাদের পারস্পরিক মতানৈক্য ও বিবাদ-বিসংবাদের সমালোচনায় লিপ্ত হবো না। তাদের সকল বিষয় আল্লাহর উপর ছেড়ে দেব।

❖ আল্লাহ তায়ালা প্রতি শতাব্দীর শেষের দিকে মানব জাতির হেদায়েতের জন্য এমন এক মহান ব্যক্তিকে পাঠান যিনি মানব জাতিকে রাসুলের সুন্নাহ শিক্ষা দেন এবং নববী সত্তাকে সকল মিথ্যা ও কুৎসা রটনা থেকে রক্ষা করেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, প্রথম শতাব্দীর সেই মহান ব্যক্তিটি হলেন, উমর বিন আবদুল আজিজ এবং দ্বিতীয় শতাব্দীর কাণ্ডারী হলেন ইমাম শাফিঈ রহ.।

❖ ঐ ব্যক্তি কত ভাগ্যবান যার বাড়িতে আল্লাহ মেহমান পাঠান।

❖ যদি কারও মাঝে ১০০ টি ভালো গুণ থাকে আর সে যদি মদখোর হয় তাহলে তার এই একটি মাত্র দোষ সকল ভালো গুণকে ধ্বংষ করে দেবে।

❖ এমন ব্যক্তি থেকে ইলম শিক্ষা করো না যে ইলমের বিনিময়ে দুনিয়ার তুচ্ছ বস্তু কামনা করে।

❖ আবু হাতেম রাজি একবার আহমদ রহ. কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি মু'তাসিমের শাস্তি আর ওয়াসিকের তরবারি থেকে কিভাবে বেঁচে গেলেন ? উত্তরে তিনি বললেন, আবু হাতেম! সততা ও সত্যবাদিতাকে যদি ক্ষতের উপর রাখা হয় তাহলে সাথে সাথে তা ভালো হয়ে যায়।

www.maktabatulabrar.com

❖ একবার এক [প্রবীণ] ব্যক্তি আহমদ রহ. কে চিন্তিত অবস্থায় বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলো, ভাতিজা! তুমি এমন চিন্তিত কেন ? তিনি বললেন, চাচা! খুশি ও আনন্দ তো ঐ ব্যক্তির জন্য যার মৃতুর পর আল্লাহ তার উত্তম আলোচনা পৃথিবীতে অবশিষ্ট রেখে দেন।

❖ ইসহাক বিন মানসুর বর্ণনা করেন, আমি আহমদ রহ. কে জিজ্ঞাসা করলাম, হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর নিম্ন বর্ণিত বক্তব্যে উল্লিখিত ইলম দ্বারা কোন ইলম উদ্দেশ্য?

تذاكر العلم بعض ليلة احب الى من احيائها

অর্থ: 'রাতের কিছু অংশ ইলমের আলোচনা করা আমার নিকট সারারাত ইবাদতের চেয়ে উত্তম'। তিনি বললেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ ইলম যা দ্বারা মানুষ দীনী ফায়দা অর্জন করে। আমি বললাম, দীনী ফায়দার মধ্যে কি অযু, নামাজ, রোজা, হজ, তালাক ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত? তিনি বললেন, হ্যাঁ। পরবর্তীতে ইবনে রাহুভয় একথার সত্যায়ন করেন।

❖ বেদআতীদেরকে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দাও যে, তোমাদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।

❖ যে ব্যক্তি অধিক সূত্র এবং ভিন্ন ভিন্ন মতন সহকারে হাদীস সংগ্রহ করে না তার জন্য কোন হাদীসের ব্যাপারে হুকুম প্রয়োগ করা কিংবা হাদীসকে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করে ফতোয়া প্রদান করা জায়েজ নেই।

❖ যখন আমরা রসূল সা. থেকে হালাল, হারাম কিংবা সুনান-আহকাম সম্বলিত কোন হাদীস বর্ণনা করি তখন আমরা সনদ ও রাবীর ব্যাপারে কঠিন সতর্কতা অবলম্বন করি। আর যখন আমলের ফযীলত সংক্রান্ত কিংবা হুকুমমুক্ত কোন হাদীস বর্ণনা করি তখন সনদের বিষয়ে আমরা কিছুটা শিথিলতার পন্থা অবলম্বন করি।

❖ একবার ইমাম আহমদের সামনে দুনিয়ার আলোচনা উঠলো, তখন তিনি বললেন, দুনিয়ার সামান্য অংশই যথেষ্ট, বাকিটুকু নিস্প্রয়োজনীয়।

❖ যে মুহাদ্দিসদের সম্মান করবে, সে রসূল সা. এর দৃষ্টিতে বড় হবে। আর যে তাঁদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে সে রসূলের দৃষ্টিতে নিকৃষ্ট বলে

বিবেচিত হবে। কারণ মুহাদ্দিসগণ হলেন রসূলের প্রিয়ভাজন ও জ্ঞানী লোক। তারা যদি রসূলের প্রিয়ভাজন না হন তাহলে আর কারা হবে তাঁর প্রিয়ভাজন?

❖ আহমদ রহ. এর সামনে এক আলিমের আলোচনা উঠলো যিনি নিজের ভুলের জন্য তওবা করেছিলেন। তার ব্যাপারে তিনি বললেন, তার তওবা ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল হবে না যতক্ষণ সে তার বক্তব্য প্রত্যাহার পূর্বক প্রকাশ্যে তওবা না করবে এবং পরিষ্কার ভাষায় না বলবে যে, আমি আমার সেই বক্তব্য থেকে আল্লাহর কাছে তওবা করে সঠিক পথে প্রত্যাবর্তন করছি। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا

অর্থ: 'তবে যারা তওবা করে সংশোধন হয়ে গেছে এবং তওবার ঘোষণা করেছে তারা ব্যতিত'।

❖ খলকে কুরআনের বিষয়ে জন সাধারণের ঘাটাঘাটি শুরুর আগ পর্যন্ত আমরা নিরবতাকেই উত্তম মনে করতাম, কিন্তু যখন তারা বিষয়টি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করে দিলো তখন আমাদের এ মতবাদের বিরোধিতা করা ছাড়া উপায় ছিল না।[296]

মুসাদ্দাদ বিন মুসারহাদ বসরির নামে ইমাম আহমদ রহ.-এর চিঠি

যখন ধর্মের পরিমণ্ডলে ফিতনার ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটতে লাগলো এবং কাদরিয়া, রাফেজিয়া, মু'তাযিলা, মুরজিয়া ও খলকে কুরআনের মত ভ্রান্ত দল ও মতাদর্শে সাধারণ মুসলমানরা জড়িয়ে পড়তে লাগলো। তখন ইমাম আবুল হাসান মুসাদ্দাদ বিন মুসারহাদ বিন মুসারবাল আসাদী বসরী, ইমাম আহমদ রহ. এর নিকট এই মর্মে একটি পত্র প্রেরণ করল যে, আপনি মুসলিম উম্মাহর এই দুর্যোগঘন মুহূর্তে রসূলের হাদীস লিখে এগিয়ে যান। পত্রটি আহমদ রহ. এর কাছে পৌঁছলে তিনি কেঁদে কেঁদে বললেন,

[296] এ সকল বাণী জাইলু তাবাকাতিল হানাবেলা, তারীখু ইবনে আসাকির, তবকাতুশ শাফিঈয়্যাহ আল কুবরা, মানাকিবুল ইমামি আহমদ বিন হাম্বল, তারীখু বাগদাদ ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

www.maktabatulabrar.com

ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। বসরার এই আলিম ইলম অন্বেষণে কত অর্থ-সম্পদ ব্যয় করেছে অথচ তার ইলমের অবস্থা এই যে, সে এসকল বিষয়ে রসূলের হাদীসই শিক্ষা করতে পারে নি। এর পর তিনি পত্রের জবাবে লিখলেন।

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي جعل فی کل زمان بقايا من اهل العلم يدعون من ضل الى الهدى وينهون عن الردى يحيون بکتاب الله الموتى وبسنة النبى اهل الجهالة والردى فكم من قتيل لابليس احيوه– وكم من ضال بابه قد هدوه– فما احسن اثرهم على الناس ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين– الذين اعتقدوا لوثة البدع واطلقوا اعنة الفتنة مختلفين فی الکتاب يقولون على الله– وفی الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا وفی كتابه بغير علم فنعوذ بالله من كل فتنة مضلة وصلى الله على محمد النبى واله وسلم تسليما– اما بعد وفقنا الله واياكم كل ما فيه سخطه واستعملنا واياكم عمل الخاشعين له العارفين به– فانه المسئول.

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

'সকল প্রশংসা ঐ মহান সত্তার জন্য যিনি প্রত্যেক যুগেই এমন কতিপয় আলিম পাঠিয়েছেন যারা পথভ্রষ্টদের সঠিক পথের সন্ধান দিয়ে ধ্বংসের কবল থেকে উদ্ধার করেছেন। যারা আল্লাহর কিতাবের মাধ্যমে মৃতকে জীবন্ত করেছেন, নবীর সুন্নাহের মাধ্যমে মূর্খদেরকে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে রক্ষা করেছেন। বহু ইনসানকে ইবলীসের করাল গ্রাস থেকে মুক্ত করেছেন। বহু পথভ্রষ্টকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন। তাদের এই জীবন্ত কর্ম এতটাই ফলপ্রসু হয়েছে যে, পরবর্তীতে এ সকল লোক-ই আল্লাহর দীনকে বাতিল ও সীমালঙ্ঘনকারীদের বিকৃতি থেকে রক্ষা করেছেন। অথচ এরাই বেদআতে বিপর্যস্ত হয়ে ফিতনা উস্কে দিয়েছিল। কিতাবুল্লাহর ব্যাপারে শতধা বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। মহান আল্লাহর উপর অপবাদ ও বিভিন্ন মন্তব্য জুড়ে দিয়েছিল। তারা আল্লাহর কিতাবের অপব্যাখ্যা করতো। আমরা ভ্রষ্টকারী সকল বিশৃঙ্খলা থেকে আল্লাহর কাছে

পানাহ চাই। শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক মুহাম্মদ সা. ও তার পরিবার বর্গের উপর।

পর কথা

আল্লাহ আমাদের সকলকে তার সন্তুষ্টি অর্জনের তাওফীক দান করুন। অসন্তুষ্টির পথ থেকে দূরে রাখুন এবং তার প্রিয় বান্দাদের পথে আমাদের সকলকে পরিচালিত করুন।

আমি আপনাকে এবং বিশেষভাবে নিজেকে তাকওয়া, সুন্নাহ এবং জামাতের সাথে মিলিত থাকার অসিয়ত করছি। আপনি জানেন, যারা এপথের পথিক তাদের পরিণাম কত শুভ এবং এর উল্টো পথের পথিকদের পরিণাম কত ভয়াবহ। রসূলের সেই বাণী এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ। তিনি বলেন,

ان الله ليدخل العبد الجنة بالسنة يتمسك بها

অর্থ: 'নিশ্চয় আল্লাহ মাত্র একটি সুন্নত শক্তভাবে ধারণকারী বান্দাকেও জান্নাতে প্রবেশ করাবেন'।

আপনাদের প্রতি আমার নির্দেশ হলো, আপনারা কুরআনের উপর কোন কিছুকেই প্রাধান্য দেবেন না। কুরআন আল্লাহর কালাম বা কথা। যার মাধ্যমে আল্লাহ কথা বলেছেন সেটাও মাখলুক নয়। যে শব্দের মাধ্যমে কুরআন অতীতের সংবাদ উপস্থাপন করেছে সেটাও মাখলুক নয়, লওহে মাহফুজে যা কিছু আছে তাও মাখলুক নয়, যে ব্যক্তি এগুলোকে মাখলুক বলবে, সে কাফের হয়ে যাবে। এমনকি যে তাকে কাফের বলে স্বীকৃতি না দেবে সেও কাফের বলে গণ্য হবে।

কুরআনের পর রসূলের সুন্নাহ ও সাহাবাদের বক্তব্য ও মন্তব্যের অবস্থান। নবী-রসূলদের বক্তব্যের সত্যায়ন এবং সুন্নতের অনুসরণের মধ্যেই মুক্তি নিহিত। একথাগুলো উঁচু স্তরের আলিমদের মাধ্যমে যুগ যুগ ধরে (বিশ্বস্ত সূত্রে) বর্ণিত হয়ে আসছে।

জাহাম বিন সফওয়ানের ভ্রান্ত মতাদর্শ থেকে দূরে থাকুন, কারণ তারা ধর্মের মধ্যে ফাঁক ফোকর খুঁজে বেড়ায়। উলামায়ে কেরামের ভাষ্যমতে ফেরকায়ে জাহমিয়া তিন দলে বিভক্ত। তাদের এক দলের অভিমত হলো, কুরআন আল্লাহর কালাম তবে মাখলুক, দ্বিতীয় দলের বক্তব্য হলো, কুরআন আল্লাহর কালাম তবে তা মাখলুক না হওয়ার ব্যাপারে তারা

www.maktabatulabrar.com

নিরব। এদেরকে 'ওয়াকিফিয়্যাহ' বলে। তৃতীয় দলের বক্তব্য হচ্ছে, আমরা কুরআনের যে শব্দ পড়ি সেটা মাখলুক। এরা সবাই জাহমিয়াহ। সকল উলামা এ বিষয়ে একমত যে তারা যদি তওবা করে তাদের বক্তব্য থেকে ফিরে না আসে তাহলে তাদের জবাইকৃত প্রাণী ভক্ষণ করা বৈধ হবে না এবং তাদের কোন সিদ্ধান্তও গ্রহণযোগ্য হবে না।

কথা ও কাজ উভয়ের সমষ্টির নামই হচ্ছে ঈমান। এই ঈমান বৃদ্ধি পায় আবার হ্রাস পায়। যদি নেক কাজ করেন তাহলে ঈমান বৃদ্ধি পাবে আর যদি মন্দ কাজ করেন তাহলে ঈমান হ্রাস পাবে। এমনকি এক পর্যায়ে মানুষ ঈমানের গণ্ডি থেকেই বেরিয়ে যায়। যদি তওবা করে নেয় তাহলে আবার ঈমানের আলোতে ফিরে আসে। একমাত্র শিরকের কারণেই মানুষ ইসলামের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যায়, অথবা যদি আল্লাহ প্রদত্ত কোন আবশ্যকীয় বিধানকে অস্বীকার করে তাহলেও কাফের হয়ে যায়। কেউ যদি কোন ফরজ বিধান অবহেলা বা দুর্বলতাবশত ছেড়ে দেয় তাহলে তার বিষয়টি আল্লাহর ইচ্ছাধীন। তিনি চাইলে শাস্তি দেবেন, চাইলে ক্ষমা করে দেবেন। মু'তাযিলাদের বিষয়ে উলামায়ে কেরামের অভিমত হচ্ছে তারা গুনাহকারীকে কাফের বলে আখ্যায়িত করে। সুতরাং যারা মু'তাযিলাদের এই মতে বিশ্বাসী হবে তারা নিশ্চিত ভাববে যে, হযরত আদম আ. গোনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণে কাফের হয়ে গেছে (নাউজুবিল্লাহ)। এটাও ভাববে, হযরত ইউসুফ আ.এর ভায়েরা পিতার সামনে মিথ্যা বলে কুফুরী করেছে। মু'তাযিলাদের সর্বসম্মত বিশ্বাস হচ্ছে যদি কেউ কণা পারিমাণ বস্তুও চুরি করে তাহলে সে জাহান্নামী হয়ে যাবে। তার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। হজ করে থাকলে পুনরায় হজ করতে হবে। তাদের ব্যাপারে নির্দেশ হচ্ছে তারা এ মত ও পথ থেকে ফিরে আসার আগ পর্যন্ত তাদের সাথে সালাম কালাম করা যাবে না। তাদের জবাইকৃত প্রাণীও ভক্ষণ করা যাবে না।

রাফেজীদের বিষয়ে আমাদের উলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হচ্ছে, তারা হযরত আলী রা. কে হযরত আবু বকর ও উমর রা. থেকে উত্তম মনে করে এবং আলী রা.কে আবু বকর রা. এর পূর্বে ইসলাম গ্রহণকারী বলে বিশ্বাস করে। যারা এমতে বিশ্বাসী তারা কুরআন ও হাদীসের প্রকাশ্য বিরোধিতাকারী। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন।

محمد رسول الله والذين معه

'আল্লাহর রসূল মুহাম্মদ এবং তাঁর সাথে যারা ঈমান এনেছে'।

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নবী সা. এর পর আবু বকর রা. এর স্থান দিয়েছেন, আলী রা. এর নয়। নবী করিম সা. বলেনI

لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن الله اتخذ صاحبكم خليلا يعنى نفسه

'আমি যদি কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম তাহলে আবু বকরকেই বেছে নিতাম। কিন্তু আল্লাহ আমাকে নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধু বানিয়ে নিয়েছেন। যে বিশ্বাস করে, আলী রা. আবু বকর রা. এর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, সে ভুলের মধ্যে আছে। কারণ, হযরত আবু বকর রা. এর ইসলাম গ্রহণের সময় তাঁর বয়স ছিল ৩৫ বছর। অথচ হযরত আলী রা. তখন মাত্র সাত বছরের বালক, যার উপরে ইসলামের কোন বিধান, শরীয়তের দণ্ডবিধি এবং দীনের ফারায়েজই তখনও প্রযোজ্য হয় নি।

মুসলমানদের কর্তব্য হলো তাকদীরের ভালো মন্দের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা এবং ভালো-মন্দ সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে এ-কথার উপর আস্থা রাখা। আল্লাহ তা'আলা মাখলুক সৃষ্টির পূর্বে জান্নাত সৃষ্টি করেছেন। জান্নাতবাসী কারা হবে তাও নির্ধারণ করে রেখেছেন। জান্নাতের নেয়ামতসমূহ চিরস্থায়ী। যারা মনে করে জান্নাতের কিছু অংশ নষ্ট হয়ে যাবে তারা কাফের বৈ কিছু নয়। তেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন তাতে যারা থাকবে তাদেরকেও তিনি সৃষ্টি করেছেন। জাহান্নামের আজাবও চিরস্থায়ী। নবীর শাফায়াতের উসিলায় বহু লোক জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। এ-কথার উপরও বিশ্বাস রাখতে হবে যে, জান্নাতে আল্লাহ তা'আলার দিদার লাভ হবে। হযরত মুসা আ. এর সাথে আল্লাহ কথোপকথন করেছেন। হযরত ইবরাহীম আ.কে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন, এটাও বিশ্বাস করতে হবে।

হিসাব-নিকাশ সত্য, পুলসিরাত সত্য, নবিগণ সত্য, হযরত ঈসা আ.আল্লাহর বান্দা এবং রসূল, হাউজে (কাউসার), শাফায়াত, আরস, কুরসী ইত্যাদির উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। মালাকুল মাউতের প্রাণ হরণ এবং পুনরায় তা দেহে ফিরিয়ে দেয়ার বিষয়ে ঈমান রাখতে হবে।

www.maktabatulabrar.com

মৃত্যুর পর তাওহীদ রিসালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে, এটাও বিশ্বাস করতে হবে। সিঙ্গায় ফুৎকারের উপরও বিশ্বাস রাখতে হবে, যাতে ইসরাফিল আ. ফুঁক দেবেন। মদীনায় যে কবর আছে তা রসূল সা. এর কবর আর দুই পাশে আছেন আবু বকর ও উমর রা.। বান্দার অন্তর আল্লাহর দুই আঙ্গুলের মাঝে অবস্থিত। উম্মতে মুহাম্মাদির মাঝেই দাজ্জাল বের হবে এবং হযরত ঈসা আ. এসে 'বাবেলুদ' নামক স্থানে তাকে হত্যা করবেন। হক্কানী উলামায়ে কেরাম যেটা অপছন্দ করেন সেটা প্রকৃতই নিন্দনীয়। সকল প্রকার বেদআত থেকে দূরে থাকুন।

রসূলের পর উম্মতের মধ্যে আবু বকরই সর্বশ্রেষ্ঠ, এরপর উমর এরপর হযরত উসমান রা. এর শ্রেষ্ঠত্বের স্থান। খেলাফতের ধারাবাহিকতার ব্যাপারে আমাদের এই একই বক্তব্য। আর আলী রা. এর ব্যাপারে আমরা নিরবতা অবলম্বন করে থাকি। শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে আমাদের কাছে আব্দুল্লাহ বিন উমরের বিশুদ্ধ হাদীস বিদ্যমান। এই চার খলীফা সবাই সঠিকপথ প্রাপ্ত। আশারায়ে মুবাশশারার ব্যাপারে আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তারা সবাই জান্নাতি। এরা হলেন, আবু বকর, উমর, উসমান, আলী, তালহা, জুবায়ের, সা'দ, সাইদ, আব্দুর রহমান বিন আউফ, আবু উবাইদা বিন জাররাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুম। রসূল সা. যাদের জান্নাতি হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন আমরাও তাদের জান্নাতি হওয়ার প্রবক্তা।

আমাদের মতে নামাযে রফয়ে ইয়াদাইন করা এবং আমীন বলা উত্তম। শাসকদের জন্য সততা ও কল্যাণের দোয়া করা বাঞ্ছনীয়। তাদের উপর সশস্ত্র আক্রমণ করা কিংবা পারস্পরিক বিশৃঙ্খলা ও ঝগড়ার সূত্র ধরে তাদের সাথে যুদ্ধ বাধিয়ে দেয়া উচিত নয়। কোন মুসলমানকে একথা বলতে বাধ্য করা যাবে না যে, অমুক অমুক ব্যক্তি জান্নাতি। তবে রসূলের পক্ষ থেকে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ সাহাবীকে জান্নাতি বলা যাবে।

আল্লাহ তা'আলার ঐ সকল গুণই বর্ণনা করুন যেগুলো তিনি নিজের ব্যাপারে বলেছেন। তিনি নিজের ব্যাপারে যা বলতে নিষেধ করেছেন সেগুলো পরিহার করুন। প্রবৃত্তির অনুসারী এবং পথভ্রষ্টদের সাথে তর্ক-বিতর্ক থেকে বেঁচে থাকুন। সাহাবাদের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা থেকে দূরে থাকুন। শুধু তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করুন। তাদের পারস্পরিক বিতর্কের

বিষয়ে নিরবতা অবলম্বন করুন। ধর্মীয় বিষয়ে বিদআতীদের থেকে পরামর্শ নিবেন না, এবং তাদের সাথে সফরও করবেন না। বিয়ের জন্য ওলী নির্ধারণ, খুতবা পাঠ এবং দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রয়োজন। নেকাহে মুতা বা সাময়িক বিবাহ কেয়ামত পর্যন্ত হারাম। প্রত্যেক ভালো ও মন্দ কাজের পর নামায পড়ুন। মুসলমানদের যেই মৃত্যুবরণ করুক তার জানাজা পড়ে নিবেন। তার সব বিষয় আল্লাহই ফায়সালা করবেন। প্রত্যেক ইমাম ও বাদশার আনুগত্য করতে থাকুন। জিহাদ ও হজের উদ্দেশ্যে বের হওয়া চাই। জানাজার নামাযে মোট চার তাকবীর। তবে যদি ইমাম পাঁচ তাকবীর বলে ফেলে তাহলে আপনারাও আলী রা. এর মত পাঁচ তাকবীর বলবেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বলেছেন, 'জানাজার নামাজে ইমাম যতগুলো তাকবীর বলবে আপনারাও বলবেন'। কিন্তু ইমাম শাফিঈ রহ. এ মাসআলায় ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তিনি বলেন, যদি চার তাকবীরের বেশি হয় তাহলে নামাজ পুনরায় পড়তে হবে। তিনি বিশুদ্ধ সূত্রে রসূল সা. থেকে একটি হাদীস আমার সামনে উপস্থাপন করেছেন যাতে উল্লেখ আছে নবী সা. জানাজার নামাজে চার তাকবীর বলেছেন।

মুসাফিরের জন্য মুজার উপর তিন দিন তিন রাত মাসেহ করার সুযোগ আছে আর মুকিমের জন্য একদিন একরাত। রাত-দিনের নফল নামাজ দু রাকাত করে পড়া উত্তম। ঈদের নামাজের পূর্বে কোন নফল নামাজ নেই। মসজিদে প্রবেশের পর বসার পূর্বে দু'রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়ে নিবেন। বিতিরের নামাজ এক রাকাত। নামাজের একামত দেয়া জরুরি। আমি প্রবৃত্তির অনুসারীদের বিপরীতে আহলে সুন্নতকে ভালো মনে করি। যদিও তাদের মধ্যে কোন দোষ-ত্রুটি থাকে। আল্লাহ তা'আলা আমাকে এবং আপনাকে ইসলাম ও সুন্নতের উপর অবিচল থেকে মৃত্যু বরণ করার তাওফীক দান করুন। আপন প্রজ্ঞা দিয়ে আমাদেরকে তার সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করুন'।[297]

শায়খুল ইসলাম হারাভী রহ. কে যখন বিদআতপন্থীরা নির্বাসিত

[297] মানাকিবুল ইমামি আহমদ বিন হাম্বল, ১৬৭-১৭১ পৃ.।

www.maktabatulabrar.com

করেছিল তখন তিনি সকল কিতাব ঘরে রেখে শুধু আহমদ রহ. এর এই অসিয়তনামাকে সৌভাগ্যের পাথেয় মনে করে সাথে নিয়েছিলেন।

হাফেজ ইবনে মুনযিরের বক্তব্য হলো, যে এই অসিয়তনামা পড়ে আমল করবে সে আল্লাহর নিম্নবর্ণিত বাণীর প্রকৃত দৃষ্টান্ত হিসেবে পরিগণিত হবে। আল্লাহ বলেন।

ان عبادى ليس لك عليهم سلطان

'হে শয়তান! নিশ্চয় আমার [প্রকৃত] বান্দাদের উপর তোর কোন কর্তৃত্ব চলবে না'।

হাফেজ ইবনে মুনযির রহ. তার অধিকাংশ বক্তব্য আহমদ বিন হাম্বল রহ.-এর এই খুতবা দ্বারা শুরু করতেন। হাফেজ ইবনে জাওযীর নীতি ছিল, যে ভাষণে বাগদাদের খলীফা উপস্থিত থাকতেন তিনি সেই ভাষণ এই খুতবা দ্বারা শুরু করতেন। হাফেজ ইবনুল কায়্যিম এই অসিয়তনামার প্রতি এতটাই মুগ্ধ ছিলেন যে, তার অধিকাংশ কিতাব তিনি এই খুতবা দ্বারা শুরু করেছেন।[298]

اللهم ارحم على احمد و اغفر له و ارفع درجته فى عليين

آمين يا رب العالمين

[298] তাজকিরাতু মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, ১৯৩-১৯৪ পৃ.।